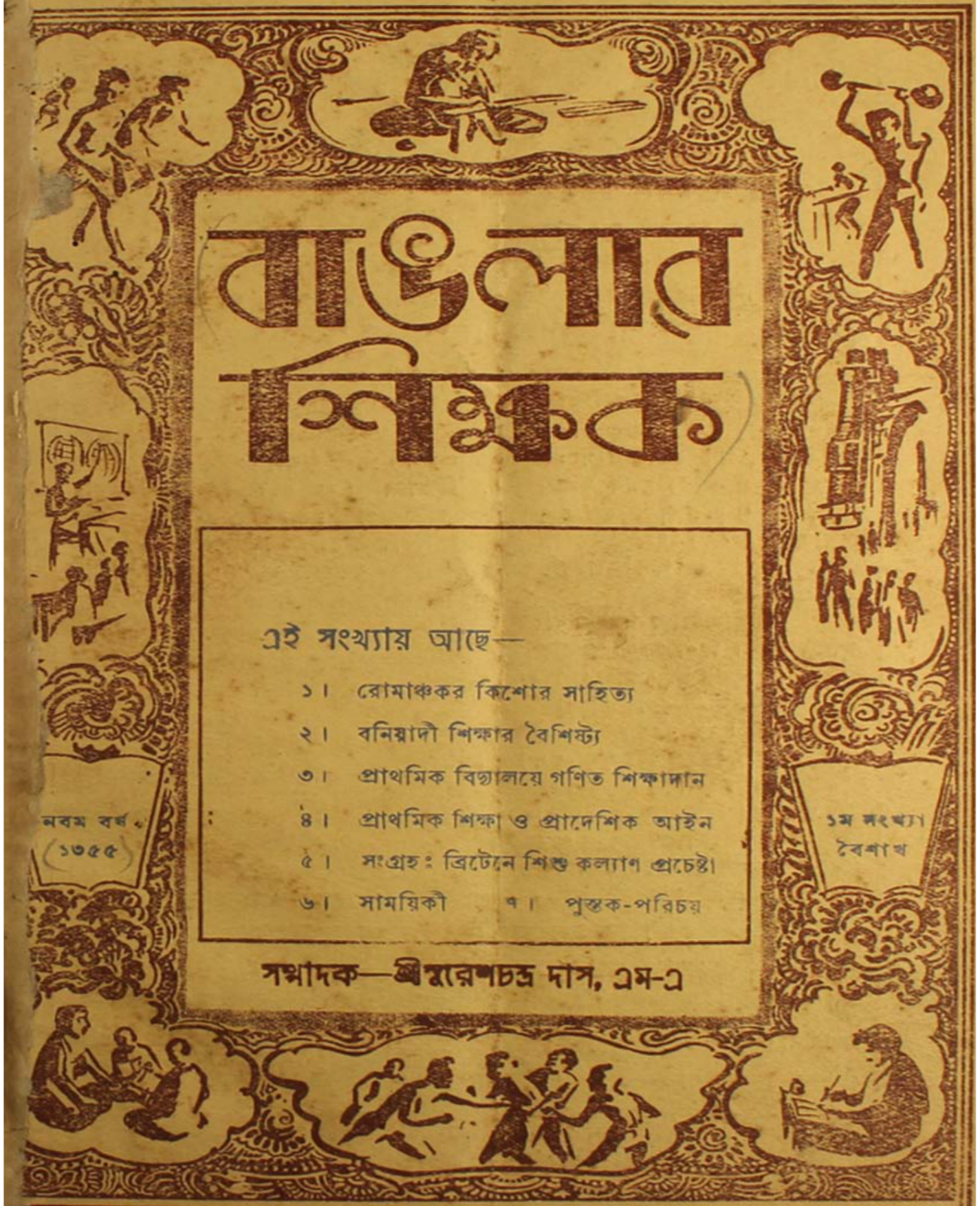

বাঙলার শিক্ষক

এই সংখ্যায় আছে—

১। রোমাঞ্চকর কিশোর সাহিত্য

২। বনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

৩। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষাদান

৪। প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাদেশিক আইন

৫। সংগ্রহঃ ব্রিটেনে শিশু কল্যাণ প্রচেষ্টা

৬। সাময়িকী ৭। পুস্তক-পরিচয়

নবম বর্ষ
১৩৫৫

১ম সংখ্যা
বৈশাখ

সম্পাদক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ

বার্ষিক চাঁদা—তিন টাকা (ডাকমাশুল সহ) ; প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

অমলেন্দু দাশগুপ্তের

ডেটিনিউ

বহু প্রশংসিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী ;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার নির্বিচার কারারোধ। মূল্য ২৲

কমল দাশগুপ্তের

পরিচিতা

বহু পরিচিত এবং সর্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ। কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

কা জী আ ব দু ল ও দু দে র

কবিগুরু প্যেটে প্রথম খণ্ড ৫৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৬৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গাদপি গরীয়সী (প্রতি খণ্ড) ৪৲, হৈমন্তী ৩৲, নীলাঙ্গুরীয় (৪র্থ সং) ৩৲, বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, বসন্তে (২য়সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, বরযাত্রী (৩য় সং) ২॥০, চৈতালী ৩৲, আগামীপ্রভাত ৩৲, ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲

দৈনন্দিন ২॥০

প্রমথনাথ বিশী

গল্পের মতো ১॥০, গালি ও গল্প ১॥০ রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২সং) ৩৲

পরিমল গোস্বামী

মহামন্বন্তর (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲,

দুষ্মন্তের বিচার (২য় সং) ১॥০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২॥০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী (২য় সং) ১॥০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২॥০, ঘরের ঠিকানা (২য় সং) ২॥০, শতাব্দীর অভিশাপ (২য় সং) ২॥০, ক্ষুধা ২॥০ হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ বঞ্চনা (২য় সং) ২৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪৲

ছেলেদের আরণ্যক ৩৲

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

অন্তর্যামী ১॥০, সমর্পণ ১॥০, সমী ও দীপ্তি ১৲, ভুলের ফসল ২৲

শ্রীমতী বাণী রায়

পুনরাবৃত্তি ২৲, প্রেম ৩৲

স্নেহ মিত্র এম-এ

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲

প্রাথমিক শিক্ষা ২॥০

মো হি ত লা ল ম জু ম দা র

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বাংলা কবিতার ছন্দ ৪৲ বিস্মরণী (৩য় সং) ৪৲ স্মর-গরল ৫৲ ছন্দ-চতুর্দশী ৩৲ কাব্য-মঞ্জুষা ৩৲ জয়তু নেতাজী ৩৲

রূপকথা (২য় সং) ১৲ — **সুবীর শিশু গ্রন্থমালা** — বসন্তের রাণী ॥০

ছেলেদের আরণ্যক ৩৲ লক্ষবীর ৸০ শিবাজী মহারাজ ১৲

জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড

১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুবীর শিশু গ্রন্থমালার

পঞ্চম অর্ঘ্য

ছেলেদের আরণ্যক

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

একদিন আমাদের এই পৃথিবী ছিল অসংখ্য নদ-নদী আর উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা রূপকথার দেশ। তারপর পাহাড় কাটিয়া মানুষ গড়িল বসতি, কত নগর-নগরী—সভ্যতার কত বিচিত্র নিগড়। কিন্তু এত বিদ্যা, এত ঐশ্বর্য্য, এত বিলাসেও মানুষের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। তাই বুঝি শিশুর মধ্যে সে ক্ষণিকের বিশ্রাম চায় রূপকথার রাজ্যে। ঐ 'আরণ্যক' যেন সেই রূপকথার দেশ। অরণ্য-প্রান্তরের মানুষ কি সরল, এবং শিশুর মত কি নিরলস। তাহাদেরও রাজা আছেন; তিনি রূপকথার রাজাই বটে; চারণভূমির প্রাচীন বৃক্ষমূলে তাঁহার আসন পাতা হয়—সেখানে পথিককে পথ দেখায় রাজার নাতনিরা মেয়ে কিশোরী ভানুমতী। আরও আছে চিরদুঃখিনী কুন্তা—যাহার হাসিতে ঝড়ে মুক্তাগোটা আর আঁখিতে মানিক।

পাতায় পাতায় ছবি এবং ত্রিবর্ণের প্রচ্ছদপট

মূল্য তিন টাকা

◆

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি

—উৎকৃষ্ট গল্প-সংগ্রহ—

জগদীশ গুপ্তের

মেঘাবৃত অশনি—২৷৷০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

কলিকাতা-নোয়াখালী-বিহার—২৲

সম্পূর্ণ অ-সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে কলিকাতা, নোয়াখালী এবং বিহারের অশান্তির চিত্র।

প্রমথনাথ বিশীর

অভিনব কাব্য-গ্রন্থ

অকুন্তলা—২৷৷০

রোমান্স ও হাস্যরস মিশ্রিত

কাহিনী ও অন্যান্য শ্রেণীর কাব্য

বাঙলার শিক্ষক কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে।

৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত

বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন

অভয়ের কথা

প্রকাশিত হইল

মূল্য চারি টাকা

—বাঙলার শিক্ষক কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে—

স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘের মুখপত্র

স্বাস্থ্য-সমাচার

(মাসিক পত্রিকা)

—আগামী বৈশাখে ৩৭শ বৎসরে পড়িবে—

সম্পাদক—ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি

পত্রিকায় পাইবেন—

১। বাঙ্গালার মনীষীগণ লিখিত সুস্থ সবল জাতি গঠনে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী ;

২। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত দেশ-বিদেশের সংখ্যাতালিকা (Statistics) ;

৩। গভর্ণমেণ্টের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ; দেশবিদেশের জ্ঞানগর্ভ সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য ;

৪। প্রশ্নোত্তর, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি।

বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা

কার্য্যালয়—৩৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা-৯

[নমুনা সংখ্যার জন্য পত্র লিখুন]

৺শচীন্দ্র নাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত

জাতি-গঠন কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র

মাসিক

সংগঠন

নিয়মিত পাঠ করুন

নূতন দেশ ও মানুষ গড়ে তোলবার দায়িত্ব আজ সকলের।

ভাবুন, জানুন, দেশ কি ভাবে গড়ে উঠছে, কোথায় কি সমস্যা।

প্রতি সংখ্যা ৷৷০

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৷৷০

সম্পাদিকা—শ্রীমতী অংশুরাণী মিত্র

কার্য্যালয়—৫।২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা

পরিচালনা : সংগঠন ট্রাস্ট

খান বাহাদুর আবদুল হাকিম

এম, এ, (ক্যান্টাব)

প্রণীত

আধুনিক শিক্ষক

(পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ)

—•—

এই গ্রন্থে বর্ত্তমান শিক্ষাবিষয়ক যাবতীয় সমস্যা—আমাদের শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য, বিভিন্ন ক্রম ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, শিক্ষকের কর্ত্তব্য ও সেই কর্ত্তব্যপালনের সুচিন্তিত নির্দ্দেশ, পঠন ও পাঠন প্রণালীর বিধি ও বিধান—অতিশয় বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচিত হইয়াছে।

—•—

সদ্য প্রকাশিত

মূল্য ৫৷৷০ টাকা

—•—

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড

কলিকাতা

কে. সি. লালুয়ানী প্রণীত

মার্ক্সীয় অর্থশাস্ত্র

(ক্যাপিট্যাল গ্রন্থের অনুবাদ)

মার্ক্সের ক্যাপিট্যাল গ্রন্থ গত শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক চিন্তার পরিপক্ক ফল। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দিত ও প্রশংসিত। অর্থশাস্ত্রের নীরস বিষয়কে এই গ্রন্থে অতিশয় রসালো ও সর্ব্বজনবোধ্য করা হইয়াছে।

মূল্য ২৲

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ,
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডঃ সুশীলকুমার দের

—কাব্যগ্রন্থ—

অদ্যতনী ২৲

ক্ষণ-দীপিকা ১৲

জেনারেল প্রিণ্টার্স

এণ্ড

পাব্লিশার্স লিঃ, কলিকাতা

নবম বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৫৫ [১ম সংখ্যা

রোমাঞ্চকর কিশোর "সাহিত্য"

নলিনী দাস

মুখোসাবৃত বদন পিস্তলধারী গুণ্ডা, ছোরা হস্তে ভীষণাকৃতি আততায়ী, রক্তাক্ত মৃতদেহ এবং বিকৃত নরকঙ্কাল, যুদ্ধ ও অগ্নিকাণ্ড—উগ্ররঙে চিত্রিত প্রচ্ছদপট বইগুলি প্রায় সকল পুস্তকাগারেই বিশিষ্ট স্থানে সজ্জিত দেখতে পাবেন।

বইয়ের নামগুলিও তাদের আকৃতির উপযুক্ত :—"হত্যার তাণ্ডব" "জালিয়াতের বাহাদুরি" "খুনের রহস্য" ইত্যাদি। যদি ওই চারিটি বই পড়েন, তাহ'লে দেখবেন যে, হত্যাকাণ্ড, জাল-জুয়াচুরি, চুরি-ডাকাতি, শিশু ও নারী হরণ, দাঙ্গাহাঙ্গামা ও গৃহদাহ—এই সকলই স্কুল বইগুলির প্রধান বিষয়বস্তু। এই বইগুলিই নাকি বর্ত্তমানে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করতে পেরেছে—বিশেষতঃ স্কুলের ছেলেদের মধ্যে। লেখক ও প্রকাশকগণের মতে এই হল বর্ত্তমানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিশোর "সাহিত্য" —অন্ততঃ সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক তো বটেই। এই ধরণের বই একখানি পেলে ছেলেরা অন্য কোনও বই স্পর্শ করতেও চায় না। প্রতি মাসেই তাদের জন্য নূতনতর ও ভীষণতর রোমহর্ষক উপন্যাস রচিত হচ্ছে, এবং ক্রমশঃ তাদের রোমাঞ্চকর কাহিনীর প্রতি আকর্ষণ, তাদের অন্য সমস্ত পুস্তক প্রীতিকে অতিক্রম করছে।

কিশোর "সাহিত্যের" এই বিচিত্র গতির তাৎপর্য্য কি তা কি ছেলেমেয়েদের পিতামাতা এবং শিক্ষকেরা চিন্তা করে দেখেছেন? রোমহর্ষক উপন্যাসের লেখক এবং প্রকাশকেরা কি চিন্তা করে দেখেছেন এর পরিণতি কোথায়?

যাঁরা কিশোরদের জন্য রোমাঞ্চকর উপন্যাস প্রকাশ অথবা প্রচার করেন, তাঁরা এর সপক্ষে সাধারণতঃ দুইটি যুক্তি দিয়ে থাকেন।

প্রথমতঃ তাঁরা বলে থাকেন যে, ছেলেদের মনে রোমাঞ্চকর কাহিনীর প্রতি যে একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, কিশোর বয়সে তাকে খর্ব্ব করে রাখলে তাদের বীর্য্য ও পৌরুষের

সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না। লোমহর্ষক উপন্যাস যে কিশোর ছেলেদের উপযোগী তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল এই ধরণের বইয়ের প্রতি তাদের এই সহজাত প্রীতি।

আরো একটি কথা কেহ কেহ বলে থাকেন :—যদি আমরা মানব জীবনের প্রকৃত রূপ ছেলেদের কাছে গোপন করে' তাদের একটি কল্পিত রাজ্যে অতি আওতায় মানুষ করি, তাহ'লে জীবনযুদ্ধে তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। প্রথম থেকেই ভালোর সঙ্গে মন্দ এবং ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের পরিচয় পেলে, তবেই তারা জীবনকে যথার্থ ভাবে বুঝতে শিখবে।

কিন্তু আমার মনে হয় যে, মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের যে সকল ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা এই ধরণের যুক্তির অবতারণা করে থাকেন, সেই ধারণাগুলিই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

কিশোর ছেলেদের মনে রোমাঞ্চকর কাহিনীর প্রতি একটি প্রবল আকর্ষণ থাকে তা সত্য, এবং তাদের উপযোগী বীরত্বের কাহিনী ও বিপদসঙ্কুল নানা অভিযানের ইতিহাস পড়লে তাদের অপকার ভিন্ন উপকার হবারই সম্ভাবনা বেশী, কিন্তু গোয়েন্দা উপন্যাসই কি তাদের উপযুক্ত রোমাঞ্চকর কাহিনী? বিংশ শতাব্দীতে আমাদের জীবন কি এত নগণ্য ও অযশ হয়েছে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এমনই বিকৃত ও সঙ্কুচিত হয়ে গেছে, যে, বীরত্বের ইতিহাসের নাম করে, আমরা তরলমতি কিশোর ছেলেদের হাতে তুলে দেব কেবল জাল জুয়াচুরি খুন-খারাপি ও গোয়েন্দার কেরামতির কাহিনী?

ছেলেরা যে এই সকল বই সাদরে গ্রহণ করে তা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু, তাতে এমন কথা প্রমাণ হয় না যে, সুতরাং এই সকল পুস্তক কিশোর-পাঠকদের উপযোগী। প্রচুর পরিমাণে সর্ষপ ও লঙ্কা সহযোগে দুষ্পাচ্য, সুখাদ্য প্রস্তুত করে দিলে কি ছেলেরা তা ভালবাসে না? কিন্তু আমার মনে হয় যে, তাদের কোমল পাকস্থলীর পক্ষে এই সকল গুরুপাক খাদ্যসামগ্রী যতখানি হানিকর, তাদের অপরিণত মন ও চরিত্রের গঠনের পক্ষে এই সকল উগ্র ও বীভৎস রসের গ্রন্থগুলি তার চাইতে অনেক বেশী অনিষ্টকারক। অথচ—শিশুকাল হ'তে নানাবিধ উগ্ররসে রসনাকে অতিরিক্ত উত্তেজিত করলে যেমন শেষে আর কোনও সহজ সুন্দর স্বাদ উপভোগ করবার শক্তি থাকে না; তেমনি দেখা যায় যে, বালাবয়স হ'তে অতিরিক্ত লোমহর্ষক উপন্যাস পাঠ করলে শেষে আর কোনও সুস্থ সাহিত্যরস উপলব্ধি করা যায় না; রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের চাইতে তখন গোয়েন্দা কাহিনীর ঔপন্যাসিককেই শ্রেষ্ঠতর বলে মনে হয়।

রোমাঞ্চকর উপন্যাসের সপক্ষে যে দ্বিতীয় যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে, সেটিও সত্য নয়। বাস্তব জীবনে মানুষকে বহু মন্দ জিনিষের সংস্পর্শে আসতে হয় সত্য; কিন্তু, তাই বলে, কেবল সেই মন্দগুলিকেই সযত্নে করে ছোট ছেলেদের জন্য উপন্যাস রচনার কোনও যৌক্তিকতা নাই। অপরাধ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের চর্চা থেকেও দেখা গেছে যে, এই

ধরণের পুস্তক অতিরিক্ত পাঠ করলে নানাবিধ কুফল দেখা যায়। ইউরোপ ও আমেরিকার কোনও কোনও স্থলে লোমহর্ষক উপন্যাস পাঠ ও ছায়াচিত্র দর্শনের ফলে ছোট ছোট বালক গুণ্ডাদলের সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের দ্বারা চুরি, জুয়াচুরি এমন কি নরহত্যা পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এরকম উদাহরণ খুব বিরল নয়। যদিও এই সকল উপন্যাসে, শেষ পর্য্যন্ত গোয়েন্দার জয়, এবং গুণ্ডার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তবু দেখা যায় যে সরকারী ধনজনবলে সমৃদ্ধ গোয়েন্দার চাইতে সমাজদ্রোহী বেপরোয়া গুণ্ডার চরিত্রই ডানপিটে ছেলেদের কাছে অধিক চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়, এবং সেই আকর্ষণ তাদের ন্যায়-অন্যায় বোধকে এতখানি বিকৃত ক'রে রাখে, যে, তারা নিখুঁত গুণ্ডামিকেই বীরত্বের পরাকাষ্ঠা বলে মনে করে। যে বয়সে চরিত্রের গঠন সুরু হয়, এবং জীবনে আদর্শবাদের প্রথম ছায়াপাত হয়, সেই অমূল্য কিশোর বয়সে কেবল গুণ্ডামির রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়ে কালাতিপাত করা যে ছেলেদের পক্ষে কতখানি হানিকর, সে কথা ভাল ক'রে চিন্তা ক'রে দেখলে, প্রায় সকলেই আমার সঙ্গে একমত হবেন।

সাহিত্যের মধ্য দিয়ে কিশোর চরিত্রগঠনের কথা উল্লেখ করাতে কেহ যেন এসব কথা না মনে করেন, যে, আমি কেবল ছেলেদের হাতে হিতোপদেশের গল্পই তুলে দিতে বলছি। বরঞ্চ আমি মনে করি, যে উপদেশমূলক গল্প সোজাসুজি লিখলে কেবল যে গল্পটির সাহিত্য-রসেরই হানি হয়, তাই নয়, উপদেশটিও মাঠে মারা যায়। আমি কেবল এই কথাটিই বিশেষ ভাবে বলতে চাই, যে, রুচি ও নীতিবোধ পরিণত হবার পূর্ব্বে ছেলেমেয়েদের সাহিত্যে কুরুচি ও দুর্নীতিমূলক ঘটনা সম্পূর্ণ বাদ দিলেই ভাল হয়।

আগেই বলা হয়েছে, যে, ছেলেদের মনে দুঃসাহস ও বীরত্বের প্রতি একটি সহজাত গভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ আছে। কিন্তু, ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হবার পূর্ব্বে লোমহর্ষক উপন্যাস অতিরিক্ত পাঠ করবার ফলে তারা দুঃসাহসিকতা ও সমাজদ্রোহ মাত্রকেই বীরত্ব ব'লে মনে করে। তাই বলে আমি এমন কথা বলতে চাই না যে রোমাঞ্চকর কাহিনী ছেলেদের পড়া উচিত নয়। কিন্তু তাদের হাতে কেবল সেই সব রোমাঞ্চকর কাহিনী তুলে দিতে হবে, যার মধ্যে মানবজীবনের একটি উদার আদর্শ নিহিত আছে এবং সেই রকম দুঃসাহসিকতার ইতিহাস তাদের পড়তে দিতে হবে, যার পশ্চাতে মহৎ কোনও অনুপ্রেরণা আছে। রবীন্দ্রনাথের মুকুট এবং রাজর্ষি, কিম্বা অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনীতে কি যুদ্ধ-বিগ্রহ হত্যা-ষড়যন্ত্র-রক্তপাতের কাহিনী নাই? ছেলেরা কি রুদ্ধশ্বাস আগ্রহের সহিত এই সকল বই পাঠ করে না? কিন্তু—তাদের সেই আগ্রহ কেবল "তারপর কি হল" জানার আগ্রহ নয়—সূক্ষ্মতর রসানুভূতির সঙ্গে তারা এই সকল পুস্তকে একটি মহত্তর ও বৃহত্তর জীবনের সন্ধান পায়। বলা বাহুল্য, যে, সব লেখকই কিছু রবীন্দ্রনাথ বা অবনীন্দ্রনাথ হ'তে পারেন না। কিন্তু আমার মনে হয়, যে, কেবলমাত্র চমকপ্রদ ও লোমহর্ষক ঘটনার কথা চিন্তা না ক'রে

তাঁরা যদি নিজেদের মনে একটি উন্নত জীবনাদর্শ জাগ্রত রাখেন, তা'হলে তাঁরা কিশোরদের মনোহরণ করেও সুসাহিত্য রচনা করতে পারবেন। দেশবিদেশের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ যত মহামানব, যত বিখ্যাত ভূপর্যটক, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক—তাঁদের অনেকের জীবনের সত্য কাহিনীই অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও যাঁরা প্রকৃতির প্রবলতম শক্তিগুলির সম্মুখে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন, যাঁরা অগ্নি, বায়ু, বিদ্যুৎ ও জলপ্রবাহ হ'তে শক্তি আহরণ করেছেন; যাঁরা মেরু-মরু-সাগর হিমাচল জয় করেছেন; দুরারোগ্য রোগ সমূহের বিরুদ্ধে যাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন তাঁদের জীবনকাহিনী চোর বদ্মা গোয়েন্দার গল্পের চাইতে কম রোমাঞ্চকর নয়, এবং সুন্দর ও সরলভাবে পরিবেষণ করতে পারলে শিশুদের কাছে তার আকর্ষণও কিছু কম হবে না। এই ধরণের নানা কল্পিত ঘটনাকে আশ্রয় করেও পুস্তক রচনা করা যায় এবং বিখ্যাত বিদেশীয় কিশোরপাঠ্য সুসাহিত্যের অনুবাদ করেও জাতীয় সাহিত্য সম্পদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

বনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ, এম-এ, বি-টি

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বনিয়াদী শিক্ষা এক বিপুল পরিবর্তনের সম্ভাবনায় পূর্ণ। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার জীবন-দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ভারতের জনগণের পক্ষে কল্যাণকর শিক্ষাহিসাবেই ইহা প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছেন। গান্ধীজী চিরদিন দরিদ্রের বন্ধু, স্বাবলম্বনের পক্ষপাতী। কায়িক পরিশ্রম মানুষকে হেয় করে না, বরং তাহার অহংকার, দম্ভ, লোভ ও মনের সংকীর্ণতা মানুষকে পশুর স্তরে নামাইয়া আনে—ইহাই গান্ধীজীর অভিমত। যে শিক্ষা মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টি করে, যাহা মানুষের ভিতরকার দেবতাকে অবমাননা করিয়া পশুভাবকে জাগাইয়া তোলে তাহা শিক্ষা নয়, কুশিক্ষা। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার বাসনার সঙ্গে গান্ধীজীর পরিকল্পিত শিক্ষাপদ্ধতির সম্বন্ধ রহিয়াছে।

কোন শিল্পকাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা-গ্রহণ বনিয়াদী শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য। 'শিক্ষাদান' না বলিয়া 'শিক্ষা-গ্রহণ' কথা ব্যবহার করিবার কারণ আছে। এতদিন আমরা শিশুদিগকে 'শিক্ষাদান' করিয়া আসিতেছি, তাহারা নিষ্ক্রিয়। বনিয়াদী বিদ্যালয়ে

ছাত্রগণ শিক্ষা-অর্জন করিবে স্বচেষ্টায়, নিষ্ক্রিয়তার ভিতর দিয়া নয় এবং এইরূপেই তাহারা কর্মে দক্ষ হইয়া উঠিবে। এই প্রসঙ্গে একথাটি বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিল্প বা কোন বৃত্তি শিক্ষাই বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, প্রধান উদ্দেশ্য তো নয়ই—শিক্ষা অর্থাৎ শিশুর মানসিক, নৈতিক, দৈহিক, আত্মিক সর্বপ্রকার বিকাশ সাধনই ইহার কাম্য লক্ষ্য ; শিল্পকাজ হইবে medium of instruction—শিক্ষার বাহন।

বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে সজীবতা নাই—মানুষের জীবনের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছাত্রগণ খুঁজিয়া পায় না। তাহার ফলে শিক্ষার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের জীবনে যে সদ্‌গুণগুলির বিকাশ হওয়া স্বাভাবিক তাহা হয় না। এখানে শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে ইহার প্রতিকারের উপায় রহিয়াছে। মহাত্মাজী ছাত্রদের দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই একটি মাত্র গুণ বা সদভ্যাস গঠনের মধ্য দিয়া শিশুর নিজের জীবনকে, বিদ্যালয়কে গৃহকে গ্রামকে, দেশকে সুন্দরতর, শোভনতর, সমৃদ্ধতর করিয়া গড়িয়া তুলিবার স্পৃহা জাগাইয়া তোলা সম্ভব। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে পরিচ্ছন্নতা বিধানের উপায় এবং দায়িত্ব বনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর অর্পিত হইয়াছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, ছাত্রদের দৈহিক পরিচ্ছন্নতার অভাব, সাধারণ রুচিবোধের অভাব এবং সংঘবদ্ধভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করিবার অসামর্থ্য সমগ্র দেশের পল্লী-অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে বিরাজ করিতেছে। স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত নিয়মকানুন ছাত্রগণ নিয়মিত মুখস্থ করিতেছে কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে দৈনন্দিন ব্যবহারে তাহাদের প্রয়োগ করিতেছে না ; জ্ঞানের বোঝা বহন করিতেছে কিন্তু তাহার আস্বাদ পাইতেছে না। বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তিত হইবার পূর্বেই শিক্ষকগণ ইহার প্রতিকার করিতে পারেন। পরিচ্ছন্নতাকে কেন্দ্র করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় কিভাবে শিক্ষার সঙ্গে মানুষের জীবনের সংযোগ স্থাপন করিতে পারে এবং বিদ্যালয়কে গ্রামের মঙ্গলকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে পারে তাহার আভাস দিতেছি।

সকল ছাত্রকে সমবেত করিয়া শারীরিক পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিতে হইবে। সমবেত প্রচেষ্টার ইহাই হইবে সূচনা। বস্ত্র-সংকটের দিনে ছাত্রদের অনেকেরই পরিধানে ছিন্ন এবং স্বল্প-পরিধান জামা কাপড় থাকা সম্ভব। তাহাতে লজ্জার বা অপমানের কিছুই নাই। ছাত্রদের মনে এই ভাব জাগাইতে হইবে ছেঁড়া কাপড় অপেক্ষা ময়লা নোংরা কাপড়ই অধিকতর লজ্জার বিষয়, শরীরের পক্ষে অনিষ্টকরও। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে শিক্ষকের সতর্ক দৃষ্টি থাকিলে শিশুর দৈহিক পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়িয়া উঠিবে নিশ্চয়। মাঝে মাঝে সকল ছাত্রকে সমবেত করিয়া তাহাদের নখ, দাঁত, চুল পরিষ্কার আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে হইবে এবং নোংরা ছাত্রকে পৃথক করিয়া

সকলের সম্মুখে লজ্জা দিলে সে ভবিষ্যতে এই অপমানের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য নিজদেহের যত্ন লইতে অভ্যস্ত হইবে।

শুধু ব্যক্তিগত নয় ছাত্রদিগকে দলবদ্ধভাবে কাজ করিতে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। পাঠ্যপুস্তক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব শ্রেণীর ছাত্রদের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এ বিষয়ে প্রতিযোগিতার ভাব উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে শিক্ষক অল্পায়াসেই শিশুদের মধ্যে নাগরিকের গুণবিকাশে সহায়তা করিবেন। প্রতি শ্রেণী হইতে কয়েকজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া একটি পরিচ্ছন্নতা-সমিতি গঠিত হইবে। ইহার কাজ হইবে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, বাগানের যত্ন লওয়া, উৎসবাদি উপলক্ষে রুচিসম্মত সজ্জায় বিদ্যালয় গৃহ সাজানো, বিদ্যালয়ের বাহিরে ছাত্রদের দৈহিক শুচিতা ও পরিচ্ছন্নতার উপর নজর রাখা।

গ্রামবাসীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও শিক্ষক এবং ছাত্রদিগকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। পানীয় জল বিশুদ্ধ রাখা, সকল অধিবাসীর পায়খানা এবং প্রস্রাবখানা ব্যবহার, বাজারে দূষিত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে না দেওয়া, পথ ঘাট পরিষ্কার রাখা, সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে গ্রামবাসীর কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত এ সকল বিষয় জনসাধারণকে বুঝাইবার এবং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মকানুন পালন করানোর দায়িত্ব বিদ্যালয়কে বহন করিতে হইবে। এই কাজের জন্য চাই উৎসাহী, কর্মঠ ও দেশপ্রেমিক শিক্ষক। দেশসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজে ব্রতী হইলে শিক্ষক ছাত্রদিগকে নিঃসন্দেহে সহায়রূপে পাইবেন।

ছাত্রদের মধ্যে জাতীয় সংগীতের সঙ্গে শৃঙ্খলার সহিত চলাফেরার অভ্যাস গঠন করাইয়া শিক্ষক এক উৎসাহী ছাত্র-বাহিনী গড়িয়া তুলিতে পারেন। তাঁহার উৎসাহসূচক ধ্বনি হইবে—নিজে পরিচ্ছন্ন হও, সমাজকে পরিচ্ছন্ন সুস্থ ও সবল করো।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষাদান

শ্রীক্ষিতীশ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-টি

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে সর্বনিম্ন শ্রেণীতে গণিত শিক্ষাদানের জন্য সরল ও স্বাভাবিক বস্তুর সাহায্য না লইয়াই গতানুগতিক পদ্ধতিতে এই বিষয়টি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। প্রথম হইতেই 'ধারাপাত' অবশ্য পাঠ্যরূপে তালিকাভুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে এবং ধারাপাতের প্রথম পৃষ্ঠা হইতেই নিয়মানুসারে কোমলমতি শিশুগণকে যন্ত্রচালিতের ন্যায় মুখস্থ করান হইয়া থাকে। সংখ্যা গণনা ও লিখন যে কি ভাবে আরম্ভ করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে শিক্ষকগণ কোন চিন্তা না করিয়াই প্রথমেই সংখ্যাগুলির সহিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাহায্য না লইয়াই শিশুগণের পরিচয় করাইয়া দিতে চেষ্টা করা হইয়া থাকে। যেমন, ১—এই সংখ্যাটির সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা হওয়ার পূর্ব্বেই যদি শিশুর একটা কৃত্রিম ধারণা করাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে পর পর যতগুলি সংখ্যার সহিত তাহার পরিচয় হইবে সেগুলি সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান ভাসাভাসাই থাকিবে—সম্যক জ্ঞান ও ধারণা জন্মিবার কোন সুযোগ আসিবে না। সর্ব্ব-প্রথম যখন সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার সময় ও সুযোগ হইবে প্রারম্ভেই তাহার খেলার সামগ্রী বা ভাইবোন বা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন—মাথা, চোখ, কান, হাত, ইত্যাদি, গৃহ-পালিত জন্তু, গাছপালা, ফল বা ফুল ইত্যাদির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সংখ্যার জ্ঞান সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে দেওয়া যাইতে পারে। যেমন, খেলার সামগ্রীর মধ্যে শিশুর কয়টি বল আছে বা তাহার ভাইবোন কয়টি আছে বা তাহার কয়টি মাথা, চোখ, কান, নাক, ইত্যাদি আছে—এইরূপ সমস্যার সমাধানের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইলে, তাহার সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান সম্যকরূপে লাভ করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। সে তাহার জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করিয়া বা এধার ওধার সাজাইয়া রাখিয়া, গাছ পালার নিকটে গিয়া, ফুল ও ফল স্পর্শ করিয়া বা ঘ্রাণ লইয়া, গৃহপালিত জীব জন্তু দেখিয়া, সংখ্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুযোগ পাইবে। তাহাকে যদি বলা যায় যে ঐ যে আম গাছটা আছে এক দৌড়ে গিয়া তাহা স্পর্শ করিয়া আসিতে হইবে—ফিরিয়া আসিবার পর আবার ঐ রকম করিবার নির্দ্দেশ দিলে আমোদ ও আহ্লাদের ভিতর দিয়া সংখ্যা সম্বন্ধে কার্য্যকরী উপায়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। তাহার শ্রেণীকক্ষে কয়টি দরজা বা জানালা আছে, কয়টি টেবিল বা চেয়ার আছে—এইরূপ করিয়াও তাহার সংখ্যা শিক্ষা করার পথ সুগম হইবে। মোট কথা, কর্ম্মতৎপরতার মধ্যদিয়া এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করাই প্রকৃষ্ট উপায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের ন্যায় গণিত শিক্ষা কার্য্যের ভিতর দিয়াই করিতে হইবে। শিশুগণের জন্য বহু সংখ্যক কার্য্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে এবং বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করার সঙ্গে সঙ্গে শিশু সংখ্যাজ্ঞান সম্বন্ধে

নানারূপ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে এবং সোজাসুজি উপায়ে না হইলেও পরোক্ষ ভাবে তাহার সংখ্যা গণনা বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইবে। অর্থাৎ শিক্ষক হিসাবে চিন্তা করা প্রয়োজন যে কি উপায় অবলম্বন করিলে শিশুগণ তাহাদের স্বাভাবিক বৃত্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া কর্ম্মতৎপরতার অংশ গ্রহণ করিবে এবং তাহার ফলে জ্ঞান লাভ করা সহজ হইবে এইরূপ যতই চিন্তা করা যায় ততই নূতন নূতন কর্ম্মপদ্ধতি আবিষ্কার করা যাইতে পারে এবং শিশুর স্বাভাবিক অভিগতির সাহায্য লইয়াই আমাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারি। নানারূপ কার্য্যের ভিতর দিয়া শিশু সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণার অনুশীলন করিবার সুযোগ পাইবে এবং যখন তাহার গণনার শক্তি কতক পরিমাণে তাহার আয়ত্তের ভিতর আসিবে তখন তাহাকে সংখ্যা লিখনের জন্য উৎসাহিত করা যাইতে পারে।

সংখ্যা লিখন সম্বন্ধে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে যে সংখ্যার আকৃতি যেরূপ সেরূপই তাহাকে লিখিতে শিখিতে হইবে—কেননা গণিত ব্যাপারে আদর্শ ও শুদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন শিশু যদি বলিতে চায় যে 'এক' সংখ্যা এরূপভাবে না লিখিয়া অন্যরূপে লিখিলেও চলিতে পারে তখন তাহাকে ধীরে ধীরে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে এক একটি সংখ্যার এক একটি নির্দ্দিষ্ট স্বরূপ আছে এবং সেই স্বরূপকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। যেমন মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতির বৈশিষ্ট্য আছে—এক এক অঙ্গের আকৃতি এক এক রকম—পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর যে সমস্ত বিষয় ও বস্তু রহিয়াছে প্রত্যেকটির আকৃতি বিশেষ রকমের তাহাই আদর্শ। সূর্য্যকে চন্দ্র বা তারকার ন্যায় চিন্তা করিলে চলিবে না। গরুকে ঘোড়ার ন্যায় মনে করিলে চলিবে না। প্রত্যেক বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে এবং স্বাতন্ত্র্যই সৃষ্টিজগতের বৈশিষ্ট্য। প্রথমে আদর্শ (সংখ্যা লিখনের) শিশুর সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে—সেই আদর্শের উপর সর্ব্বপ্রথমে অঙ্গুলি সঞ্চালনা করিবে—তারপর তাহার উপর লিখিবার সরঞ্জাম দ্বারা (চক বা পেন্সিল) বুলাইবে এবং আদর্শের পার্শ্বে ঐ রকম লিখিতে চেষ্টা করিবে। মাটিতে বালি রাখিয়া অঙ্গুলি দ্বারা বালির উপর লিখিতে পারে—বা কাদার উপরও লেখা চলিতে পারে। কাঠি বা সুতা দ্বারাও ঐ সংখ্যা লেখা অভ্যাস করিতে পারে। এইভাবে নানারকম পদ্ধতির সাহায্যে একই সংখ্যা বহুবার লিখন অভ্যাস করিলে সেই সংখ্যার আকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান মনে বদ্ধমূল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কেননা ভবিষ্যতে সংখ্যার অনুপস্থিতিতে শিশুকে সংখ্যা লিখিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। মোটামুটি এইভাবে শিশুকে উৎসাহিত করিতে পারিলে সংখ্যা লিখন ব্যাপারে শিক্ষাদান করা সহজ হইবে।

সংখ্যা গণনা ও লিখন সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য্য এবং এই কার্য্য শুদ্ধরূপে সম্পাদন করিতে চেষ্টা করাই শিক্ষকের কর্ত্তব্য। এই জ্ঞানই গণিতের ভিত্তিস্বরূপ—

এই ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য শিক্ষক বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ এবং বিশদভাবে চিন্তা করিয়া শিশুকে গণিত শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইবেন। শিক্ষক নানারূপ কার্য্য পদ্ধতির ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে শিশু আনন্দিত মনে ও স্বচ্ছন্দ চিত্তে ঐগুলি মনপ্রাণ দিয়া সম্পাদন করিতে উদ্যোগী হয়—শিশুর উদ্যম ও উৎসাহ বর্দ্ধিত করিবার জন্য শিক্ষক সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিবেন। পরিণামে দেখা যাইবে যে শিক্ষকের অধিক চিন্তা শক্তি ও কর্ম্ম ব্যবস্থার দ্বারাই শিশুগণ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নানাবিধ কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় দিতেছে এবং গণিত শিক্ষা ব্যাপারে অতি সহজে ও স্বাভাবিক উপায়ে জ্ঞানলাভ করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে।

সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর জন্য সংখ্যা গণনা ও লিখন (১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত—যথেষ্ট) এই সংখ্যাগুলির দ্বারা সাধারণ যোগ ও বিয়োগ শিক্ষাদান করা চলিতে পারে।

(ক্রমশঃ)

প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাদেশিক আইন

শ্রীকিতীশ চন্দ্র ধর, বি, এ, বি, টি,

কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইবার পর শিক্ষা বিষয়টি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রাদেশিক সরকার এই বিষয়ে আইন বিধিবদ্ধ করিবার ক্ষমতাও প্রাপ্ত হন। প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক বহু আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে; এই বিষয়ে আইনের আরও যে প্রয়োগক্ষেত্র বর্ত্তমান আছে তাহাই আলোচ্য নিবন্ধের বক্তব্য বিষয়।

প্রাথমিক শিক্ষার অপচয়ের কথা আমরা বহুদিন শুনিয়া আসিতেছি। ছাত্রের সময়ের পূর্ব্বেই বিদ্যালয় ত্যাগ প্রাথমিক শিক্ষালাভে ছাত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সময় ব্যয়িত হওয়া, শিক্ষকের শিক্ষাদান বিশেষভাবে কার্য্যকরী না হওয়াতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাকেই সমষ্টিগতভাবে অপচয় বলা চলে। যতদিন না শিক্ষা বিষয়ে কোন সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করা হয় ততদিন এই অপচয় চলিতে থাকিবে। এই অপচয়ের বহু কারণ আছে; শিক্ষক, শিক্ষাদান পদ্ধতি, বিদ্যালয়, ছাত্র, অভিভাবক, পরিদর্শক সকলেই এই কারণের সহিত সংশ্লিষ্ট। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাববোধ বহুপূর্ব্ব হইতেই আমরা সকলেই বোধ করিতেছি, নূতনধারায় শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষকের অভাবও আমরা অনুভব করি, স্থানীয় অধিবাসী ও অভিভাবকগণের উদাসীনতা, আকর্ষণ ক্ষমতাবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহ—তাহার বেদনাদায়ক অভ্যন্তর ও নীরস বহির্ভাগ

ও পরিণাম, একই শ্রেণীতে স্নাত ও অস্নাত বহুবিধ বয়স্ক ও বহু মেধাসম্পন্ন ছাত্রের একত্র শিক্ষালাভের জন্য সমাবেশ, সামগ্রিক উন্নতি সাধনে পরিদর্শকের প্রচেষ্টার স্বাভাবিক বিফলতা, শিশুমনোবিজ্ঞানের প্রয়োগানুশীলনের সম্পূর্ণ অভাব, এইরূপ নানাবিধ একত্র সমাবেশ লাভ করিয়া কার্যকারণ সম্বন্ধ ঘটাইবার ফলেই পূর্বোক্ত অপচয় সৃষ্টির সহায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব স্বীকার করিয়া লইয়া বর্তমান শিক্ষকদিগের দ্বারাও অপচয় দূরীকরণে যাহা সম্ভবপর ছিল তাহাও ঘটিতেছে না তাহার অন্যতম প্রধান কারণ নির্দিষ্ট কোনও বয়সে ছাত্রের প্রথম ভর্তি না হওয়া, বৎসরের যে কোন সময়ে ছাত্রভর্তি করিবার অভ্যাস, নানা বয়সের ও নানা মেধার ছাত্রকে এক শ্রেণীতে একই প্রণালীতে শিক্ষাদানের অপচেষ্টা। প্রথম শ্রেণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ৪ হইতে ৭।৮ বৎসর পর্যন্ত বয়সের ছাত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহাদিগকেও কি একইরূপ মেধাসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যাইবে? তাহা নহে, তাহা হইলে অপচয় নিবারণ সমস্যার সমাধান সহজে হইত। প্রথম শ্রেণীর শিক্ষালাভের উপযুক্ত বয়স (৬ বৎসর) লাভ না করিয়াই শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার উৎসাহের নিন্দা করি না, কিন্তু করিতে বাধ্য হই এই কারণে যে, ইউরোপীয় কিণ্ডারগার্টেন বা মন্তেসরী প্রণালীতে ঐ বয়সের শিশুদিগের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আমাদের দরিদ্র দেশে যখন সম্ভব হইয়া উঠে নাই, তখন আমাদের ঐরূপ উৎসাহ কি নিরর্থক নয়? বস্তুতঃপক্ষে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সুকুমারমতি শিশুর পক্ষে হানিকর, এই বয়সের শিশুমনের উপযুক্ত খাদ্য বিদ্যালয়ে সরবরাহ হয় না, অখাদ্যের ফলে মানসিক উৎকর্ষ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং শিশুর ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ বহুলাংশে রুদ্ধ করে। অবশ্য ব্যবস্থা থাকিলে আমরা নিজেরাই উৎসাহিত বোধ করিতাম—অশিক্ষিত দেশে বিশেষতঃ শিক্ষালাভে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ঐরূপ ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ ছাত্রসংখ্যা নিম্নতম শ্রেণীতে শতকরা ২৫।৩০ হওয়ায় আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় অপচয় পূর্বোল্লিখিত কারণে শতকরা ২৫।৩০ ভাগ অনাবশ্যকরূপে বর্দ্ধিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

চিকিৎসকের মধ্যে একজাতীয় আছেন উত্তম রোগনিরূপক, অপর জাতীয় আছেন উত্তম ঔষধবিধায়ক; ইহার সমন্বয় বহুক্ষেত্রে দেখা গেলেও সর্বক্ষেত্রেই ইহার অবস্থিতি প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ। একজন মাত্র সুচিকিৎসকেরও অধীনে একই সময়ে একটি মাত্র ঔষধের দ্বারা কলেরা, টাইফয়েড্, বসন্ত, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি বিভিন্ন রোগগ্রস্ত রোগীর উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যে মূর্খতা, নিরর্থক ও বিপজ্জনক ইহা আমরা বুঝিতে পারি, কারণ রোগগুলি সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ বা ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষার্থীর বিভিন্ন প্রকারের মানসিক উৎকর্ষের সহিত সাধারণ আমরা বিশেষ পরিচিত নহি বলিয়া একই শিক্ষকের অধীনে একত্রকালে একই শিক্ষা প্রণালীর সাহায্যে বহুবিধ মেধা-সম্পন্ন শিক্ষার্থীর একত্র শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ বিচলিত বা লজ্জিত হই না। কিন্তু হওয়া উচিত,

কারণ বিষয়টি একই প্রকারের। ম্যালেরিয়া মাপক কুইনিনের সাহায্যে কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগীর চিকিৎসা করিয়া নীরোগ করিবার চেষ্টা যেরূপ বিপজ্জনক একই প্রণালীতে বিভিন্ন মেধার ছাত্রের উপযুক্ত শিক্ষাদান করিবার চেষ্টাও তদ্রূপ বিপজ্জনক; নীরোগ বা শিক্ষিত না করিয়া তাহাদের নিঃশেষ করিবার বা অশিক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থাই তাহাতে করা হয়। উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে চিকিৎসককে যেরূপ রোগীর রোগ নিরূপণ করিয়া লইতে দেখি, উপযুক্ত শিক্ষাদানের পূর্ব্বে শিক্ষককে ছাত্রের মানসিক উৎকর্ষের পরিমাপ গ্রহণ করিতে দেখি কি? দশটি রোগীর মধ্যে পাঁচটি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইলেই তাহাদের একযোগে ম্যালেরিয়ার ঔষধ দিবার ব্যবস্থা করা যায়, অন্যান্য রোগীদের পর্য্যায় ভেদে পৃথক ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়; ঠিক তদ্রূপ প্রায় একইরূপ মেধাসম্পন্ন ছাত্রদের একই প্রণালীতে শিক্ষাদান ব্যবস্থা করিয়া, অপরদলের জন্য পৃথক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। 'প্রায়' কথাটি ব্যবহার করিলাম এই জন্য যে, মেধা স্থূল পদার্থ নহে এবং পার্থিব কোনও পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যেই তাহার পূর্ণ পরিমাপ সম্ভব নহে। মনোবিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে যতদূর পরিমাপন সম্ভব তাহাতেই আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটে—তাহা না হইলে বিভিন্ন ছাত্রের বিভিন্ন মেধানুযায়ী তাহার বিরাট শিক্ষাসূচী নিরূপণ করিয়া, শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করা কদাচ সম্ভব নহে। এই হিসাবে ছাত্রদিগকে প্রধানতঃ উত্তম, মধ্যম ও অধম মেধা বিশিষ্ট বিভাগে বিভক্ত করিলেই মোটামুটি কাজ চলে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে উপরোক্ত বিভাগগুলি কিরূপ সম্ভব। পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ্‌গণ ইহার যে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহাতে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ভাবে বুদ্ধি পরিমাপন (individual or group tests of intelligence) প্রণালী ব্যবহার দ্বারা ইহা সম্ভব। কিন্তু এই বিষয়ে প্রথম ও প্রধান অন্তরায় পাশ্চাত্যের অনুরূপ মাপকাঠীর (test scale) অভাব, দ্বিতীয় ও বিশেষ অন্তরায় শিক্ষার্থীর প্রকৃত বয়সের তথ্যের অভাব। প্রথম অন্তরায় দূরীভূত করা যায় যদি পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এদেশের শিক্ষাব্রতী বা শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারিগণ এই দেশের বিভিন্ন বয়সের ছাত্রের মেধানুসরণে একটি সাধারণ মাপক প্রস্তুত করেন। পরিদর্শনরত শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারিগণ গতানুগতিক পরিদর্শন কিছুকাল বন্ধ রাখিয়া এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানে ব্রতী হইলে অনায়াসেই ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারে; অবশ্য এই বিষয়ের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার প্রাদেশিক সরকারই গ্রহণ করিবেন এবং সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইহা স্থান পাইলে অর্থাভাবও হইবে না। এইরূপ বিষয়ে কেন্দ্রের ন্যায় প্রাদেশিক শিক্ষাবিষয়ক গবেষণাগারের বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

দ্বিতীয় অভাবটির কথা বলিতেই এই নিবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে শিশু ভূমিষ্ট হইবার পরই তাহার জন্মের বিষয় আইনত ঐ বিষয়ক কার্য্যে নিযুক্ত সরকারী কর্ম্মচারীকে জানাইবার বিধি আছে। আমাদের দেশে সহর বা নগরে ইহার

প্রচলন থাকিলেও গ্রামাঞ্চলে নাই—গ্রাম্য চৌকিদারদের গ্রামের সাপ্তাহিক জন্ম-মৃত্যু সংখ্যা সরকারে জানাইবার রীতিমাত্র আছে। এই ব্যবস্থায় আমাদের উপরোক্ত বিষয়ে শিশুর মেধা বা বুদ্ধির পরিমাপ করিতে অপরিহার্য শিশুর সঠিক বয়সের chronological age তথ্য জানা অসম্ভব। অতএব প্রকৃত কার্য্যকরী শিক্ষাদান করিবার ব্যবস্থা হওয়ার পূর্ব্বেই এই বিষয়ে (Registration of birth) আইন বিধিবদ্ধ হওয়া দরকার। এই আইন কার্য্যকরী করিতে প্রাদেশিক সরকারের অসুবিধা হইবার কারণ নাই, তজ্জন্য পৃথক কর্ম্মচারী নিয়োগেরও দরকার নাই। কৃষি বিভাগীয় (Agricultural Development Deptt.) কর্ম্মচারীদের বহুবিধ হিসাবরক্ষার মধ্যে এতদ্ভিন্ন হিসাবের স্থান করিয়া দিলে অসুবিধা ও অর্থব্যয় সরকারের হইবে না। বিশেষ করিয়া কৃষি বিভাগের উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, গ্রামাঞ্চলে প্রতি ইউনিয়নেই এই বিভাগের কর্ম্মচারী বর্ত্তমান থাকায় গ্রামবাসীদের পক্ষে জন্ম-মৃত্যুর খবর সহজে দিবার ব্যবস্থা হইবে, অবশ্য স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের মূলাধার গ্রামাচৌকিদারগণ এ বিষয়ে গ্রামবাসীদের শৈথিল্যজনিত কর্ত্তব্যের ত্রুটি পূরণে সর্ব্বদাই সহায়তা করিবেন।

এইরূপ একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার পূর্ব্বে আধুনিক বা ভবিষ্যত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাবিষয়ক অগ্রগতের মূলে কুঠারাঘাত কখনই সম্ভব হইবে না। আমাদের প্রাদেশিক আইন পরিষদের দৃষ্টি এদিকে আশু আকৃষ্ট হইলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা প্রকৃত উন্নতির পথে একধাপ অগ্রসর হইতে পারে সন্দেহ নাই।

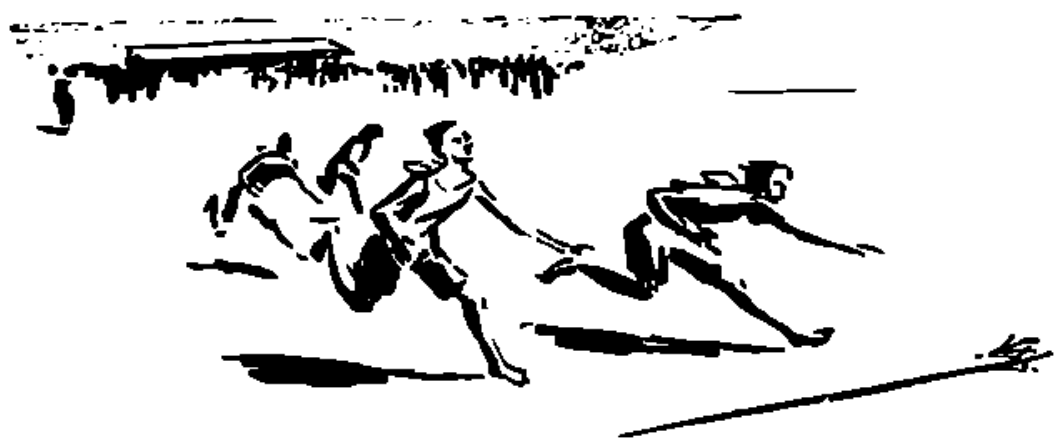

বৃটেনে শিশু কল্যাণ প্রচেষ্টা

(বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস কর্তৃক প্রেরিত)

অনাথ, অসহায় ও পরিত্যক্ত শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পালন বহুসমস্যা-কণ্টকিত বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের উপর ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অনেকাংশে নির্ভরশীল—কারণ বর্তমানের শিশুই ভবিষ্যতের নাগরিক। ভারতবর্ষেও এই সমস্যা গুরুতর আকারে দেখা দিয়েছে। এ সমস্যার সত্বর সমাধান যে অবশ্য কর্তব্য সে বিষয়ে সকলেই একমত কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ কি তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন? সেই গুরুদায়িত্ব পালনে কি তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন? বৃটেনে কি ভাবে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে আলোচ্য প্রবন্ধে সেই বিষয়টি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় বৃটেনে সমস্ত শিল্পাঞ্চল থেকে হাজার হাজার শিশুকে গ্রামদেশে নিরাপদ আশ্রয়ে প্রেরণ করা হয়। ওই সময় তাদের আহার, বাসস্থান, শিক্ষার অব্যবস্থা এবং অন্যান্য বিষয়ে কষ্ট ও দুর্ভোগ সমগ্র দেশের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সংবাদপত্রের মারফৎ পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তরে এবং নানা সভাসমিতিতে ক্ষুব্ধ জনমত প্রকাশ পায় এবং গভর্ণমেণ্টকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে গভর্ণমেণ্ট এক তদন্ত কমিশন নিয়োগ করেন এবং ১৯৪৬ সালে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ওই রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী সম্প্রতি পার্লামেণ্টে একটি শিশু বিল উত্থাপিত হয়েছে। এই বিল আইনে পরিণত হলে বৃটেনে শিশুকল্যাণ প্রচেষ্টায় এক নূতন যুগের সূত্রপাত হবে।

আইনের ভাষার আড়ালে এই বিল রচনাকারীদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী এবং উদার ও সহৃদয় মনের পরিচয় পাওয়া যায়। অসহায়, অনাথ শিশুরা যে তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য নিজেরা দায়ী নয় এবং অন্যান্য শিশুদের মত তাদেরও সহজভাবে বাঁচবার এবং অন্তর্নিহিত শক্তি ও গুণের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাবার জন্মগত অধিকার আছে তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও উৎসাহ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বৃটেনে স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন থেকে উৎখাত শিশুর সংখ্যা প্রায় ১৩৮০০০। ব্যক্তিবিশেষ, জনসাধারণ কিংবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অর্থসাহায্যে পরিপুষ্ট শত শত প্রতিষ্ঠান এতকাল এদের প্রতিপালন করার চেষ্টা করে আসছিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগ এখন থেকে এদের সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। জনসাধারণের সদিচ্ছায় বাধা দেওয়া বা সেবার অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা এ বিলের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু গভর্ণমেণ্টের পূর্ণ অধিকার থাকবে সমস্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিচালনা তদারক করা। কোন শিশু যাতে অবহেলিত না হয়, কোন শিশুর অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে কেউ যাতে সুবিধা না করতে পারে গভর্ণমেণ্ট সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

সমস্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হবে এবং সরকারী তহবিল তাদের ব্যয়ের অর্ধাংশ বহন করবে। দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি 'শিশু কমিটি' গঠন করা হবে এবং কমিটির সঙ্গে প্রত্যেক শিশুর ব্যক্তিগত সংযোগ রাখবার জন্য কতকগুলি অফিসার নিযুক্ত করা হবে। অফিসারদের অধিকাংশই হবেন নারী।

এই বিরাট পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য যে সব কর্মীর প্রয়োজন তাঁদের নির্বাচন ও নিয়োগ ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। উচ্চশিক্ষা, কর্তৃত্বক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ও সহৃদয়তা প্রার্থীদের এই গুণগুলি থাকা অবশ্য প্রয়োজন। নির্বাচনের পর কর্মীদের একাধিক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কার্যক্ষেত্রে শিক্ষা লাভ করতে হবে।

সমগ্র বৃটেনকে কতকগুলি অঞ্চলে ভাগ করে প্রতি অঞ্চলে একটি করে অভ্যর্থনা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। নিরাশ্রয় শিশুদের কিছুদিনের জন্য এইখানে রেখে তাদের ভবিষ্যতের জন্য কি করা প্রয়োজন বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিবেচনা করে তা স্থির করা হবে। কোন কোন শিশুকে কোন কোন পরিবারের মধ্যে প্রেরণ করা হবে যেখানে তারা পিতামাতার স্নেহ যত্নে প্রতিপালিত হবে। সন্তানের ওপর পিতামাতার যে অধিকার থাকে আশ্রিত শিশুদের ওপর কোন কোন প্রতিষ্ঠানের সেই অধিকার থাকবে এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই গৃহকর্ত্রীর তত্ত্বাবধানে প্রকৃত গৃহের আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করা হবে। সাধারণ গৃহে পিতামাতার শাসন ও স্নেহছায়ায় শিশুরা যে ভাবে লালিত পালিত হয় সমস্ত শিশু প্রতিষ্ঠানের শিশুরা ঠিক তেমনি ভাবে বেড়ে উঠবে, তারা যে অনাথ ও অসহায় একদিনের জন্যও তা বুঝতে পারবে না এই হল গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা।

প্রত্যেক শিশু নিজস্ব প্রতিভা স্ফুরণের পূর্ণ সুযোগ লাভ করবে। যে সব শিশু সৃজনকারী কল্পনাশক্তি বা বিশেষ কোন মানসিক গুণের অধিকারী তারা আর্ট স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করবে। যে সব শিশুর কারিগরী শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ

ও পটুতা আছে তারা ওই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা লাভের সুবিধা পাবে। ২১ বৎসর বয়স পর্যন্ত অথবা স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত ছেলে মেয়েরা আহার, বাসস্থান বা শিক্ষার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য পাবে।

বৃটেনের এই 'শিশু বিল' এক সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক ও উচ্চ আদর্শমূলক পরিকল্পনা এবং ভারতের সমস্ত কল্যাণকামী জনসাধারণ ও গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণের যোগ্য।

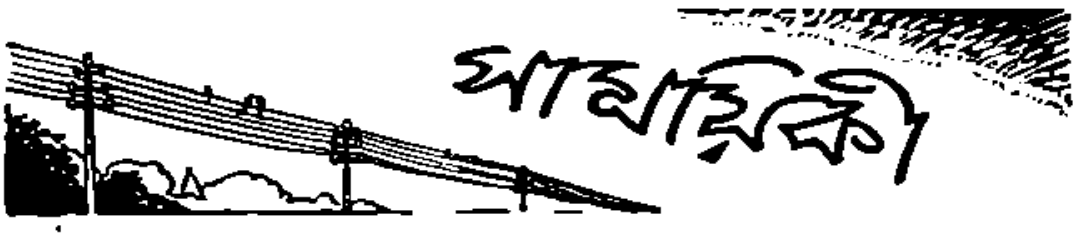

আমাদের কথা

বঙ্গাব্দ ১৩৫৪ সন বাঙলাদেশের ইতিহাসে চিরদিনের জন্য স্মরণীয় হইয়া রহিল। পরাধীন দেশের পরম আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এই বৎসরে অর্জিত হইয়াছে, জাতির জীবনে বিপুল সম্ভাবনাময় নবযুগের হইয়াছে অভ্যুদয়। এই বৎসর সাধনা সিদ্ধির আনন্দ অনুভূতির সঙ্গে নিবিড় বেদনারাশিও যুগ যুগান্তর ধরিয়া বহন করিয়া চলিবে। পুণ্যভূমি ভারত এই বৎসরে খণ্ডিত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ দেশবাসী বাস্তুহারা নিরাশ্রয় গৃহহারা নির্যাতিত হইয়াছে, শান্তিময় গার্হস্থ্য জীবনে অত্যাচার নির্মমতার ঝড় বহিয়া গিয়াছে, সর্বোপরি মহাজাতির জনক শান্তি ও মিলনের দেবদূত মহাত্মা গান্ধীর রক্তাপ্লুতিতে ভারতের মাটি রঞ্জিত হইয়াছে। বিপুল ভাঙাগড়া আমাদের জীবনে চলিতেছে, নূতন ইতিহাস রচিত হইতেছে, যুগ পরিবর্তনের আবর্তে আমরা ঘুরপাক খাইতেছি।

স্বাধীন দেশের সর্বপ্রধান লক্ষ্য দেশবাসীর মঙ্গল,—তাহাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সুরুচি তাহাদের সর্ব শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দান। পশ্চিম বঙ্গ সরকার দেশের শিক্ষা সংস্কারে অবহিত হইয়াছেন, ইহা আশার কথা। নূতন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে, নূতন দিনের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কল্যাণকর শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে, ভাবী কালের পরম বর্তমানেই করিতে হইবে।

দেশে নানা দুর্যোগ ও অসুবিধার মধ্যেও আমরা যথাসাধ্য নিষ্ঠার সহিত দেশের সেবা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের সমর্থক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, লেখক সকলকেই আমরা সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বর্তমান বৎসরে পত্রিকাখানি কিঞ্চিৎ বর্ধিত কলেবরে, অধিকতর প্রয়োজনীয় প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হইয়া বাহির হইবে, তাহার আয়োজন হইয়াছে। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদিগের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভে আমাদের আশা হইতেছে যে, যে-উদ্দেশ্য লইয়া এবং যে-আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমরা এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলাম তাহার সফলতার দিকে ক্রমে আগাইয়া যাইতে সমর্থ হইব।

পত্রিকার মুদ্রণ ও প্রকাশনের ব্যয় বাড়িয়া যাওয়ায় অত্র ইহার বার্ষিক মূল্য দুই টাকার

স্থলে তিন টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। আশা করি অনুগ্রাহকগণ বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমাদের প্রতি সহানুভূতি অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

আমাদের পরিকল্পনা

শিক্ষার সঙ্গে জীবনের বাস্তব সম্পর্ক না থাকিলে শিক্ষাদান নীরস ও প্রাণহীন হইয়া পড়ে। শিক্ষক ও অভিভাবক ছেলেদের ক্রমবিকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিবেন ইহাই আমরা কামনা করি। এই পত্রিকা মারফৎ আমরা শিক্ষক ও অভিভাবককে তাঁহাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও সমস্যা সকল শিক্ষাব্রতীর সম্মুখে উপস্থিত করিতে আহ্বান করিতেছি। তাঁহাদের প্রশ্ন পাইলে আমরা পত্রিকায় প্রকাশ করিব এবং বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর দ্বারা তাহার সমাধানের উপায় আলোচনা করাইব। শিশু দেশের সম্পদ ; তাহার পূর্ণবিকাশের সহায়তা করিয়া দেশের প্রকৃত সেবা করা হইবে।

অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদিগকে গত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ পর্যন্ত সাড়ে ছয় মাসের জন্য মাসিক দুই টাকা হারে অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা প্রদান করিয়াছেন। শিক্ষকদিগের বিশেষতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁহাদের আর্থিক কষ্ট দূর করার চেষ্টা প্রশংসনীয়। আমরা আশা করি বর্তমান বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪৮-৪৯ সালেও এই অতিরিক্ত ভাতা বহাল রাখা হইবে।

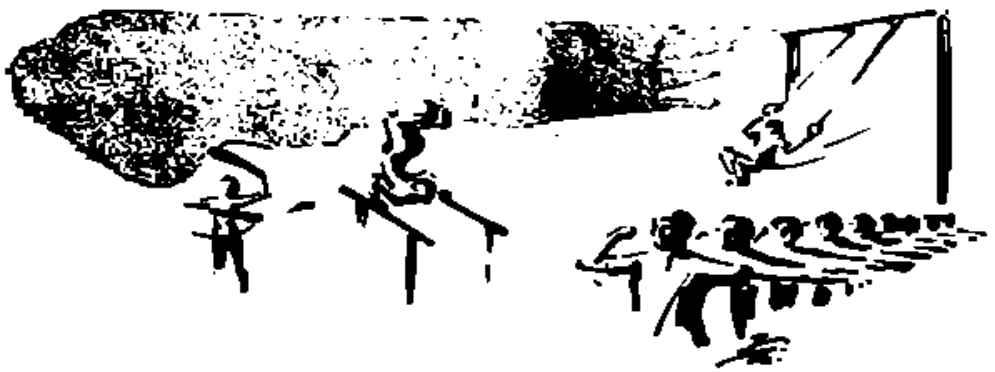

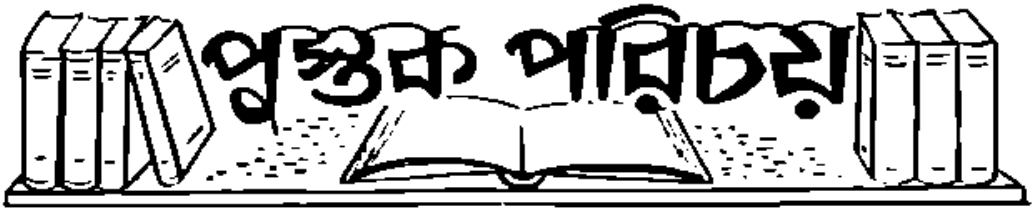

রকমারি—শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী রচিত ও বিশ্বনাথ পাব্লিশিং হাউস, ৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

বইখানির নাম 'রকমারি' অর্থাৎ রকমারি জন্তু জানোয়ারের রকমারি কথা ও রকমারি ছবি আর রকমারি রঙের বাহার, মোটকথা উহার সবই রকমারি। ছড়ার মত করিয়া বলা, ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যই লেখা। সুন্দর পাতলা লম্বা গড়ন, খোকাখুকিদের হাতে তুলিয়া দিবার মত। 'রকমারি'র ছবিগুলি আঁকিয়াছেন শ্রীঅরুণ গাঙুলী।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। প্রথম খণ্ড, শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল। শ্রীভারতী পাবলিশার্স, ২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৪৷৷০ টাকা।

পূর্ব্বাভাষে লেখক জানাইয়াছেন, এই গ্রন্থখানি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নহে, তবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তথা আমাদের সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খল-মুক্তির সম্ভাবনার কথা কখন কিরূপে বাঙালীর মনে উৎসারিত হয়, ইহাতে তাহার সূত্র মিলিবে। এটি স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের একখানি আকর গ্রন্থ বা 'source book' পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার পক্ষে এই ধরণের গ্রন্থ অপরিহার্য্য।

অমৃতবাজার পত্রিকার প্রথম তিন বৎসরের দুষ্প্রাপ্য ফাইল হইতে ইহার বিষয়বস্তু সঙ্কলিত হইতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙালী যে সর্ব্ব বিষয়েই অগ্রণী—যশোহর জেলার বালুয়া-মাগুরা গ্রাম হইতে প্রকাশিত এইরূপ একখানি প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র তাহার প্রমাণ: ভারতবাসীর অবনতির মূলে যে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা—আর ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা একান্ত আবশ্যক—এই সকল বিষয় যুক্তি প্রমাণ সহযোগে পত্রিকা প্রথম হইতেই প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। অনেকে হয়ত জানেন —মহাত্মা গান্ধীর 'কুইট ইণ্ডিয়া' বা 'ভারত ছাড়িয়া যাও' উক্তিটি—একজন বাঙালী আশী বছর পূর্ব্বে বীটন সোসাইটি এক অধিবেশনে প্রথম উচ্চারণ করেন। পত্রিকায় ইহা সমর্থিত হয়। তা ছাড়া সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা করা পত্রিকার পক্ষে কম সাহস ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নহে। গণ-আন্দোলনের আর একটি চিত্র—নীলকর দমনের প্রয়াস; বাঙালীই প্রথম এই গণ-জাগরণের সূত্রপাত করেন। পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে এই সকল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সিবিল সার্বিসের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য, কর্তৃপক্ষের অপকৌশল প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে এই সময়কার ব্রিটিশের শাসন পদ্ধতির স্বরূপ জানা যায়। যে যুগে মফঃস্বলের হাকিমরা খামখেয়ালি বশে অনেক অনর্থের সৃষ্টি করিত। মামলা মকর্দ্দমা-অধ্যায়—পত্রিকার বিরুদ্ধে লাইবেল মকর্দ্দম—রাজকৃষ্ণ মিত্রের কারামুক্তি ও মনোমোহন ঘোষের মারপিটের মকর্দ্দমা প্রভৃতির বিবরণ আছে।

রাজনৈতিক সভাসমিতি ও হিন্দু-মেলা, জাতীয় সভার উদ্ভব, জমিদার ও জমিদারী, জন-সাধারণ ও মধ্যবিত্ত এ দেশীয় দরিদ্র লোকের অবস্থা, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবলোপ, বাংলার আভ্যন্তরিক বাণিজ্য—ধানের ফসল প্রভৃতি বিষয় পর পর কয়েকটি অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

একটি অধ্যায়ে ফরাজি (ওহাবি) আন্দোলনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই আন্দোলনকে যে দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা হইয়াছে—তাহা অনেকের পক্ষে রুচিকর না হইতে পারে—কিন্তু সমসাময়িক ঘটনা, ও তথ্য সত্যকে শাশ্বত কালের পটভূমিকায় স্পষ্টতর মাত্র করিয়াছে। এই আন্দোলন-প্রসঙ্গে ভিতুমীরের যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়।

তারপরের অধ্যায়গুলিতে হিন্দু সমাজ-সংস্কারের পরিচয় আছে। বেতাবৃত্তি, বিধবা বিবাহ, ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মনুষ্যোপাসনা, কেশবচন্দ্র সেন—তাঁর ইণ্ডিয়ান রিফরম সভা প্রভৃতির আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরিশিষ্টে ২৬শে শ্রাবণ, ১২৭৮ সালে পত্রিকার একটি নিবন্ধের অংশ বিশেষ সঙ্কলিত হইয়াছে। নিরুপদ্রব গণ-আন্দোলনই যে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে ও এক জন শক্তিমান ক্ষণজন্মা পুরুষসিংহ দ্বারা এই ব্যাপার সম্ভব হইবে—এই ধরণের ভবিষ্যদ্বাণী নিবন্ধটিতে আছে।

মোট কথা এই গ্রন্থ সঙ্কলনে লেখক প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধে বাঙালীর দান, প্রেরণা ও শক্তি সাহসের স্বীকৃতি এই সমস্ত খণ্ড চিত্রের মধ্যে পাওয়া যায় এবং ইহাই স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার অপরিহার্য উপকরণ একথা দৃঢ় ভাবেই বলা চলে। এই ধরণের গ্রন্থ-অতীত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ও কৌতূহলকে যেমন পরিতৃপ্ত করে—অন্য দিকে তাহাকে সমাজ ও রাষ্ট্র-সচেতন করিয়া দায়িত্ব বহনের যোগ্য করিয়া তুলে।

অমৃত বাজার পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এবং মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ, বিহারী লাল গুপ্ত, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নব গোপাল মিত্র প্রভৃতি পনেরোজন দেশগৌরব ব্যক্তির চিত্র সন্নিবেশে পুস্তকখানির মর্যাদা, বাড়িয়াছে।

প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি সার্থক।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

'বাঙলার শিক্ষকের' নিয়মাবলী

১। 'বাঙলার শিক্ষক' প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করা হয়।

২। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন এবং ডাকঘরের মন্তব্যসহ আমাদের জানাইবেন।

৩। 'বাঙলার শিক্ষকে'র সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র, প্রতি সংখ্যা চারি আনা। সর্ব্বক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা কিংবা ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনিঅর্ডার যোগে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইবেন।

৫। পত্রে এবং মনিঅর্ডার কুপনে নূতন গ্রাহক হইলে **নূতন গ্রাহক** এবং পুরাতন গ্রাহক হইলে **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না, অন্যথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬। সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার
'বাঙলার শিক্ষক'
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিদ্যালয় ও বিদ্যার্থীর

যাবতীয় বই ও প্রয়োজনীয়

জিনিষপত্র

এক জায়গায় পাইবেন

ইণ্ডিয়ান এডুকেশন্যাল ষ্টোর্স লিমিটেড্

১৫৪।৩এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সহজ ভাষায়

ছত্রপতি শিবাজীর জীবন-কথা

শিবাজী মহারাজ

পাতায় পাতায় ছবি

দাম এক টাকা মাত্র

'বাঙলার শিক্ষক' কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

পূর্ব্ববঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষার
প্রধান পরিদর্শক
খান বাহাদুর আবদুল হাকিম এম-এ. (ক্যান্টাব) প্রণীত

শিশুর মন ও শিক্ষা

মূল্য ১৷৷০ টাকা

আমাদের দেশে বুনিয়াদি শিক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে হইলে শিশুর মন ও নানা অবস্থা পরিবেশে তাহার আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই শিক্ষার নীতি ও রীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কি করিয়া শিশুর মনের রহস্য সন্ধান করিতে হয় এবং সেই আলোকে তাহার শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন সার্থকতা লাভ করা যায় এই পুস্তিকায় তাহার বৈজ্ঞানিক অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা রহিয়াছে।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক ও ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষারত শিক্ষকদের এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি প্রণীত

আমাদের ইংরেজী শেখা

প্রত্যেক শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে
অপরিহার্য্য প্রয়োজন

মূল্য দেড় টাকা

প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিদ্যার বাহনরূপে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সে ভাষা এখনও হুরস্ত হয় নাই কেন? গলদ কোথায়? এবং দূরীকরণের উপায়ই বা কি? বিশদ আলোচনা এই পুস্তকে আছে।

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Edited, printed and published by Saras C. Das, M.A., from Abinas Press (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharamtala Street, Calcutta

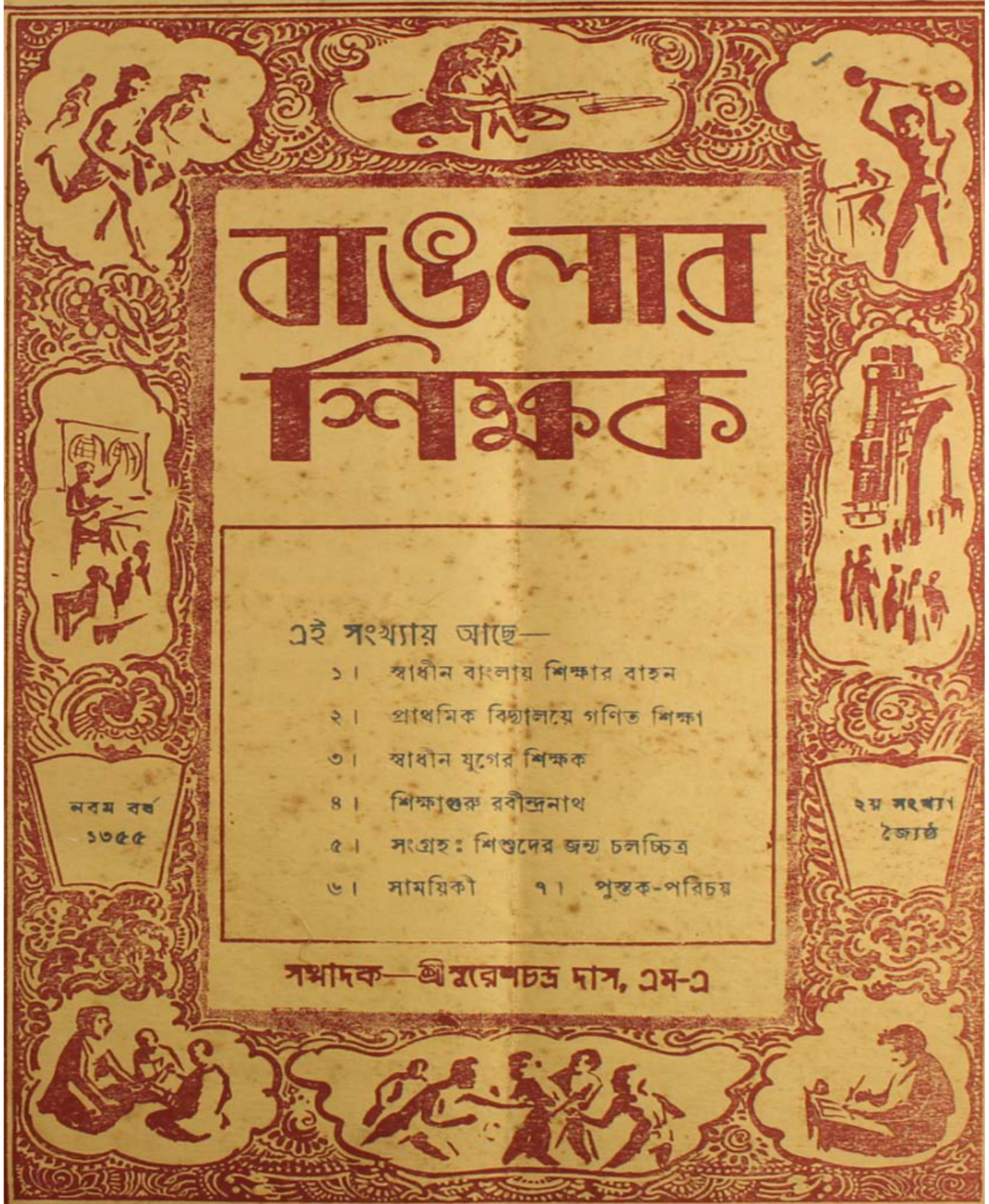

বাঙলার শিক্ষক

এই সংখ্যায় আছে—

১। স্বাধীন বাংলায় শিক্ষার বাহন

২। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষা

৩। স্বাধীন যুগের শিক্ষক

৪। শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ

৫। সংগ্রহ : শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র

৬। সাময়িকী ৭। পুস্তক-পরিচয়

নবম বর্ষ
১৩৫৫

২য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ

সম্পাদক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ

বার্ষিক চাঁদা—তিন টাকা (ডাকমাশুল সহ) • প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

অমলেন্দু দাশগুপ্তের

ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার নির্বিচার কারাভোগ। মূল্য ২৲

কমল দাশগুপ্তের

পরিচিতা

বহু পরিচিত এবং সর্ব্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ। কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

কা জী আ ব দু ল ও দু দে র

কবিগুরু গ্যেটে প্রথম খণ্ড ৫৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৬৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গাদপি গরীয়সী (প্রতি খণ্ড) ৪৲, হৈমন্তী ৩৲, লীলাভূমীর (৪র্থ সং) ৩৲, বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, বসন্তে (২য়সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, বরযাত্রী (৩য় সং) ২৷৷০, চৈতালী ৩৲, আগামীপ্রভাত ৩৲, ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲

হৈমন্তিন ২৷৷০

প্রমথনাথ বিশী

গল্পের মতো ১৷৷০, গাল্পিক ও গ ১৷৷০ রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২য়সং) ৩৲

পরিমল গোস্বামী

মহামন্বন্তর (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি ২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲,

দুষ্মন্তের বিচার (২য় সং) ১৷০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী (২য় সং) ১৷৷০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২৷৷০, ঘরের ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, শতাব্দীর অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, ক্ষুধা ২৷৷০ হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ বঞ্চনা (২য় সং) ২৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪৲

ছেলেদের আরণ্যক ৩৲

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

অন্তর্যামী ১৷৷০, সমর্পণ ১৷৷০, সমী ও দীপ্তি ১৲, ভুলের ফসল ২৲

শ্রীমতী রাণী রায়

পুনরাবৃত্তি ২৲, প্রেম ৩৲

স্নেহ মিত্র এম এ

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲

প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

মো হি ত লা ল ম জু ম দা র

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বাংলা কবিতার ছন্দ ৪৲ বিস্মরণী (৩য় সং) ৪৲ স্মর-গরল ৫৲ ছন্দ-চতুর্দ্দশী ৩৲ কাব্য-মঞ্জুষা ৩৲ জয়তু শেভাজী ৩৲ রূপকথা (২য় সং) ১৲ — সুবীর শিশু গ্রন্থমালা — বসন্তের রাণী ৷৷০ ছেলেদের আরণ্যক ৩৲ লক্ষ্মীবাঈ ৷৵০ শিবাজী মহারাজ ১৲

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি

—উৎকৃষ্ট গল্প-সংগ্রহ—

জগদীশ গুপ্তের

মেঘাবৃত অশনি—২৷৷০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

কলিকাতা-নোয়াখালী-বিহার—২৲

সম্পূর্ণ অ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে কলিকাতা, নোয়াখালী এবং বিহারের অশান্তির চিত্র।

প্রমথনাথ বিশীর

অভিনব কাব্য-গ্রন্থ

অকুন্তলা—২৷৷০

রোমান্স ও হাস্যরস মিশ্রিত

কাহিনী ও অন্যান্য শ্রেণীর কাব্য

বাঙলার শিক্ষক কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে।

সুবীর শিশু গ্রন্থমালার

পঞ্চম অর্ঘ্য

ছেলেদের আরণ্যক

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

একদিন আমাদের এই পৃথিবী ছিল অসংখ্য নদ-নদী আর উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা রূপকথার দেশ। তারপর পাহাড় কাটিয়া মানুষ গড়িল বসতি, কত নগর-নগরী—সভ্যতার কত বিচিত্র নিগড়। কিন্তু এত বিদ্যা, এত ঐশ্বর্য্য, এত বিলাসেও মানুষের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। তাই বুঝি শিশুর মধ্যে সে ক্ষণিকের বিশ্রাম চায় রূপকথার রাজ্যে। ঐ 'আরণ্যক' যেন সেই রূপকথার দেশ। অরণ্য-প্রান্তরের মানুষ কি সরল, এবং শিশুর মত কি নিরলস। তাহাদেরও রাজা আছেন; তিনি রূপকথার রাজাই বটে; চারণভূমির প্রাচীন বৃক্ষমূলে তাঁহার আসন পাতা হয়—সেখানে পথিককে পথ দেখায় রাজার নাতনির মেয়ে কিশোরী ভানুমতী। আরও আছে চিরদুঃখিনী কুন্তা—যাহার হাসিতে ঝড়ে মুক্তাগোটা আর আঁখিতে মানিক।

পাতায় পাতায় ছবি এবং ত্রিবর্ণের প্রচ্ছদপট

মূল্য তিন টাকা

◆

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২।৮

খান বাহাদুর আবদুল হাকিম
এম, এ, (ক্যান্টাব)
প্রণীত

আধুনিক শিক্ষক

(পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ)

—•—

এই গ্রন্থে বর্ত্তমান শিক্ষাবিষয়ক যাবতীয় সমস্যা—আমাদের শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য, বিভিন্ন ক্রম ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, শিক্ষকের কর্ত্তব্য ও সেই কর্ত্তব্যপালনের সুচিন্তিত নির্দ্দেশ, পঠন ও পাঠন প্রণালীর বিধি ও বিধান—অতিশয় বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচিত হইয়াছে।

—•—

সদ্য প্রকাশিত
মূল্য ৩৷৷০ টাকা

—•—

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
কলিকাতা

কে. সি. লালুয়ানী প্রণীত

মার্ক্সীয় অর্থশাস্ত্র

(ক্যাপিট্যাল গ্রন্থের অনুবাদ)

মার্ক্সের ক্যাপিট্যাল গ্রন্থ গত শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক চিন্তার পরিশুদ্ধ ফল। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দিত ও প্রশংসিত। অর্থশাস্ত্রের নীরস বিষয়কে এই গ্রন্থে অতিশয় রসালো ও সর্ব্বজনবোধ্য করা হইয়াছে।

মূল্য ২৲

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ,
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডঃ সুশীলকুমার দের
—কাব্যগ্রন্থ—

অদ্যতনী ২৲

ক্ষণ-দীপিকা ১৲

জেনারেল প্রিণ্টার্স
এণ্ড
পাব্লিশার্স লিঃ, কলিকাতা

'বাঙলার শিক্ষকের' নিয়মাবলী

১। 'বাঙলার শিক্ষক' প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করা হয়।

২। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন এবং ডাকঘরের মন্তব্যসহ আমাদের জানাইবেন।

৩। 'বাঙলার শিক্ষকে'র সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। সর্ব্বক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা কিংবা ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনিঅর্ডার যোগে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইবেন।

৫। পত্রে এবং মনিঅর্ডার কুপনে নূতন গ্রাহক হইলে **নূতন গ্রাহক** এবং পুরাতন গ্রাহক হইলে **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না, অন্যথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬। সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার
'বাঙলার শিক্ষক'
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘের মুখপত্র
স্বাস্থ্য-সমাচার
(মাসিক পত্রিকা)
—আগামী বৈশাখে ৩৭শ বৎসরে পড়িবে—
সম্পাদক—ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি

পত্রিকায় পাইবেন—

১। বাঙ্গালার মনীষীগণ লিখিত সুস্থ সবল জাতি গঠনে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী ;

২। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত দেশ-বিদেশের সংখ্যাতালিকা (Statistics) ;

৩। গভর্ণমেণ্টের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ; দেশবিদেশের জ্ঞানগর্ভ সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য ;

৪। প্রশ্নোত্তর, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি।

বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা

কার্য্যালয়—৩৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা-৯

[নমুনা সংখ্যার জন্য পত্র লিখুন]

৺জ্ঞানচন্দ্র নাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত
জাতি-গঠন কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র
মাসিক
সংগঠন
নিয়মিত পাঠ করুন

নূতন দেশ ও মানুষ গড়ে তোলবার
দায়িত্ব আজ সকলের।
ভাবুন, জানুন, দেশ কি ভাবে গড়ে উঠছে,
কোথায় কি সমস্যা।

প্রতি সংখ্যা ।৷৹
সডাক বার্ষিক চাঁদা ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৷৹
সম্পাদিকা—শ্রীমতী অংশুরাণী মিত্র
কার্য্যালয়—৪।২, কাটাপুকুর লেন, কলিকাতা।
পরিচালনা : সংগঠন ট্রাস্ট

P 30276

নবম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫ [২য় সংখ্যা

স্বাধীন বাংলায় শিক্ষার বাহন

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

আমাদের দেশে স্কুল বিভাগে শিক্ষার বাহন বাংলাই আছে—অতএব সে সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই। উচ্চশিক্ষার বাহন ইংরাজিই থাকিবে কি বাংলা হইবে তাহাই আলোচ্য ও বিবেচ্য।

উচ্চশিক্ষা তিন ভাবে নিষ্পাদিত হইতে পারে। ১ম—এখন যে ধারায় ইংরাজিতে পঠন পাঠন চলিতেছে—সেই ধারাই রক্ষা করিয়া চলা। ২য়—ইংরাজি পুস্তক বাংলায় পড়ানো এবং ইংরাজি পুস্তক পাঠে বিষয়বস্তু আহরণ করিয়া বাংলায় তাহার আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ। আর বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিয়া ছাত্রদের পরীক্ষাদান। ৩য়—বাংলায় রচিত বিবিধ বিষয়ে পুস্তকের পাঠনা ও পঠন—বাংলাকেই ভাবপ্রকাশের একমাত্র বাহন করিয়া তোলা।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি লইয়া প্রথমে আলোচনা করা যাক। প্রথম পদ্ধতিটি স্বাধীনতা লাভের পর মর্যাদাজনক নয় এবং ঐ পদ্ধতির শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেক কমিয়া গিয়াছে। ৩য় পদ্ধতিটির প্রবর্ত্তন সহসা সম্ভব নয়। বাংলা ভাষায় উপযুক্ত পুস্তকাদি রচনা ও প্রকাশে বহু বিলম্ব ঘটিবে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে এই দুয়ের সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে।

বিদেশী ভাষা, সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয় কোন দেশের শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করিতে গেলে কখনও বিদেশী ভাষায় তাহার পঠন পাঠন বা বিচার বিশ্লেষণ করে না—স্বদেশী ভাষাতেই করে। সকল দেশে ইহাই দস্তুর। ইহাতে স্বদেশী ভাষার শ্রীবৃদ্ধিই হয়। এখন আমাদের দেশে সমস্ত বিষয়ের অনুশীলন বাংলায় সম্ভব কিনা তাহাই বিবেচ্য। অধ্যাপকগণ যে ভাবে নিজেরা অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং যে ভাবে এতকাল পড়াইয়া আসিতেছেন তাহাতে সহসা তাঁহারা বাংলায় ভাবপ্রকাশ করিয়া পড়াইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। অনেক অধ্যাপকের বাংলা ভাষার জ্ঞান যথাযোগ্য নয়। অনেক বিষয়বস্তু বাংলায় বুঝানোও কঠিন। এ সকল বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বিদেশ হইতে সমাগত—এ দেশে তাহার নাম গন্ধও ছিল না। অদ্যাবধি বাংলায় সে সকল বিষয়বস্তুর আলোচনাও হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে অধ্যাপকগণ কতক ইংরাজি

কতক বাংলায় বিষয়বস্তু বুঝাইয়া দিতে পারেন। বাংলায় বুঝাইলে ছাত্রগণের পক্ষে বুঝা অনেক সোজা হইবে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলায় বিষয়বস্তুর পুনর্বিবৃতি তাহাদের পক্ষে খুবই কঠিন হইবে। কলেজের লেকচার শুনিয়া ছাত্রদের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ অধিগত হয় না—পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতে গেলে তাহাদের পুস্তক চাই। কলেজের অধ্যাপকগণ যদি বাংলায় নোট লিখাইয়া দেন এবং পরীক্ষার সহায়ক কতকগুলি পুস্তক বাংলায় প্রকাশিত হয় তাহা হইলে ছাত্রগণের কতকটা সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু ইহাতেও ইংরাজি পুস্তক পড়ার প্রয়োজনীয়তা থাকিয়াই যায়। অবশ্ত ইংরাজি পুস্তক পড়িয়া বুঝা এবং ইংরাজিতে ভাবপ্রকাশ একবস্তু নয়। ইংরাজিতে ভাবপ্রকাশের জন্ত ঢের বেশি ইংরাজি জ্ঞানের প্রয়োজন। ইংরাজি পুস্তক পড়িয়া বুঝিবার জন্ত ইংরাজি জ্ঞান স্কুল হইতেই আহরণ করিয়া আনিতে হয়। কাজেই স্কুলে ইংরাজি পাঠনার ব্যবস্থা রাখিতেই হয়। অবশ্ত এখন যে ভাবে ইংরাজি পাঠনা চলিতেছে সে ভাবের কিছু পরিবর্তন করা যাইতে পারে। যেমন—যাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে চায় না তাহাদের জন্ত ইংরাজিকে বাধ্যতামূলক বিষয়রূপে না রাখিলেও চলে এবং ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য বাংলাতেই পড়ানো যাইতে পারে। ছাত্রগণ ইংরাজি বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর বাংলাতেই দিতে পারে। কেহ কেহ বলেন—Basic Englishএর পাঠনার প্রবর্তন করিলে ইংরাজি শিক্ষার ক্লেশ বহুল পরিমাণে প্রশমিত হইতে পারে। মোটের উপর ইংরাজি বই পড়িয়া বুঝিবার যোগ্যতা স্কুলে আহরণ করিতেই হয়। সেই সঙ্গে স্কুলে বাংলা পঠন পাঠনের আদর্শ আরো উচ্চ করা উচিত। বাংলায় উচ্চতর বিষয়ের ভাব-প্রকাশের যোগ্যতা বর্তমান সময়ে যে ভাবে বাংলা পড়ানো হয় তাহাতে অধিগত হওয়া সম্ভব নয়। বাংলা ভাষার পরীক্ষার আদর্শ বর্তমান সময়ে অনুন্নত হইয়া আছে—এই আদর্শই স্কুলে বাংলা পাঠনার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ইংরাজি ভাষা শিক্ষায় ছাত্রগণের শক্তি সামর্থ্য এতই ব্যয়িত হইয়া যায় যে তাহারা বাংলা ভাষা সাহিত্যের দিকে যথাযোগ্য মনোনিবেশ করিতে পারে না। ইংরাজি শিক্ষার কঠোরতা কতকটা শিথিল হইলে তাহা সম্ভব হইতে পারে। তাহা ছাড়া আমাদের স্কুলের আবেষ্টনী এখনও বিদেশীয় হইয়া আছে—স্কুলে পঠন পাঠন বাংলাতে চলিলেও স্কুলের চালচলন বিধিব্যবস্থা ইংরাজিই থাকিয়া গিয়াছে। স্কুলে ইংরাজি শিক্ষকরাই সম্মানিত—তাঁহারা অধিক মাহিনাও পান। ইংরাজি নবীশ লোকেরাই প্রধান শিক্ষক এমন কি যিনি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় উপরি উপরি তিনটি বাক্যও বলিতে বা লিখিতে পারেন না এমন লোকও প্রধান শিক্ষকের মর্য্যাদা লাভ করিতেছেন। স্কুলের পরিবেষ্টনী ইংরাজি ধরণের না হইয়া বাংলা ধরণের হইলে বাংলার অনুশীলন উচ্চতর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আগে আমাদের স্কুলে শুধু ইংরাজি ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হইত না—ইংরাজি আদব কায়দা চালচলনও শিখানো

হইত ইংরাজের দপ্তরে ও সদাগরি অফিসে চাকরী করার জন্য যে ধরণের যোগ্যতা অর্জন করিবার কথা ছাত্রদের সেই ধরণের যোগ্যতা লাভের সহায়তা করিতে হইত। ইংরাজি শব্দের উচ্চারণ সাহেবদের মত শিখানোর জন্যও কি প্রচণ্ড চেষ্টাই না হইত! ইংরাজি ইডিয়ম ও Appropriate Preposition প্রয়োগ ও ইংরাজি বানান ভুল লইয়া আমরা কত শাসন তর্জন ও আস্ফালনই না করিয়াছি। ইংরাজি ভাষার খুঁটিনাটি জানা যেন একটা জীবন মরণ সমস্যা। এখনও আমাদের স্কুলে ইংরাজি পড়াইতে হইবে, কিন্তু তাহা ইংরাজের গরজে নয়, আমাদের নিজেদের গরজে, উচ্চশিক্ষার সহায়তা হইবে বলিয়া। ইংরাজি ভাষার খুঁটিনাটি লইয়া আমরা আর ছাত্রদের শক্তি সামর্থ্যের অপচয় ঘটাইতে চাই না। স্কুলে ইংরাজির প্রাধান্য আর রাখিবার প্রয়োজন নাই।

কলেজে বাংলায় পাঠদান প্রবর্তন করিলে ইতিহাস দিয়াই আরম্ভ করিতে হয়। ইতিহাস বাংলায় পড়ানো বিশেষ অসুবিধাজনক নয়। ইতিহাসের ভাষা বাংলায় তৈরী হইয়া গিয়াছে। ছাত্রগণও ইতিহাসের বিষয়বস্তু বাংলায় পুনর্বিবৃত করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃতের কথা আর বলিলাম না—কারণ, সংস্কৃত বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিখিবার কোন সার্থকতা নাই। ইতিহাসের পর ইংরাজি সাহিত্য। বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের সাধনায় এমন উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছে যে ইংরাজি সাহিত্য বাংলায় অধ্যাপিত হইলে অধ্যাপকগণেরও খুব অসুবিধা হইবে না—ছাত্রগণেরও ভাবপ্রকাশে ততটা অসুবিধা হইবে না। অবশ্য অধ্যাপকগণকে বাংলা সাহিত্য মন দিয়া পড়িয়া লইতে হইবে। বাংলা সাহিত্যকে আর অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। ছাত্রগণের সহায়তার জন্য দেশের সাহিত্যিকদেরও সমালোচন সাহিত্যের বহু গ্রন্থ রচনা করিতে হইবে। তারপর রাষ্ট্রনীতি তত্ত্ব, বন বিজ্ঞান, আইন দর্শন ইত্যাদি বিষয়ের কথা উঠে। এ সমস্ত বিষয়ের ভাষা এখনো গড়িয়া উঠে নাই, কিন্তু সত্বর গড়িয়া উঠার সম্ভাবনা আছে। মুশকিল হইতেছে সব চেয়ে বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং চিকিৎসাশাস্ত্র ও গণিত লইয়া কেবল পারিভাষিক শব্দনির্ঘণ্ট রচিত হইলেই এইগুলি বাংলায় পঠিত ও পুনর্বিবৃত হইতে পারে না। এই সকল বিষয়ের ভাষা একেবারেই গড়িয়া উঠে নাই। অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়ের পক্ষেই বৈজ্ঞানিক বিষয় বাংলায় আয়ত্ত বা অভিব্যক্ত করা কঠিন। কতকালে এসকল বিষয়ের ভাষা গড়িয়া উঠিবে জানি না। বাংলায় এই সকল বিষয়ের চিন্তা, মৌলিক গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা না হইলে বৈজ্ঞানিক ভাষা গড়িয়া উঠিবে না।

যে সকল বিষয়ের বক্তৃতা বা প্রতিপাদ্য বাংলা ভাষায় পুনর্বিবৃত করা চলে সে সকল বিষয়ের জন্যও বৈকল্পিক ব্যবস্থা থাকা উচিত। অর্থাৎ বাংলা কিংবা হিন্দী কিংবা ইংরাজিতে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাহাতে চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত। অবাঙালী ছাত্রদের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

পাঠনারও বৈকল্পিক ব্যবস্থা থাকা উচিত। অবাঙালী বা বিদেশী অধ্যাপকের একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান থাকিবে না, ইহাও সুসঙ্গত নয়। বাংলা দেশে অধ্যাপনা করিতে হইলে বাংলা শিখিয়া লইতে হইবে এ প্রস্তাব খুব ভালো কিন্তু বাংলা শিখিয়া লইয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিলে সে যে কি বস্তু হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

সকল বিষয়েরই পরিভাষা প্রস্তুত হইবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যথাযথ পরিভাষা যদি নাই জুটে, ইংরাজি নামই না হয় চলিবে। কিন্তু এটা গৌণ ব্যাপার. মুখ্য হইল বিষয় বিশেষের নিজস্ব বাচন ভঙ্গী। এই বাচন ভঙ্গী কোন পণ্ডিত বিশেষ দিতে পারেন না—ইহা জাতীয় জীবনে বিষয় বিশেষের অনুধাবন, বিচার বিশ্লেষণ গবেষণা ও স্বদেশীয় ভাষার বিশদ বিবৃতির উপর নির্ভর করে। বিদ্বৎসংঘ বহুদিনের সাধনায় ইহা দেশবাসীর অধিগম্য করিয়া তুলিতে পারেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষা

শ্রীক্ষিতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি টি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বের প্রবন্ধে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে সংখ্যা গণনা ও লিখন পদ্ধতি সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করার চেষ্টা করিয়াছি। ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত সংখ্যার সহিত নিজ অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরিচয়, সংখ্যা গণনা ও লিখন সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দ্দেশ দেওয়ার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। বারোপাতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল কিন্তু তাহা কতদূর ব্যবহার করা চলে বা উচিত সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই। বারোপাতের সাহায্যে নিতান্ত গতানুগতিক ভাবে গণিত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়; কিন্তু গণিতের সহিত নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের যে গভীর সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে সেদিকটা মোটেই চিন্তা করা হয় না—গণিত যে মানবজীবন যাপনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট তাহার উপর ভিত্তি করিয়া এই বিষয়টি সাধারণতঃ শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। প্রত্যেক বিষয় শিক্ষার উদ্দেশ্য মোটামুটি দুইটি—জ্ঞানলাভ ও ব্যবহারিক জীবনে তাহার প্রয়োগ—যদি ব্যবহারিক জীবনের সহিত কোন বিষয়ে শিক্ষা-লাভের সম্পর্ক না থাকে তাহা হইলে সে বিষয় শিক্ষা করিবার সার্থকতা কি থাকিতে পারে?

সুতরাং যতটা সম্ভব ব্যবহারিক জীবনে গণিতের স্থান কি ও কোথায় ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বিষয়টি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১ হইতে ১০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা ও লিখন মোটামুটি ভাবে শিশুর আয়ত্তের ভিতর আসিবার পর সহজ ও সরল যোগ ও বিয়োগ শিক্ষার উপর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন হইবে। প্রথমে একই জাতীয় বিষয় বা বস্তু একত্র করিলে কয়টি হয়—এইরূপ কার্যকরী সমস্যার দ্বারা শিশুকে সমাধানের চেষ্টা করিতে উৎসাহিত করিতে হইবে। যেমন, শিশুর একই জাতীয় খেলার সামগ্রী একএর অধিক রহিয়াছে—তাহার মোট কয়টি আছে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য শিশু ভুল-ভ্রান্তির ভিতর দিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, এদিক-ওদিক রাখিয়া, নানাভাবে মোট সংখ্যা বাহির করিতে চেষ্টা করিবে। তাহার হাতের বা পায়ের আঙুল কয়টি আছে সে দেখিয়া নিজ অভিজ্ঞতা হইতে মোট সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে মোট সংখ্যা যেন আপাততঃ ১০এর অধিক না হয় কেননা সে ১০ পর্যন্তই সংখ্যা গণনা করিতে ও লিখিতে শিক্ষালাভ করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। নানা রকমের কর্মব্যস্ততার মধ্যস্থতায় স্বাভাবিক ভাবে শিশুকে যোগ সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া যাইতে পারে। শিশুগণের মধ্যে দুইভাগে ভাগ করিয়া অর্থাৎ দুইদলে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগকে একত্র করিলে মোট কত সংখ্যা হয় নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে। সামান্য সামান্য সমস্যা তাহার নিকট উপস্থিত করা যাইতে পারে—যেমন শিশু-শ্রেণীর মোট সংখ্যার ভিতর দুইজন বাজারে গেল, একজন বাড়ী হইতে কোন জিনিষ আনিতে গেল—মোট কয়জন শ্রেণীর বাহিরে রহিল? মাঠে গরু চরিতেছে—কালো রংএর গরু একটি আছে, সাদা রংএর দুইটি আছে আর লাল রংএর একটি আছে—মাঠে মোট কয়টি গরু আছে? রাস্তার দুইধারে কয়েকটি আমগাছ আছে—একধারে ৩টি ও আর একধারে ২টি আছে—মোট কয়টি আমগাছ আছে? এইরূপ বিবিধ প্রশ্নমালার সাহায্যে শিশুর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া যোগ শিক্ষা করা মোটেই কঠিন হইবে না। সংখ্যাগুলি যে অসম্ভব বস্তু নহে, এইগুলির সহিত বাস্তব জীবনের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে—তাহা বক্তৃতা দিয়া নহে—শিশুর নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সংখ্যা যে বাস্তব বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট তাহাই শিশুকে বুঝিবার সুযোগ দিতে হইবে। তাহা হইলে সংখ্যা সম্বন্ধে অদ্ভুত রকমের ধারণা জন্মিবার কোন আশঙ্কা থাকিবে না। গণিত সম্বন্ধে ভীতি অনেক শিক্ষার্থীর ভিতরেই দেখিতে পাওয়া যায়—তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাইবে যে সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান বাস্তবজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে শিক্ষাদান করা হইয়াছে। সংখ্যা বা গণিত শিক্ষায় যাদুবিদ্যার প্রয়োজন হয় না—ইহা দেখিয়া শুনিয়া, নাড়িয়া-চাড়িয়া, নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারাই আয়ত্ত করা সম্ভব। অবশ্য ভবিষ্যতে যখন নিয়মানুযায়ী গণিতের প্রয়োগ করিতে হইবে তখন খানিকটা নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে।

এইতো গেল যোগ শিক্ষা সম্বন্ধে মোটামুটি নির্দেশ। যোগের সহিত গুণনের যথেষ্টই সম্বন্ধ রহিয়াছে—গুণন যোগেরই নামান্তর—ইহা যোগ অঙ্কের একটি সহজ পদ্ধতি। সুতরাং যোগের সাহায্য লইয়াই গুণন শিক্ষা দিতে হইবে। যোগের শুদ্ধতা পরীক্ষা করিবার জন্য গুণনের প্রয়োজন, আবার গুণনের শুদ্ধতা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য যোগের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং এই দুইটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে গুণন শিক্ষাদান করিবার পূর্ব্বে নামতা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নামতা বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হয় না। সংখ্যা গণনা ও লিখন ব্যাপারটি যদি শিশুমনে বদ্ধপরিকর হয় তাহা হইলে ধারাপাতের সাহায্য ব্যতিরেকে যোগ করিতে শিশু সমর্থ হইবে। এবং তাহা যদি হয় নামতা মুখস্থ না করিয়া নিজেই নামতার বিষয়বস্তু প্রস্তুত করিতে পারিবে। অবশ্য নামতা মুখস্থ থাকিলে গুণনের কাজে যথেষ্ট সহায়তা হইবে কিন্তু আমাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে যতটা সম্ভব আরোপ না করিয়া যাহাতে শিক্ষা চলিতে পারে ততই শিশুর পক্ষে মঙ্গল। মোট কথা শিশু শিক্ষাদানের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যবস্থার সুপরিবর্ত্তনের দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষক চিন্তা করিবেন কি উপায়ে অগ্রসর হইলে শিশু কর্ম্মতৎপরতার ভিতর দিয়া নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে এবং সেই অভিজ্ঞতা হইতে সে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইবে। গুণন ব্যাপারেও শিক্ষক নানারকম সহজ ও সরল সমস্যা শিশুর নিকট উপস্থাপিত করিবেন যাহাতে শিশু নিজ চেষ্টায় ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে সমস্যা সমাধান করিতে উৎসাহিত হয়। শিশু তাহার অভিজ্ঞতা ও কর্ম্ম প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া যাহা শিক্ষালাভ করিবে তাহা পাঠ্যপুস্তক ও গতানুগতিক শিক্ষাদান পদ্ধতি দ্বারা সম্ভব হইবে না।

পরবর্ত্তী শ্রেণীতে যে যোগ ও গুণন অধিক পরিমাণে শিক্ষা দিতে হইবে তাহা বলা হইতেছে না। যেমন ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত সংখ্যা গণনা, লিখন ও যোগ শিক্ষালাভ করিল তেমনই ঐ সংখ্যার ভিতরেই গুণন যতটা সম্ভব শিক্ষাদান করা যাইতে পারে তাহাতে শিশুর ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

তারপর বিয়োগের কথা আলোচনা করা যাক। সংখ্যা গণনা ও লিখন (১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত) শিক্ষালাভ হওয়ার পর শিশু যোগ ও গুণন শিখিল। এখন নানা রকম সহজ ও সরল সমস্যা দ্বারা তাহাকে বিয়োগ শিক্ষাদান করা যাইতে পারে। যোগের ন্যায় এক্ষেত্রেও প্রায় একই জাতীয় সমস্যার সমাধান করিবার জন্য শিশুকে উৎসাহিত করা যাইতে পারে। যোগের বেলায় যে সকল ক্ষেত্রে একত্র করিয়াছে এখানে পৃথক করিয়া দেখান যাইতে পারে। যোগের বেলায় যুক্ত করা হইয়াছে কিন্তু বিয়োগের বেলায় বাদ দেওয়া হইয়া থাকে—অবশ্য বিয়োগের মধ্যে যোগের কাজও রহিয়াছে। যেমন ৩টি মার্ব্বেল হইতে ১টি আর একজনকে

দেওয়া হইলে কয়টি থাকে ? অর্থাৎ যে কয়টি থাকে তাহার সহিত যেটি দেওয়া হইয়াছে তাহা যোগ করিলে মোট সংখ্যাটি পাওয়া যায়। যোগ এবং বিয়োগ উভয় প্রক্রিয়া একই সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যতটা সম্ভব আমোদপ্রদ এবং খেলার সহিত সম্পর্কিত সমস্যা উপস্থাপিত করিয়া গণিতের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সহিত শিশুকে পরিচিত করাইতে হইবে। যোগের সহিত যেরূপ বিয়োগের সম্বন্ধ বিয়োগের সহিত আধার ভাগের সেইরূপই সম্বন্ধ রহিয়াছে। একটি সংখ্যা হইতে একই সংখ্যা বারংবার বিয়োগ করা অপেক্ষা সহজতর প্রক্রিয়াকে আমরা ভাগ বলিয়া থাকি। যেমন ৮টি বল হইতে কত জনকে ২টি করিয়া বল দেওয়া চলে বলিলে ২টি করিয়া বল বাদ দিতে হইবে অর্থাৎ বিয়োগ করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা ২, ৮এর ভিতর কতবার আছে তাহাও বাহির করা চলে—অর্থাৎ ভাগ বিয়োগের সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া। মোট কথা, বিয়োগের সহিত ভাগের যথোচিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে আশাপ্রদ ফল পাওয়া যাইতে পারে।

বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির নাম না করিয়া বাস্তবজীবনের ও পারিপার্শ্বিকতার সহিত সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সমাধানের ভিতর দিয়া শিশুকে প্রক্রিয়াগুলি অভিজ্ঞতালব্ধ করাইয়া দিতে পারিলেই গণিতের ভিত্তির উপর তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। ইহাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। প্রক্রিয়াগুলির নাম প্রথম অবস্থায় শিখিল কিনা তাহার উপর অযাচিত জোর দেওয়া উচিত হইবে না। লক্ষ্য করিতে হইবে যে যে সমস্যাগুলি শিশুর নিকট উপস্থাপিত করা হয় সেগুলির সমাধানে সে যথোচিত উপায়ে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া সক্ষম হয় কিনা সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। সহজ, সরল ও স্বাভাবিক ভাবে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারে কিনা তাহার উপরই জোর দিতে হইবে।

আমরা মোটামুটি চার রকম প্রক্রিয়ার কথা আলোচনা করিলাম। এই প্রক্রিয়াগুলি প্রথমতঃ ১ হইতে ১০ সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে কেন না এই সংখ্যাগুলি ভবিষ্যৎ সংখ্যা-জ্ঞানের পথ প্রদর্শক হইবে। যে শিশু ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত সংখ্যা গণনা লিখন ও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তাহার প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয় তাহার পক্ষে উত্তরোত্তর বৃহত্তর সংখ্যার সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ হইবে। আমরা অনেক সময় মনে করিয়া থাকি যে একবৎসরকাল এক শ্রেণীতে থাকিয়া মাত্র ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত সংখ্যা শিক্ষা করিল ইহাতে শিশুর শিক্ষালাভ খুব কম হইল, কিন্তু এ কথাটা আমরা ভাবিয়া দেখি না যে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর শিশুর পক্ষে ঐ সংখ্যাগুলির সহিত বাস্তব পরিচয়, গণনা, লিখন ও বিভিন্ন প্রক্রিয়াতে মোটামুটি জ্ঞানলাভ খুব সামান্য নহে। প্রত্যেক পদে যথেষ্ট পরিমাণ অনুশীলনের প্রয়োজন হয় এবং বিভিন্ন রকমের সমস্যার দ্বারা বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতালাভ করা একান্ত আবশ্যক—তাহাতে শিশু যে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে তাহা মনে বদ্ধমূল হইবার সম্ভাবনা থাকে। গণিত বিষয়রূপে চিন্তা না করিয়া প্রারম্ভে এবং পরেও কিছুকাল কর্ম্মপদ্ধতিরূপে চিন্তা ও পরিচালিত

করা প্রয়োজন ; তাহা হইলেই গণিত শিক্ষার সার্থকতা হইবে। বিষয় হিসাবে শিক্ষালাভ করিয়া কোন লাভ নাই - অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া যে শিক্ষালাভ করা যায় তাহাই দৃঢ়ভাবে মনের ভিতর থাকিয়া যায় এবং পরিণামে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ অনেক সহজ ও স্বাভাবিক রূপ ধারণ করে। এবং এই ভাবে যদি বিষয়টিকে আমরা চিন্তা করিতে পারি তবেই গণিত শিক্ষার উপকারীতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রতীয়মান হইবে, নচেৎ যন্ত্র চালিতের ন্যায় গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিশুকে পরিচালনা করিতে গিয়া তাহাকে অবাস্তবের পথে লইয়া যাওয়া হইবে—গণিতের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য শুধু নিয়মাধীনতার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে—ইহার যে কোন কার্য্যকরী দিক আছে সে বিষয়ে শিশু অজ্ঞই থাকিয়া যাইবে। গণিতের নানারকম প্রক্রিয়া নিয়মানুযায়ী সম্পাদন করিতে পারিবে কিন্তু বাস্তব জীবনের সহজ ও সাধারণ সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইলে তাহাদের সমাধান করা তাহার পক্ষে খুবই কঠিন হইয়া পড়িবে ; কেন না অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ করা অনেক সহজ আর গতানুগতিক ভাবে নিয়মকানুনের বশবর্ত্তীতায় জ্ঞান সুদৃঢ় হইবার সুযোগ পায় না।

স্বাধীন যুগের শিক্ষক

শ্রীনীলরতন দাশ, বি-এ,

ভারতবর্ষ পরাধীনতার অক্টোপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে সত্য ; কিন্তু স্বাধীনতা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে স্বর্ণযুগের আবির্ভাব হয় না। স্বাধীনতা লাভের পর দেশে দুঃখদারিদ্র্য এবং অগ্রগতির পথে নানাবিধ বাধাবিঘ্ন কঠোর মূর্ত্তিতে দেখা দিতে পারে। এই সকল দুঃখ কষ্ট, বাধাবিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে হইলে জাতিকে আত্মোন্নতির সাধনা করিতে হইবে। জাতি গঠনের শ্রেষ্ঠ উপাদান তরুণ ছাত্র সমাজ। তাই, দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া যুক্ত প্রদেশের গভর্ণর শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন,—"তোমরাই আমাদের সকল আশা-ভরসাস্থল। বিশ্বের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করি এবং আমাদের বিশ্বাস তোমরাই উহা করিবে।" ভিক্টর হুগো বলিয়াছেন,—Future of mankind is in the hands of school masters."—মানবজাতির ভবিষ্যৎ শিক্ষকের হাতে। বস্তুতঃ, স্বাধীন দেশের উপযোগী কর্ম্মী ও সু-নাগরিক-গঠনের ভার লইতে

হইবে দেশের শিক্ষাব্রতিগণকে। এতদিন যে আমাদের দেশের শিক্ষককে National builder বা জাতির স্রষ্টা আখ্যা দেওয়া হইত, সে আখ্যার কোন সার্থকতাই ছিল না। কারণ, জাতিকে যথার্থ ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষকের পক্ষে যে স্বাধীনচিন্তা, স্বাধীনচিত্ততা শান্ত নিরুদ্বেগ জীবন, জ্ঞানানুশীলনে তদ্‌গতচিত্ততা ও সামাজিক মর্য্যাদা একান্ত অপরিহার্য্য, তাহা এতদিন বিরল ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে এযাবৎ শিক্ষককে নিতান্ত গৌণ অংশ মনে করিয়া শিক্ষার্থীর পাঠ্যতালিকা, পাঠ্যবিষয় ও পাঠ্যপুস্তককেই মুখ্য মনে করা হইত। শাসক-সম্প্রদায়ের ফরমাস্ বা নির্দ্দেশ মত লিখিত পাঠ্যপুস্তক ছাত্রগণকে পড়াইতে হইত, এবং যাহা দ্বারা শিক্ষার্থীর হৃদয়ে দেশভক্তি, স্বজাতিপ্রীতি, নির্ভীকতা ও স্বাধীনতাস্পৃহা জাগ্রত হয়, সেরূপ বিষয় সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয় ছিল। প্রাচীনকালে শিক্ষক অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার ইচ্ছামত আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষার ক্ষেত্র ও বিষয় নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান জগতের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের পটভূমিকায় শিক্ষার স্বরূপ পরিবর্ত্তন অতি আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয় এবং পরাধীন দেশে মনোচিন্তার অপেক্ষা মনোবিকাশের আদর্শ দ্বারাই শিক্ষা অনুপ্রাণিত হয়। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি আর কোন অবান্তর উদ্দেশ্য ভিতরে ভিতরে থাকিয়া যায়, তবে তাহাতে বিকার জন্মে। কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের শিক্ষার মধ্যে পোলিটিক্যাল্ মৎলবকে সাধ করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহারা শিক্ষাব্যাপারে লোকের স্বাধীনতা মানসিক হইতে খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শিক্ষাকে তাঁহারা শাসন বিভাগের আপিসভুক্ত করিয়া লইতে চান।.....বিদ্যালয়ের বইগুলি এমন ভাবে প্রস্তুত ও নির্ব্বাচিত যাহাতে নিরপেক্ষ উদার জ্ঞানচর্চ্চা পোলিটিক্যাল প্রয়োজন সিদ্ধির কাছে খণ্ডিত হইয়া যায়।" আজ যখন দেশ স্বাধীন হইয়াছে, তখন শিক্ষা ও শিক্ষক সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। দেশের লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর নরনারী আজ পশুর জীবন যাপন করিতেছে; তাহাদিগকে মনুষ্যপদবাচ্য করিতে হইলে সহস্র সহস্র শিক্ষাব্রতীর প্রয়োজন। যাহাতে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে আকৃষ্ট হন এবং অভাব অনটনের ঊর্দ্ধে থাকিয়া তাঁহারা স্বাধীন ভাবে সভ্যকার জাতিগঠনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, সমাজ ও রাষ্ট্রকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতদিন যাবৎ "ইস্কুল বলিতে আমরা যা বুঝিয়াছি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাষ্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটার সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টার কলও তখন মুখ বন্ধ করেন; ছাত্রেরা দুই চার পাত কলছাটা বিদ্যা লইয়া বাড়ী ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপর মার্কা পড়িয়া যায়।"

আজ স্বাধীন যুগের শিক্ষককে নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শিক্ষার ধারাকে জাতির সামগ্রিক কল্যাণে নিয়োজিত করিতে হইবে। নবযুগের শিক্ষককে হইতে হইবে ভোগবিলাসে

উদাসীন, চরিত্রে অনবদ্য, জ্ঞান চর্চ্চায় তদ্‌গতচিত্ত এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণকামী দরদী বন্ধু। অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত যিনি কর্ত্তব্য করিতে পারিবেন না, তাঁহার পক্ষে শিক্ষাব্রতী হওয়া ভুল হইবে। শিক্ষকের পক্ষে জ্ঞানতপস্বী ও ছাত্রবন্ধু হওয়া যে সর্ব্বপ্রধান ব্রত তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। সকলেই হয়ত রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী, অশ্বিনী কুমার দত্ত, জগদীশ মুখোপাধ্যায়, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র বা হেমন্ত ষ্টীফেন হইতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহাদের আদর্শ শিক্ষকগণের নিত্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। বস্তুতঃ, শিক্ষক যদি স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট না হন, তবে তাঁহার সান্নিধ্যে শত শত শিক্ষার্থী মনুষ্যত্বের প্রেরণা লাভ করিতে পারে। একটি দীপশিখার সংস্পর্শে যেমন শত শত দীপশিখা জ্বলিয়া উঠে, তেমনি একটিমাত্র যথার্থ শিক্ষকের সাহচর্য্যে শিক্ষার্থীর সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগিয়া উঠে।

"As one lamp lights another, not grow less,
So nobleness enkindleth nobleness."

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন,—

'আমরা যাঁহাকে স্কুলের শিক্ষক করি তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার হৃদয় মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে—ফোনোগ্রাফ্ যন্ত্রের সঙ্গে এক খানা বেঞ্চ এবং কতকটা ম্যাজ জুড়িয়া দিলেই স্কুলের শিক্ষক তৈরী করা যাইতে পারে। কিন্তু এই শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও তবে স্বভাবতই তাঁহার হৃদয় মনের শক্তি সমগ্র ভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে।... মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে, যেমন জলের দ্বারা জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারা শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মানুষ থাকে না,—সে তখন আপিস আদালতের বা কলকারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে; তখনি সে মানুষ না হইয়া মাষ্টারমশাই হইতে চায়; তখনি সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়। গুরু শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য্য সজীবদেহের শোণিত স্রোতের মত চলাচল করিতে পারে। ... কাজেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি, যিনি আমাদের চিত্তের গতি পথকে বাধামুক্ত করিবেন।'

পক্ষান্তরে, যে সকল শিক্ষক স্বাধীন রাষ্ট্রে নিষ্ঠার সঙ্গে জাতিগঠনের কার্য্য করিয়া সমাজ-সেবা করিবেন, সমাজ সেই সব শিক্ষাব্রতীকে দিবে অকুণ্ঠ মর্য্যাদা, রাষ্ট্র দিবে তাহাদের কার্য্যের যথোচিত পুরস্কার, স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ করিবে তাহাদের সুখ সুবিধার যথাযোগ্য ব্যবস্থা। এতৎ সম্পর্কে—সার্জ্জেন্ট পরিকল্পনার সুপারিশ উল্লেখ করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করি:—

"The teacher is the central factor in every educational system and every scheme for educational reform; and in the Sub-Committee's view

no system or scheme can be either effective or efficient unless it provides for a sufficient number of properly qualified teachers selected on grounds of merit alone, and unless those teachers are adequately remunerated, have a recognised status, adequate leisure as well as opportunities for research or for self improvement and security of tenures and enjoy such other conditions of service as may preserve their independence and self respect." The Committee respectfully admit that the teaching profession is at the present time far from possessing all those things; it does not enjoy universally the status which it ought to have; and by reason of its undue subjection in many instances to bodies of laymen often ignorant of educational matters and regarding teachers as their servants or employees rather than their partners in the cause of education, it lacks the intellectual and academic freedom without which it cannot give of it best.....All educational reforms must begin with the teachers and their conditions of service."

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ, এম-এ, বি-টি

বহুমুখী প্রতিভা, সর্বতোমুখী প্রতিভা কথাগুলি অভিধানে আছে কিন্তু এক বিরাট অনন্যসাধারণ প্রতিভা একব্যক্তির জীবনে কিরূপ বহুব্যাপক, দীপ্তিমান ও সার্থক হয়ে উঠতে পারে রবীন্দ্রনাথের জীবনই তার পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববরেণ্য কবি, সাহিত্যের সকল বিভাগে—উপন্যাসে, ছোট গল্পে, প্রবন্ধে, সমালোচনায়, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আলোচনায়, রস রচনায়—অমৃত পরিবেশন করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সম্পদশালিনী করেছেন। উচ্চ ভাব, মনের সূক্ষ্মতম অনুভূতি কবি অপূর্ব লালিত্যময় ভাষায় প্রকাশ করেছেন; কবি ভাবরাজ্যের অধীশ্বর কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনের এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ভাব ও কর্মের সমন্বয় সাধন করেছিলেন; ভাবকল্পনা মানস স্বর্গলোকে স্বপন না করে বাস্তবের আঘাত সংঘাত মাঝে তাকে রূপায়িত করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন এবং কৃতকার্যও হয়েছিলেন। আমি শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করছি।

শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিসমূহের বিকাশ সাধন করে তার পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জনে তার সহায়তা করা; তার মার্জিত রুচি ও সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করা, সমাজ ও নাগরিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তোলা, তার দেহের ও মনের পুষ্টিবিধান এবং উপার্জনের দ্বারা আত্মনির্ভরশীল হতে শিক্ষা দেওয়া। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে উদ্দেশ্যকে সফল করার চেষ্টা হয়নি। বিদেশী শাসকের নিজ স্বার্থের প্রয়োজনে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা ভারতীয় জাতিগঠনের বা ভারতবাসীর মনুষ্যত্ববিকাশের অনুকূল পরিবেশ রচনা করেনি। তার কারণ প্রকৃত মানুষ তৈরী করতে হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে হয় তার একান্ত অভাব আমাদের দেশে। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, মানুষের জীবনের থেকে সম্পর্কচ্যুত, ভগবানের ধ্যানধারণা থেকে বিচ্যুত যে শিক্ষাপ্রণালী তার মধ্যে সমাজকল্যাণের উপাদান থাকে না। প্রকৃতির সংস্পর্শে শিশুর মন সহজ স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করতে থাকে; প্রাকৃতিক জীবনের সরল স্পর্শ থেকে নীরস ইটকাঠে রচা কারাগারে আটক করে রাখলে তার মনকে পঙ্গু করে ফেলা হয়। মানুষের দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের সঙ্গে যদি শিক্ষার কোন সম্পর্ক না থাকে তবে সে শিক্ষা হয়ে ওঠে কৃত্রিম; অধ্যাত্ম শক্তির বিকাশের সুযোগ যার মধ্যে নেই তা মানুষের পরম কল্যাণ সাধন করতে পারে না। শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ এই সত্য উপলব্ধি করে শিশুদের শিক্ষার আদর্শ বিদ্যালয় হিসাবে শান্তিনিকেতন স্থাপন করে প্রথমে নিজে শিক্ষকতা সুরু করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শে এমন বিদ্যানিকেতন গড়ে তোলা যেখানে স্বাভাবিক পরিবেশে, স্নেহপ্রবণ উদ্যমশীল বিদ্যানুরাগী শিক্ষকের সজ্ঞানে শিশুদের মানসিক শক্তিসমূহের বিকাশ ঘটতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> যেখানে নিভৃতে তপস্যা হয় সেইখানেই আমরা শিখিতে পারি; যেখানে গোপনে ত্যাগ, যেখানে একান্ত সাধনা সেইখানেই আমরা শক্তিলাভ করি; যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর; যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়; বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাহীন, অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত; ব্রহ্মচর্যের সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আত্মবশ ধর্মশিক্ষা সেইখানেই সরল এবং স্বাভাবিক।

শিক্ষাদান এবং শিক্ষাগ্রহণ উভয়ই সাধনাসাপেক্ষ। দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা নিয়ে পরস্পরের কাছে আসতে হবে। এ সম্বন্ধে অনুকরণীয় ভাষায় কবিগুরু যা বলেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম, মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখা দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মানুষ থাকে না, সে তখন আপিস আদালতের বা কলকারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া ওঠে; তখনি সে মানুষ না হইয়া মাষ্টার মশায় হইতে চায়; তখনি সে আর প্রাণ দিতে পারে না কেবল পাঠ দিয়া যায়। গুরু শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য্য সজীব দেহের শোণিত স্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে। কারণ, শিশুদের পালন ও শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতামাতার উপর। কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকাতেই অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা আবশ্যক হইয়া ওঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসকে টাকা দিয়া কিনিতে বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, তাহা স্নেহ-প্রেম-ভক্তির দ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি; তাহাই মনুষ্যত্বের শাকযন্ত্রের জারক রস, তাহাই জৈব সামগ্রীকে জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত করিতে পারে। বর্তমান কালে আমাদের দেশে শিক্ষায় সেই গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাবশ্যক হইয়াছে। শিশুবয়সে নির্জীব শিক্ষার মত ভয়ঙ্কর ভার আর কিছুই নাই, তাহা মনকে যতটা দেয় তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশি। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া হউক, সকল দিকেই আমরা মানুষকে চাই।

শক্তিমান, বীর্যবান মানুষই দেশের সম্পদ; তাহারাই সংস্কৃতি সভ্যতা রচনা করে, দেশের গৌরবের ধারক ও বাহক তাহারাই। কবিগুরু ছাত্রদের মানস শক্তির, অন্তরের সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশ ঘটিয়ে যেমন তাদের সুরুচি ও মার্জিত মনের অধিকারী করার ব্যবস্থা করেছিলেন, তেমনি বিদ্যাকে অর্থকরী ও সমাজের পক্ষে হিতকারী করার দিকটাও বাদ দেননি। শান্তি-নিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে তিনি জ্ঞান ও কর্মের ললিতকলা ও কুটিরশিল্পের সমন্বয় সাধন করেছিলেন।

অন্যান্য সভ্যদেশের তুলনায় আমাদের দেশে অজ্ঞানের অন্ধকার বিরাজ করছে। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে কোন জাতি উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কথায়—ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটি মাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কুসংস্কার, আর্থিক দৌর্বল্য—সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে।

এই শিক্ষার অভাব দূর করে সমাজের সকল স্তরে জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত করিয়ে দেবার উদ্যোগ তিনি করেছিলেন লোকশিক্ষা বিভাগের কার্যের ভিতর দিয়ে। তাঁরই কুশাসনে

পিছ রাশিয়ার জনগণ বোলশেভিক তন্ত্রে অতি অল্প কালের মধ্যে কিরূপ সচেতন, কর্মচঞ্চল, প্রাণবান হয়ে উঠেছে তা স্বচক্ষে দেখে রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হয়েছিলেন। রাশিয়ার চিঠিতে তিনি লিখেছেন :

আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল আজ তারা সমাজের অন্ধকুটুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত ভাবান্তর ঘটতে পারে, তা কল্পনা করা কঠিন।

রাশিয়ার শিক্ষার সুফল দেখে কবি যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন, ভারতের জনসাধারণের অশিক্ষা এবং তজ্জনিত দুরবস্থার কথা স্মরণ করে তেমনি দুঃখ অনুভব করেছিলেন। রাশিয়ার চিঠিতে এদেশের শিক্ষার অব্যবস্থার জন্য আক্ষেপ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবাণীর বরপুত্র। রবীন্দ্রনাথের মনোবীণায় ঝংকৃত হয়ে বাংলা সাহিত্য বিশ্ববাণীর আসনে স্থান লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলার তথা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। কিন্তু আমরা কি বাংলা ভাষার প্রতি যথাযোগ্য সমাদর দেখিয়েছি? এতদিন পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজি প্রচলিত ছিল, বাংলার স্থান হয়নি; এখনো উচ্চশিক্ষা-ক্ষেত্রে বাংলা শিক্ষার বাহন হবার অধিকার পায়নি। রবীন্দ্রনাথ বহু প্রবন্ধে ও ভাষণে এই অন্যায় ও অযৌক্তিক ব্যবস্থার প্রতিকার দাবী করেছেন।

রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধিকার লাভের পর আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার যখন বিরাট পরিবর্তন হতে চলেছে তখন কবিগুরুর চিন্তাধারা ও আদর্শ আমাদের সামনে রেখে কাজে অগ্রসর হতে হবে। নিজেদের প্রদেশের ভিতরে এ আমাদের নিজেদের হাতের কাজ; এ ছাড়া সর্বভারতীয় ব্যাপারেও বাংলা ভাষার দাবী আমাদের তেজের সঙ্গে উত্থাপন করতে হবে; ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলা ভাষা গ্রহণ করাতে হবে। সাহিত্য আমাদের জাতীয় জীবনের প্রাণের প্রতীক; সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও ব্যাপকতার মধ্য দিয়ে আমরা আত্মশক্তির মূলে বল সঞ্চার করতে সক্ষম হব। বাঙালী জাতির প্রতিভা স্ফুরণ ও শক্তি বিকাশ ও সমৃদ্ধি সম্পাদনের জন্য বাঙালীকে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন, ভাষা ও সাহিত্যের সমাদর, বাংলাভাষী অঞ্চলকে একত্র করে শক্তিমান হয়ে উঠতে হবে; বাঙলার ভবিষ্যৎ বাঙলার তরুণ ও কিশোরদের হাতে। রবীন্দ্রনাথ চিরদিন শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারাকে সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব এখন পড়েছে দেশবাসীর ওপর। একথা সবাইকে মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার ওপরই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র

লেখিকা—মেরী ফিল্ড

[গবর্ণ্ট-বৃটিশ ইনফরমেশান ফিল্ম কোম্পানীর 'চিলড্রেনস এনটারটেনমেণ্ট ফিল্ম' বিভাগের ডাইরেক্টার]

চলচ্চিত্র শিল্পের বয়স হল প্রায় পঞ্চাশ বছর কিন্তু এতদিন পরে শিশুদের জন্য ছবি তোলার সত্যিকারের চেষ্টা হচ্ছে। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই কারণ শিশুসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের বহুকাল পরে।

শিশুদের উপযোগী ফিল্মের একান্ত অভাব দেখে ১৯৪৩ সালে গবর্ণ্ট-বৃটিশ ফিল্ম কোম্পানী 'চিলড্রেনস্ এনটারটেনমেণ্ট ফিল্ম' নামে একটি বিভাগ খোলেন। শিশুদের জন্য ফিল্ম তোলার কাজে এঁদের গবেষণা, ঐকান্তিক চেষ্টা ও তার ফলাফল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথমে পরিচালকদের একটি গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। বয়স্কদের জন্য তৈরি ছবি দেখে শিশু মনে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাই পর্যবেক্ষণ করে শিশুদের রুচি ও পছন্দ অপছন্দ সম্বন্ধে একটা ধারণা করে সেই অনুযায়ী কতকগুলি ছবি তোলা হয়। এর ফলে অনেক ভুলভ্রান্তি ঘটে। শিশুরা তো তাদের মনোভাব বিশ্লেষণ করে তাদের ভালোলাগা মন্দলাগার সঙ্গত কারণ দেখাতে পারে না। সেইজন্য পরীক্ষামূলক ভাবে নানা ধরণের ছবি তোলা হয় এবং প্রতিক্ষেত্রে শিশুদর্শকদের মধ্যে বসে তাদের মনে সেই সব ছবির প্রতিক্রিয়া, ছবি দেখার সময় তাদের বিচিত্র অনুভূতির নানাভাবে প্রকাশ বিশেষ যত্নের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই ভাবে অনেক চেষ্টা ও ব্যর্থতা, অনেক ভুল ও সংশোধনের মধ্য দিয়ে শিশুদের জন্য ফিল্ম তৈরি করার কতকগুলি নিয়মকানুন ঠিক করা সম্ভব হয়েছে।

গত সাড়েতিন বছরের মধ্যে C. E. F. এর তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি ছবি তোলা হয়েছে। ছোট ও বড় গল্প, সিরিয়াল, খণ্ড খণ্ড কাহিনীর সমষ্টি, ভ্রমণ ও প্রাকৃতিক ফিল্ম, কার্টুন, গীতিমূলক ছবি—ইত্যাদি নানারকমের ছবি দেখিয়ে তাঁরা শিশুমন জয় করতে সমর্থ হয়েছেন।

ছবি দেখার ব্যাপারে শিশুদের রুচি সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত অভিমত প্রকাশের সময় এখনো আসেনি কিন্তু বহু পরীক্ষার ফলে তার কয়েকটি বিশিষ্ট ধারা স্পষ্ট হয়ে দেখা গেছে। শিশুরা চায় যে একটি সহজ গল্প অবান্তর কথোপকথন বাদ দিয়ে ছবির সাহায্যে বলা হউক।

বয়স্কদের মত ছবির টেকনিকাল দোষ ত্রুটি নিয়ে তারা অত মাথা ঘামায় না কিন্তু বয়স্কদের চেয়ে অনেক বেশী মনোযোগ দিয়ে তারা ছবি দেখে এবং তাদের মন অনেক বেশী অনুভূতিপ্রবণ।

ঠিক কি রকম ধরণের ছবি সব শিশুদেরই ভাল লাগবে তা জোর করে বলা কঠিন। বিভিন্ন বয়সী শিশুদের মধ্যে, ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে, এবং যাকে বলে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী শিশুদের মধ্যে রুচির অনেক পার্থক্য দেখা যায়। তবে একথা নিঃসন্দেহ বলা যায় যে সব শিশুরাই নিজেদের বয়সী ও নিজেদের মত শিশুদেরই ছবির পর্দায় দেখতে ভালবাসে। বয়স্ক অভিনেতাদের যে তারা দেখতে চায়না তা নয়। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ টাইপের বয়স্ক অভিনেতার সম্বন্ধে তাদের পক্ষপাতিত্ব আছে এবং অভিনেতা নির্বাচন করবার সময় সে বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়।

ছবির বিষয়বস্তু শিশুদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকেই সংগ্রহ করা উচিত। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে অন্যান্য বিষয়ে ভাল ও উত্তেজনাপূর্ণ ছবির চেয়ে শিশুরা বইয়ে পড়া বা রেডিওতে শোনা কোন পরিচিত কাহিনী বা চরিত্রের চিত্ররূপ দেখতে বেশী পছন্দ করে।

ছবি শিশুদের মনোমত হয়েছে কিনা জানতে হলে ছবি দেখার সময় তাদের মধ্যে যে নানারকম শব্দ ও চীৎকার শোনা যায় সেদিকে কান রাখতে হবে। আনন্দ ও উত্তেজনার মুহূর্তে 'ওঃ' চীৎকার, উল্লাসের উচ্চ হাসি, বিরক্তির অস্ফুট গুঞ্জন ও গভীর মনোযোগের সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা—এই সব থেকেই তাদের মতামত বুঝতে হবে। শিশু দর্শকের মধ্যে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা খুব ভাল লক্ষণ নয়। শিশুরা ছবি দেখে চুপ করে থাকবে না—মহা উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা জুড়ে দেবে বা উচ্চহাসিতে ফেটে পড়বে ছবি ত এমনিই হওয়া উচিত।

ছবির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে নীতি উপদেশ বা শিক্ষাদান শিশুরা বিশেষ ভাল চোখে দেখেনা কিন্তু ছবি দেখা শিশুদের শিক্ষার অঙ্গ হওয়া উচিত। C. E F. এর তত্ত্বাবধানে শিশুদের জন্য যে সব ছবি তোলা হয়েছে তাতে পরিচালকেরা এই চেষ্টাই করেছেন যাতে শিশুরা আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করতে পারে। ছবির মধ্য দিয়ে তাদের কখনো নিয়ে যাওয়া হয়েছে দূর বিদেশে, কখনো নিয়ে যাওয়া হয়েছে দেশেরই নানা জায়গায় বা কোন নাচগানের আসরে। গীতিমূলক ছবিতে তাদের নানা জায়গার পল্লীগীতি ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়া হয়েছে।

শিশুদের জন্য ছবি তুলতে হলে একটা বিষয়ের ওপর সব সময়ে দৃষ্টি রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে ছবির মধ্যে মানুষের স্বভাব চরিত্রের ভাল দিকটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা। মন্দ চরিত্রের লোককে অত্যন্ত হাস্যাস্পদ করে সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদের চরিত্রে নাম করা চোর ডাকাতদের মত 'গ্ল্যামার' থাকবে না।

শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমগ্র প্রদেশে শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধানের জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারের যে উদ্যম দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমরা শিক্ষাবিভাগকে অভিনন্দিত করিতেছি। এইরূপ তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা এ দেশে এই প্রথম। বস্তুত, দেশের প্রয়োজন জানিতে হইলে ব্যাপক অনুসন্ধানের আবশ্যক। অনুসন্ধানে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইবে সেগুলির উপর নির্ভর করিয়া নূতন দিনের আলোকে প্রাণবান শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে। যাঁহারা গ্রামে গ্রামে তথ্য সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের উপর তথ্যের মূল্য নির্ভর করিতেছে—এই কথাটী আমরা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। অন্ধ, বোবা প্রভৃতি বিকলাঙ্গ বালক বালিকার সংখ্যা সংগ্রহ করিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা দ্বারা সমগ্র প্রদেশে তাহাদের সংখ্যা জানা ও বিশেষ ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সুযোগ পাওয়া যাইবে।

শিক্ষা-সংস্কার

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক গঠিত পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটির প্রথম বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি শিক্ষাকমিটির বিবেচনার বিষয় নির্ধারিত হইয়াছে: (১) হাতের কাজ শিক্ষা নীতিরূপে গ্রহণ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার সাধন, (২) বহু শাখাযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষার প্রবর্তন, (৩) ইংরাজি শিক্ষার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিবার পরে প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী স্তরে ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা, (৪) মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলিতে রাষ্ট্রভাষা রূপে হিন্দির প্রবর্তন, (৫) প্রাচীন (ক্লাসিক্যাল) ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা এবং (৬) বিদ্যালয়ে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা।

আমরা পূর্বে বহুবার মন্তব্য করিয়াছি যে, শিক্ষাকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজীয় প্রভৃতি ভাগে ভাগ করিয়া পৃথক ভাবে ইহার সংস্কার সাধনের চেষ্টা সার্থক হইতে পারে না। শিক্ষাকে একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা হিসাবে গ্রহণ করিয়া নিম্নতম হইতে উচ্চতম সোপান পর্যন্ত ইহার মধ্যে সঙ্গীবতা সম্পাদন করিতে হইবে, জাতীয় জীবনের পক্ষে মঙ্গলকর আদর্শ ও ব্যবস্থা ইহার মধ্যে রাখিতে হইবে। বর্তমান শিক্ষা কমিটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সংযোগ সাধন এবং ইহাদের উন্নতির জন্য যথাকর্তব্য নির্ধারণ করিবেন। উচ্চ শিক্ষাকেও এই কমিটির

বিবেচনার এলাকাভুক্ত করিলে ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হইত। আমরা চাই যে, স্বাধীন দেশে সর্বপ্রথম যে শিক্ষার সংস্কার সাধনের আয়োজন হইতেছে তাহা সর্বাঙ্গসুন্দর এবং আদর্শ হোক।

কমিটির বিবেচ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করিব। সংক্ষেপে আমাদের অভিমত এই যে, বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন ও বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ দান দেশের কল্যাণের পক্ষে অপরিহার্য।

'শিক্ষা' পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি-এ, ও এম-এ, শ্রেণীর পাঠ্যবিষয়রূপে 'শিক্ষা'কে স্থান দিয়া দেশের শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাব্রতীদিগের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই অগ্রণী হইলেন। যাঁহারা ভবিষ্যৎ জীবনে শিক্ষাকার্যে আত্মনিয়োগ করিতে চান তাঁহারা বি এ, ও এম এ, পড়িবার সময় ঐ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করিতে পারিবেন। দেশের কৃতবিদ্য যুবক যুবতী যাহাতে শিক্ষাবিভাগের দিকে আকৃষ্ট হয় তজ্জন্য শিক্ষাকার্যে নিরত ব্যক্তিদের বেতন বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য বিভাগের সরকারী কর্মচারীদের বেতনের সঙ্গে শিক্ষাবিভাগের কর্মচারীদের বেতনের সমতা রাখিতে হইবে। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে এই ব্যবস্থাই আছে, কারণ সেখানে শিক্ষাব্যবস্থাকে দেশের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণকর ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করা হয়। আমাদিগেরও এবিষয়ে অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে। দেশপ্রেমিক কৃতী তরুণ তরুণীদিগকে আমরা শিক্ষাব্রতে ব্রতী হইতে আহ্বান জানাইতেছি। তাঁহাদেরই হাতে দেশের ভবিষ্যৎ।

সামরিক শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্য হইতে কতকসংখ্যক লইয়া সামরিক শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকটি দল গঠন করিবার আয়োজন হইতেছে। এই সংখ্যা আরো বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়। সকল প্রকার বিদ্যালয়ে সামরিক কায়দায় ড্রিল, একই ধরণের পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার-রীতি, জাতীয় সংগীত গাওয়া ও জাতীয় পতাকা অভিবাদন করিবার প্রথা অবলম্বন করা উচিত। ছাত্রদের কর্তব্যনিষ্ঠা, শৃঙ্খলাবোধ, সবল স্বাস্থ্যগঠন ও স্বদেশানুরাগ জাগাইতে পারিলে যুবশক্তিকে দেশের কাজে লাগানো সম্ভবপর হইবে। শিক্ষাবিভাগের নিকট হইতে আমরা এবিষয়ে সক্রিয় উৎসাহ কামনা করি।

প্রাথমিক শিক্ষারত ছাত্রদের ভাতা

বর্তমানের দুর্মূল্যতার দিনে সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণালয়ে গুরুছাত্রদের সামান্য ভাতায় জীবনধারণ করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। মাসিক দশ টাকায় কোন ব্যক্তির পুষ্টিকর আহার্যে উদর পূরণ করা আজকালকার দিনে অসম্ভব। গুরুছাত্রদের মাসিকভাতা অন্ততঃ পক্ষে কুড়ি টাকা করিবার জন্য আমরা শিক্ষা বিভাগকে অনুরোধ করিতেছি।

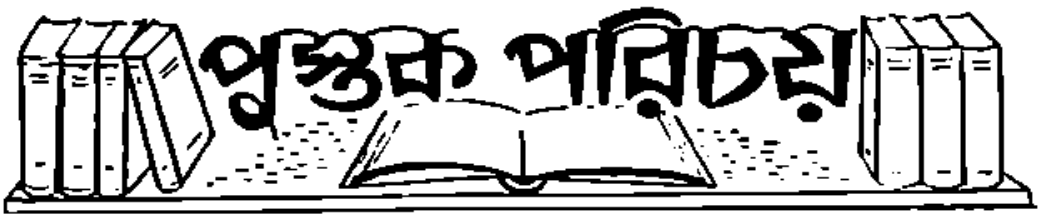

গান্ধী-গীতা—লেখক শ্রীঅমিত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রফুল্ল লাইব্রেরী, ৭১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

গান্ধীজির ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি তাঁহার বহু লেখা হইতে সংগৃহীত হইয়া পুস্তকখানি সংকলিত হইয়াছে। গ্রন্থকার অতি নিপুণতার সহিত গান্ধীজির গভীর অভিজ্ঞতা প্রসূত বাণীগুলি বিশ্লেষিত করিয়াছেন।

এই পুস্তকের বহুল প্রচার আমরা কামনা করি। প্রত্যেক গ্রন্থাগারে এক খণ্ড রাখা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্ত

আমার দেশ (স্বাধীনতা-বাণীগুচ্ছ)—শ্রীরমেন চৌধুরী প্রণীত ও বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস, ৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

মা আর মাটি—দুই-ই খাঁটি। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন—'বুকের সুধা দিয়ে লালন করেন মা, বুকের ফসল দিয়ে পালন করে মাটি।' এই মা আর মাটি এবং তাঁহাদের সার্থক সন্তান যাঁহারা তাঁহাদের কথাই বাংলার কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত ছন্দোবন্ধে লেখক পরিবেশন করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রচ্ছদপট সুন্দর এবং মুদ্রণ সুপরিচ্ছন্ন। আমরা এই গ্রন্থের প্রচার কামনা করি।

গত বৈশাখ সংখ্যায় বর্ত্তমান গ্রন্থকারের 'রকমারি' পুস্তকখানির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। কিন্তু লেখকের নাম ভুল ছাপা হওয়ায় আমরা অতিশয় দুঃখিত।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সহজ ভাষায়

ছত্রপতি শিবাজীর জীবন-কথা

শিবাজী মহারাজ

পাতায় পাতায় ছবি

দাম এক টাকা মাত্র

'বাঙলার শিক্ষক' কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

পূর্ব্ববঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষার
প্রধান পরিদর্শক
খান বাহাদুর আবদুল হাকিম এম-এ, (ক্যান্টাব) প্রণীত

শিশুর মন ও শিক্ষা

মূল্য ১৷৷০ টাকা

আমাদের দেশে বুনিয়াদি শিক্ষার আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে হইলে শিশুর মন ও নানা অবস্থা পরিবেশে তাহার আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই শিক্ষার নীতি ও রীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কি করিয়া শিশুর মনের রহস্য সন্ধান করিতে হয় এবং সেই আলোকে তাহার শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন সার্থকতা লাভ করা যায় এই পুস্তিকায় তাহার বৈজ্ঞানিক অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছে।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক ও ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষারত শিক্ষকদের এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি প্রণীত

আমাদের ইংরেজী শেখা

প্রত্যেক শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে অপরিহার্য্য প্রয়োজন

মূল্য দেড় টাকা

প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিদ্যার বাহনরূপে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু সে ভাষা এখনও ছরস্ত হয় নাই কেন? গলদ কোথায়? এবং দূরীকরণের উপায়ই বা কি? বিশদ আলোচনা এই পুস্তকে আছে।

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Edited, printed and published by Suresh C. Das, M.A., from Abinas Press (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharmatala Street, Calcutta

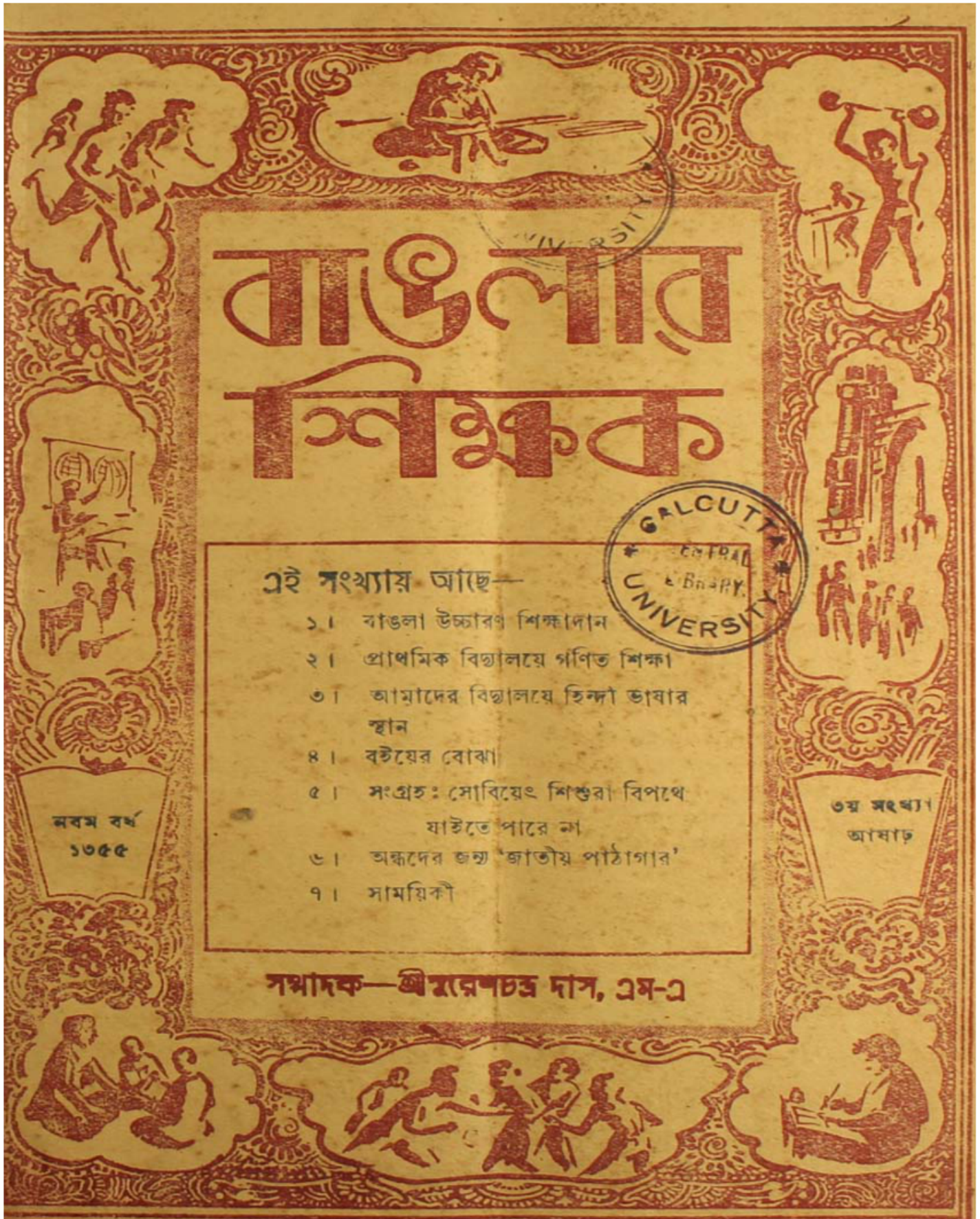

বাঙলার শিক্ষক

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

এই সংখ্যায় আছে—

১। বাঙলা উচ্চারণ শিক্ষাদান
২। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষা
৩। আমাদের বিদ্যালয়ে হিন্দী ভাষার স্থান
৪। বইয়ের বোঝা
৫। সংগ্রহ: সোবিয়েৎ শিশুরা বিপথে যাইতে পারে না
৬। অন্ধদের জন্য 'জাতীয় পাঠাগার'
৭। সাময়িকী

নবম বর্ষ
১৩৫৫

৩য় সংখ্যা
আষাঢ়

সম্পাদক—শ্রীমুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ

বার্ষিক চাঁদা—তিন টাকা (ডাকমাশুল সহ) ॰ প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

অমলেন্দু দাশগুপ্তের

ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার নির্বিচার কারাভোগ। মূল্য ২৲

কমল দাশগুপ্তের

পরিচিতা

বহু পরিচিত এবং সর্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ। কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

কাজী আব্দুল ওদুদের

কবিগুরু গ্যেটে

প্রথম খণ্ড ৩৲
দ্বিতীয় খণ্ড ৪৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গাদপি গরীয়সী (প্রতি খণ্ড) ৪৲, হৈমন্তী ৩৲, লীলাচুরীয় (৪র্থ সং) ৩৲, বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, বসন্তে (২য়সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, বরযাত্রী (৩য় সং) ২৷৷০, চৈতালী ৩৲, আগামীপ্রভাত ৩৲, ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲

দৈনন্দিন ২৷৷০

প্রমথনাথ বিশী

গল্পের মতো ১৷৷০, গালি ও গ ১৷৷০

রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২য়সং) ৩৲

পবিত্রমল গোস্বামী

মহামন্বন্তর (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲,

দুষ্মন্তের বিচার (২য় সং) ১৷০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী (২য় সং) ১৷৷০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ১৷৷০, ঘরের ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, শতাব্দীর অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, কুপা ২৷৷০ হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ বন্ধনা (২য় সং) ২৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪৲

ছেলেদের আরণ্যক ৩৲

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

অন্তর্যামী ১৷৷০, সমর্পণ ১৷৷০, সমী ও দীপ্তি ১৲, ভুলের ফসল ২৲

শ্রীমতী রাণী রায়

পুনরাবৃত্তি ২৲, প্রেম ৩৲

রেণু মিত্র এম এ

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲

প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

মোহিতলাল মজুমদার

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বাংলা কবিতার ছন্দ ৪৲ বিস্মরণী (৩য় সং) ৪৲ গরল-গরল ৫৲ ছন্দ-চতুর্দশী ৩৲ কাব্য-মঞ্জুষা ৩৲ জয়তু নেতাজী ৩৲ রূপকথা (২য় সং) ১৲ — সুবীর শিশু গ্রন্থমালা — বসন্তের রাণী ৷৷০ ছেলেদের আরণ্যক ৩৲ লক্ষ্মীর ৷৵০ শিবাজী মহারাজ ১৲

◆ ◆ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড ◆ ◆

◆ ◆ ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ◆ ◆

সুবীর শিশু গ্রন্থমালার

পঞ্চম অর্ঘ্য

ছেলেদের আরণ্যক

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

একদিন আমাদের এই পৃথিবী ছিল অসংখ্য নদ-নদী আর উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা রূপকথার দেশ। তারপর পাহাড় কাটিয়া মানুষ গড়িল বসতি, কত নগর-নগরী—সভ্যতার কত বিচিত্র নিগড়। কিন্তু এত বিদ্যা, এত ঐশ্বর্য্য, এত বিলাসেও মানুষের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। তাই বুঝি শিশুর মধ্যে সে ক্ষণিকের বিশ্রাম চায় রূপকথার রাজ্যে। ঐ 'আরণ্যক' যেন সেই রূপকথার দেশ। অরণ্য-প্রান্তরের মানুষ কি সরল, এবং শিশুর মত কি নিরলস। তাহাদেরও রাজা আছেন; তিনি রূপকথার রাজাই বটে; চারণভূমির প্রাচীন বৃক্ষমূলে তাঁহার আসন পাতা হয়—সেখানে পথিককে পথ দেখায় রাজার নাতনির মেয়ে কিশোরী ভানুমতী। আরও আছে চিরদুঃখিনী কুন্তা—যাহার হাসিতে ঝড়ে মুক্তাগোটা আর আঁখিতে মানিক।

পাতায় পাতায় ছবি এবং ত্রিবর্ণের প্রচ্ছদপট

মূল্য তিন টাকা

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি

—উৎকৃষ্ট গল্প-সংগ্রহ—

জগদীশ গুপ্তের

মেঘাবৃত অশনি—২৷৷০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

কলিকাতা-নোয়াখালী-বিহার—২৲

সম্পূর্ণ অ-সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে কলিকাতা, নোয়াখালী এবং বিহারের অশান্তির চিত্র।

প্রমথনাথ বিশীর

অভিনব কাব্য-গ্রন্থ

অকুন্তলা—২৷৷০

রোমান্স ও হাস্যরস মিশ্রিত

কাহিনী ও অন্যান্য শ্রেণীর কাব্য

বাঙলার শিক্ষক কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ডাইরেক্টার অব্ ইনডাষ্ট্রীজ্
ডি, এম্ ঘোষ, এম-এ প্রণীত

SMALL INDUSTRIES

মূল্য দুই টাকা মাত্র

ভারতের মত বিরাট দেশের শিল্পায়ন এবং জীবন যাত্রার মান
উন্নয়নকল্পে শুধু বৃহৎ শিল্পকেই উৎসাহ দিলে চলিবে না।
ছোট শিল্পকেও সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া তুলিতে হইবে

লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত
এই গ্রন্থে আছে
ছোট ছোট শিল্পের

সমস্যা	সমাধান
মূলধন সংস্থান	সুনির্দ্দিষ্ট ও
কাঁচামাল সরবরাহ	ব্যাপক পরিকল্পনা
বাজার	ছোট বড় শিল্পগুলির
উৎপাদনের পদ্ধতি	পরস্পর সহযোগিতা
বিদ্যুৎশক্তির সংস্থান	সরকারের সুদৃঢ় ও নিরপেক্ষ শিল্পনীতি ঘোষণা

জেনারেল প্রিন্টার্স ক্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত

বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন

অভয়ের কথা

প্রকাশিত হইল

মূল্য চারি টাকা।

—বাঙলার শিক্ষক কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে—

খান বাহাদুর আবদুল হাকিম

এম, এ (ক্যান্টাব)

প্রণীত

আধুনিক শিক্ষক

(পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ)

—•—

এই গ্রন্থে বর্ত্তমান শিক্ষাবিষয়ক যাবতীয় সমস্যা—আমাদের শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য, বিভিন্ন ক্রম ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, শিক্ষকের কর্ত্তব্য ও সেই কর্ত্তব্যপালনের সুচিন্তিত নির্দ্দেশ, পঠন ও পাঠন প্রণালীর বিধি ও বিধান—অতিশয় বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচিত হইয়াছে।

—•—

সদ্য প্রকাশিত

মূল্য ৩৷৷০ টাকা

—•—

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড

কলিকাতা

কে. সি. লালুয়ানী প্রণীত

মার্ক্সীয় অর্থশাস্ত্র

(ক্যাপিট্যাল গ্রন্থের অনুবাদ)

মার্ক্সের ক্যাপিট্যাল গ্রন্থ গত শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক চিন্তার পরিপক্ক ফল। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দিত ও প্রশংসিত। অর্থশাস্ত্রের নীরস বিষয়কে এই গ্রন্থে অতিশয় রসালো ও সর্ব্বজনবোধ্য করা হইয়াছে।

মূল্য ২৲

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডঃ সুশীলকুমার দের

—কাব্যগ্রন্থ—

অদ্যতনী ২৲

ক্ষণ-দীপিকা ১৲

জেনারেল প্রিণ্টার্স

এণ্ড

পাব্লিশার্স লিঃ, কলিকাতা

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের

জন্য

চমকপ্রদ কাহিনী

লক্ষ্মীবীর

হিল্‌ডা সেলিগ্‌ম্যান রচিত 'SKIPPO'-র

বাংলা অনুবাদ

◆

শান্তিনিকেতনের

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

ছোটদের উপযোগী ভাষায় এই বইয়ের অনুবাদ করিয়াছেন

◆

ঝক্‌ঝকে ছাপা, নানা রং-বেরঙের ছবি

মূল্য ছয় আনা মাত্র

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

'বাঙলার শিক্ষকের' নিয়মাবলী

১। 'বাঙলার শিক্ষক' প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করা হয়।

২। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন এবং ডাকঘরের মন্তব্যসহ আমাদের জানাইবেন।

৩। 'বাঙলার শিক্ষকে'র সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। সর্ব্বক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা কিংবা ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনিঅর্ডার যোগে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইবেন।

৫। পত্রে এবং মনিঅর্ডার কুপনে নূতন গ্রাহক হইলে **নূতন গ্রাহক** এবং পুরাতন গ্রাহক হইলে **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না, অন্যথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬। সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার
'বাঙলার শিক্ষক'
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘের মুখপত্র

স্বাস্থ্য-সমাচার

-(মাসিক পত্রিকা)

—আগামী বৈশাখে ৩৭শ বৎসরে পড়িবে—

সম্পাদক—ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি

পত্রিকায় পাইবেন—

১। বাঙ্গালার মনীষীগণ লিখিত সুস্থ সবল জাতি গঠনে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী ;

২। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত দেশ-বিদেশের সংখ্যাতালিকা (Statistics) ;

৩। গভর্ণমেণ্টের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ; দেশবিদেশের জ্ঞানগর্ভ সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য ;

৪। প্রশ্নোত্তর, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি।

বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা

কার্য্যালয়—৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা-৯

[নমুনা সংখ্যার জন্য পত্র লিখুন]

বাঙলার

শিক্ষকের

বিজ্ঞাপন

ব্যর্থ

হওয়ার

নয়

বাঙলার বিদ্যালয়

নবম বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৫৫ [৩য় সংখ্যা

বাঙলা উচ্চারণ শিক্ষাদান

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ধর বি-এ, বি-টি

বাঙালীর ছেলেকে বাঙলা উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া শুনিতে অদ্ভুত বটে কিন্তু বিষয়টী বেশ কঠিন। উচ্চারণ আমরা যাহারা শিখিয়াছি বলিয়া বলি, তাহাদেরও যে অনেক ত্রুটী থাকিয়া গিয়াছে তাহা কেহ ধরাইয়া না দিলে সহসা বিশ্বাস করা সহাই কঠিন। কোনও বর্ণ বা শব্দ উচ্চারণ করিতে জিহ্বা, তালু, দাঁত, নাক ও ঠোঁটের দরকার; এগুলি থাকা সত্ত্বেও ত' অনেকের ঠিক উচ্চারণ হয় না। উচ্চারণ কোনটি ঠিক তাহারও মাপকাঠি আছে। প্রত্যেক দেশেই উচ্চারণের একটি নির্দিষ্ট মান (Standard) আছে, যেমন ইংরাজির মান উচ্চারণ ইংলণ্ডের বেশীর ভাগ শিক্ষিত লোকের আবাসস্থল দক্ষিণ ইংলণ্ডের শিক্ষিত লোকের উচ্চারণ। বাঙলারও মান উচ্চারণ বাঙলার বেশীর ভাগ শিক্ষিত লোকের আবাসস্থল দক্ষিণ বাঙলা বা কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী শিক্ষিত লোকদের উচ্চারণ। এই মান বা আদর্শ উচ্চারণ শিক্ষাই আমাদের লক্ষ্য। উচ্চারণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ভাষাতত্ত্ববিদ্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঙলা উচ্চারণ সম্বন্ধে অনেক লিখিয়াছেন। আন্তর্জাতিক ধ্বনি প্রতিলিপি চিহ্নের অনুকরণে বাঙলা উচ্চারণের জন্য চিহ্নাদিও নির্দিষ্ট করিয়াছেন। আমার আলোচ্য বিষয় উচ্চারণ শিক্ষাদান—কাজেই সেই বিষয়ে যাঁহারা উৎসাহী তাঁহারা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙলা ভাষা সম্বন্ধীয় লিখিত পুস্তক দেখিতে পারেন।

উচ্চারণ শিক্ষাদান কালে কতকগুলি বিষয় শিক্ষকের জানিতে হইবে—ব্যক্তিমাত্রেরই ব্যক্তিগত উচ্চারণ ক্ষমতা বা বচনভঙ্গী। কাজেই প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই প্রত্যেক বর্ণের বা শব্দের উচ্চারণ শিক্ষা করা দরকার নাও হইতে পারে। নিজে যে উচ্চারণ সে শুদ্ধরূপে করিতে পারে না কেবল সেই উচ্চারণের প্রতিই সে যত্নবান হইবে ইহাই দরকার। তদ্রূপ বাঙলা উচ্চারণ শিক্ষা দিতে সমগ্র শ্রেণীকে উদ্দেশ্য করিয়া কিছু শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, শিক্ষার্থী-দিগকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করা উচিত। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করিয়া একটি কাগজে বা কার্ডে যে বর্ণ বা শব্দ ছাত্রটি শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে পারে না তাহা লিখিয়া রাখিয়া কেবল সেইগুলি সম্বন্ধেই তাহাকে তালিম দিতে হইবে।

ইংরাজি স্বরবর্ণের মত বাঙলা স্বরবর্ণ উচ্চারণক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তনশীল না হইলেও বেশ কিছু পরিবর্তিত হয়, সেগুলি জানা থাকা দরকার। স্বরবর্ণগুলির মধ্যে 'অ' 'ও' 'এ' 'ই' পরিবর্তিত হয়; যেমন—

অতি = ওতি	এক = এ্যাক কিন্তু একটি
অন্ত = ওন্ত (অন্ন নয়)	বেলা (সময়) = ব্যালা ('বেলা' বা সৈকত নয়)
পরিশ্রম = পোরিশ্রোম্	খেলা = খ্যালা
রকম = রকোম্	যেমন = য্যামোন্
মন···মোন্	বেড়ান = ব্যাড়ানো ইত্যাদি, ইত্যাদি।

'অ' কেবল 'ও'তে, 'এ' কেবল 'এ্যা'তে পরিবর্তিত হয় ইহাই রক্ষা। কোন্ কোন্ স্থলে স্বরের উচ্চারণ পরিবর্তিত হয় সুনীতিবাবু তাহার একটি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা শিক্ষকের দ্রষ্টব্য। হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর থাকিলেও বাঙলায় তাহা সাধারণতঃ উচ্চারিত হয় না। (জ, য), (ন, ণ), (ব, ব) ও (শ, ষ, স) এরও কোনও পৃথক উচ্চারণ বাঙলায় করা হয় না, জ ন, ব, ও শ এর সাধারণ সংস্কৃত উচ্চারণই এই জাতীয় অন্যান্য বর্ণের উচ্চারণ; কোনও পার্থক্য ('শ'গুলির ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণ ব্যতীত স্থলে) করা হয় না। অবশ্য র, ড় ও ঢ়এর পৃথক উচ্চারণ আছে তবুও ড় ও ঢ় এ বিশেষ পার্থক্য নাই। বাঙলা বর্ণ বা শব্দ উচ্চারণে কোথায় কষ্ট ও ত্রুটী হইতে পারে তাহা প্রথমে জানা দরকার। এই কষ্ট ও ত্রুটী ছাত্রের উচ্চারণে রোগ বলা যাইতে পারে। ইহার পর শিক্ষককে করিতে হইবে দুইটি কাজ—(১) শিক্ষার্থীর রোগনির্ণয়, (২) তাহার নিরাময়।

রোগনির্ণয়ঃ

সাধারণ রোগনির্ণয় দ্রুত করিতে হইলে শিক্ষককে কতকগুলি নির্ণায়ক শব্দ বা বাক্য গঠন করিয়া শিক্ষার্থীকে পড়িতে দিতে হইবে। এই সকল বাক্যের বিশেষ ত্রুটীগুলির ফাঁদ থাকিবে বলা বাহুল্য। ছাত্রকে বেশ ধীরে বাক্যগুলি পড়িতে বলিতে হইবে। আরও বলিতে হইবে যে, তিনি তাহার উচ্চারণ শুনিতে চান তারপর বিশেষ মনোযোগের সহিত সে কি বলে তাহা শুনিতে হইবে।

চিকিৎসাঃ

উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট সাধারণ নিয়মগুলি দরকার হইলে ছাত্রদের বলিতে হইবে এবং শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দিবার জন্য 'যেমন' কে 'য্যামোন্' 'পরিশ্রম'কে 'পোরিশ্রোম্' ইত্যাদি ভাবে বাক্যগুলিতে লিখিতে হইবে। ছাত্র উচ্চারণের সময়ে বেশ ধীরে য্যা—মো—ন্ বা পো—রি—শ্রো—ম্ উচ্চারণ করিয়া পরে দ্রুত উচ্চারণে অভ্যস্ত হইবে। জলবায়ু ও পারিপার্শ্বিকতা জনিত ত্রুটী বা রোগের চিকিৎসাতে নিরাময় কিছু সময়সাপেক্ষ।

বাঙলা উচ্চারণ শিক্ষাদান

বিদ্যালয়ে উচ্চারণ শিক্ষা দিতে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া চলা দরকার।

পূর্ণ শ্রেণীতে উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া অনুচিত।

(১) কারণ, ইহা করিলে শিক্ষার্থী মনে করিতে পারে যে ইহা এমন একটি বিষয় যাহা হাস্যোদ্দীপক ব্যাপারে পরিণত হইতে পারে।

(২) কারণ, এক শিক্ষার্থীর পক্ষে অপরের ত্রুটী শুনিবার আগ্রহ বা তাহাতে তাহার নিজের কোনও লাভ নাই।

কাজেই কোনও প্রকার সমালোচনা না করিয়া বা শ্রেণীতে কোনওরূপ উচ্চারণ শিক্ষা না দিয়া শ্রেণীর রোগনির্ণয় করাই সর্বাপেক্ষা ভাল। প্রত্যেকের নামের পার্শ্বে তাহার নিজস্ব ত্রুটী লিখিয়া রাখিতে হইবে। ছোট এক-একটি দল, ৩ জন হইতে ৬ জন, যাহারা একইরূপ ত্রুটীবিশিষ্ট, লইয়া একসঙ্গে ১০ মিনিটের অনধিক কাল একটি পৃথক কক্ষে সংশোধনী শিক্ষা দিতে হইবে।

সাধারণ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক মহাশয় অবশ্য মধ্যে মধ্যে কোনও বালককে তাহার পুরাতন ত্রুটীর প্রতি সচেতন করিয়া কেবল সতর্ক করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত শুদ্ধ উচ্চারণের অনুশীলনী কেবল উপরোক্ত বিশেষ দলগুলির জন্যই নির্দিষ্ট থাকিবে।

মনে রাখিতে হইবে যে কোনও বালককে একটি বর্ণ বা শব্দ শুদ্ধরূপে একবার মাত্র উচ্চারণ করানো খুব কঠিন নহে। কঠিন হইতেছে তাহার উহা সর্বদা শুদ্ধরূপে উচ্চারণের অভ্যাস গঠন করানো। এজন্য শিক্ষককে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে এবং ছাত্রকে ধীরে ও সশব্দ পঠনের প্রচুর অনুশীলনী দিতে হইবে।

উচ্চারণ সম্বন্ধে ছাত্রদের সমবেত ভাবে কোনও পরীক্ষা লইতে হইলে অবশ্যই তাহাদের ধ্বনি প্রতিলিপি চিহ্নাদি শিক্ষা দিতে হইবে। ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ ত্রুটী বাদ দিলে কেবল স্বরবর্ণের ত্রুটী নির্ণয়কল্পে ক্রেগের পরিকল্পিত সংখ্যা-চিহ্ন বেশ কার্যকরী। ইহাতে স্বরবর্ণগুলির বিশেষ উচ্চারণ সংখ্যাদ্বারা নির্দিষ্ট থাকে। বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর সাহিত্যের পরীক্ষায় শতকরা ১০ নম্বর উচ্চারণের জন্য নির্দিষ্ট রাখা দরকার। অল্পবয়স্ক ছাত্রদের দ্বারা ধ্বনি প্রতিলিপিচিহ্ন ব্যবহার অনেকের নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু তাঁহারা হয়ত জানেন না বিষয়টি শিক্ষা দিলে ছাত্রেরা কিরূপ আগ্রহের সহিত শিক্ষা করে ও কিরূপ আনন্দ পায়। কিছু সময়, কিছু ধৈর্য এবং কিছু সহানুভূতি এক্ষেত্রে তাহাদিগকে ইচ্ছানুরূপ ভাবে পাইতে অব্যর্থভাবে কার্যকরী। ইহা প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা, কল্পনা নহে।

সংখ্যা দ্বারা উচ্চারণ শিক্ষার নমুনা দেওয়া গেল।

ই—১, ঈ—১১, এ—২, এ্যা—৩, আ—৪, আ্যা—৪৪, অ—৫,
ও—৬, উ—৭, ঔ—৬·, ঊ—৭৭, ঐ—৬১, য— —, হসন্ত (্)—০।

উদাহরণ :—

'এই বর্ষায় কি করেই বা তোমাকে একা পাঠান যায়।'

২১ ৫৫—$\frac{১১}{১}$ ৬ ২ ১ ৯ ৬ ৪ ২ ৩ ৪ ৪ ৪ ৬ ৪—

অথচ ডাক্তার না ডাকলেও নয়। উপেনকে সঙ্গে দিই।

৫৬৬ ৪ ৪ ০ ৪ ৪ ০ ২ ৬ ৫— ৭ ২ ০ ২ ৫ ২ $\frac{১১}{১}$

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষা

শ্রীক্ষিতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-টি

(পূর্ব্ব প্রকাশিত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার পর)

ইতিপূর্ব্বে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত সংখ্যা গণনা ও লিখন—যোগ, বিয়োগ, গুণন, ভাগ—প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রক্রিয়াগুলির অভ্যাস ও অনুশীলন যতটা সম্ভব বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া হওয়া প্রয়োজন—শিশু নিজে চেষ্টা করিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, দেখিয়া শুনিয়া খেলার ছলে প্রক্রিয়াগুলি আয়ত্ত করিবে —ইহাই উদ্দেশ্য। এইরূপভাবে অগ্রসর হইলে, আশা করা যায়, শিশু এইগুলি সম্বন্ধে স্থায়ী জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ পাইবে।

তারপর যতই অগ্রসর হইবে ক্রমে ক্রমে সংখ্যার পরিধি বর্দ্ধিত করিতে হইবে—১১ হইতে ২০ পর্য্যন্ত সংখ্যা গণনা ও লিখন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া ঐগুলি লইয়া ঐ প্রক্রিয়াগুলির অভ্যাস ও অনুশীলন করিবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ বা অমিশ্র সংখ্যার জ্ঞানের দ্বারা মিশ্র সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ শিশুকে দিতে হইবে—এইগুলিও শিশুর অভিজ্ঞতা-লব্ধ হওয়া আবশ্যক। যেমন, সাধারণ হিসাব বা ওজন বা পরিমাপ সংক্রান্ত বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিবার সহায়তা করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে সর্ব্বপ্রথমে পয়সা সম্বন্ধে ধারণা জন্মিবার জন্য প্রকৃত পয়সা শিশুর নিকট উপস্থিত করিতে হইবে যাহাতে পয়সার বর্ণ, আকৃতি, ইত্যাদি তাহার বোধগম্য হয়। পয়সা স্পর্শ বা নাড়াচাড়া করিবার সুযোগও তাহাকে দিতে হইবে। তারপর শক্ত কাগজের তৈয়ারী বেশ কয়েকটি পয়সা (যতটা সম্ভব প্রকৃত পয়সার ন্যায়) শিশুকে দিতে হইবে যাহাতে সে ঐগুলি দিয়া হিসাব

করিতে পারে। শুধু কতকগুলি পয়সা দিলেই চলিবে না সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব সমস্যাও তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে যাহার সমাধানের জন্য তাহাকে ঐ পয়সাগুলির ব্যবহার করিতে হইবে। যেমন, একজন শিশুকে বলা হইল তাহার সহপাঠীদিগের মধ্যে দুইজনকে ২টি ও ১টি পয়সা দেওয়া হইলে ঐ দুইজনের কাছে মোট কয়টি পয়সা হইল? এইরূপে সহপাঠীর পয়সার সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে মোট কয়টি পয়সা হইল? এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে মোট পয়সার সংখ্যা প্রথমতঃ ১০এর অধিক না হয়। ক্রমে ক্রমে সাধারণ সংখ্যার পরিধি বর্দ্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পয়সার সংখ্যার পরিধিও বর্দ্ধিত করিতে হইবে আপাততঃ আনা ও টাকার হিসাবের প্রয়োজন নাই কেননা তাহাতে শিশুর মনে জটিলতা উপস্থিত হইতে পারে। পয়সা সংক্রান্ত ব্যবহার হইতে শিশু দেখে—আনা ও টাকা যে ব্যবহার হয় না তাহা নহে—তবে পয়সা ও আনার বা আনা ও টাকার ভিতর সম্পর্ক বুঝাইয়া দেওয়া বা শিশুর পক্ষে বুঝিয়া ওঠা এই অবস্থায় কঠিন হইবে এবং তাহা সমীচীনও নহে। কিন্তু ওজন সম্বন্ধে বলিতে গেলে ছটাক বা মণের সহিত পরিচয় হইবার পূর্ব্বে সেরের সহিত পরিচয় হওয়া ভাল কেননা ইহা শিশু সচরাচর শুনিয়া থাকে। ওজন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে 'ওজন করিবার যন্ত্র' অর্থাৎ 'দাঁড়িপাল্লা' শিশুর নিকট উপস্থিত করা কর্ত্তব্য এবং সেখান দরকার সাধারণতঃ কোন দিকে ওজন দেওয়া হয় আর কোন দিকে জিনিষটি রাখা হয়—ওজন করিবার যন্ত্রের ব্যবহার সাধারণভাবে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার। দুইটি জিনিষ দুই দিকে রাখিয়া কোনটি ভারী ও কোনটি হালকা বুঝাইয়া দেওয়া খুব কঠিন হইবে না। শিশুও এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে যদি তাহাকে কার্ড বোর্ডের দ্বারা তৈয়ারী দুইটি পাল্লা, সুতা দিয়া একটা সোজা কাঠির দুই কোনে বাঁধিয়া দেওয়া যায়। সে নিজেই তাহার ব্যবহার করিয়া ভারী ও হালকা সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিবে—তার পরেই প্রশ্ন হইবে যে কতটা ভারী বা কতটা হালকা—তাহা হইলেই মানের (standard) প্রয়োজন। সেই মান আপাততঃ সেরকেই ধরিয়া লইব—১ সের ওজনের জিনিষপত্র মাপিতে শিখিবে। এইভাবে ওজন সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিতে পারে—ওজনের ভিতর যে সমস্ত জটিলতা আছে তাহা এই অবস্থায় শিক্ষা লাভ করার প্রয়োজন নাই। ভারি ও হালকা এবং ওজনের মান (আপাততঃ সের) এই কয়েকটি বিষয়ে অভ্যাস ও অনুশীলন শিশুকে করিতে দিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে ১, ২, ৩,....১০ সের পর্য্যন্ত জিনিষের ওজন সম্বন্ধে ধারণা লাভ করিবে তবে বাস্তবক্ষেত্রে শিশুর ওজন করিবার যন্ত্রদ্বারা ১ সের ওজন করাও কঠিন হইবে। সেই ক্ষেত্রে প্রকৃত ওজন যন্ত্রের ব্যবহার যতটা শিশুর পক্ষে সম্ভব তাহা করিতে শিশুকে উৎসাহিত করিতে হইবে। এস্থলে এই কথাও মনে রাখিতে হইবে যে কৃত্রিম 'সের' তৈয়ারী করিয়া দিলে শিশু একটি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িবে—এই আশঙ্কাও আছে। প্রকৃত 'সেরের ওজন' তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া এবং ১ সের কোন একটি জিনিষ ওজন করিয়া তাহাকে দেখাইতে

হইবে। তবে শিশু যখন ওজন বিষয়ে খেলা করিবে তখন অবশ্য কৃত্রিম ওজনের দ্বারাই জিনিষপত্র মাপিবে। সুতরাং কৃত্রিম ওজন যে বাস্তবক্ষেত্রের ওজন নহে সে বিষয়ে শিশুকে সজাগ ও সচেতন করিতে হইবে। পয়সার খেলায়ও কৃত্রিম পয়সা যে প্রকৃত পয়সা নহে তাহাও বুঝাইয়া দিতে হইবে। ওজন ও পয়সার হিসাবের বেলায় এই দিকে শিক্ষকের দৃষ্টি দিতে হইবে। তারপর পরিমাপের বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। কোন একটা কাঠি বা বেঞ্চ বা টেবিল বা ঘর মাপিতে হইবে—কাঠি মাপিবার সময় শিশু হাত দ্বারা মাপিবে—কাঠিটির মাপ ঠিক হইলে যেমন দুই হাত, সেই কাঠির দ্বারা বেঞ্চ বা টেবিল বা ঘর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাপিয়া ঠিক করিবে যে এত কাঠি অর্থাৎ এত হাত হইয়াছে। এইভাবে পরিমাপ সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞানলাভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মোট কথা, মিশ্র সংখ্যা সম্বন্ধেও বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা যাহাতে শিশু জ্ঞানলাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা শিক্ষককে করিতে হইবে।

শিশুর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সাহায্যে তাহাকে গণিত শিক্ষাদান করিতে হইবে। শিক্ষা বলিতেই বাস্তব শিক্ষা অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবন ও প্রাকৃতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়াই শিশুকে শিক্ষাদান করিতে হইবে। পুথিগত শিক্ষা যেন বাস্তব জীবনের শিক্ষার উপর স্থান না পায়—গণিত সম্বন্ধে এই কথাটি বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। কেননা গণিত বাস্তব জীবনের সহিত খুবই ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত এবং তাহারই সাহায্যে শিশুকে গণিত বিষয়ে আগ্রহান্বিত করিতে হইবে। গণিত শুনিলেই অনেক শিশুর মনে আতঙ্ক জন্মাইয়া থাকে তাহার প্রধান কারণ এই যে সর্ব্বপ্রথমেই শিশুকে অবাস্তব সংখ্যার সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য শিক্ষক ব্যগ্র থাকেন—সুতরাং সেই পদ্ধতিতে গণিত শিক্ষা ফলপ্রসূ হয় না। গণিত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শিশুজীবনের বহুকাল পর্য্যন্ত পাঠ্য পুস্তক ব্যবহার না করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। মুখে মুখে শিশুর নিজ অভিজ্ঞতা হইতেই গণিতের বহু অংশ সম্বন্ধে সে জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে শিশুকে ১ হইতে ২০ পর্য্যন্ত সংখ্যা গণনা ও লিখন—সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুণন ও ভাগ মিশ্র সংখ্যার (অর্থাৎ পয়সা, সের ও পরিমাপ সম্বন্ধীয়) যোগ, বিয়োগ, গুণন ও ভাগ শিখান যাইতে পারে। ইহার অধিক এই শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নাই—এইগুলি বিভিন্ন প্রকারের অনুশীলনের ভিতর দিয়া শিশুর অভিজ্ঞতার পরিধি বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে—নানারূপ বাস্তব সমস্যা সমাধানের দ্বারা তাহার মনে সংখ্যা ও বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে বদ্ধমূল ধারণা হইবার আশা থাকে—এবং এইগুলির ভিতর দিয়া শিশু অগ্রসর হইলে গণিতের ভিত্তি তাহার আয়ত্বাধীনে আসিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এই নির্দ্দেশগুলি অবশ্য স্বাভাবিক শিশুর উপর প্রযোজ্য হইতে পারে বলিয়া আশা

করা যায়। শিক্ষক সর্ব্বপ্রথমে নিজেই তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লইয়াই ব্যবস্থা করিবেন—তাঁহাকে বিষয়গুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কি-ভাবে অগ্রসর হইলে শিশুর আত্মশক্তির সহায়তা লইয়া তাহাকে নূতন নূতন অভিজ্ঞতার পথে উদ্বুদ্ধ করা যায় এবং সরল, স্বাভাবিক ও সহজ উপায়ে তাহাকে সেই পথে পরিচালিত করা যায়। শিশু কার্য্যের ভিতর দিয়াই নানারূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিবে এবং সেই অভিজ্ঞতা হইতেই সে জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং শিশুর কার্য্যস্পৃহা, আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা, ইত্যাদির সাহায্য লইয়াই শিক্ষককে অগ্রসর হইতে হইবে এবং তাহাকে যথোপযুক্ত পথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে—ইহাই শিক্ষকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইবে।

আমাদের বিদ্যালয়ে হিন্দী ভাষার স্থান

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ

হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইতে চলিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ কারবার হিন্দীতেই চলিবে, উত্তর ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাদান হইবে হিন্দীর মারফতে, হিন্দীতে উচ্চশিক্ষার সহায়ক ও সংস্কৃতির পরিপোষক অজস্র গ্রন্থ রচিত হইবে। আমাদের বাংলাদেশে হিন্দী-ভাষী লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, তাহাদের সঙ্গে আমাদের কাজ কারবার করিতে হইতেছে—আমাদের ব্যবহারিক ও পৌরিক জীবনে হিন্দীর প্রয়োজন দিন দিন বাড়িয়াই চলিবে। উত্তর ভারতের সরকারী কর্ম্মচারীরা বাংলায় বদলী হইয়া আসিবে। বাঙালী কর্ম্মচারীরা ভারতের যে কোন স্থলে বদলী হইয়া যাইবে। রেল, টেলিগ্রাফ, রেডিও, বনবিভাগ, সেচ-বিভাগ ইত্যাদির পরিচয় প্রাদেশিক নয়, সর্ব্ব ভারতীয়। উচ্চশিক্ষার স্তরে এবং ভারতীয় সংস্কৃতিগত ও উচ্চ শিক্ষাসাপেক্ষ কর্ম্মপরিচয় নিখিল ভারতীয়। এরূপক্ষেত্রে আমাদের বালকদের হিন্দী শিক্ষার প্রয়োজন অনিবার্য্য। সুবিধার মধ্যে এই হিন্দীর সঙ্গে বাংলা ভাষার সগোত্র সম্বন্ধ আছে—আমরা বাঙালীরা হিন্দী কথা বুঝিতে পারি, সহজেই হিন্দী কথা বলা শিখিয়া যাইতে পারি। কিন্তু কেবল কথা বলিতে পারিলেই হইবে না—হিন্দীতে চিঠিপত্র রিপোর্ট ইত্যাদি লিখিতে পারা চাই। হিন্দী পুস্তক পড়িয়া বুঝিতে পারা চাই। এমন কি হিন্দীতে বক্তৃতা করিতে পারা চাই। অন্য ভাষা হইতে হিন্দিতে অনুবাদ করিতে পারা চাই। এজন্য বিদ্যালয়ে হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

এখন কথা হইতেছে এই হিন্দীকে আমাদের বিদ্যালয়ে কি ভাবে স্থান দেওয়া যাইতে পারে? কেহ কেহ বলেন ইহাকে সংস্কৃতের বৈকল্পিক (Alternative) বিষয়রূপে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হউক। সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা ও হিন্দীর প্রয়োজনীয়তা এক ধরণের নয়। সংস্কৃতের প্রয়োজন ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির সহিত পরিচয় সাধনের জন্য ও বঙ্গভাষা শিক্ষার সহায়তার জন্য। হিন্দীর প্রয়োজন প্রধানতঃ লৌকিক ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য। অতএব দুইএরই প্রয়োজন আছে। একটি অন্যটির বৈকল্পিক হইতে পারে না। মাতৃভাষার জন্য প্রত্যেকেরই সংস্কৃত জানার প্রয়োজন—লৌকিক জীবনের সুবিধার জন্য প্রত্যেকেরই না হোক অনেকেরই হিন্দী জানার প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে হিন্দীকে সকলেরই পাঠ্য বলিয়া নির্দেশ দিতে হয়। তবে এই সঙ্গে এই নির্দেশও দিতে হয় যে হিন্দীর জন্য পরীক্ষা দিতে হইবে না। ইহাতে পরীক্ষার্থীর পাঠ্যভার কমিয়া যাইবে। অর্থাৎ হিন্দীকে বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া হউক পরীক্ষার্থীর জন্য নয় শিক্ষার্থীর জন্য।

এখন কথা হইবে—যে সকল ছাত্র বাংলার বাহিরের বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষালাভ করিতে যাইবে তাহাদের হিন্দী জানার প্রমাণপত্র কি হইবে? সেজন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় হিন্দীকে স্বেচ্ছামূলক একটি বিষয় বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। অল্প দুই চার জন ছাত্রের জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থা থাকিতে পারে। বাকি অধিকাংশ ছাত্র পরীক্ষার জন্য হিন্দী পড়িবে না, পড়িবে ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া।

কেহ যদি হিন্দী পড়িতে না চায় তবে সে পড়িবে না—এ বিষয়ে স্বাধীনতা থাকুক কিন্তু কোন বিদ্যালয় হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিল না, ইহা যেন না হয়। বিদ্যালয়ে হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে ব্যয় অবশ্যই বাড়িবে—ছোট স্কুলে অন্ততঃ একজন, বড় স্কুলে অন্ততঃ ২।৩ জন হিন্দী শিক্ষক রাখিতে হইবে। এ ব্যয়ের জন্য স্বাধীন ভারতে ভাবিবার প্রয়োজন নাই। সরকারই এ ব্যয়ভার বহন করিবে। তবে হিন্দী শিক্ষাদানের অনুহাতে হাজার ২।৩ নূতন হিন্দুস্থানীর আমদানি হইবে। ইহা অবশ্য প্রাথমিক অবস্থার কথা বাঙালী শিক্ষকরা হিন্দী শিখিয়া ফেলিলে হিন্দুস্থানী শিক্ষকের আর প্রয়োজন হইবে না।

ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। সংস্কৃতও এই শ্রেণীতে ধরানো হয়। হিন্দী ও সংস্কৃতের হরফ এক। দেবনাগরী হরফ চিনার সঙ্গে সঙ্গে এই দুই ভাষায় হাতে খড়ি হইতে পারিবে।

কেহ কেহ হিন্দীকে ইংরাজির অনুকল্প স্বরূপ পাঠ্যতালিকায় গ্রহণ করিতে বলেন। এইরূপ ব্যবস্থাও সমীচীন নয়। ইংরাজির প্রয়োজন এখনো দেশে বহুদিন রহিয়া যাইবে—জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য ইংরাজির প্রয়োজন। হিন্দী ও বাংলাতে যদি জগতের জ্ঞান সম্পদ্ কোন দিন আহরণ হয়, তখন ইংরাজির সঙ্গে হিন্দী বৈকল্পিক

বিষয় হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজি ভাষাকে বাধ্যতামূলকই রাখিতে হয়। বিদ্যালয়ে হিন্দী না পড়িয়াই বাঙ্গালীরা হিন্দীতে বেশ কথা বলিতে পারে এবং বাঙ্গালীরা হিন্দীতে কথা বলিতে পারাকে আভিজাত্য সূচক মনে করে, বোধ হয় সাহেবরা হিন্দী বলে বা বলিত বলিয়া। বাঙ্গালীরা হিন্দী বলিতে পারাকে গৌরবজনক মনে করে বলিয়াই হিন্দুস্থানীরা বাংলাদেশে বহুকাল বাস করিয়াও বাংলা শিখে না বা বাংলায় কথা বলিতে চায় না। যাহারা আগন্তুক তাহারা আমাদের ভাষা শিখিয়া লউক আমরা কেন তাহাদের ভাষা আয়ত্ত করিয়া তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতে যাইব? —এ মনোভাব অন্য জাতির লোকের আছে—আমাদের তাহা নাই। সেজন্য হিন্দী আমাদের বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হইলে আমরা বিরক্ত হইব না। বরং আমাদের ছেলেরা সাগ্রহে ও সোৎসাহে তাহা শিখিবে। অতএব এ জন্য পরীক্ষায় বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে না।

বাঙ্গালীরা হিন্দী শিখিলে সাহিত্যের দিক হইতে হিন্দুস্থানের এবং গ্রন্থজীবীর বৃত্তির দিক হইতে আমাদের যথেষ্ট লাভ হইবে। বাঙ্গালীরা ভাল করিয়া হিন্দী শিখিলে বাংলা সাহিত্যের সমস্ত পুস্তক হিন্দীতে অনুবাদ করিতে পারিবে এবং হিন্দীতেই সাহিত্য রচনা করিয়া বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিবে। বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রচার পরিসর সংকীর্ণ, হিন্দী-গ্রন্থের প্রচার পরিসর অনেক বৃহৎ। সেজন্য তাহাতে যেমন বাঙ্গালীদের আর্থিক সুবিধা হইবে—তেমনি তাহাদের সাহিত্যিক মনীষারও ভারতবর্ষময় প্রচার হইবে।

বইয়ের বোঝা

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

দুটি ইস্কুলের ছেলে গল্প করতে করতে চলছিল। একজনের হাতে একখানি খাতা মাত্র ও বুক পকেটে একটি পেন্সিল। দ্বিতীয়টির হাতে একখানি খাতা ও একটি চকচকে বই, দেখলেই মনে হয় পাঠ্যপুস্তক নিশ্চয়ই নয়। আলাপ করলুম।

বললুম—কি বই ভাই ওটা?

ছেলেটি বইখানা আমার হাতে দিয়ে বললে—সুন্দর বই!

হাতে নিয়ে দেখলুম বেতার সম্বন্ধে একটি কিশোর পাঠ্যবই সেখানি। ছেলেটির 'সুন্দর বই' কথাতে এও বুঝলুম, বিষয়বস্তু তার ভাল লেগেছে। কথায় কথায় জানলুম সে ইস্কুলের লাইব্রেরী থেকে নিয়মিত বই তো পড়েই, তার পাড়ার কাছাকাছি যে দুটি কিশোর লাইব্রেরী আছে তাদেরও সে উৎসাহী সভ্য। আধুনিকতম বিজ্ঞানের পরিচয়

নিয়ে যে ক'খানা বই আছে কিশোরদের জন্ত, অবশ্ত বাঙলা ভাষায়,—দেখলুম প্রায় সব ক'খানাই সে পড়েছে, তার ভাল লেগেছে। এই ধরণের আরও বই আছে কি না সে জানতে চাইলে আমার কাছে।

এও জানলুম বড় ভাইদের আনা বড়দের লাইব্রেরীর বই—তাও যে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে। বই পড়াটা প্রায় তার একটা নেশা। সঙ্গী ছেলেটি বললে—জানেন, বড় হোলে ও একটা লাইব্রেরীয়ানের চাকরী নেবে!

ছেলেটি প্রতিবাদ করে—হুঁ! নেবে। তোকে বলেছে। আমি বিজ্ঞান পড়ব।

আমি সকৌতুকে প্রশ্ন করলুম—ইস্কুলে যাচ্ছ যে, ক'টা পিরিয়ড্ আছে আজ, ছুটি হয়ে যাবে নাকি?

ছেলেটি বললে—কেন পুরো সাত পিরিয়ডই হবে আজকে।

আমি পরিষ্কার করেই বললুম—সাত পিরিয়ডের সাতখানা বইয়ের জায়গায় একখানাও তো হাতে দেখছি না।

ছেলেটি উত্তর দিলে—আন্‌তে হ'লে সাতখানা বই-ই আনতে হয়, কিন্তু সাত্‌খানা বই আনা কি সোজা কথা? ধরুন, ইতিহাস আছে (ভারতবর্ষের ইতিহাস), বিজ্ঞান আছে, বাঙলা রচনা অনুবাদের বই আছে, বীজগণিত আছে, আর ইংরাজী গল্পের বই, বাঙ্‌লা সহপাঠ আর একটা কি যেন—

সঙ্গী ছেলেটি সাহায্য করল তাকে—আর একটি ব্যাকরণ কৌমুদী—তদ্ধিত সুরু হয়েছে।

ছেলেটি বললে—তা'হোলেই দেখুন পাঁচখানা বই চার বছরের হিসেবে 'আবমণ' করে ভারী, আর দু'খানা অবশ্ত কাগজ মাগ্‌গীর জন্তে পাত্‌লা হয়েছে। সাতখানা বই আর সাতখানা খাতা, বলুন, ব'হে নিয়ে যাওয়া আসা সম্ভব কি না?

সঙ্গী ছেলেটি বললে—কাগজের যা দাম! ভালই হয়েছে, কিনতে পারা যায় না, বইতেও হয় না। এক খাতাতেই সব কাজ হয়।

ছেলে দুটি আর একদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

অদূরে একটি ছেলে পেন্সিল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তা পার হবে ব'লে। তার পাশেই আর একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, ভৃত্য হবে কি আর কিছু হবে, তারই হাতে ছেলেটির বই খাতার বোঝা।

আমার সঙ্গী ছেলে দুটি বললে—ওই রকম ব্যবস্থা থাকলে বই খাতা ইস্কুলে নিয়ে যাওয়া যায়।

বললুম—কত আর ভারী? পড়াশুনার জন্তে একটু কষ্ট করলেই বা? ছেলে দুটি আর একদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। একটি দশ এগার বছরের মেয়ে বই আর খাতার

বোঝার ওপর থেকে প'ড়ে কোনও রকমে রাস্তাটা কাটিয়ে চলেছে। মেয়েটি পায় হবে বলে এক জায়গায় দাঁড়াল। আমরা তার কাছে এসে পড়লুম।

কাছে এলেই আমার অন্তরঙ্গ সঙ্গীটি বলে উঠল—হ্যাঁরে মিণ্টু, আমার ওই বোঝা নিয়ে ইস্কুলে গিস্‌লি?

মেয়েটি একটু থতমত খেয়ে বললে—না নিয়ে গেলে বকে যে!

ছেলেটি ধমকের সুরে বললে—বকে যে! বলতে পারিস মা—'এক সের ক'রে দুধ ব্যবস্থা করুন'।

মেয়েটি শান্তভাবে উত্তর দিলে—আমরা ওরকম বলতে পারি না।

ছেলেটি পূর্ববৎকণ্ঠে বললে—তা পারবি না কেন? একবার টাইফয়েডে প'ড়ে উঠ্‌তে লাগল তিনমাস, আর একবার হ'লে আর উঠ্‌তেই হবে না!

ছেলেটি পকেট থেকে একটি আনি বার ক'রে তার হাতে দিয়ে বললে—বোকা মেয়ে! সকালে খেয়েও যাস্‌নি শুন্‌লুম। যা, মোড়ের দোকান থেকে দু'খানা বিস্কুট কিনে খাস্‌। বাড়ী গিয়ে আর এখন পড়তে বসিস্‌ নি খবরদার। খেয়েদেয়ে যা খুশী করবি।

জানলুম মেয়েটি ছেলেটির ভাইঝি। তাই একটু কাকাগিরী হোল। কিন্তু তার কাকাগিরীর মধ্যে অনেকটা কথাই ভাববার যোগ্য।

পথ চলতে চলতে ছেলেটি বললে—দেখুন মা, বিজ্ঞানটায় কি আছে? আমার একদম ভাল লাগে না।

ভাবলুম—এরকম কথা 'ভাল লাগা না লাগা' তার মুখে শোভা পায় কিনা? সত্যি কথাই যে, প্রবেশিকা-বিজ্ঞান উনবিংশশতাব্দীতে চলেছে। দুটো মহাযুদ্ধের আগে পরে বিজ্ঞানের যে প্রগতি, ও আকাশ আলো বিদ্যুৎতরঙ্গ অণুপরমাণু নিয়ে চিন্তাজগতের যে বিস্ময়কর বিবর্তন হয়েছে তার পরিচয় যুগের নিয়মে কিশোরমনও জান্‌তে চায়। তাই স্কুলের পাঠ্য বই ফেলে রেখে ছেলে যদি লাইব্রেরীর বইতে মগ্ন থাকে, যদি পরীক্ষায় ভাল নম্বর না পায়, তবে তাকে তিরস্কার করতে যাব কোন্ হিসাবে?

ছেলেটি আরও বললে—দেখুন মা, ইতিহাস পড়তে গেলেই দাদু তাড়া করেন, বলেন—ফের যদি কানের সামনে ঐ 'মারল আর গলা কাটল' এই কথা নিয়ে ভেড়র ভেড়র করবি'—

বললুম—ইতিহাস মানেই তো রাজা পাল্টানোর কথা!

ছেলেটি প্রতিবাদ করলে—তাই আর কি! দাদু সেদিন জিগ্যেস্‌ করলেন, 'বলতো এই হাজার বছর ধ'রে তোদের দেশটা কি ক'রে বেঁচে আছে?' জানেন, উত্তর দিতে পারলুম না। খালি তো কাটাকাটি আর মারামারি, তার মধ্যে তো এত বড় দেশটার বাঁচার কথা কোথাও নেই।

ছেলেটি বলে চলল—দাদু কি বলেন জানেন? সেই হাজার বছরের বেঁচে থাকার ইতিহাসটাই সত্যিকারের ইতিহাস। দাদুর কথা ঠিক বুঝতে পারি না।

সঙ্গী ছেলেটি বললে—আমার কিন্তু ইতিহাস বেশ লাগে। স্রেফ মুখস্থ করা! কোনও ঝঞ্ঝাট নেই।

তারা স্কুলের দিকে ফিরল।

ভাবতে চেষ্টা করলুম, ছেলেটির কথা একটু 'পাকা পাকা' কিনা। সেকেলে ঠাকুমা থাকলে একটু পাকা কথা, প্রবীণের কথা অবশ্য নাতিরা শোনে। কিন্তু ছেলেটি পড়াশুনায় সত্যিই আগ্রহী। সে বুদ্ধিমান্। কিন্তু পাঠ্যতালিকায় সে মনের খোরাক খুঁজে পায় না। লাইব্রেরীর বইতে তৃষ্ণা মিটাতে হয়। হয়ত ইস্কুলের প্রথম ছাত্র সে হ'তে পারবে না। কিন্তু জগৎটাকে যে চিন্‌তে চেষ্টা করছে, জানবার ইচ্ছা অদম্য, তার জন্যে পাঠ্যপুস্তক কি বিতরণ করছে? পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা তবে কিসের জন্য?

পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে,—এমন বহু ছেলে ইস্কুলেই ছিল বা আছে, তারা জান্‌তে চায় কি করে ভারতের প্রতিবেশী চীন, জাপান, রাশিয়া, তুরস্ক ও আফগানিস্থান জাগ্‌ল্। পাঠ্যপুস্তকের ধরণ দেখে মনে হয়, সেকথা জানা বোধ হয় পাপ!

মিশনারী ইস্কুলে দেখেছি, সন্ধ্যাবেলায় একদল ছেলে বুড়ো 'ফাদারকে' ঘিরে ধরত রোজ—'আকাশের এ তারাটা কি, ওটা গ্রহ না নক্ষত্র,' কত কি সব প্রশ্ন যা ছেলে মানুষের কেন বড়দের মনেও জাগে। বুড়ো 'ফাদার'কে দেখেছি সানন্দে সস্নেহে সেই কিশোর কৌতূহলকে খুশী করবার চেষ্টা করছেন। বুড়ো 'ফাদারের' ছোট্ট 'অবজারভিটারীর' মধ্যে ছেলেরা তাঁর সহকারী যেন। কি তাদের আগ্রহ, কি জানবার কামনা! দেখেছি, সেই ইস্কুলের ছেলেদের কাছে বি, এস সি, ক্লাসের 'এষ্ট্রনমি' পড়া ছেলে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে।

পড়াবার মত জিনিষ কবে পড়ানো হবে, আর শেখবার মত ক'রে কবে থেকে শেখানো হবে?

বইয়ের বোঝা বাড়াইলে তো পড়ানো বা শেখানো যায় না।

সোবিয়েৎ শিশুরা বিপথে যাইতে পারে না

এম্ ভিস্তিনেৎস্কি

আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশে বিপথগামী শিশু ও বালকবালিকার সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে। সোবিয়েতে কিন্তু এই সমস্যার প্রায় কোন অস্তিত্বই নাই। যে সকল কারণে বালকেরা বিপথে যায়, চুরি করে, খুন করে সেইগুলির মূল সোবিয়েতে উচ্ছেদ করা হইয়াছে। বিপথে যাওয়ার সমস্যা সমাধানের পথে প্রথম কর্তব্য হইল অনাথ ও পরিত্যক্ত শিশু যাহাতে না থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা।

যুদ্ধের ফলে সোবিয়েতে লক্ষ লক্ষ পরিবারের সর্বনাশ হইয়াছে। সেজন্য লক্ষ লক্ষ অনাথ শিশু থাকিলে আশ্চর্য হইবার কিছু থাকিত না। প্রত্যেক দেশেই যুদ্ধের পরে এইরূপ হইয়া থাকে। সোবিয়েৎ সরকার যাহাতে এই সমস্যা দেখা না দিতে পারে সেজন্য আগে হইতেই জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতায় উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

প্রথমতঃ যুদ্ধ শেষ হইবার বহু আগে হইতেই সরকারী খরচে বহু বোর্ডিং স্কুল তৈয়ারী করা হয়। সেখানে অনাথ বালকদের সাধারণ শিক্ষা দেওয়া ও কর্মশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অনাথ শিশুদের জন্য বহু শিশুসদন ও বসতি নির্মাণ করা হইয়াছে। শুধু ইউক্রেনেই এইরূপ ৫৭৩টি শিশুসদনে ৯০ হাজার শিশু প্রতিপালিত হইতেছে। সরকারী সদনগুলি ছাড়া আরও বহু সদন আছে যেগুলি বিভিন্ন জনপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত।

একটি উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে,—১৯৪২ সালে রিয়াজান অঞ্চলে রেড্‌স্টার্ যৌথখামারে একটি বৈঠক করিয়া ১৫ জন অনাথ শিশুর লালন পালনের ভার লওয়া হয়। যৌথ কৃষকেরা গ্রামের শ্রেষ্ঠ বাড়ীখানি শিশুদের জন্য বাছিয়া লয় এবং তাহারা খাওয়া পরার ব্যবস্থা করে বিনামূল্যে। গর্কীর ভাষায়, "আমাদের স্নেহ ভালবাসা দিয়া শিশুদের ঘিরিয়া রাখিতে হইবে।"

প্রত্যেকটি অনাথাশ্রমের পৃষ্ঠপোষক হয় শ্রমিকেরা না হয় কোন না কোন প্রতিষ্ঠান। এই পৃষ্ঠপোষণের সহিত অপমানজনক দয়ার কোন সম্পর্ক নাই। ধনিক শাসিত দেশে দেখা যায় যে ধনিক গৃহিণীরা অনেক সময় নিষ্কর্মা অলস জীবনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিবার জন্য

অনেক সময়ে অনাথাশ্রমে দর্শন দেন ও উপহার মিষ্টান্ন ইত্যাদি বিতরণ করেন। সোবিয়েৎ ইউনিয়নে এই ধরণের ব্যাপার হইতেই পারে না। শিশুপালক শ্রমিকেরা যে দরদ ও স্নেহ দিয়া অনাথদের লালন করেন তাহা পয়সা দিয়া কেনা যায় না। বহু বৈজ্ঞানিক, সেনাপতি ইত্যাদিও অনাথ শিশুদের ভার লইয়াছেন।

ফ্রেড্‌রিগেল্‌ড্রি নামে ১৩ বৎসর বয়স্ক হত্যাকারী কিশোর বালকের মামলা সম্পর্কে পি, এম্‌ পত্রিকার সংবাদদাতা মাক্স লার্নার লিখিতেছেন যে, "মার্কিনরা তাহাদের সন্তানদের নির্মম হইতে শিখায় এবং সন্তান যদি কোনরূপ কোমল আচরণ করে তাহা হইলে তাহাকে উপহাস করে। আমেরিকার সভ্যতার সার কথা হইল মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার।"

আমেরিকার প্রগতিশীল পত্রিকা মহল শিশুদের বিপথে যাইবার জন্য মার্কিন বেতার ও সিনেমাকেই প্রধানতঃ দোষ দেন। আমেরিকার বেতার ও সিনেমায় শক্তি পূজা করা হয় ও ভয় মনোবৃত্তি ও পৈশাচিক মনোবৃত্তি পোষণ করা হয়, যাহার ফলে শিশুদের মনে নিকৃষ্ট পাশবিক বৃত্তিগুলি জাগিয়া উঠে।

সোবিয়েৎ ইউনিয়নে শিশুদের ও বালকবালিকাদের শিক্ষা অন্য পথে চলে। সোবিয়েতের বালকদের কাছে জুয়াচোরেরা দস্যুরা বীর বা নায়ক হইয়া দেখা দেয় না; তাহাদের আদর্শ হইল নিপুণ শ্রমিক, আবিষ্কর্তা, বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, কলাবিৎ ও লেখক। প্রকৃতিবিদ্যা তাহাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং তাহাদের বিপথে যাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

(টাস্‌)

অন্ধদের জন্য 'জাতীয় পাঠাগার'

১৮৮২ সালে লণ্ডনে অন্ধদের জন্য যে 'জাতীয় পাঠাগার' স্থাপিত হয় তা আজ কার্যতঃ বৃহৎ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই পাঠাগারটির ব্যাপক বিস্তারের জন্য সম্প্রতি বৃটিশ জনসাধারণের নিকট থেকে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

মাত্র চল্লিশটি বই নিয়ে এই পাঠাগারটি প্রথম কাজ আরম্ভ করে, অন্ধদের মধ্যে যারা ব্রেইল পদ্ধতিতে অভ্যস্ত কেবল মাত্র তারাই বইগুলির সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিল। বর্তমানে পাঠাগারটির বই-এর সংখ্যা ২½ লক্ষের উপর, এবং সারা পৃথিবীতে তার পাঠক সংখ্যা অগণিত। এই সব পাঠকদের কাছে ডাকযোগে বই প্রেরণের ব্যবস্থা আছে।

অন্ধদের জন্য পাঠাগার পরিচালনায় কতকগুলি অসুবিধা আছে, যা সাধারণ পাঠাগারে লক্ষিত হয় না। ব্রেইল-বইগুলি আকারে অনেক বড়। ব্রেইল পদ্ধতিতে একটি সাধারণ উপন্যাসের নকল চার বা পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হয়। সেই অনুপাতে ডাকমাশুলও বৃদ্ধি পায়। কম করেও প্রত্যেক খণ্ডের নকল করার খরচ পড়ে প্রায় ৪৭৲ টাকা। এই রকম নানা অসুবিধা সত্ত্বেও পাঠাগারটি সর্বসাধারণের আনুকূল্যে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে এবং এর ব্যাপক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়।

গত ১২ মাসে 'জাতীয় পাঠাগার' থেকে সংযুক্ত ১৪,০০০ পাঠকের জন্য মোট ৩,৩৭,০০০ বই বাইরে প্রেরিত হয়, তাতে প্রতি পাঠকের জন্য ব্যয় হয় ৩৩ টাকা ২ আনা। এ থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে অন্ধদের জীবনে এই পাঠাগার কতখানি আনন্দ ও পূর্ণতা বহন করে নিয়ে যায়।

(ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস)

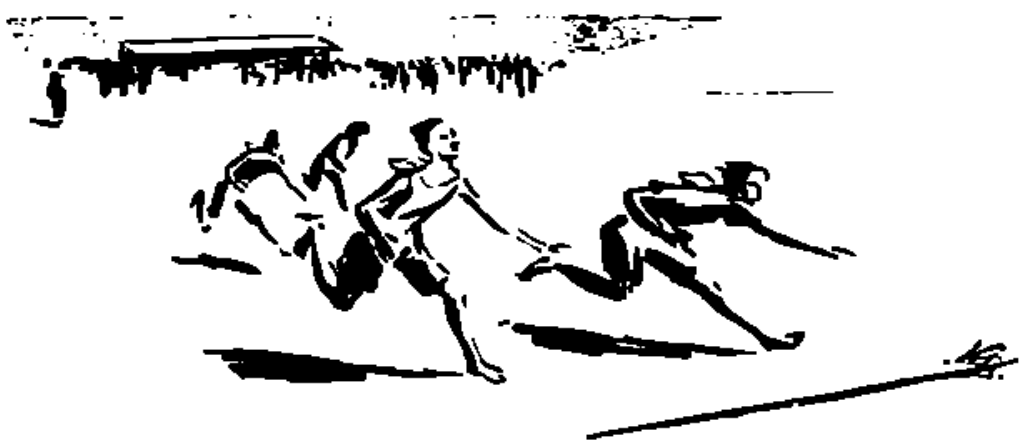

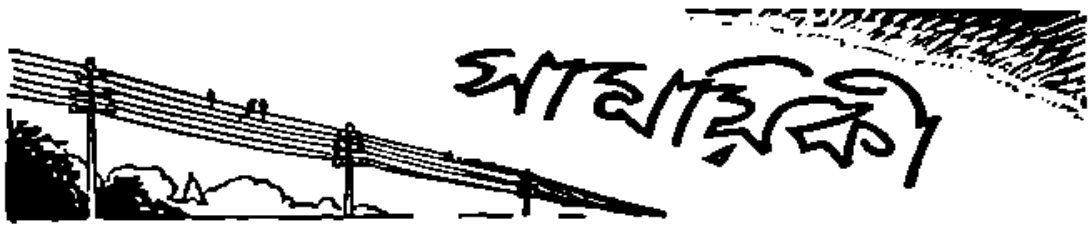

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা

জানা গিয়াছে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটি পশ্চিমবঙ্গে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকার জন্য নিম্ন বনিয়াদী ধরণের প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্টকে আন্তরিকতার সঙ্গে এ কাজে ব্রতী হইতে হইবে।

কমিটি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক শিক্ষার্থীর সংখ্যা হইবে ২৬ লক্ষ। ইহাদের জন্য ১৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। বর্তমানে অন্যূনাধিক ১৪ হাজার বিদ্যালয় আছে। প্রতি বিদ্যালয়ে ৫ জন করিয়া শিক্ষক ধরিয়া মোট ৯০ হাজার শিক্ষকের আবশ্যক। এ সকল শিক্ষককে বনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকের শিক্ষণের জন্য যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে তাহাতে বৎসরে ৩০০ জন শিক্ষকের শিক্ষণব্যবস্থা রহিয়াছে। বনিয়াদী শিক্ষা দ্রুত প্রবর্তন করিতে হইলে শিক্ষকের ট্রেনিংএর ব্যবস্থাও দ্রুত এবং ব্যাপক করিতে হইবে। নতুবা ৯০ হাজার শিক্ষকের শিক্ষণদান করিতেই ৩০ বৎসর চলিয়া যাইবে। কোন পরিকল্পনা রচনার মধ্যে পাণ্ডিত্য ও দূরদৃষ্টির পরিচয় থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার মধ্যেই পরিকল্পনার যথার্থ সার্থকতা। শিক্ষা-সংক্রান্ত পরিকল্পনা পূর্বেও রচিত হইয়াছে এবং সরকারী মহাকরণের কোন মহাকক্ষে তাহা মহানির্বাণ লাভ করিয়াছে। তাহার সুফল দেশবাসী পায় নাই। কথা বহু হইয়াছে, এবার আমরা কাজ দেখিতে চাই।

বাধ্যতামূলক করার পূর্বপ্রস্তুতি

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে বহু পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। আইন প্রণয়ন করিয়া শিশুর জন্ম-তারিখ কোন নির্দিষ্ট অফিসে জানাইতে জনসাধারণকে বাধ্য করিতে হইবে। তারপর নির্দিষ্ট বয়স প্রাপ্ত হইলে বালকবালিকা যাহাতে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তজ্জন্য সুব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আইন ভঙ্গ করিলে তাহার শাস্তিবিধানও করিতে হইবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া, তাঁহাদের অফিস কেরানী পিওন ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে একাজ করা যাইতে পারে। সমগ্র প্রদেশে একই সাথে কাজ সুরু করা সম্ভবপর হইবে না। প্রতি জেলায় প্রতি মহকুমায় নির্বাচিত এলাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে।

দ্রুত শিক্ষণব্যবস্থা

নূতন আদর্শে শিক্ষাধারার প্রবর্তনে শিক্ষকের যোগ্যতা ও আন্তরিকতার উপর সেই শিক্ষাব্যবস্থার সফলতা নির্ভর করে। গতানুগতিক ধারার পরিবর্তন করিয়া নূতন আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়া তুলিতে যে উদ্যম, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের প্রয়োজন শিক্ষকের মধ্যে তাহা জাগাইয়া তোলাই হইবে শিক্ষাবিভাগের প্রধান কর্তব্য। শিক্ষকের উপযুক্ত বেতন তাঁহার আত্মসম্মান ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিবে। শিক্ষকের দ্রুত শিক্ষণের জন্য ট্রেনিং কলেজ ও বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশী করিতে হইবে। এজন্য অবশ্য উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষক দরকার। আপাততঃ প্রতি সার্কেলে অস্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া শিক্ষক ও জনসাধারণকে নূতন বনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিয়া তোলার ব্যবস্থা করা যায়। নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য, আদর্শ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা শিক্ষক ও সর্বসাধারণের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিতে না পারিলে ইহার প্রতি লোকের অনুকূল মনোভাব সহজে গড়িয়া উঠিবে না। যোগ্য বিদ্যালয়-পরিদর্শকদিগকে নির্বাচন করিয়া শিক্ষক-শিক্ষা ও জনসাধারণের বনিয়াদী-শিক্ষা-মনোভাব গড়িয়া তোলার কার্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া উদ্যম ও আন্তরিকতার সঙ্গে অগ্রসর হইতে আমরা শিক্ষাবিভাগকে আহ্বান করিতেছি।

বনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক

যদিও পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ কতক শিক্ষিত লোকের ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তথাপি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। শিক্ষিত বাঙালীর ব্যবসা বুদ্ধি পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে সুফলপ্রসূ হয় নাই। ছাত্রের মনস্তত্ত্ব ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যে সকল পুস্তক রচনা করা হইয়াছে তাহা জ্ঞানার্জনের পথে বাধাস্বরূপই হইয়াছে।

বনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী পুস্তক রচনা অতিশয় দুরূহ। ইহার জন্য চাই পাণ্ডিত্য, শিশু মনোবিজ্ঞান অভিজ্ঞতা, সর্বোপরি সহজ লালিত্যপূর্ণ ভাষায় বিষয়বস্তু শিশুদের উপযোগী করিয়া বর্ণনা করিবার দক্ষতা। বনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করিবার সময় এবং মনোনয়ন কালে এই বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে আমরা শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষা-বিভাগকে অনুরোধ করিতেছি।

বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার ফল

এ পর্য্যন্ত বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার ফল বাহির না হওয়ায় শিক্ষকগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন। শিক্ষাবিভাগের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।

দুর্ভাগা শিক্ষকের আত্মহত্যা

যে প্রাথমিক শিক্ষকের আত্মহত্যার ব্যাপার লইয়া সংবাদপত্রে বিবরণ ও বাদ-প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন-প্রাপ্তিতে যে বিলম্ব ঘটে তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। কোন্ দোষে, কাহার দোষে একজন শিক্ষক নিজের প্রাণ নিজে নিয়াছেন তাহা লইয়া বাদানুবাদ না করিয়া নিয়মিত বেতন দানের সুব্যবস্থা করাই সুবুদ্ধির পরিচায়ক হইবে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সহজ ভাষায়

ছত্রপতি শিবাজীর জীবন-কথা

শিবাজী মহারাজ

পাতায় পাতায় ছবি

দাম এক টাকা মাত্র

'বাঙলার শিক্ষক' কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়

পূর্ব্ববঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষার
প্রধান পরিদর্শক
খান বাহাদুর আবদুল হাকিম এম-এ, (ক্যান্টাব) প্রণীত

শিশুর মন ও শিক্ষা

মূল্য ১৷৷০ টাকা

আমাদের দেশে বুনিয়াদি শিক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে হইলে শিশুর মন ও নানা অবস্থা পরিবেশে তাহার আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই শিক্ষার নীতি ও রীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কি করিয়া শিশুর মনের রহস্য সন্ধান করিতে হয় এবং সেই আলোকে তাহার শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করা যায় এই পুস্তিকায় তাহার বৈজ্ঞানিক অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা রহিয়াছে।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক ও ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষারত শিক্ষকদের এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি প্রণীত

আমাদের ইংরেজী শেখা

প্রত্যেক শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে
অপরিহার্য্য প্রয়োজন

মূল্য দেড় টাকা

প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিদ্যার বাহনরূপে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু সে ভাষা এখনও হৃদয়ঙ্গম হয় নাই কেন? গলদ কোথায়? এবং দূরীকরণের উপায়ই বা কি? বিশদ আলোচনা এই পুস্তকে আছে।

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Edited, printed and published by Suresh C. Das, M.A., from Abinash Press (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharmatala Street, Calcutta

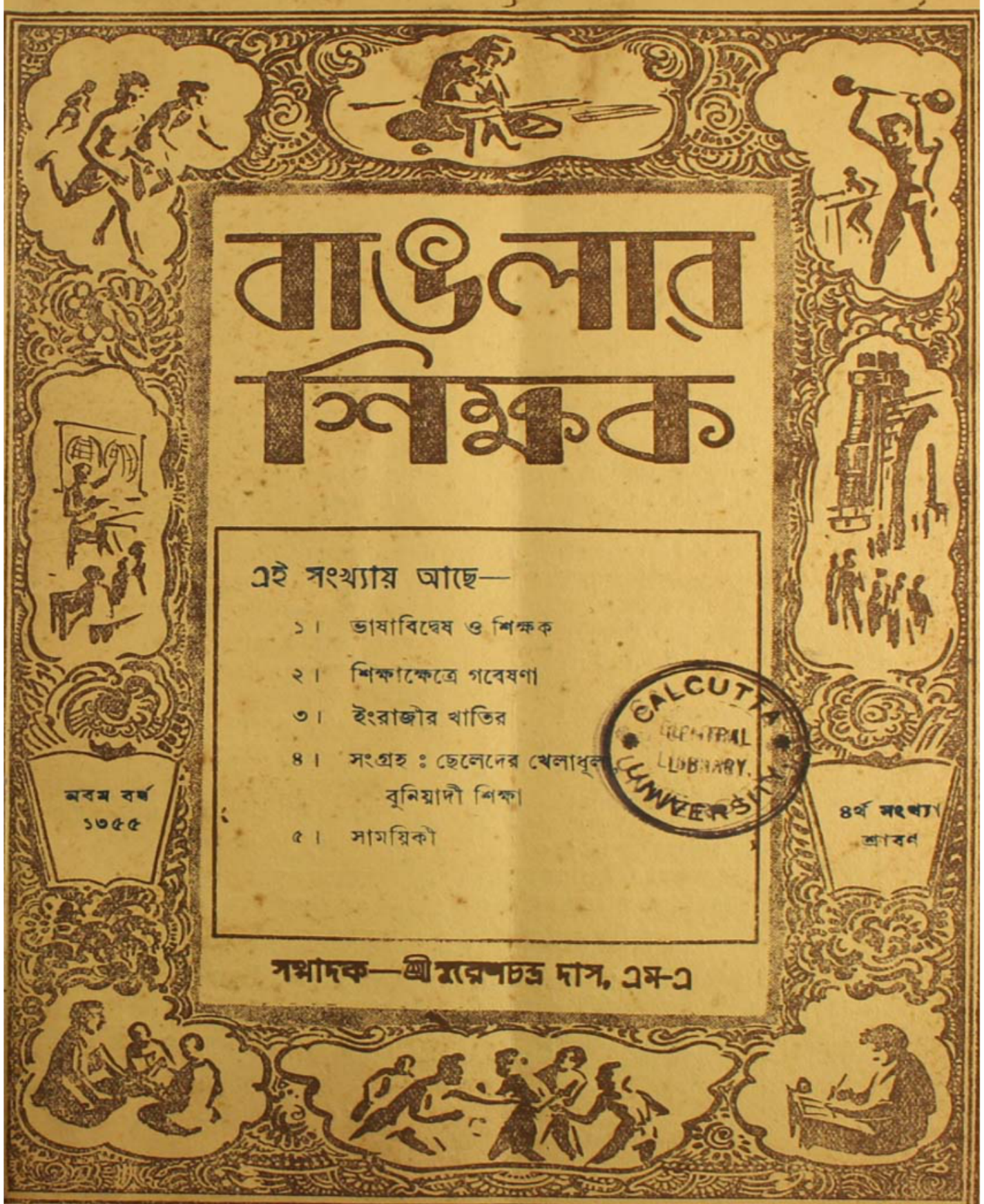

বাঙলার শিক্ষক

এই সংখ্যায় আছে—

১। ভাষাবিদ্বেষ ও শিক্ষক

২। শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা

৩। ইংরাজীর খাতির

৪। সংগ্রহ : ছেলেদের খেলাধূলা, বুনিয়াদী শিক্ষা

৫। সাময়িকী

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY, CALCUTTA

নবম বর্ষ
১৩৫৫

৪র্থ সংখ্যা
শ্রাবণ

সম্পাদক—শ্রীমরেশচন্দ্র দাস, এম-এ

বার্ষিক চাঁদা—তিন টাকা (ডাকমাশুল সহ) • প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

অমলেন্দু দাশগুপ্তের

ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার বিনাবিচারে কারারোধ। মূল্য ২৲

কমল দাশগুপ্তের

পরিচিতা

বহু পরিচিত এবং সর্ব্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ। কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

কা জী আ ব্দু ল ও দু দে র

কবিগুরু গ্যেটে

প্রথম খণ্ড ৫৲
দ্বিতীয় খণ্ড ৫৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গাদপি গরীয়সী (প্রতি খণ্ড) ৪৲, হৈমন্তী ৩৲, নীলাঙ্গুরীয় (৫ম সং) ৩৲, বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, বসন্তে (২য়সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, বরযাত্রী (৩য় সং) ২৷৷০, চৈতালী ৩৲, আগামীপ্রভাত ৩৲, ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲

দৈনন্দিন ২৷৷০

প্রমথনাথ বিশী

গল্পে যতো ১৷৷০, গালি ও গ ১৷৷০

রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২সং) ৩৲

পবিত্রমল গোস্বামী

মহামন্বন্তর (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲,

দুষ্মন্তের বিচার (২য় সং) ১৷৷০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী (২য় সং) ১৷৷০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২৷৷০, ঘরের ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, শতাব্দীর অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, ক্ষুধা ২৷৷০ হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ বন্ধনা (২য় সং) ২৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪৲

ছেলেদের আরণ্যক ৩৲

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

অন্তর্যামী ১৷৷০, সমর্পণ ১৷৷০, সমী ও দীপ্তি ১৲, ভুলের ফসল ২৲

শ্রীমতী বাণী রায়

পুনরাবৃত্তি ২৲, প্রেম ৩৲

রেণু মিত্র এম-এ

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲

প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

মো হি ত লা ল ম জু ম দা র

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বাংলা কবিতার ছন্দ ৪৲ বিস্মরণী (৩য় সং) ৪৲ স্বর-গরল ৫৲ ছন্দ-চতুর্দ্দশী ৩৲ কাব্য-মঞ্জুষা ৩৲ জয়তু নেতাজী ৩৲ রূপকথা (২য় সং) ১৲ — সুবীর শিশু গ্রন্থমালা — বসন্তের রাণী ৷৷০ ছেলেদের আরণ্যক ৩৲ লক্ষ্মীর ৷৵০ শিবাজী মহারাজ ১৲

◆ ◆ জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড ◆ ◆

◆ ◆ ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ◆ ◆

সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি

—উৎকৃষ্ট গল্প-সংগ্রহ—

জগদীশ গুপ্তের

মেঘাবৃত অশনি—২৷৷০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

কলিকাতা-নোয়াখালী-বিহার—২৲

সম্পূর্ণ অ-সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে কলিকাতা, নোয়াখালী এবং বিহারের অশান্তির চিত্র।

প্রমথনাথ বিশীর

অভিনব কাব্য-গ্রন্থ

অকুন্তলা—২৷৷০

রোমান্স ও হাস্যরস মিশ্রিত

কাহিনী ও অন্যান্য শ্রেণীর কাব্য

বাঙলার শিক্ষক কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ডাইরেক্টার অব্ ইনডাষ্ট্রীজ্

ডি, এম্ ঘোষ, এম-এ প্রণীত

SMALL INDUSTRIES

মূল্য দুই টাকা মাত্র

ভারতের মত বিরাট দেশের শিল্পায়ন এবং জীবন যাত্রার মান
উন্নয়নকল্পে শুধু বৃহৎ শিল্পকেই উৎসাহ দিলে চলিবে না
ছোট শিল্পকেও সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া তুলিতে হইবে

লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত
এই গ্রন্থে আছে
ছোট ছোট শিল্পের

সমস্যা	সমাধান
মূলধন সংস্থান	সুনির্দ্দিষ্ট ও
কাঁচামাল সরবরাহ	ব্যাপক পরিকল্পনা
বাজার	ছোট বড় শিল্পগুলির
উৎপাদনের পদ্ধতি	পরস্পর সহযোগিতা
বিদ্যুৎশক্তির সংস্থান	সরকারের সুদৃঢ় ও
	নিরপেক্ষ শিল্পনীতি ঘোষণা

জেনারেল প্রিন্টার্স ষ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত

বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন

অভয়ের কথা

প্রকাশিত হইল

মূল্য চারি টাকা

—বাঙলার শিক্ষক কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে—

খান বাহাদুর আবদুল হাকিম

এম, এ (ক্যান্টাব)

প্রণীত

আধুনিক শিক্ষক

(পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ)

—•—

এই গ্রন্থে বর্ত্তমান শিক্ষাবিষয়ক যাবতীয় সমস্যা—আমাদের শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য, বিভিন্ন ক্রম ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, শিক্ষকের কর্ত্তব্য ও সেই কর্ত্তব্যপালনের সুচিন্তিত নির্দ্দেশ, পঠন ও পাঠন প্রণালীর বিধি ও বিধান—অতিশয় বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচিত হইয়াছে।

—•—

সদ্য প্রকাশিত

মূল্য ৩৷৷০ টাকা

—•—

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড

কলিকাতা

কে. সি. লালুকানী প্রণীত

মার্ক্সীয় অর্থশাস্ত্র

(ক্যাপিট্যাল গ্রন্থের অনুবাদ)

মার্ক্সের ক্যাপিট্যাল গ্রন্থ গত শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক চিন্তার পরিপক্ক ফল। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দিত ও প্রশংসিত। অর্থশাস্ত্রের নীরস বিষয়কে এই গ্রন্থে অতিশয় রসালো ও সর্ব্বজনবোধ্য করা হইয়াছে।

মূল্য ২৲

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডঃ শ্রীসুশীলকুমার দের

—কাব্যগ্রন্থ—

অদ্যতনী ২৲

ক্ষণ-দীপিকা ১৲

জেনারেল প্রিণ্টার্স

এণ্ড

পাব্লিশার্স লিঃ, কলিকাতা

'বাঙলার শিক্ষকের' নিয়মাবলী

১। 'বাঙলার শিক্ষক' প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করা হয়।

২। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন এবং ডাকঘরের মন্তব্যসহ আমাদের জানাইবেন।

৩। 'বাঙলার শিক্ষকে'র সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। সর্ব্বক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা কিংবা ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনিঅর্ডার যোগে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইবেন।

৫। পত্রে এবং মনিঅর্ডার কুপনে নূতন গ্রাহক হইলে **নূতন গ্রাহক** এবং পুরাতন গ্রাহক হইলে **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না, অন্যথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬। সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার
'বাঙলার শিক্ষক'
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘের মুখপত্র

স্বাস্থ্য-সমাচার

(মাসিক পত্রিকা)

—আগামী বৈশাখে ৩৭শ বৎসরে পড়িবে—

সম্পাদক—ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি

পত্রিকায় পাইবেন—

১। বাঙ্গালার মনীষীগণ লিখিত সুস্থ সবল জাতি গঠনে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী ;

২। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত দেশ-বিদেশের সংখ্যাতালিকা (Statistics) ;

৩। গভর্ণমেণ্টের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ; দেশবিদেশের জ্ঞানগর্ভ সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য) ;

৪। প্রশ্নোত্তর, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি।

বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা

কার্য্যালয়—৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা-৯

[নমুনা সংখ্যার জন্য পত্র লিখুন]

৺জগচ্চন্দ্র নাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত

জাতি-গঠন কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র

মাসিক

সংগঠন

নিয়মিত পাঠ করুন

নূতন দেশ ও মানুষ গড়ে তোলবার দায়িত্ব আজ সকলের।

ভাবুন, জানুন, দেশ কি ভাবে গড়ে উঠছে, কোথায় কি সমস্যা।

প্রতি সংখ্যা ।৷৹

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৷৹

সম্পাদিকা—শ্রীমতী অংশুরাণী মিত্র

কার্য্যালয়—৫।২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা

পরিচালনা : সংগঠন ট্রাস্ট

নবম বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৫৫ [৪র্থ সংখ্যা

ভাষাবিদ্বেষ ও শিক্ষা

কবিশেখর কালিদাস রায়, বি-এ

ভাষাবিদ্বেষের মত মূঢ়তা আর নাই। সকল ভাষার মধ্যেই জ্ঞান সম্পদ নিহিত আছে। এক এক জাতি যাহা কিছু আবিষ্কার করিয়াছে যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছে যাহা কিছু সাধনা করিয়াছে, যাহা কিছু অনুভব করিয়াছে তাহা তাহার নিজস্ব ভাষার ভাণ্ডারেই নিহিত আছে। বিভিন্ন জাতির জ্ঞান ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্য আহরণ করিয়াই পাণ্ডিত্য লাভ করিতে হয়। সেজন্য সকল দেশের পণ্ডিত লোকেরাই হন বহু ভাষাবিদ্। পাণ্ডিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই একাধিক ভাষার জ্ঞান লাভ করা কর্ত্তব্য। এক একটি ভাষা এক একটি বিষয়ের জন্য সমৃদ্ধ ও বিশ্ববরেণ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। যেমন ফরাসী ভাষা কথাসাহিত্যের, ইংরাজী ভাষা কাব্যের, জার্ম্মান ভাষা দর্শন ও বিজ্ঞানের জন্য বিখ্যাত। কোন বিশিষ্ট বিষয়ের অনুশীলন করিতে হইলে সেই বিষয়ের ধাত্রীস্থানীয়া ভাষা অধ্যয়ন করিতে হয়। ভারতবর্ষে সাহিত্য বিষয়ে আদর্শ শিক্ষার্থী হইতে হইলে বাংলা ভাষা ভারতের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সযত্নে শিক্ষণীয়। যদি বাঙ্গালীবিদ্বেষ বশতঃ কোন ভারতীয় ছাত্র বাংলা পড়িবে না মনস্থ করে অথবা কোন প্রদেশ যদি বাংলা ভাষাকে বিদূরিত করে তবে বাংলা ভাষার কোন ক্ষতি হইবে না স্বদেশের সাহিত্য শিক্ষার্থীরই ক্ষতি হইবে।

অন্যদেশের ভাষাকে এড়াইয়া চলিলে ততটা দোষ হয় না যতটা দোষ হয় প্রতিবেশী প্রদেশের ভাষার প্রতি বিদ্বেষপোষণে। সকল প্রদেশেরই শিক্ষাবিভাগের উচিত প্রতিবেশী প্রদেশ সমূহের ভাষা শিখাইবার ব্যবস্থা রাখা। প্রত্যেক ছাত্রকে তাহা পড়িতে হইবে এনির্দ্দেশ চলে না বটে, কিন্তু যে ছাত্র ইচ্ছা করিবে প্রতিবেশী প্রদেশের ভাষা শিখিতে, তাহাকে প্রত্যেক প্রদেশের শিক্ষা বিভাগেরই উচিত শিখিবার সুযোগ সুবিধা দান করা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দী, উর্দ্দু, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া, আসামী, নেপালী এমন কি তামিল, তেলেগু ভাষা শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। বাংলাভাষার এম-এ পরীক্ষার দুইশত মার্ক নির্দ্দিষ্ট আছে প্রাদেশিক কোন একটি ভাষার জন্য।

স্যার আশুতোষ কেন এ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ভাষাশিক্ষার মধ্য দিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে মৈত্রী বন্ধন নিবিড়তর হইবে—অন্যান্য প্রদেশের জ্ঞান সম্পদ বাংলা ভাষায় যেমন আসিয়া পড়িবে তেমনি বাংলা ভাষার সমস্ত জ্ঞান সম্পদ এই শিক্ষার মধ্য দিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভাষার মধ্যে সঞ্চারিত হইবে। ভারতের অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভাষা শিক্ষা সেজন্য খুব কঠিন নয়। এই গোষ্ঠীর ভাষাগুলির মধ্যে আন্তরিক আত্মীয়তা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ সর্ব্বাঙ্গীন ভারতীয় সংস্কৃতি লাভের একটা প্রধান অঙ্গ।

এসকল কথা মনে আসিতেছে—আসামে বঙ্গ ভাষার প্রতি বিদ্বেষ প্রচারের আন্দোলন হইতে। ইহাতে আসামবাসীর রুগ্ন সংস্কৃতির অপকর্ষ সূচনা করে। আসাম সরকারও যদি অবিবেচক আসামবাসীদের এই ভাষাবিদ্বেষ সমর্থন করেন তাহা হইলে আসাম সরকারের সংস্কৃতিগত আদর্শ সম্বন্ধে কাহারও শ্রদ্ধা থাকিবে না। আসামে অসংখ্য বাঙ্গালী বাস করেন—তাঁহারা আসামে বাস করেন বলিয়া আসামী ভাষা শিখিতে বাধ্য হইতে পারেন কিন্তু স্বাধীন-ভাবে নিজেদের মাতৃভাষার অনুশীলন করিতে পারিবেন না, নিজের ভাষা প্রকাশস্থলে ব্যবহার করিতে পারিবেন না অথবা মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন না—এব্যবস্থা হইলে স্বাধীন ভারতে মানুষের চরম পরাধীনতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আসামীরা বাংলা বর্জ্জন করে তাহা হইলে তাহারা চোরের উপর রাগ করিয়া মাটিতে ভাত খাইতে চায় বুঝিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গালীদের উপর জোর জবরদস্তি করিয়া তাঁহাদের বাংলা ভুলাইতে চেষ্টা করার নাম জালিমের জুলুম।

সংস্কৃত ও ইংরাজির যুগপৎ সমাদরের যদি কোন ভারতীয় ভাষা জগতের প্রধান প্রধান ভাষার সমকক্ষ হইয়া থাকে তবে তাহা বাংলা ভাষা। ইহা জগতের কোন শিক্ষিত ব্যক্তি অস্বীকার করিবে না। একটিও ভারতীয় ভাষা যে সাধনা ও অনুশীলনের বলে জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষাসমূহের মধ্যে স্থান পাইয়াছে তাহা ভারতবাসী মাত্রেরই গৌরবের কথা। রবীন্দ্রনাথ কি কেবল বাংলারই গৌরব? ভারতের গৌরব নহেন? সমগ্র ভারত যেমন শিবাজী, প্রতাপের গৌরব করে (যদিও শিবাজী মহারাষ্ট্র দেশের এবং প্রতাপ রাজপুতনার) তেমনি সমগ্র ভারতেরই গৌরব অনুভব করিবার কথা রবীন্দ্রনাথকে লইয়া। শিবাজীর জন্য মারহাট্টা জাতি এবং রাণাপ্রতাপ ও অন্যান্য দেশভক্ত বীরদের জন্য সমগ্র রাজপুত জাতি ভারতের নমস্য হইয়াছে। অসির চেয়ে লেখনী যদি বড় হয়, তবে বাঙ্গালীজাতি ও বাংলা ভাষা কি সমগ্র ভারতের বরণীয় নয়?

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমরা উপনীত—হইয়াছি আজিও ভারতের কোন্ প্রদেশের ভাষায় দেশবিদেশে সমাদর পাইতে পারে এমন কিছু সারস্বত সাধনা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের

শিষ্যানুশিষ্যেরও যে দান সে-দানও আমরা কোন প্রাদেশিক ভাষায় পাইনা। তাই বাংলা সাহিত্যের অনুবাদই হইয়াছে অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার প্রধান উপজীব্য। বর্তমান যুগে যে সকল কথা সাহিত্যিক আবিষ্কৃত হইয়াছেন তাঁহাদের রচনাও প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে হয় অনুদিত নয় রূপান্তরিত হইতেছে। এই ভাষার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ সম্পূর্ণ অভিগত ঈর্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঈর্ষ্যা এমনি জিনিস যে ইহার জন্য নিজের নাক কাটিয়াও পরের যাত্রাভঙ্গ করিতে ঈর্ষী লোকেরা ইতস্ততঃ করেনা। যাহারা শক্তিমান তাহারা সকলকেই ঠাঁই দিতে পারে—অশক্ত যে, সে নিজের ঠাঁইটুকু পাছে বেদখল হয় সেজন্য অন্যকে পাশেও বসিতে দেয়না। পরভাষার প্রতি বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া পরের ভাষার সাহায্যে নিজ ভাষার উন্নতি সাধনই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ।

কেবল আসামে নয়, উড়িষ্যাতেও বাংলা ভাষার প্রতি বিদ্বেষ দেখা যায়। আসাম ও উড়িষ্যার মনোভাবে বৈষম্য নাই। বিহারীরাও বাংলা ভাষার প্রতি বিদ্বিষ্ট। কিন্তু এখনো কোন মূঢ়তার পরিচয় দেয় নাই।

বাংলা ভাষা যেরূপ সমৃদ্ধ ও সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে রাষ্ট্রভাষার পদবীতেই ইহার দাবী রহিয়াছে। অবশ্য এদাবীর বিরুদ্ধে বলিবারও আছে। ভারতে বাংলা ভাষা-ভাষী লোকের সংখ্যা হিন্দী ভাষাভাষী লোকদের সংখ্যার চেয়ে সম্ভবতঃ কম। হিন্দী বলিলে সকল প্রদেশের লোকই যেন বুঝিতে পারে, হিন্দীতে কথা বলিতে পারাও খুব কঠিন নয়। হিন্দী ভাষাভাষী লোকেরা সমগ্র ভারতে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া আছে। সাহিত্যের পক্ষে বাংলা ভাষা সর্বশ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই কিন্তু ব্যবহারিক জগতের সকল ব্যাপার হিন্দীতে যে ভাবে নিষ্পাদিত হইতে পারে এক উর্দু ছাড়া অন্য ভাষার দ্বারা সে ভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, হিন্দী ভাষার সঙ্গে অন্যতর প্রধান ভাষা উর্দুরও সম্পর্ক অত্যন্ত নিকট। এজন্য হিন্দীর পক্ষে রাষ্ট্রভাষার দাবি আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিজের ভাষা অতিসমৃদ্ধ হইলেও বাঙ্গালীরা হিন্দীভাষাকে বিদ্বেষের চোখে দেখে না। বাঙ্গালীরা কোনদিন এদেশের প্রবাসী হিন্দুস্থানীদের বাংলা শিখিতে বাধ্য করে নাই, নিজেরাই হিন্দী শিখিয়া লইয়াছে। নূতন একটা ভাষার জ্ঞান লাভকে কালচারড বাঙ্গালী গৌরবের বস্তুই মনে করে। বাংলার হিন্দুস্থানীরা বাংলা বলিলেও বুঝে তবু বাঙ্গালীরা হিন্দীই বলে। আমাদের শিক্ষা বিভাগে হিন্দীকে যদি অবশ্যশিক্ষণীয় ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা নাও হয়, সংস্কৃত ও উর্দুর সহিত বৈকল্পিক ভাষারূপে গ্রহণ করা হইবে। ইহাতে হিন্দুস্থানের লাভ নাই, লাভ হইবে আমাদেরই।

এই প্রসঙ্গে ইংরাজি ভাষার কথাও আসিয়া পড়ে। ইংরাজ বিদ্বেষের একটা সঙ্গত কারণ আছে। অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইংরাজ বিদায় গ্রহণের সময় ভারতের হিন্দুদের

প্রতি যে আচরণ করিয়া গিয়াছে তাহাতে হিন্দুদের ইংরাজ বিদ্বেষ থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেইসঙ্গে যদি ইংরাজি বিদ্বেষ আসিয়া পড়ে—তবেই বিপদ। অকারণে ইংরেজি শিখিবার প্রয়োজন আছে একথা বলি না—এখন পর্য্যন্ত ইংরাজিতে চিঠি লেখা, সভাসমিতি চালনা, হিসাবপত্র রক্ষা, বিজ্ঞপ্তি প্রচার ইত্যাদির জন্য ইংরাজি ভাষার সাহায্য গ্রহণ বড়ই মর্য্যাদা হানিকর। উপাধি, উপনাম, সম্ভাষণ, স্বাগতভাষণ, বিদায়, সমিতিসভ্য, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, দোকানপসার, রাস্তাঘাট, ভোজনাগার, প্রমোদভবন ইত্যাদির নামকরণ, তারিখ লিখন ইত্যাদিও ইংরাজিতে চালানো বাঞ্ছনীয় নয়। কথা বলিবার সময় অকারণে বিনা প্রয়োজনে ইংরাজি শব্দের ঘন ঘন ব্যবহারের আমরা পক্ষপাতী নই। বাংলার যে অঞ্চলের লোকের ভাষায় বাংলা ইডিয়মের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং বাংলা লেখাপড়ার চর্চ্চা কম—সেই অঞ্চলের লোকেরাই কথাবার্ত্তায় অত্যন্ত বেশী ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করে। বিশুদ্ধ বাংলায় কথাবার্ত্তা বলিবার চেষ্টা করা উচিত তাহাদের, নতুবা জাতীয় মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে। এ সমস্ত গেল ব্যবহারিক জগতের কথা। জ্ঞানের রাজ্যে ব্যবস্থা হওয়া উচিত অন্যরূপ। জ্ঞানের রাজ্যে জাতিভেদ নাই, ভাষাবিদ্বেষ নাই—এমন কি শত্রুমিত্র ভেদও নাই। বিদ্যা যে ভাষাকেই আশ্রয় করুক তাহাই আমাদের সযত্নে শিক্ষণীয়। মাইকেলকে কেহ জোর করিয়া গ্রীক, হিব্রু, লাতিন শিখায় নাই—তাঁর বহুভাষাকে কেহ জোর করিয়া পার্শী শিখায় নাই। আমাদের দেশের দার্শনিকরা যে জার্মান শিখিয়াছেন, বৈজ্ঞানিকরা যে ফরাসী শিখিয়াছেন, ঐতিহাসিকরা যে চীনা, তিব্বতী ইত্যাদি ভাষা শিখিয়াছেন, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা যে আবেস্তা, তামিল, তেলেগু, আরবি শিখিয়াছেন সেকি কাহারও অনুশাসনে? সংবাদপত্র পরিচালনের জন্য, দেশবিদেশে ভারতীয় জ্ঞান প্রসারের জন্য, উচ্চশিক্ষা লাভ উচ্চশিক্ষা দানের জন্য, দেশবিদেশের সহিত ভাবের আদান প্রদানের জন্য এবং বাংলা সাহিত্যের পুষ্টির জন্য ইংরাজি ভাষা মন দিয়া পড়িতেই হইবে। ইংরাজি বিদ্বেষ পোষণ করিলে আমাদের মূঢ়তারই অনুসরণ করা হইবে। ইংরাজি ভাষাকে বর্জ্জন করিলে ইংরাজের সামান্য ক্ষতিই হইবে—ইংরাজদের পুস্তক বিক্রয় কিছু কমিয়া যাইবে কিন্তু আমাদের যে লোকসান হইবে অন্যভাবে তাহার পূরণ হইবেনা। আমরা শিক্ষালীক্ষায় কোন উন্নতিই করিতে পারিব না। ইংরাজি ভাষাকে যাহারা বর্জ্জন করিয়া চলিয়াছিল—আজ তাহাদের পানে চাহিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে আমাদের দশাও ক্রমে তাহাদেরই মত হইবে। ইংরাজি যাহারা বর্জ্জন করিয়া আসিয়াছে—ইংরাজি শিক্ষিতদের প্রতি ঈর্ষ্যাই তাহাদের এখন সম্বল হইয়া আছে—তাহাদের অনুকরণ করিলে আমাদের মনের ভাণ্ডারে জ্ঞানের বদলে অসূয়ারই সঞ্চয় হইবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ এম-এ, বি-টি

শিক্ষকতা করা আমাদের দেশে যেন ডালভাতের সামিল হইয়া গিয়াছে। যে ছেলের লেখাপড়া কিছু হইল না তাহাকে মনোনীত করা হয় কবিরাজী শিক্ষা করিতে এবং যিনি কোন সুবিধাজনক চাকুরী ও ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া জীবিকা অর্জনের সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না তাঁহার জন্য উন্মুক্ত থাকিল স্কুলের শিক্ষকতার পথ। একটা কথা আছে—যাহার অন্য গতি নাই বারাণসীই তাহার গতি, উপজীবিকার ক্ষেত্রেও যেন একথা বলা চলে—যাহার অন্য গতি নাই শিক্ষকতাই তাহার গতি। এইরূপ অবস্থার জন্য দায়ী কে, শিক্ষাব্যবস্থার উপর ইহার প্রতিক্রিয়াই বা কিরূপ তাহা আলোচিত হওয়া আবশ্যক।

শিক্ষকের বেতনের নগণ্যতাই প্রধানতঃ উপযুক্ত লোককে শিক্ষকতাক্ষেত্রে আকর্ষণ করার পরিপন্থী। বর্তমানের অর্থকেন্দ্রিক সমাজে টাকার পরিমাণ দ্বারাই সাধারণতঃ মর্যাদা নির্ধারিত হয়; তাহা ছাড়া ভদ্রজীবন যাপন করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। এরূপ ক্ষেত্রে যে-জীবিকায় যথেষ্ট পরিমাণে অর্থাগমের সম্ভাবনা নাই এবং সামাজিক সম্মান প্রতিপত্তির আশাও নাই তাহার প্রতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণগণের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকিবে না তাহাতে সন্দেহ কি? দেশসেবা হিসাবে শিক্ষকতা গ্রহণ করিতে পারে এমন লোক যে দেশে একেবারে নাই তাহা বলি না তবে সেরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম। অন্যান্য বিভাগের কর্মচারীর মত শিক্ষকের বেতন সম্মানজনক এবং পরিবারের ভরণপোষণোপযোগী হইলে দেশের কৃতী তরুণ তরুণী শিক্ষকতা কার্যে আগ্রহের সঙ্গে অগ্রসর হইবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইলে প্রত্যেককে শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে—এরূপ ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষাক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন এবং শিক্ষাসম্বন্ধীয় গবেষণার অনুসরণ সম্ভবপর হইতেছে না। চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন না করিয়া কোন শিক্ষিত ব্যক্তি রোগীর নিরাময়ের ভার লইলে তাঁহার উপর জনসাধারণের আস্থা আসিবে কি? রোগীকে রোগমুক্ত করার কৃতিত্ব তিনি অর্জন করিতে পারিবেন কি? চিকিৎসককে যেমন রোগীর দেহযন্ত্রের বিকলতা সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞান ও তাহার প্রতিকারের উপায় জানিতে হয়, শিক্ষককেও তেমনি শিশুর মনের ক্রমবিকাশের ধারা, তাহার প্রকৃতি, মনোবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তররাজ্যে যে আলোড়ন ভাবাবেগ উপস্থিত হয় তাহার ফলাফল প্রভৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকিতে হয়। শিক্ষাদান অত্যন্ত জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিক্ষককে গভীর সহানুভূতি ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি লইয়া মানুষ তৈয়ারির কাজে নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হইতে হয়। কর্মক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইবে।

কিন্তু যেখানে সদিচ্ছা ও অনুরাগ আছে সেখানে সমস্যা সমাধানের শক্তিও শিক্ষক দেখাইতে পারেন। শিক্ষকতা-ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাফল্য লাভ করিতে হইলে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত তাহারই আলোচনা করিব।

সকল ছাত্রের মানসিক শক্তি যে একই প্রকার নয় ইহা সর্বজনস্বীকৃত। সমাজের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে, উত্তরাধিকারীসূত্রে বিভিন্নপ্রকার গুণাবলীর অধিকারী হইয়া ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে আসিয়া সমবেত হয়। তাহাদের সকলকে একই প্রণালীতে একই বিষয় শিক্ষা দিতে গেলে তাহা সকলের পক্ষে সমান উপযোগী হইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষকের কর্তব্য হইবে ছাত্রের সামর্থ্য, মনোবৃত্তি, স্বাভাবিক ঝোঁক কোন্ দিকে তাহা নিরূপণ করিয়া তাহার পক্ষে অনুকূল শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ইহা ছাড়া অধ্যাপনার কাজে ব্যাপৃত থাকিয়া ছাত্রদের রুচিবৈচিত্র্য ও শক্তিবৈষম্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে ছোট বড় বহু সমস্যার কণ্টকজালে শিক্ষাদানের পথ আচ্ছন্ন। বিশেষ যত্নসহকারে সে সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া ছাত্রদিগকে আত্মোন্নতির পথে আগাইয়া লইয়া যাইতে যিনি পারিবেন তিনিই প্রকৃত শিক্ষক, বন্ধু ও পথপ্রদর্শক। এই কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে শিক্ষককে দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রে সজাগ অনুসন্ধিৎসু মন ও অনলস অধ্যবসায় লইয়া চলিতে হইবে।

১৯৪৪ সনে বিলাতে যে নূতন শিক্ষা আইন রচিত হইয়াছে তাহাতে শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার বিভাগ খুলিয়া প্রতি ছাত্রের মেধা, রুচি, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মানসিক শক্তি, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে। রোগনির্ণয় এবং তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা বিধান যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, শিশুর ক্রমবিকাশ ও অন্তর্নিহিত শক্তিস্ফুরণের পথে যে সকল প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা দূরীকরণের ব্যবস্থা অবলম্বনও তেমনি শিক্ষাপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

আশার কথা এই যে, শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশেও স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষাগবেষণা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন উপলক্ষে বলেন যে, এই প্রতিষ্ঠান সমগ্র দেশের শিক্ষণ-শিক্ষালয় সমূহের পক্ষে আলোকস্তম্ভের কাজ করিবে এবং প্রদেশের জন্য আদর্শ শিক্ষক সরবরাহ করিবে।

প্রতি প্রদেশে শিক্ষা-গবেষণামন্দির স্থাপন করিয়া অধ্যাপনারত শিক্ষকদিগের সহযোগিতায় শিক্ষাসমস্যা সমাধানের চেষ্টা হওয়া উচিত। শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের সময় শিক্ষকতার মান উন্নয়নের উপায়স্বরূপ ইহা করিতেই হইবে। বর্তমানে শিক্ষা

প্রবর্তিত হইলে ১১ বৎসর বয়সে ছাত্রদিগকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য নির্বাচন করিবার সময় বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকের উপর শিক্ষাদানের যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে তাঁহার কর্তব্যবোধ ও সচেতনতা জাগ্রত না হইলে কাহারো কল্যাণ নাই।

ইংরাজীর খাতির

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

প্রবেশিকাতে ইংরাজী বিষয় ভিন্ন বাকী সব বিষয়ই পড়া হয় ও পড়ানো হয় বাঙলা ভাষাতে, কিন্তু প্রশ্নের বেলায় ইংরাজী ভাষা। উত্তর লিখতে হবে বাঙলা ভাষাতে, কিন্তু প্রশ্ন হবে ইংরাজীতে। অর্থাৎ প্রবেশিকার পরবর্তী অধ্যায়ে যাতে ছাত্রদের অসুবিধা না হয় ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে, তার জন্যে প্রবেশিকার পাঠ্য বাঙলাতে হলেও তাদের পরিচিত ক'রে রাখা ইংরাজী শব্দগুলির সঙ্গে। আসলে উচ্চশিক্ষাকে ইংরাজী ভাষার অধীন রাখাই বিবেচিত হয়েছে এই ব্যবস্থার দ্বারা। শুধু প্রবেশিকাতে কিছুটা বাঙলা পরিভাষার সঙ্গে পরিচিত করানো, কিন্তু প্রবেশিকার পরবর্তী অধ্যায়ে বাঙলা পরিভাষার ব্যবস্থা হয় নি। সাধারণতঃ বাঙলা ভাষার মারফৎ যে বই পড়ানো হয়, তার ইংরাজী রূপটার সঙ্গে ছাত্রদের পূর্ণভাবে পরিচিত করার চেষ্টাই হয় না, হওয়া সম্ভবও না—তাই সাধারণ ছাত্রদের দুর্গতি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গিয়ে। জ্যামিতি পড়লে বাঙলায়, প্রশ্ন হোল ইংরাজীতে, উত্তর দিতে হবে বাঙলাতেই অবশ্য। কিন্তু ইংরাজী ভাষাতে প্রশ্নের প্রয়োজন ছিল কি? ছাত্ররা বাঙলা প্রশ্ন পেলে হয়ত অনেকেই আরও ভালো লিখতে পারে, হয়ত অনেকেই 'ফেল' নাম থেকে মুক্ত হোতে পারে। তারা একদিকে পরীক্ষা দিচ্ছে জ্যামিতি বিষয়টির আর একদিকে পরীক্ষা দিচ্ছে পরিভাষার। উচ্চশিক্ষার অধ্যায়ে পরিভাষার পরীক্ষা নেওয়া চলে, কিন্তু প্রবেশিকা ছাত্রকে পরিভাষার হেঁয়ালীতে পরীক্ষা করার অর্থ তাদের বিপদেই ফেলা। জ্যামিতি বিষয়টিতে তাদের পরীক্ষা করাই যদি আসল উদ্দেশ্য হয়, তবে যে ভাষাতে তারা বই পড়েছে সেই ভাষাতেই প্রশ্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। পরিভাষার পরীক্ষা নিতে হয় তো, সব ক'টা বিষয়ের পরিভাষা নিয়ে একটি পৃথক 'পেপার' ব্যবস্থা করা উচিত। ইতিহাস যে ছাত্র বাঙলা ভাষাতে পড়েছে, তাকে ইংরাজী ভাষাতে প্রশ্ন করা হোলে তার প্রথম পরীক্ষা সে ইংরাজীতে-

করা প্রশ্নের অর্থ বুঝেছে কিনা ; অর্থাৎ ইংরাজী ভাষা থেকে ইতিহাসের প্রশ্নকে অনুবাদ করার ক্ষমতা তার থাকা চাই। এই পরীক্ষা থেকে ছাত্ররা বেশীর ভাগই এগিয়ে যেতে পারে না। ইংরাজীতে-করা প্রশ্নের হেঁয়ালীর মধ্যে তারা পাক খায়। জ্যামিতির প্রশ্ন পরিভাষা-ঘেঁষা, ইংরাজী প্রতিশব্দ জানা থাকলে হয়ত বুঝতে পারা খুব কঠিন নয়। কিন্তু ইতিহাসের প্রশ্ন সাহিত্য-গন্ধী, তাই প্রায়ই গণ্ডীর হোয়ে পড়ে। দেখা যায় প্রশ্নকর্তা ইতিহাসের প্রশ্নে বেশ সুন্দর একটি কথা ব্যবহার করেছেন। কথাটি পরিভাষার নয়। ইতিহাসের জন্যে পরিভাষা তৈরী হয় নি। ইতিহাস সাহিত্যের ভাষাকেই পোষণ করে। কিন্তু প্রবেশিকার ছাত্ররা যারা ইতিহাস পড়েছে বাঙলায়, তারা প্রশ্নের অর্থ না বোঝার দরুণ উত্তর যদি সঠিক না দিতে পারে, সে দোষ কেন ছাত্রের হবে ? হয়ত বাঙলাতে প্রশ্ন করলে সে ভালই উত্তর দিতে পারত।

এই যে প্রত্যেক বিষয়টিতেই ছাত্রদের দু'বার পরীক্ষা, একবার ইংরাজী থেকে প্রশ্নের অনুবাদ ও পরিভাষা জান, আর একবার আসল বিষয়বস্তুর জ্ঞান, এর দ্বারা প্রবেশিকার 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' কতটা উন্নীত হয়েছে বিশেষজ্ঞরাই জানেন। বাস্তবে দেখা যায় যে পরিভাষা ও ইংরাজী প্রশ্নের হেঁয়ালিতে ছাত্ররা অনেকটা উৎসাহ ও ধৈর্য্য অপব্যয় করে। 'ইণ্টারমিডিয়েট' পর্য্যন্তও যদি প্রবেশিকার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে মাধ্যমিক ধারার প্রবর্ত্তন করা হয়, তখনও সেই সমস্যাই ছাত্রদের রয়ে যাবে। প্রবেশিকা কি মাধ্যমিকের উপরের অধ্যায়ে যদি পাঠ্য-পুস্তকগুলি বাঙলা ভাষার মারফতে কোনও দিন লেখা সম্ভব হয়, তবেই এই সমস্যার সমাধান হোতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রোমা কোর্সগুলিতে বাঙলা ভাষাতে উত্তর লেখার ব্যবস্থা করতে পারেন। ইকনমিকসের প্রশ্নের উত্তর যেদিন বাঙলা ভাষাতে ছাত্ররা লিখতে পারবে, সেদিন প্রবেশিকার এই পরীক্ষামূলক উভয় ভাষার হেঁয়ালী আসল রূপ পেতে পারবে। কেন এখনও বিশ্ববিদ্যালয় ইংরাজী ভাষাতে লেখা 'থিসিস্' গ্রহণ করেন ? ইকনমিকসের থিসিস্ তাঁরা যদি বাঙলা ভাষাতে লিখতে বাধ্য করেন, তবেই সত্যিকারের ভাষা গ'ড়ে উঠবে। প্রবেশিকাতে পরিভাষা নিয়ে গবেষণা করলে যতটা না উন্নতি হবে, অনেক বেশী এবং দ্রুত কাজ হবে এই সব মৌলিক-রচনার লেখকদের যদি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। পরিভাষা সমিতির কাজ অনেক সরল হোয়ে যায় এই ব্যবস্থার দ্বারা। জোর ক'রে অভিধান দেখে পরিভাষা করার থেকে মৌলিক গবেষকদের ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্রদের যদি বাঙলা ভাষার শক্তি সম্বন্ধে আগ্রহী করা যায়, তবেই না সত্যিকারের পরিভাষা—কেন ভাষাই তৈরী হবে আন্তরিকতায়।

প্রবেশিকার ছাত্রদের জন্যে ইতিহাস কি বিজ্ঞান কি যে কোনও বিষয়ই বাঙলাতে পরীক্ষা করাই উচিত এবং বাঙলাতে প্রশ্ন ক'রে। প্রবেশিকার ছাত্রদের এই পরীক্ষা করাই

উচিত যে বিষয়বস্তুগুলিতে তারা প্রবেশ করতে পেরেছে কি না। পরিভাষার শিক্ষা পৃথকভাবে করার ক্ষতি কি ?

মাধ্যমিককে যদি ইণ্টারমিডিয়েট পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় তবে বিজ্ঞানকে বাঙলা ভাষার মধ্যে ধরতে পারা চাই। ইণ্টারমিডিয়েটের পর যদি বিজ্ঞানকে সেই পরের ভাষাতেই শিখতে হয়, তবে ইণ্টারমিডিয়েটে পরিভাষার হেঁয়ালীতেই বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই পরিভাষা সমিতির কাজের মধ্যেই শিক্ষার ও ভাষার এই 'ভারতীয়-করণ'কে আবদ্ধ রাখলে সমাধান সহজে হবে না। পোষ্টগ্র্যাজুয়েটের প্রত্যেক বিষয়েই যদি এই নিয়ম করা হয় যে তারা ইংরাজী কি বাঙলা যাতে খুশী উত্তর দিতে পারবে, তবে বাঙলাতে উত্তর লেখার মত আগ্রহী ছাত্রের অভাব হবে ব'লে মনে হয় না।

এবেলিকার ইংরাজী পত্রের উত্তরও কিছু কিছু বাঙলাতে লিখতে দিলে ক্ষতি কি ? ইংরাজীর কৌলিন্য থাকবে না ? ডিগ্রোমা ক্লাসে ইংরাজী সাহিত্যের সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নের উত্তর যদি বাঙলাতে লেখা হয়, তাতে কি ছাত্রের পরীক্ষা হয় না ? আসলে বিষয়বস্তুর দিকে যতটা না নজর আছে, বেশি নজর আছে ইংরাজী ভাষার দিকে। তাই এই জটিলতা শিক্ষা-ব্যবস্থার সব অধ্যায়েই। ইংরাজী ভাষার কৌলিন্যকে একটু তফাতে রাখলে যদি সত্যিকারের শিক্ষা ও বিষয়বস্তুগুলির পরিচয়-দান সহজ হয়, তবে তাই তো কর্ত্তব্য।

ভারতের কোনও কোনও প্রদেশে আদালতের ভাষাকে দেশীয় করার প্রয়োজন হয়েছিল এবং সেই দেশী ব্যবস্থায় অসুবিধা কিছুই হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সরকারী' ভাষা যদি দেশীয় করা যায় তাতে সম্মানহানি হবে না, অসুবিধাও হবে না। তবে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় একটি 'ফরেন বিভাগ' রাখতে পারেন। ইংরাজীকে এখন জার্মান, ফরাসী, চীনা, জাপানীর দলে ফেলতে আপত্তির কারণ না থাকাই উচিত। অন্ততঃ ইংরাজীর মায়া ছাড়তে না পেরে হেঁয়ালী সৃষ্টি করা উচিত নয়।

ছেলেদের খেলাধূলা

বৃটেনের ছেলেরা খেলাধূলার মধ্যে ফুটবল খেলাই সবচেয়ে বেশী পছন্দ করে। শিক্ষামন্ত্রী দপ্তরের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের বিবরণী থেকে এই খবরটা জানা গিয়েছে। স্কুলের ছেলেদের সবচেয়ে কিসে উৎসাহ বেশী এবং তাদের ছুটির পর অবসর সময়ে খেলাধূলা এবং আমোদ আহ্লাদের কি কি ব্যবস্থা আছে ও তা যথেষ্ট কিনা জানবার জন্য পরিষদকে অনুরোধ করা হয়।

পরিষদের বিবরণীতে এই সব ছোট ছোট ছেলেদের চরিত্র গঠনে নিজেদের বাড়িঘরের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনীয়তার উপর অনেকখানি জোর দেওয়া হয়। ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ সে সুবিধা ভোগ করলেও অনেকেই তা থেকে বঞ্চিত। সেই জন্য পরিষদ সে বিষয়ে সমগ্র জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বিবরণীতে বলা হয়েছে যে যাতে স্কুলের ছেলেরা সবাই অবসর সময়ে খুশীমনে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে থাকে সেদিকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য রাখা উচিত। লাইব্রেরী, গান বাজনা, অভিনয় এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে, তা ছাড়া থাকবে ছেলেদের উপযোগী নানা রকমের ফিল্ম দেখাবার বন্দোবস্ত।

বৃটেনের স্কুলের ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন করা হয়েছিল খেলাধূলা বা আমোদ-প্রমোদের মধ্যে কিসে তাদের সবচেয়ে বেশী আগ্রহ। ছেলেরা প্রায় সবাই ফুটবল খেলায় বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে, তার পরেই সাইকেল চড়ায়। মেয়েরা কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ দেখায়।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকে নানা রকম বই পড়ার দিকে ঝোঁক প্রকাশ করে এবং যদিও প্রায় সবাই সপ্তাহে একবার করে সিনেমা দেখে থাকে তবু সিনেমার কথা সামান্য কয়েক জনই উল্লেখ করেছিল। নানা রকম জীবজন্তু পোষণ এবং নিজ হাতে তাদের পালন করার দিকেও কারো কারো আগ্রহ দেখা গিয়েছে।

[ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস

বুনিয়াদী শিক্ষা

[চতুর্থ অখিল ভারত বুনিয়াদী শিক্ষাসম্মেলনে বিক্রমে (বিহার) প্রদত্ত সভাপতি অধ্যক্ষ জাকির হোসেন সাহেবের অভিভাষণ]

আমার পক্ষে এ বড়ই আনন্দের কারণ যে, এই সম্মেলনে আজ আমরা বিহারপ্রদেশে মিলিত হয়েছি। এই প্রদেশ গোড়া থেকেই বুনিয়াদী শিক্ষাকে স্বীকার করে নিয়েছে আর এমনভাবে এ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে যে আজ বেশ বলা যায়, নিষ্ঠা আর অনুরাগ নিয়ে কাজ করলে তার ফল অবশ্যই মেলে। আজও হিন্দুস্থানের শিক্ষাবিদ্‌গণ বলছেন, বুনিয়াদী শিক্ষা এখন পর্যন্ত পরীক্ষার (Experiment) স্তরেই রয়েছে। প্রত্যেক বড় শিক্ষাই চিরদিন পরীক্ষাধীন থাকে, সেই হিসাবে বুনিয়াদী শিক্ষাও পরীক্ষার স্তরে অবস্থিত। বিহারের পরীক্ষণ তো চোখের সামনেই রয়েছে, তার ফলও আমাদের সামনে। আর তা যে পুরোপুরি ভালো তাও নয়। কাজে বিস্তর বাধা বিঘ্ন ছিল, তবু এর প্রয়োগকারীরা কাজটি চালু রেখেছেন, আর সাত বছর বুনিয়াদী কাজ করার ফলও অবশ্য পাওয়া গেছে। বিহারে যে পরীক্ষা চলছে সেটা বুঝতে ও বুঝাতে হবে, তাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে,—সর্বত্র যে এ জিনিসটি চালাতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ আমাদের দেশে চালু রয়েছে দেখাই যাচ্ছে। এর পরীক্ষাই হয় নি বলে আর একে বাদ দেওয়া যাবে না। এজন্যে আমি ভারি খুশি হয়েছি যে বিহারে আমাদের এই সম্মেলন ডাকা হয়েছে। কিন্তু আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে শোকেরও কারণ রয়েছে আর তা আপনারা সকলেই জানেন। আপনাদের সকলেরই নিশ্চয় মনে পড়ছে সেদিনের কথা। বাপুজী তখন সেবাগ্রামে আমাদের মধ্যে জীবিত; আমাদের বুনিয়াদী শিক্ষাকর্মীদের বুনিয়াদী শিক্ষা থেকে তিনি নইতালিমের সমুদ্রে ঠেলে দিলেন, আর কেমন করে তিনি শিশুদের শিক্ষা আর ঐ সংক্রান্ত সব কিছু আমাদের হাতে সঁপে দিলেন। আপনাদের সকলেরই আজ সেদিনের কথা মনে পড়বে। এ দেশের কোন্ কাজে আর রাষ্ট্রীয় কাজের কোন্ কক্ষেই বা বাপুজী আমাদের আলো দেখান নি। যতদিন তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে ছিলেন আমরা পুরোপুরি আন্দাজ করতে পারি নি যে কিভাবে আমাদের জীবনের প্রতি কোণে তিনি আলোকপাত করে গিয়েছেন। শুধুই কি আলো দেখিয়েছেন, কত সাহায্যও করেছেন। হাত ধরে চালিয়ে নিয়েছেন। আমাদের জীবনের এমন কোন অলি গলি আছে যেখানে তাঁর সাহায্য পাই নি? যেখানে তিনি আমাদের প্রাণে সাহস যোগান নি? আমার কাছে তো বাপু সর্ব কালের ও সর্ব দেশের সবচেয়ে বড় শিক্ষকদের একজন।

তিনি শিক্ষাশাস্ত্রী ছিলেন না। শিক্ষাশাস্ত্রের বিষয় বই তিনি লেখেন নি। শিক্ষাশাস্ত্রের বিষয়ে বড় বড় বইয়ের লেখকদের কথায় যেন আপনাদের ধোঁকা না লাগে। শিক্ষাবিদ্‌রা ভাল শিক্ষক হন না। তাঁরা ভাল বই লিখতে পারেন, কিন্তু তাঁরা যে ভাল শিক্ষক হবেনই এমন কথা নেই। দর্শন বা বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত যাঁরা তাঁরা তাঁদের শাস্ত্র বিষয়ে ভাল ভাল বই লিখতে পারেন, কিন্তু তাঁরা ভাল শিক্ষক হন না। তাঁরা কেবল বই লিখতেই পারেন, কিন্তু পড়াতে পারেন না।

শিক্ষা দেওয়ার কাজ বিদ্যা দিয়ে চলে না, প্রেম দিয়ে চলে, তাই প্রেম থাকাই চাই। ভাল শিক্ষকের মুখের পরে অনুরাগ কথাটি লেখা থাকে। তাঁর বিজ্ঞানের প্রথম পাতায়ই লেখা থাকে 'প্রেম'। শিশুদের প্রতি যার আকর্ষণ বা ঝোঁক রয়েছে সেই ভাল শিক্ষক হতে পারে।

বাপু এদিক থেকে একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন, কারণ তাঁর মধ্যে এমন সব গুণ ছিল এ কাজে যাদের বড়ই প্রয়োজন। তাঁর মধ্যে ছিল সূর্যের মত আলোক, যার রশ্মি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত। তিনি শুধু প্রদীপ ছিলেন না, পথ প্রদর্শকও ছিলেন। অন্ধের যষ্টি ছিলেন। শুধু আলো দেখাতেন না, সহায়তা করতেন, পথের দিশা দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে চলতেন, সঙ্গ দিয়ে পথ কাটিয়ে নিতেন। জাতির যাত্রাপথে এমন গৃহ নেই যার রাস্তা তিনি আমাদের দেখিয়ে দেন নি। মহাত্মাজী আমাদের সমগ্র জাতির শিক্ষাগুরু ছিলেন। তিনি এই সমগ্র জাতির শিক্ষক তো ছিলেনই, ব্যক্তিগত ভাবেও কত জনের শিক্ষক ছিলেন। তিনি চাইতেন সারা জাতটার মধ্যে ভাল ভাল ভাব প্রচার করতে। এক একটি করে সকলকে তিনি ভাল করতে চাইতেন। এই বৃদ্ধ কতজনকেই কি থেকে যে কি বানালেন! যেন মাটি থেকে সোনা তৈরি করলেন। সেই সোনার অনেক টুকরো আজও দেশের মাটিতে ছড়িয়ে আছে। এ সব সেই যাদুকরের হাতে গড়া। এঁদের দুর্বল স্কন্ধে ভারি বোঝা চাপিয়ে তিনি মাঠে ঠেলে দিতেন আর নিজে সাহায্য করে এদের সকলকে মজবুত করে তুলতেন। তিনি দেশকে শিক্ষা দিয়েছেন, জাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন আর আমাদের মানুষ তৈরি করেছেন। আমাদের দুর্বলতা আর ক্ষুদ্রতা সব তাঁর জানা ছিল। তিনি মানুষ চিনতেন, লোক বুঝে কাজের ভার চাপাতেন। ভার চাপিয়েই ক্ষান্ত হতেন না। সহায়তা দিয়ে, সামাল দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলতেনও তিনি! তাঁর মধ্যে তো ছিল পথ চিনিয়ে দেবার আলোক, আর ছিল সাহায্য করার মত প্রচুর শক্তি ও সামর্থ্য। তাঁর পরামর্শ ও সহায়তা পেয়ে আজ অনকয়েক এমন দাঁড়িয়ে গিয়েছেন যে এখন অন্যদের সহায়তা করতে পারেন, অপরকে শিক্ষা দিতে পারেন। যতই বাপুর সুখ্যাতি করি, তাঁর গুণের কথা মুখে বলে শেষ করতে পারি না।

কর্মীদের এক জায়গায় বসিয়ে দেখেই বাপু ঠিক বুঝতে পারতেন এঁদের মধ্যে কে কি ধরনের লোক, আর কাকে দিয়ে কি কাজ পাওয়া যাবে। এঁদের মধ্যে অনেকে হয়তো পরস্পরকে চিনতেনও না, কিন্তু তিনি সবাইকে চিনতেন, আর যিনি যে কাজের বিশেষ ভাবে যোগ্য তাঁকে দিয়ে সেই কাজই করিয়ে নিতেন।

আমাদের সব চেয়ে বড় শিক্ষক আজ আমাদের মধ্য থেকে চলে গিয়েছেন, আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন এক আলোক শিখা। আমাদের এ দেশে নয়ী তালিমের কাজ করতে হবে। সেজন্য ভালো শিক্ষক চাই। কিন্তু ভালো শিক্ষক কে হতে পারেন? প্রত্যেকটি ডিগ্রীধারীই কি ভাল শিক্ষক হতে পারে? যে লোকের আর কোথাও চাকরি জোটে নি সেই কি শিক্ষক হতে পারে? বাপু যাঁদের সংগঠন করে বড় করেছেন তাঁদের কাছে আমি অত্যন্ত বিনয়ভরে নিবেদন করছি যে, তাঁরাই ভালো শিক্ষক হতে পারেন যাঁদের মনের ঝোঁক স্বভাবতই তরুণদের দিকে। যাঁরা শিশুদের ভালবাসেন, তাদের কিসে ভাল হয় বোঝেন, কোথায় তাদের দুর্বলতা তাও জানেন। তাদের গুণগুলি পরখ করে নিতে পারেন, তাদের কি প্রয়োজনও জানেন। আর প্রয়োজনমত তাদের সাহায্য করতেও প্রস্তুত।

আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে উত্তম শিক্ষক চাই। শিক্ষকরা এমন ভাল হবেন যাতে তাঁরা মিলে মিশে কাজ করতে পারেন। এভাবে মিলে মাতৃভাষার সাহায্যে এক আদর্শ সমাজ তৈরি করবেন, যাদের দৃষ্টি নির্মল এবং মুক্ত, শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার কাজ যারা দায় বলে মনে করেন না। শিশুদের হাতের কাজ করার ব্যবস্থা রাখবেন। কারণ, শিশু এই বয়সে হাত দিয়ে কিছু করতে চায়। তার কাঁধে বইয়ের বোঝা চাপাবেন না। তাকে তোতা পাখী বানাবেন না। তাকে হাতের চালনা করতে দিন। তাকে কিছু তৈরি করতে দিন। আপনি তাকে সুযোগ যদি না দেন, তবে সে কিছু একটা ভাঙবে। তাই শিক্ষাপণ্ডিত, আপনাকে শিশুদের হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিতে হবে। আপনার বিদ্যার গর্বে আপনি ওকে বোকা বলে ওর হাতের কাজ করা বন্ধ করবেন না। ওর সৃষ্টি করার প্রবৃত্তিকে মূর্খতা নাম দিয়ে দাবিয়ে রাখবেন না। আপনার এরকম আচরণ দেখে ও যদি আপনাকে বোকা বলে, তবেই বেশি ঠিক বলা হবে। শিশুর দুষ্টুমি আর চঞ্চলতা দেখে নিরাশ হবেন না। শিশু বড় হতে চাইছে। আপনি তাকে সহায়তা করুন। তার প্রকৃতির মধ্যেকার ভাল গুণগুলি ফুটিয়ে তুলুন। আপনার ভালোটা জোর করে ওর উপরে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না। আপনার যুক্তি বিচার ওর ওপরে ঠেসে দেবেন না।

বাপুজীর আর যত কিছু থাক তাঁর মধ্যে একটা রসবোধ ছিল। বড় বড় কাজ করতে গিয়েও আশাভঙ্গে ঘাবড়াতেন না। সংকটকালেও হাসি ঠাট্টা করতেন, আর ওরকম সময়েও তিনি ছোট ছোট কাজগুলি ভুলতেন না, সেইসব কাজ যা অন্যের চোখে ছোট, কিন্তু তাঁর

চোখে ছিল বড়। কারণ তারাও যে বড় আদর্শ আর উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত। বিপদের সময় হানা, সকলের কাছ থেকে কাজ আদায় করা, বড় কঠিন কাজ। আমরা যদি নতুন সমাজ আর ভাল সমাজ গড়তে চাই, তবে তার জন্য এমন শিক্ষক তৈরি করতে হবে যে হেসে খেলে দুঃখ কষ্টকে বরদাস্ত করতে পারবে। তার ধনদৌলতের মোহ থাকবে না, আর সে টাকার জন্য কাজ করবে না। আমাদের এমন শিক্ষক তৈরি করতে হবে যিনি শিশুদের বিষয়ে কখনো নিরাশ হবেন না। শিশুর সম্বন্ধে কখনো নিরাশ হন না দুজন, এক মা, দ্বিতীয়, শিক্ষক। শিক্ষককে শিশুদের মা হতে হবে। এখানে আজ যে সব শিক্ষাকর্মী মিলিত হয়েছেন তাঁরা নিজেদের কাজ নিজেরাই যাচাই করুন, শুদ্ধ দৃষ্টিতে নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখুন, এভাবে কাজ করছেন কি না। নিজের বিদ্যা আর জ্ঞানবলে মানুষ ঋষি হয়ে যেতে পারে, মহাত্মা হতে পারে, কিন্তু যদি মানুষের প্রতি প্রেম না থাকে, মুক্ত আর স্বচ্ছ দৃষ্টি না থাকে, তবে সুশিক্ষক হওয়া সম্ভব নয়।

বন্ধুগণ, শিক্ষকদের শিক্ষালয় হবে ছোট এক সমাজ, যে সমাজের সব লোক, সব সদস্য মিলে মিশে কাজ করার রীতি জানে, এক সঙ্গে থাকতে, খেতে, শুতে জানে, একসঙ্গে থেকে খেলতে, সুতোকাটতে জানে। সুন্দর সমাজ রচনা করার কাজে অকৃপণ সেবা করতে পারে। যেদিন তা হবে সেদিন শিশুদের গড়ে তোলার আর শিশুদের দিয়ে সমাজ রচনা করার কাজ সার্থক হবে। আমরা নিজেদের জন্য সুন্দর মানুষ ও সমাজ সৃষ্টি করতে পারবো।

আমি আপনাদের ইস্কুল দেখেছি, আর লুকিয়ে থেকে দেখেছি। শিশুরা জানতেও পারে নি যে কেউ তাদের দেখতে এসেছে। আমি দেখেছি তাদের মধ্যে কয়েকটি আমাদের বড় বড়দের চাইতেও বড়। তারা কাজ করছে এমন অবস্থায় তাদের দেখেছি। আমার খুব আশা হয় এই সব শিশুরা উন্নতি করে একদিন হয়তো রাজেন্দ্র বাবুর চেয়েও বড় হবে। দেখে আমার একথাই মনে হয়েছে যে যদি ঠিক পথে আর বিশুদ্ধ উপায়ে একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তবে আমাদের সমাজ সুন্দর সমাজ হয়ে উঠবে। আমাদের দেশে যারা বাস করে তারা মানুষ, জানোয়ার নয়। ছোট শিশুদের মধ্যে 'বেপটিজম' (আত্মীয় গোষণ) আর করাপশান (উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি দুর্নীতি) নেই। তারা নিজের ভাই বন্ধুদের সঙ্গেও ফলের অংশ আনতে গিয়ে চোটচাপট করে, কিন্তু মানুষের মতো, পুলিসের মতো নয়; আবার তাদের সাহায্যও করে। কেননা সেটা যে তাদের স্বভাবের অঙ্গ। ছোটরা একে অন্যের কাজে হাত বাড়িয়ে দেয়। সেইরকম, শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে এক নতুন সমাজ নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠছে, যেখানে খাওয়ার নিয়ম, শুঠা বসার পদ্ধতি, মেলা মেশা আর আচার ব্যবহার, জাতের ব্যাপার আর হিন্দুমুসলমান সমস্যা সবই এক হয়ে উঠেছে, যার মধ্যে কোন মতভেদ বা বিরোধি

চোখে পড়ছে না। ভোর বেলায় কাজ করতে করতে এরা যখন গান গায় তখন তা শুনে কি এদের কার কি মতবাদ, বোঝা যায় ? মনে হয় এরা সবাই এক। এক হয়ে যাওয়া, এক ভাবে থাকা, এক ভাবে কাজ করা এই এদের ধর্ম। এইভাবেই তো শিক্ষকদের কাজ করতে হবে, নিজেদের বিষ্ণালয় সম্পর্কেও, সমাজ সম্পর্কেও। শিক্ষকরা যদি এইভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তবে ঠিকই করছেন। আর যদি তা না হয়, আমাদের ইস্কুলের গাঁগুলি এখনও যদি পঞ্চাশ বছর আগেকার মতোই দুর্গন্ধ, অপরিচ্ছন্ন থেকে থাকে, যদি সেইরকমই প্লেগের উপদ্রব চলেছে কলেরা ম্যালেরিয়াও যদি পঞ্চাশ বছর আগেকার মতোই রয়েছে, গাঁয়ে স্বার্থপরতা লালসা পূর্বের মতই বজায় আছে, আমাদের ইস্কুলগুলি আর আমাদের শিক্ষকেরা থাকা সত্ত্বেও এসব পুরোপুরি রয়েছে, তবে বুঝতে হবে আমাদের কাজের মধ্যে কোথাও দুর্বলতা আছে, গলদ আছে, কোথাও অভাব আছে। আমরাও যদি ছেলে শুধু পরীক্ষা পাশ করানোর মত শিক্ষাই দিয়ে চলে থাকি, তবে আমি বলবো আমাদের এমন ইস্কুলের কাজ নেই, এমন শিক্ষকের দরকার নেই। আমাদের আজ চেষ্টা করতে হবে ভালো ইস্কুল আর ভালো শিক্ষক তৈরি করে ভালো সমাজের ভিত গড়ে তোলার।

বন্ধুগণ, বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ অনুভবের কাজ, পরীক্ষার কাজ। অবশ্য, সব বড়ো কাজই পরীক্ষাসাপেক্ষ। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার হচ্ছে। এই বিস্তারের মধ্যে বিপদও আছে, বিস্তারের সময় এর আসল রূপটি ঠিক থাকবে তো ? তা যদি না থাকে তবে তো একে বুনিয়াদী শিক্ষা বলা যাবে না, ধোঁকা দেওয়া হবে। অনেকে বুনিয়াদী শিক্ষার নাম করে নিজের মতে কাজ করে যাচ্ছে, তারা ঐ নামে নিজের মত চালাতে চায়। আমরা নিজেদের কাজটাকে পরীক্ষা করেছি, নানাভাবে পরীক্ষা করে তার থেকে ফল পেয়েছি। এই নামটা প্রয়োগ করার আমাদের অধিকার আছে। আপনি যদি নিজের মতে কোন কাজ করতে চান তবে আমাদের নামটা নেবেন কেন ? এর নামটা নিয়ে কেন নিজের কাজ সিদ্ধ করবেন ?

আমরা বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসঙ্গ তুললেই অনেকে বলেন, এটা তো এখনো এক্সপেরিমেণ্টের কোঠায় আছে। আমি বলি দশ বছর ধরে কাজ হচ্ছে, এ পরীক্ষার চাল আপনাদের জানা আছে। আপনারা দেখুন, পরীক্ষা করুন, যাচাই করুন, তারপর রায় দেবেন। কোনও জিনিস খারাপ লাগে তো আমাদের বলবেন, আমরা শুধরে নেবো। অনেকে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করেন, বুনিয়াদী শিক্ষা জিনিসটা কি ? এদের এমনই দায়িত্বজ্ঞান যে আমাদের কাজের রিপোর্টটা পর্যন্ত পড়েন নি। দেখেনও নি। এরা আসেন বুনিয়াদী শিক্ষার পরীক্ষাধীনতার বিষয় কথা বলতে ! বেশ তো, এটা ভারি খারাপ জিনিস, তা আপনারা একটা ভাল জিনিসের কথা বলুন। আপনারা একটা নতুন জিনিস পেশ করুন, আমাদের দুর্বলতা দেখিয়ে দিন, আপনাদের দোষগুণও আমরা দেখিয়ে দেব। একটা কথা তো মানতে হবে। দশ বৎসরের পরীক্ষা এবং তার ফল আপনাদের সামনে, অথচ কিনা আপনারা বলবেন,

মোটে তো এক্‌স্পেরিমেন্ট চলছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে আর যে সব বিদ্যালয়ে হাতের কাজ করানো হয় তাদের আপনারা খারাপ বলেন, বেশ ; আপনারা একাজ করতে না চান ভালো, কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার কর্মীদের সাহস আছে। তারা একাজ করবে, আর পাকাপাকি ভাবেই করবে। আর যারা একাজ করবে না, তারা পরে লজ্জিত হবে, পস্তাবে, লোকসান দেবে। শিক্ষার কাজ সহজ নয়।

শিক্ষা দান কাজটি সোজা ভাববেন না। সর্ষে নয় যে হাতে ছিটিয়ে দিলেম আর রাশীকৃত ফসল জমে উঠলো। এ কাজে চাই সময়, চাই ধৈর্য। প্রাণ দিয়ে কাজ করার আকাঙ্ক্ষা চাই। যাদের সেই সখ বা আকাঙ্ক্ষা নেই, তাদের হাতে এই শিক্ষাদানের কাজ দেওয়া উচিত নয়—যারা নিজের মুক্তিকে শিক্ষার নামে চালিয়ে মানুষ না বানিয়ে জানোয়ার বানাতে চায়। কেননা তাহলে, ঈশ্বর যেমন চান তেমন মানুষ আমাদের দেশে তৈরি হবে না। স্বার্থপরতা, লোভ, বেইমানি মিথ্যাকেই শ্রেয় মনে করে এমন লোকে ভরে গিয়ে দেশটা যাবে রসাতলে। গান্ধীজি যেমন গড়তে চেয়েছিলেন তেমন দেশ হবে না। গান্ধীজি চাইতেন, যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তা যেন রাখতে পারি, বাড়াতে পারি, আর 'এক জাতি' তৈরি করার কাজে সফল হই। আর এই কাজের জন্যই এদেশের লোকদের বুনিয়াদী শিক্ষা দিয়ে উপযুক্ত করে তুলি। এখন আমাদের ভেবে দেখতে হবে, আমরা কি স্বাধীনতা কায়েম রাখতে চাই, তাকে বাড়াতে চাই ?

ভোটদাতাগণ, আজ সরকার তোমাদের, এটা প্রজারাজ্য, আজ তোমাদের কর্তব্য, যাদের তোমরা ভোট দিয়ে নির্বাচন করে রাজত্ব করতে পাঠিয়েছ তাদের কাছে তোমাদের হক দাবী করা। প্রজাদের এ দাবী করার অধিকার আছে। তোমরা যে শিক্ষা পছন্দ কর তাই তাদের কাছে চেয়ে নিতে হবে। যারা সাতবৎসর বয়স পর্যন্ত প্রজাদের বিনা বেতনে, মাতৃভাষা আর হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারবে সেই রাজনৈতিক দল বেশি দিন রাজত্ব করতে পারবে না। রাজনৈতিক দলেরও জানা দরকার যে জনসাধারণ আজ বুঝতে পেরেছে কোন শিক্ষা তাদের দরকার। রাজত্বকারীরা যদি প্রজাদের চাহিদা না বুঝতে পারেন তবে যাদের ভোটের জোরে আজ জনসাধারণের উপর কর্তৃত্ব করছেন তারাই আর বেশি দিন ঐ রাজগদ্দীতে তাদের থাকতে দেবে না। প্রজারা এটা বেশ বুঝতে পারে আর আমি আপনাদের আভাস দিচ্ছি যে, এটা হবেই, আর হলে পর শীগগির চলে যাবে না।

আমাদের বড়ই আনন্দের কথা যে বিহার প্রদেশে খুব ভাল ভাবে আর উঁচু দরের কাজ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও প্রাণ দিয়ে কাজ করা হবে। আমি জানি, কাজের মধ্যে কতখানি অসামর্থ্যও এদের আছে, কিন্তু আমি বলি অসাফল্য দেখে আপনারা ধৈর্য হারাবেন না। নিজেদের ভুল ত্রুটির দিকে চোখ রাখবেন। সেগুলো দূর করার চেষ্টা করুন। মানুষের

স্বভাব, যখন নিজের ত্রুটি শোধরাতে না পারে তুলকেই ঠিক মনে করে বসে, আর তখন মনে ভাবে সে যা বুঝছে সেটাই ঠিক। আমার খুব বিশ্বাস বিহারের কাজ আরও ভালো হবে, আর অন্যান্য প্রদেশের দৃষ্টান্ত সম্মুখে রেখে তাদের কাজের নমুনা দেখে তাঁরা উপকৃত হবেন।

আমি আশা করি, বিহারের শিক্ষক-শিক্ষণালয়গুলি সমাজের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে। এদের দিয়ে সমাজের সংশোধনের কাজ চলবে। শিক্ষকদের নিজের কর্তব্যপথটি চিনতে হবে। আর তাঁরা যেন কখনও না ভোলেন যে তাঁরা এমন দেশে জন্মেছেন যে দেশে পৃথিবীর এক জন সেরা শিক্ষক জন্ম নিয়েছিলেন। সেবা দিয়ে দেশের সামাজিক জীবনকে জাগিয়ে তোলা চাই। এমনটা যদি হয় তবে আমাদের যুগ বদলে যাবে। দুনিয়ার এই সেরা শিক্ষকের দেওয়া আলোয় পথ চিনে আমাদের আপন আপন কাজ করে যেতে হবে। যে স্বাধীনতা পেয়েছি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। স্বাধীনতা মানুষকে প্রতিদিন নতুন নতুন পথে অর্জন করতে হয়। স্বাধীনতা রাখতে শিখতে হয়। তা না শিখলে কোন দিন আমার এই স্বাধীনতা আমরা খুইয়ে বসবো। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিজেকে নিজের যাচাই করতে হবে, নিজেকে তৈরি করতে হবে। যে মানুষের মত মানুষ হতে চায় সে অন্যের ভালোটাও দেখতে পায় আর নিজের গুণগুলিও বাড়াবার চেষ্টা করে। এই ভাবে এই আদর্শ সামনে রেখে আমাদের নয়ী তালিমের কাজ করা চাই। আমরা এইভাবেই এগোব। যে এগোবে না সে পরে লজ্জা পাবে ও পস্তাবে।

[বৈশাখ সংখ্যা 'শিক্ষা' হইতে উদ্ধৃত]

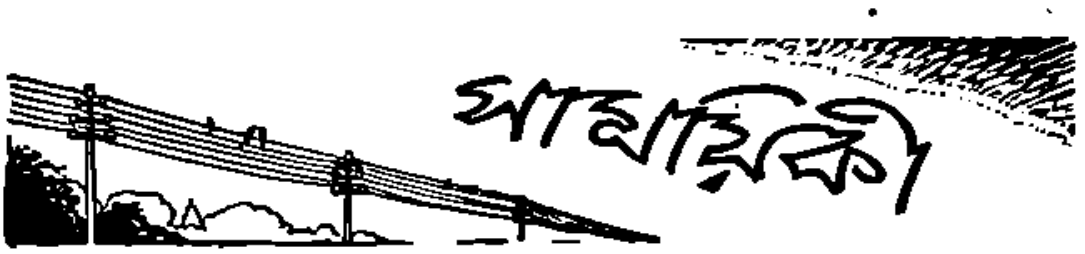

স্কুলের বেতন বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট

বোম্বাই অঞ্চলের কতকগুলি বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করা হইলে ছাত্রগণ ধর্মঘট করে। অবশ্য একথা সত্য যে অধিকাংশ গরীব অভিভাবকের পক্ষে বর্তমানে বর্দ্ধিত সাংসারিক খরচ চালাইয়া ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য অধিক ব্যয় করা সম্ভব নয়; কিন্তু ইহার অন্য দিকও আছে। আমাদের দেশে এখনও বিনাবেতনে সন্তানকে পড়াইবার ব্যবস্থা হয় নাই। শীঘ্র হইবার সম্ভাবনাও নাই। রাষ্ট্রের এমন অর্থবল এখনও হয় নাই যে বিনাবেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব হইবে। সুতরাং ছাত্র-বেতন আদায় না হইলে বিদ্যালয় পরিচালনা সুকঠিন।

বর্তমান কুলী মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবসায়ী ও অন্যান্য চাকুরীয়াদের আয় পূর্বের চেয়ে অনেক বাড়িয়াছে; কিন্তু সেই অনুপাতে শিক্ষকদের আয় বাড়ে নাই। যাঁহারা জাতির ভবিষ্যৎ গঠন করিবেন তাঁহারা অভুক্ত থাকিয়া কাজ করিবেন ইহা কি সম্ভব? কাজেই যদি বিদ্যালয়ে বেতন বৃদ্ধি করা হয় তবে অভিভাবক বা ছাত্র কাহারও এই বিষয়ে আপত্তি করা সঙ্গত নয়। আমরা যেখানে খাওয়ার জন্য, পরিধেয়ের জন্য, বাসস্থানের জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় ব্যয় করিতেছি সেখানে বিদ্যাশিক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় করিতে এত বিচলিত হইলে চলিবে কেন?

মাদ্রাজে বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থা

সম্প্রতি মাদ্রাজ সরকার বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়াছেন। যে সকল শিক্ষক কোন সরকারী বা বেসরকারী বিদ্যালয়ে নিযুক্ত রহিয়াছেন তাঁহারাও বয়স্কদের শিক্ষার্থে আংশিক সময়ের জন্য কাজ করিতে পারিবেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা যথারীতি পারিশ্রমিক পাইবেন।

বয়স্ক বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে ৪০ জনের অধিক ছাত্র থাকিবেনা, কিন্তু প্রথম দুই বৎসরে কোন শিক্ষক এক এক শ্রেণীতে ১০ জন ছাত্র লইয়া শিক্ষাদান করিলেও সরকারী সাহায্য পাইবেন। এই ব্যবস্থানুযায়ী তিন বৎসরের একটি পাঠ্যসূচী পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

প্রত্যহ সকালে বা বৈকালে কমপক্ষে দেড়ঘণ্টা পড়াশুনা হইবে এবং বৎসরে অন্ততঃ ২০০ ঘণ্টা পড়াশুনা করাইতে হইবে। ১৩ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক ব্যক্তিরা এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন।

যুক্ত প্রদেশের হরিজন ছাত্রদের জন্য সরকারী বৃত্তি

হরিজনদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য যুক্ত প্রদেশের সরকারী তহবিল হইতে কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য ইতিহাস সাহিত্য দর্শন ইত্যাদি পাঠার্থীকে মাসিক ৩৫৲ পঁয়ত্রিশ টাকা, বিজ্ঞান শিক্ষার্থীকে মাসিক ৪৫৲ পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং কৃষি, স্থপতি প্রভৃতি বৃত্তিমূলক শিক্ষার্থীকে মাসিক ৬০৲ ষাট টাকা হারে, বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

পরলোকে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী

মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে গত ২০ শে আষাঢ় পণ্ডিত অশোক নাথ শাস্ত্রী পরলোকে গমন করিয়াছেন। বাংলা ও সংস্কৃতে অশোক নাথের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ছাত্রাবস্থায় অশোক নাথ সরকারীবৃত্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করেন এবং পরে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিও লাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একজন কৃতী অধ্যাপক হারাইলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শিক্ষকদের পরিবর্দ্ধিত বেতনের হার

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগ সম্প্রতি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষকগণের বেতনের হার, ছাত্র বেতন ও বিনা বেতনে শতকরা কতজন ছাত্র পড়িতে পারিবে তাহার এক অস্থায়ী পরিকল্পনা বিবেচনা করিতেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী উচ্চ বিদ্যালয় সমূহ ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে চার প্রকারে শ্রেণী বিভাগ করা হইবে। প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বেতন ২৫০৲ হইতে ৪১০৲, দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বেতন ২০০৲ হইতে ৩০০৲; তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বেতন ১৭৫৲ হইতে ২৫০৲ এবং চতুর্থ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বেতন ১৫০৲ হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইবে। সকল বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকই এক হারে বেতন পাইবেন। বি-এ পাশ শিক্ষকগণের বেতন হইবে ৬০৲—১০০৲, বি-টি-দের ৭৫৲—১৫০৲ এম-এ, বি-টি বা এম্-এস-সি, বি-টিদের অন্যূন ৯০৲ প্রথম বহাল করিতে হইবে। গ্রাজুয়েটগণ ৫০৲—৮০৲ বেতন পাইবেন।

প্রথম তিন শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকগণ ২০৲ হইতে ৫০৲ অতিরিক্ত বেতন পাইবেন। প্রত্যেক শিক্ষকই ১০৲ হারে মাগ্‌গীভাতা পাইবেন।

ছাত্রদের বেতন নিম্নলিখিত রূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে

শ্রেণী	কলিকাতা	মফঃস্বল শহর	মফঃস্বল পল্লী
৯ম—১০ম	৬৲	৫৲	৪৷৷০
৭ম—৮ম	৫৷৷০	৪৷৷০	৩৸০
৫ম—৬ষ্ঠ	৫৲	৪৲	৩৲

শতকরা ২৫ জনের বেশী ছাত্র বিনা বেতনে পড়িতে পারিবেনা।

পূর্ব্ববাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার সহকারী ডিরেক্টর—

খান বাহাদুর আবদুল হাকিম, এম্‌-এ (ক্যান্টাব) সাহেব সম্প্রতি পূর্ব্ববাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার সহকারী ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা আশা করি তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তির পরিচালনায় পূর্ব্ববাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করিবে।

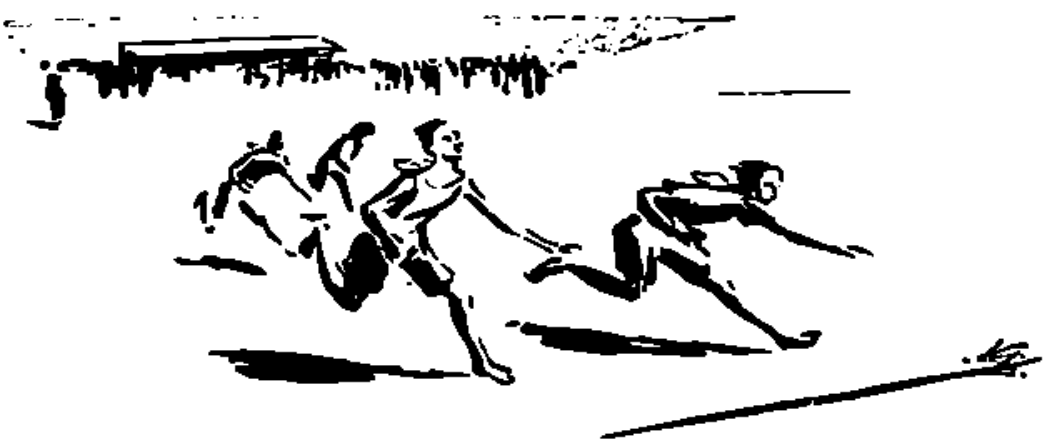

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সহজ ভাষায়

ছত্রপতি শিবাজীর জীবন কথা

শিবাজী মহারাজ

পাতায় পাতায় ছবি

দাম এক টাকা মাত্র

'বাঙলার শিক্ষক' কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়

পূর্ব্ববঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষার
প্রধান পরিদর্শক
খান বাহাদুর আবদুল হাফিজ এম-এ, (ক্যান্টাব) প্রণীত

শিশুর মন ও শিক্ষা

মূল্য ১৷৷০ টাকা

আমাদের দেশে বুনিয়াদি শিক্ষার আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে হইলে শিশুর মন ও নানা অবস্থা পরিবেশে তাহার আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই শিক্ষার নীতি ও রীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কি করিয়া শিশুর মনের রহস্য সন্ধান করিতে হয় এবং সেই আলোকে তাহার শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করা যায় এই পুস্তিকায় তাহার বৈজ্ঞানিক অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা রহিয়াছে।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক ও ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষারত শিক্ষকদের এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি প্রণীত

আমাদের ইংরেজী শেখা

প্রত্যেক শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে
অপরিহার্য্য প্রয়োজন

মূল্য দেড় টাকা

প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিদ্যার বাহনরূপে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু সে ভাষা এখনও দুরস্ত হয় নাই কেন? গলদ কোথায়? এবং দূরীকরণের উপায়ই বা কি? বিশদ আলোচনা এই পুস্তকে আছে।

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Edited, printed and published by Suresh C. Das, M.A., from Abinash Press (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharamtala Street, Calcutta

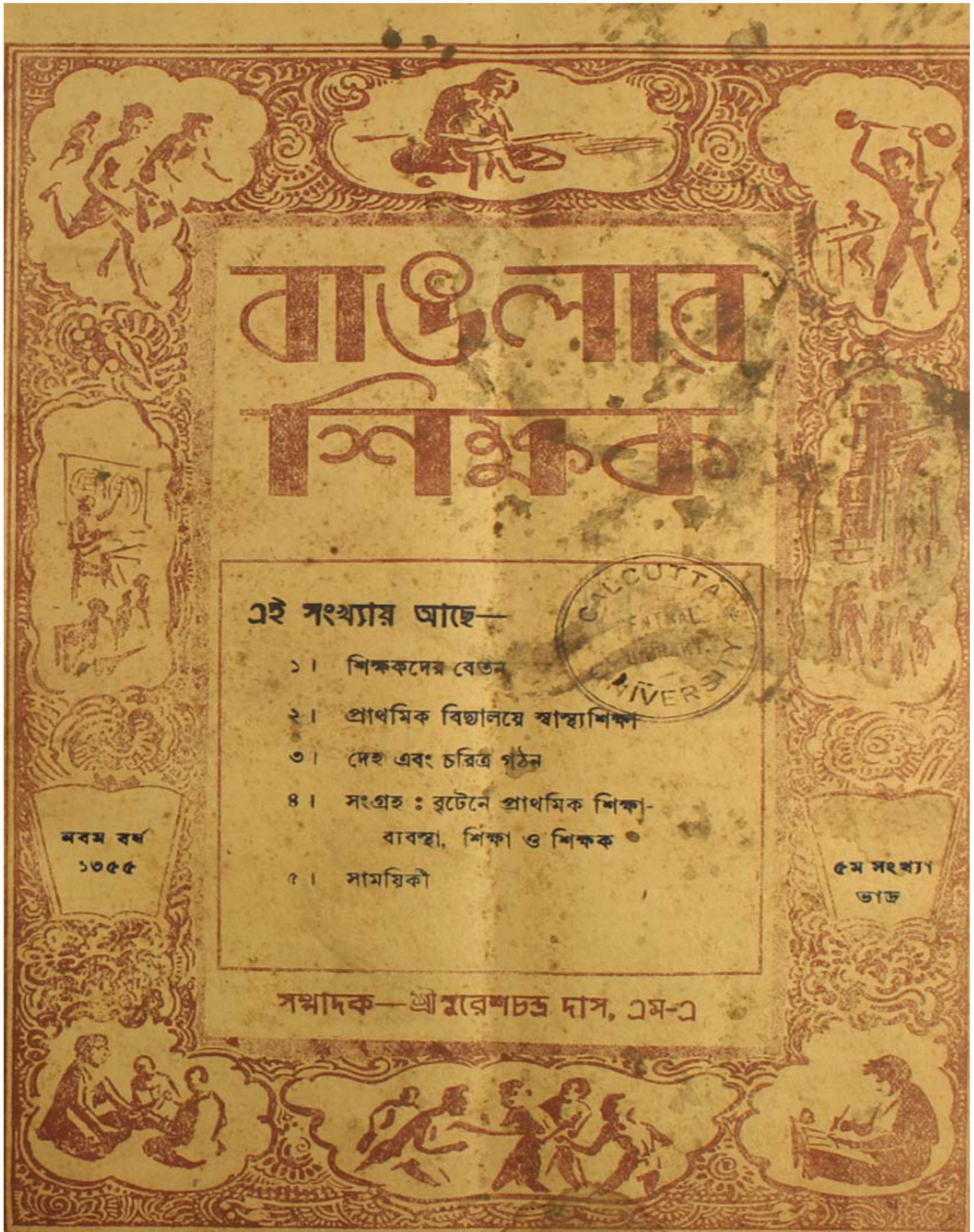

বাঙ্গলার শিক্ষক

এই সংখ্যায় আছে—

১। শিক্ষকদের বেতন

২। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষা

৩। দেহ এবং চরিত্র গঠন

৪। সংগ্রহ : বৃটেনে প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা, শিক্ষা ও শিক্ষক

৫। সাময়িকী

CALCUTTA CENTRAL UNIVERSITY

নবম বর্ষ
১৩৫৫

৫ম সংখ্যা
ভাদ্র

সম্পাদক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ

বার্ষিক চাঁদা—তিন টাকা (ডাকমাশুল সহ) • প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

প্রিয়জনের উপহারে "জেনারেলে"র বই

অমলেন্দু দাশগুপ্তের

ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী ;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার নির্বিচার কারারোধ। মূল্য ২৲

কমল দাশগুপ্তের

পরিচিতা

বহু পরিচিত এবং সর্ব্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ। কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

কাজী আব্দুল ওদুদের

কবিগুরু প্রোটে

প্রথম খণ্ড ৫৲
দ্বিতীয় খণ্ড ৯৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গাদপি গরীয়সী (৫ম খণ্ড) ৪৲, হৈমন্তী ৩৲, নীলাঙ্গুরীয় (৫ম সং) ৩৲, বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, বসন্তে (২য়সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, বরযাত্রী (৩য় সং) ২॥০, চৈতালী ৩৲, আগামীপ্রভাত ৩৲, ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲

হৈমন্তিম ২॥০

প্রমথনাথ বিশী

গল্পের মতো ১॥০, গালি ও গল্প ১॥০

রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২য়সং) ৩৲

পরিমল গোস্বামী

মহামন্বন্তর (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲,

দুষ্মন্তের বিচার (২য় সং) ১৷০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২॥০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী (২য় সং) ১॥০, শৃঙ্খল (২য় সং) ২॥০, ঘরের ঠিকানা (২য় সং) ২॥০, শতাব্দীর অভিশাপ (২য় সং) ২॥০, ক্ষুধা ২৲০ হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ বন্ধনা (২য় সং) ২৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪৲
ছেলেদের আরণ্যক ৩৲

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

অন্তর্যামী ১॥০, সমর্পণ ১॥০, সমী ও দীপ্তি ১৲, ভুলের ফসল ২৲

শ্রীমতী রাণী রায়

পুনরাবৃত্তি ২৲, প্রেম ৩৲

রেণু মিত্র এম-এ

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ১৲
প্রাথমিক শিক্ষা ২॥০

মোহিতলাল মজুমদার

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বাংলা কবিতার ছন্দ ৪৲ বিস্মরণী (৩য় সং) ৪৲ স্মর-গরল ৫৲ ছন্দ-চতুর্দ্দশী ৩৲ কাব্য-মঞ্জুষা ৩৲ জয়তু নেতাজী ৩৲ রূপকথা (২য় সং) ১৲ — সুবীর শিশু গ্রন্থমালা — বসন্তের রাণী ৷৷০

ছেলেদের আরণ্যক ৩৲ লক্ষ্মীর ।৶০ শিবাজী মহারাজ ১৲

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড

১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষাবিভাগের স্কুল-পরিদর্শক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চন্দ, এম-এ, বি-টি মহোদয়ের

—অক্লান্ত গবেষণার ফল—

বনিয়াদী শিক্ষা

বাহির হইল

বনিয়াদী শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক এবং শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তির পূর্ণতা ঘটাইয়া জীবনের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলাই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য

—এই পুস্তকে আছে—

বনিয়াদী শিক্ষার

- উৎপত্তি-কাহিনী
- উদ্দেশ্য
- আদর্শ
- পাঠ্যতালিকা
- সমালোচনা প্রভৃতি

প্রত্যেক শিশু-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের পক্ষে এই গ্রন্থ অপরিহার্য্য ও অমূল্য সম্পদ

মূল্য তিন টাকা-মাত্র

'বাঙলার শিক্ষক' কার্য্যালয়ে—১১৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—পাওয়া যাইবে

স্বাধীন রাষ্ট্রের শিক্ষা-সম্পর্কীয় কয়েকখানা গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক

গ্রন্থকার :—খান বাহাদুর আবদুল হাকিম, এম-এ (ক্যান্টাব)

THE RECONSTRUCTION OF SCHOOL EDUCATION

Just Published

The best book on the subject of educational needs of our free country.

Price **Rs. 4**

আধুনিক শিক্ষক

বহুল সমাদৃত পুস্তকের সদ্য প্রকাশিত ও উন্নততর চতুর্থ সংস্করণ

মূল্য আ০

গ্রামের উন্নতি

সদ্য প্রকাশিত ৪র্থ সংস্করণ

মূল্য ২॥০

শিশুর মন ও শিক্ষা

১ম সংস্করণ, মূল্য ১॥০

প্রকাশক : **আসাদুল হাকিম**

"AZIM VILLA"

New Secretariat Road, P. O. Ramna, Dacca

—কলিকাতার প্রাপ্তিস্থান—

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি

—উৎকৃষ্ট গল্প-সংগ্রহ—

জগদীশ গুপ্তের

মেঘাবৃত অশনি—২৷৷০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

কলিকাতা-নোয়াখালী-বিহার—২৲

সম্পূর্ণ অ-সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে কলিকাতা, নোয়াখালী এবং বিহারের অশান্তির চিত্র।

প্রমথনাথ বিশীর

অভিনব কাব্য-গ্রন্থ

অকুন্তলা—২৷৷০

রোমান্স ও হাস্যরস মিশ্রিত

কাহিনী ও অন্যান্য শ্রেণীর কাব্য

বাঙলার শিক্ষক কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের

জন্য

চমকপ্রদ কাহিনী

লক্ষ্মীবীর

হিল্‌ডা সেলিগ্‌ম্যান রচিত 'SKIPPO'-র

বাংলা অনুবাদ

◆

শান্তিনিকেতনের

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

ছোটদের উপযোগী ভাষায় এই বইয়ের অনুবাদ করিয়াছেন

◆

ঝক্‌ঝকে ছাপা, নানা রং-বেরঙের ছবি

মূল্য ছয় আনা মাত্র

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নবম বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৫৫ [৫ম সংখ্যা

শিক্ষকদের বেতন

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ

বর্ত্তমান ব্যবস্থায় বিধান হওয়া উচিত, যাঁহারা স্কুলের শিক্ষকতা করিবেন, তাঁহারা বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে পারিবেন না—তাঁহাদের সন্ন্যাসীদের মতই থাকিতে হইবে। ইহাতে অন্ততঃ ভারতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা সূচিত হইবে। নতুবা বিধান করা উচিত, যাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি আছে, অন্য কোন আয় আছে, বা যাঁহাদের সংসার প্রতিপালনের ভার লইয়াছেন পিতা কিংবা ভ্রাতার, শুধু তাঁহারাই শিক্ষকবৃত্তির যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। বর্ত্তমান সময়ে যে কোন মিস্ত্রী, যানচালক, কম্পোজিটার, মুদ্রাকর, ক্যানভাসার, এমন কি মুটিয়া মজুর চাষার পর্য্যন্ত একশত টাকা কিংবা তদধিক উপার্জ্জন করে। দ্রব্যাদির মূল্য-বৃদ্ধি হওয়ায়, যে কোন মেছুনী, আনাজ-বিক্রেতা, পানওয়ালা, বিড়িওয়ালা, মাসে একশত টাকা উপার্জ্জন করে। দেশে শিক্ষকতার পারিশ্রমিক তাহাদের চেয়ে অল্প হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। মাছের মূল্য আছে, আলু-পটোলের মূল্য আছে, পান-বিড়ির মূল্য আছে, শিক্ষার মূল্য নাই, অর্থাৎ ঐগুলির চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প, ইহা লজ্জারই বিষয়। যদি প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্য চতুর্গুণ বাড়িয়া থাকে—শিক্ষার মূল্যও চতুর্গুণ বাড়াই উচিত নয় কি? চতুর্গুণ চুলায় যাক দ্বিগুণ বাড়িলেও আপাততঃ যথেষ্ট মনে করিব। ছাত্রের মাহিনা ৪৲ টাকার স্থলে ৮৲ টাকা হইলেই শিক্ষকগণ কতকটা রক্ষা পায়। সরকারী ভাণ্ডার হইতে প্রচুর অর্থ-সাহায্য করা যদি সম্ভব না হয়—যাহারা শিক্ষা গ্রহণ করিবে, তাহারা তাহার যথা-যোগ্য মূল্য দিক্। আজ যেসকল ছাত্র ৪৲ টাকা মাহিনা দিতেছে—পূর্ব্বের হিসাবে প্রকৃত-পক্ষে সে ১৲ টাকা মাহিনা দিতেছে। যে শিক্ষক ৬০৲ টাকা মাহিনা পায়, প্রকৃতপক্ষে ঐ হিসাবে সে ৫৲ টাকা মাত্র পাইতেছে।

সাম্যবাদের অজুহাতে বলা যাইতে পারে, একজন শিক্ষকের আয় একজন রাজমিস্ত্রীর আয়ের চেয়ে বেশী কেন হইবে? দুই জনেরই ব্রত গঠনমূলক—একজন দালান-কোঠা তৈরী করে, আর একজন মানুষ গড়ে। আমাদের জিজ্ঞাসা—দুই গড়াই কি এক? জাতিগঠন ও ইমারত-গঠনে কি কোন প্রভেদ নাই?

তা ছাড়া বড় কথা এই—একজন শিক্ষককে ভদ্র-সমাজের মধ্যে বসবাস করিতে হয়; ভদ্রসমাজের সমস্ত দাবি মিটাইতে হয়; শিক্ষিত-সমাজে জীবন-ধারণের জন্য বিবিধ শুল্ক দিতে হয়; ভদ্র পরিচ্ছদ বেশভূষা করিতে হয়, নতুবা ছাত্রগণ সম্মান করে না; নিতান্ত বস্তির খোলাঘরে বাস করিলে চলে না, তাহাতেও ছাত্রদের কাছে মর্যাদা থাকে না; সন্তানদের শিক্ষাদান করিতে হয়; নিজেদের সমাজের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে হয়; প্রয়োজন হইলে দুই-একখানা পুস্তক কিনিতে হয়; একখানা খবরের কাগজও লইতে হয়—এমনই অনেক প্রকারের ব্যয় আছে, যাহা নিম্নশ্রেণীর লোকদের করিতে হয় না।

রান্নাঘরের ব্যবস্থাটা না হয় সকলেরই সমান হইল। অবশ্য তাহাও হওয়া উচিত নয়। কারণ শিক্ষকের মস্তিষ্কে কিছু পদার্থ সঞ্চিত না হইলে, দেশের ছাত্রগণই সুশিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইবে।

সর্বোপরি, শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা রক্ষিত না হইলে, ছাত্রগণ শিক্ষকগণকে শ্রদ্ধ করিবে না; শিক্ষককে শ্রদ্ধা না করিলে বিদ্যাও দুর্লভ বস্তু হইয়া পড়িবে। যাহাতে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে দেশের লোকের নিজেরই গরজে—সন্তান-সন্ততির কল্যাণের জন্যই।

শিক্ষকরা যদি আবেদন করেন, তাঁহাদের বাস-গৃহের ব্যবস্থা সরকার হইতে হউক, জাতীয় সরকার তাঁহাদের চিকিৎসা-ব্যয় ও সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-ব্যয় বহন করুক—তাহা হইলে কিছুই অন্যায় হয় না। বিদেশী সরকারের কাছে এ প্রার্থনা অসঙ্গত হইতে পারিত; স্বদেশী সরকারের কাছে এ প্রার্থনা আদৌ অসঙ্গত নয়।

সবচেয়ে বড় কথা—শিক্ষকদের উদরান্নেরই যদি অভাব থাকে, তাঁহারা যদি পরিবার প্রতিপালন করিতে না পারেন, তাঁহাদের চিত্তে যদি প্রফুল্লতা, সন্তোষ ও প্রসন্নতা না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা কাজ ভাল কি করিয়া হইবে?

কায়িক শ্রমের মর্যাদা এযুগে বাড়িয়াছে—কায়িক শ্রমের কাজ গ্রহণ করিতে একজন গ্র্যাজুয়েটেরও বর্তমান যুগে সঙ্কোচ নাই। শিক্ষকতা ছাড়িয়া একজন গ্র্যাজুয়েট বা একজন আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট যে কোন কাজ গ্রহণ করিবে। তাহাতে তাহাদের আয় বৃদ্ধি হইবে। শিক্ষকতার কাজে ভালো লোক পাওয়াই কঠিন হইবে। এইভাবে ক্রমে শিক্ষার আদর্শ অত্যন্ত অবনত হইয়া পড়িবে।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত পল্লীগ্রামের শিক্ষকরা ৩০৲৪০৲ টাকা মাহিনাতেও কাজ করিয়াছেন। সে আয়ও সামান্য বটে, কিন্তু কায়িকশ্রমসাপেক্ষ সকল কাজেরই পারিশ্রমিক তখন ইহার চেয়েও কম ছিল। জিনিসপত্র দুর্মূল্য ছিল না বলিয়া তাহাদের মোটা ভাত মোটা কাপড় জুটিয়া যাইত। এখন আর সেদিন নাই—এখন সকল কাজের আয় শিক্ষকতার

আয়ের চেয়ে বেশী হইয়াছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্য। কাজেই জঠরের তাড়নাতেই শিক্ষকদের যে কোন কাজ গ্রহণ করিতে হইবে। নিতান্ত অলস অকর্মণ্য নিকম্মা লোক ছাড়া শিক্ষাবিভাগে কেহ কেবল ব্রতের মহত্ত্বের দোহাই দিয়া টিকিয়া থাকিবে না। এই অনুন্নতদেশে শিক্ষা ভাতকাপড় চালচুলোর মত এমন অবশ্য-প্রয়োজনীয় অপরিহার্য্য বস্তু হইয়া উঠে নাই যে, শিক্ষকরা সংঘবদ্ধ হইয়া কিছু করিতে পারিবেন। অতএব সরকারী সুবিবেচনা ও জনসাধারণের দাক্ষিণ্য ছাড়া তাঁহাদের অবস্থার উন্নতির কোন আশা নাই —দেশের সুশিক্ষারও কোন আশা নাই।

এদিকে যাঁহারা শিক্ষকদের বেতন-বৃদ্ধির দাবি করিতেছেন, তাঁহারা ছাত্রের বেতন কমাইবারও দাবি সেই সঙ্গে পেশ করিতেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে সরকারকে শিক্ষার অধিকাংশ ব্যয়ভারই গ্রহণ করিতে হয়। সরকার কিভাবে এই অর্থ সংগ্রহ করিবে, তাহাও দেখাইয়া দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, তাহাদের সন্তানের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা—যেভাবেই হউক, তাঁহাদেরই শেষ পর্য্যন্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। তাঁহারা যদি সুবিবেচনা ও দাক্ষিণ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ছাত্রদের বেতনের হার না বাড়ান—তবে অভিনব কর (tax) হিসাবে ঐটাকা দিতে হইবে। শিক্ষকদের যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হইলে, এত বেশী টাকার প্রয়োজন যে, অন্য খাতের সরকারী ব্যয় যথাসম্ভব কমাইলেও তাহার যৎসামান্য অংশের পূরণ হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি ও মর্য্যাদারক্ষা শেষ পর্য্যন্ত জনসাধারণের উপরই নির্ভর করিতেছে। জনসাধারণ যদি শিক্ষকদের পক্ষে দাঁড়ায় এবং সরকারকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

তবে একথাও ঠিক যে, সভ্যদেশে সরকারী ব্যয় সবচেয়ে বেশী হওয়া উচিত শিক্ষারই জন্য। কারণ, শিক্ষার উপরই দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ সমুন্নতি নির্ভর করিতেছে—বিশেষতঃ স্বাধীনতা-রক্ষা ও স্বাধীনতার দায়িত্বভার বহনের যোগ্যতা-অর্জ্জন একমাত্র সুশিক্ষার উপরই নির্ভর করিতেছে।

সরকার যদি শিক্ষার ভার বহন করেন, তবে আমরা সরকারকে বলিব—অনুপযুক্ত লোকদের শিক্ষাবিভাগ হইতে সরাইয়া দিন ; যাহারা অন্য কোন কাজের উপযুক্ত নয় বলিয়া গত্যন্তরহীন হইয়া শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছে, অথবা অধিকতর লাভজনক সুযোগের প্রতীক্ষায় শিক্ষকতা করিতেছে, তাহাদের বিদায় দিন ; একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী ও সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিদেরই শিক্ষকপদে নিয়োগ করুন ; খুব সতর্কতার সহিত বাছাই করিয়া, বাছাই করিয়া লোক নিয়োগ করুন ; তাঁহাদের রীতিমত খাটাইয়া লউন, কিন্তু তাহাদের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা ও সামাজিক মর্য্যাদা রক্ষা বিষয়ে কার্পণ্য করিবেন না। শিক্ষাবিভাগে আকর্ষিক ব্যবস্থা থাকিলে উপযুক্ত লোকেরা অন্য বৃত্তি গ্রহণ করিবে না, অথবা শিক্ষকতা করিতে করিতে বৃত্ত্যন্তরের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষা

শ্রীকিতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-টি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে সমস্ত পাঠ্য বিষয় নির্ধারিত হইয়াছে, 'স্বাস্থ্যরক্ষা' ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষার্থী যদি স্বাস্থ্যবান না হয়, তাহা হইলে বিদ্যালয়ে কোন বিষয় শিক্ষাদান করিবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে এবং তাহাতে সময় অযথা নষ্ট হইবে।

'স্বাস্থ্যরক্ষা'কে পুঁথিগত বিষয়রূপে গণ্য না করিয়া কর্ম-তৎপরতা-রূপে গ্রহণ করিলে অধিক কার্যকরী হইবে। শিক্ষার্থীর পিতামাতা বা অভিবাবক, গৃহ ও পল্লীর সহিত সহযোগ স্থাপন করিয়া ইহা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। শিক্ষার্থী যদি স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার ভিতর বাস করিবার সুযোগ না পায় বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকে বা প্রয়োজনানুসারে পুষ্টিকর খাদ্য না পায়, তাহা হইলে সে স্বাস্থ্যবান হইবে কিরূপে?

যে শিশু উপযুক্ত খাদ্য পায় না, সে বিদ্যালয়ে আসিয়া কি করিবে? বিদ্যালয়ে উপস্থিতির দ্বারা তাহার উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা আদৌ নাই। কাজেই যেখানে প্রয়োজন এবং সম্ভবপর, বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই খাদ্য শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত ব্যবস্থার দ্বারা প্রস্তুত করান আবশ্যক। যদি বিদ্যালয় হইতে খাদ্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়, শিশু যাহাতে গৃহ হইতে খাদ্য বিদ্যালয়ে লইয়া আসে, সে ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে। শিশু গৃহে কি প্রকার খাদ্য খাইয়া থাকে, তাহা শিক্ষক দেখিবার ও জানিবার সুযোগ পাইবেন। কোন্ প্রকার খাদ্য বর্দ্ধনশীল শিশুর পক্ষে আবশ্যক এবং কি উপায়ে পুষ্টিকর খাদ্যের দ্বারা শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে, এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক অভিভাবককে পরামর্শ ও উপদেশ দিতে পারেন। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে গেলেই যে অতিরিক্ত অর্থব্যয় হইবে, তাহা মনে করা উচিত নয়—শিশু সচরাচর যে খাদ্য খাইয়া থাকে, তাহার ভিতরেই পরিমাণমত ও যথাসময়ে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। গৃহ হইতে শিশু যে খাদ্য আনিবে, তাহা খাওয়ার জন্য বিদ্যালয়ে একটি নির্দিষ্ট ও উপযুক্ত স্থান থাকা আবশ্যক, যেখানে শিশু যথানিয়মে সেই খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে। এস্থলে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি—বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য বিদ্যালয়ে আনিতে পারে। তাহাতে প্রথম অবস্থায় প্রত্যেকেরই একসঙ্গে গ্রহণ করিতে একটু সঙ্কোচ বোধ হইতে পারে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই সঙ্কোচের ভাব কাটিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষা

যে বিদ্যালয়-গৃহে শিশু দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে, তাহা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-সম্মত, আলোবাতাস-সম্বলিত ও উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইহা সাধারণ ও স্বাভাবিক ধরনেরই হইবে—পল্লীজীবনের সহিত সামঞ্জস্য-পূর্ণ হইবে; তবে তাহাতে যথাযোগ্য স্নান-সঙ্কুলান, উপকরণ, বিশুদ্ধ পানীয় জল, খেলার মাঠ, ইত্যাদির বন্দোবস্ত যেন থাকে। বিদ্যালয়-গৃহের ও শিশুর পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার জন্য শিক্ষককেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। শিশু যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়, ইহার জন্য গৃহ এবং অভিভাবকের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। প্রথম অবস্থায় ইহা সম্ভব নাও হইতে পারে, কেননা সকলেই গতানুগতিকভাবে চলিয়া আসিতেছে। শিশু যাহাতে বিদ্যালয়ে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া কার্য্যে মন দেয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সকল শিশুকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া শিক্ষকগণ শিশুদিগের সাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা —যেমন, পোষাক-পরিচ্ছদ, চুল, দাঁত, হাত-পা ও নখ, ইত্যাদি—মোটামুটিরূপে পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন এবং যাহাকে অপরিষ্কার অবস্থায় দেখিবেন, তাহাকে পরিষ্কার হইয়া শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করিতে হইবে। বিদ্যালয়-গৃহ ও চতুর্দ্দিকের স্থানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধেও সজাগ থাকিতে হইবে। শিশু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিল, কিন্তু বিদ্যালয়গৃহ ও চতুর্দ্দিকের স্থান অপরিষ্কার—ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। মোট কথা, সর্ব্ববিষয়ে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হইবে। বক্তৃতা বা উপদেশ দিয়া স্বাস্থ্যবান করিয়া তোলা সম্ভব নহে—ইহা অভ্যাস ও অনুশীলনের বিষয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভ্যাস ও অনুশীলনের দ্বারাই আয়ত্ত করা সম্ভব। শিশুর নিজের আকৃতি, শ্রেণীকক্ষ, পুস্তক, সরঞ্জাম ও বিদ্যালয়-গৃহের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করিতে পারিলে—অর্থাৎ শিশুর নিকট এই সকল বিষয় বা বস্তু যদি আকর্ষণের ব্যাপার হয়—তাহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে কার্য্যকরীরূপে কতকটা শিক্ষাদান করা যাইতে পারে। ইহাও অসম্ভব হইলে, শিশুর দ্বারা বিদ্যালয়-গৃহের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করান, ছবি টাঙ্গান ও ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করান ইত্যাদি হাতে-কলমে কার্য্যের ভিতর দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে তাহাকে খানিকটা ধারণা দেওয়া যাইতে পারে। এই বিষয়ে শিশু হয়ত উপযাচক হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না; শিক্ষক অগ্রণী হইয়া তাহাকে উৎসাহ দান করিতে পারেন। প্রথম অবস্থায় শিক্ষককে অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া এই সকল কর্ম্মে শিশু প্রবৃত্ত হইবে এবং ক্রমে ক্রমে নিজেই এই সকল কর্ম্ম উৎসাহের সহিত করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিদ্যালয়ে শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি ও যত্ন রাখিবার অন্যান্য দিকও রহিয়াছে। শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলেই রোগ নিবারণ হয় না—শিশুজীবনের প্রত্যেক স্তরেই নিয়মিত স্বাস্থ্য-পরীক্ষা, তত্ত্বাবধান এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। প্রত্যেক

শিশুর জন্য স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ফলাফলের বিবরণ এবং চিকিৎসা-ব্যবস্থার নির্দেশ বিদ্যালয়ে উপযুক্তরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে শিক্ষকগণ শিশুর অভিভাবককে এই সকল বিষয় জ্ঞাত করাইতে পারেন। শুধু জ্ঞাত করাইলেও চলিবে না; যাহাতে অভিভাবক তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন, সে বিষয়েও পরামর্শ ও উপদেশ দিতে হইবে। অবশ্য আদর্শ ব্যবস্থায় বিদ্যালয়েই চিকিৎসা ও শুশ্রূষার বন্দোবস্ত থাকিবে—তাই বলিয়া শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিভাবকের কোন দায়িত্বই থাকিবে না, ইহা মনে করা ঠিক নয়। বিদ্যালয়ে চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারী থাকিবেন। তাঁহারা শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সর্ব্বদাই দৃষ্টিবান থাকিবেন। এই বিষয়ে শিক্ষকগণেরও কতকটা দায়িত্ব থাকা আবশ্যক। সুতরাং শিক্ষানবিশীর সময় যাহাতে শিক্ষকগণকে এই সকল বিষয় অন্ততঃ প্রারম্ভিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। তাহা হইলে শিক্ষক চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারীকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিবেন। শিক্ষকের সহিত ইঁহাদের যোগাযোগ থাকা অতীব প্রয়োজন। তাহা না হইলে শিক্ষাদান-কার্য্যে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা।

বলা বাহুল্য, শিশুর শারীরিক সুস্থতা সকল প্রকার শিক্ষার ভিত্তি। সুতরাং শিক্ষকগণ সর্ব্বদাই এই বিষয়ে তৎপর থাকিবেন। শ্রেণী-কক্ষে গতানুগতিকভাবে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়ে শিক্ষাদান শিশুর পক্ষে অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর পূর্ব্বে কোন শ্রেণীতেই "শ্রেণী-বিষয়" রূপে ইহা স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষাদান করার কোন সার্থকতা নাই। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বাঞ্ছনীয়—অভ্যাস-গঠন ও ইহার অনুশীলন এবং যেখানে সেখানে থুথু বা সর্দ্দি ফেলা, পড়া বা বসা বা দাঁড়ানোর ভঙ্গী ইত্যাদিতে ত্রুটি সংশোধন। স্বাস্থ্য-হানিকর অভ্যাস ত্যাগ করা সম্বন্ধে সুযোগ পাইলেই শিক্ষক নির্দ্দেশ ও উপদেশ দিবেন এবং হাতের কাজ বা গল্প বলার সময় পরোক্ষভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সৎ অভ্যাস গঠন ও তাহার অনুশীলন সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিতে পারেন।

এই বিষয়ে শিক্ষাদানের প্রকৃষ্ট উপায়—পরোক্ষভাবে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অগ্রসর হওয়া। কিন্তু শিক্ষকের সম্মুখে একটি সাধারণ আদর্শ থাকা আবশ্যক, যাহার দ্বারা তাঁহার বিশেষ নির্দ্দেশগুলি পরিচালিত হইবে। সাধারণ আদর্শটি দেশ, কাল, পাত্র ও বয়সোপযোগী হইবে। তবে বিশেষ নির্দ্দেশগুলি শিক্ষকের উপর নির্ভর করিবে; কেন না, এইগুলি শিশুর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শক্তির বৈষম্য অনুযায়ী স্বতন্ত্র হইতে পারে। শিক্ষকের উদ্দেশ্য থাকিবে শিশুর অভিজ্ঞতার সহিত বাঞ্ছনীয় ব্যবহার ও অভ্যাসের সম্বন্ধ স্থাপন করা—বিপরীত অভ্যাসগুলির উল্লেখ না করাই সঙ্গত।

প্রতিদিনই বিদ্যালয়ে শিশুদের দ্বারা হাতে-কলমে কার্য্য করাইতে হইবে। প্রথম অবস্থায় এইরূপ কর্ম্মতৎপরতার দ্বারা বিদ্যালয়ের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইবে; কিন্তু

ঐগুলি অভ্যাসে পরিণত হইলে, ক্রমে ক্রমে সময় কম লাগিবে। পাঠ্য-তালিকা-বহির্ভূত অন্যান্য বিষয়—যেমন, প্রকৃতিপাঠ, সরল বিজ্ঞান, ইত্যাদি—স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় কর্মতৎপরতার মধ্যস্থতায় শিক্ষাদান করা যাইতে পারে।

খাওয়া দাওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও ব্যবহার সম্বন্ধীয় সৎ অভ্যাস গঠিত হওয়ার পর দৈনিক ক্রত পরিদর্শন ও পরীক্ষা প্রয়োজন, যাহাতে শিশু পুনরায় বিপরীত অভ্যাসের দিকে ধাবিত না হয়। শিশু যখন ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে, তখন সুযোগমত সকল প্রকার কার্য্যের কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কেন আমরা এই কার্য্যগুলি করিয়া থাকি এবং ঐগুলি সমাধান করিবার প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে তাহাকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনের সময়, আশা করা যায়, শিশুর কতকগুলি সৎ অভ্যাস গঠিত হইবে। ইহা ভিন্নও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে প্রারম্ভিক জ্ঞানলাভ হইবে এবং সে ঐগুলির যত্ন নেওয়া সম্বন্ধে অধিক পরিমাণে সচেতন হইবে। তাহা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলেই এই বিষয়ে শিক্ষাদান কতকটা সার্থক হইবে। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি পুঁথিগত নীতি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখার কোন অর্থ বা মূল্য নাই। ব্যবহারিক জীবনে ঐ নীতিগুলির প্রয়োগ ও উপলব্ধি 'স্বাস্থ্যরক্ষা' শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

দেহ এবং চরিত্র গঠন

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী, বি-এ, বি-টি,
অবসর-প্রাপ্ত স্কুল ডিস্ট্রিক্ট ইন্‌স্পেক্টর

আমাদের স্কুল-কলেজগুলিতে বিশেষভাবে নৈতিক শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। সাহিত্যের ভিতর দিয়া এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকদিগের দৈনন্দিন দুচারিটী মৌখিক উপদেশ ভিন্ন শিক্ষার্থীদিগের বিশেষভাবে স্বাস্থ্য এবং চরিত্র গঠনের কোন ব্যবস্থা নাই। এই অভাব দূরীকরণের জন্য শিক্ষাবিভাগ মধ্যে মধ্যে মন্তব্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্থায়ীভাবে কোন ব্যবস্থা অদ্যাপি হয় নাই। ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ (ছাত্রদিগের অধ্যয়নই তপস্যা)। অতি প্রাচীনকালে ছাত্রগণ গুরুগৃহে থাকিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতেন—ইহা এখন পৌরাণিক গল্পে পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রতিগৃহে বালক-বালিকাদের শিক্ষার

মন নাই; পূজ্য ব্যক্তিদিগের প্রতি ভক্তি ও সম্মান নাই; উচ্ছৃঙ্খলতা যেন ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে; শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন যেন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি সত্য। এই স্বাধীনতা কোন্ কাজে লাগাইব, তাহা আমরা এখনও স্থির করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না এবং এই স্বাধীনতা পাইয়া আমরা লাভবান অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, তাহা বুঝা যাইতেছে না। Professer Blackie তাঁহার Self-culture নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "স্বাধীনতা দ্বারা আমরা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবার স্থান পাইয়াছি, কিন্তু কি অভিনয় করিব তাহা জানা আবশ্যক। কোন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি হইতে হইলে, প্রথমতঃ আইনানুবর্ত্তী হইতে হইবে। নিজের ব্যক্তিগত জীবনে নিশ্চয়ই স্বাধীনতা থাকিবে। পোপের ন্যায় কোন ব্যক্তি সর্ব্বোচ্চ আসনে উপবিষ্ট থাকিতে পারেন বটে—কিন্তু তথাপি তাঁহাকে সকলের দাসানুদাসভাবে জীবন-যাপন করিতে হয়। আদেশ ও আদেশানুবর্ত্তিতা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু একটী নিঃসন্দেহে আর একটীর শিক্ষাস্থল। নিয়োক্তা নিয়োক্তার প্রীতিভাজন হইতে হইলে যুবক কর্ম্মচারীকে ঠিক সময়ে এবং নির্ভুলভাবে কাজ করিতে হইবে। নিজের ইচ্ছামত কাজ করিলে চলিবে না।"

আমাদের দেশের আশা-ভরসাস্থল যুবকগণকে যদি সৎপথে পরিচালিত করিবার কোন ব্যবস্থা না হয়, তবে আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে থাকিয়া যাইব এবং পুনরায় দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইব। এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। ইংরাজ আমাদের দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন সত্য। কিন্তু বিজ্ঞ, মহানুভব ও দূরদর্শী ইংরাজগণ আমাদের জন্য যে সমস্ত মূল্যবান জিনিষ তাঁহাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিলে আমাদের মহা ক্ষতি হইবে। এজন্য যুবক বন্ধুগণের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই, যেন তাহারা ভুল পথে চালিত হইয়া এই সমস্ত মূল্যবান জিনিষ ত্যাগ না করেন। এই প্রবন্ধে এবং পরবর্ত্তী প্রবন্ধসমূহে লেখক যুবকদিগের জন্য শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং পাইবেন। প্রথমতঃ ইংরাজ ও অন্যান্য মনীষীদিগের বাণী তাঁহাদের নিজের ভাষায় যেরূপ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া, পরে তাহার ভাবার্থ বাঙ্গালাতে ব্যক্ত করা হইতেছে। এগুলি যত্নের সহিত কণ্ঠস্থ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিলে, নৈতিক জীবন অনেক পরিমাণে গড়িয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা যায়। কাশীধামে একজন সাধু বাস করিতেন। তিনি সারাজীবন ধরিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগ যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, " 'সদা সত্য কথা বলিবে', 'চুরি করা বড় দোষ' ইত্যাদি অনেক

উপদেশ আছে, কিন্তু এগুলি শুধু পড়ে গেলে কি উপকার হ'বে; এই সমস্ত উপদেশ অনুযায়ী চরিত্র গঠন করতে পারলে তবেই এই পুস্তক পড়া হ'লো। তোতা পাখীর মত কতকগুলি উপদেশ বাক্য মুখস্থ করে রাখলে কোন ফল হ'বে না। এই সমস্ত উপদেশ অনুযায়ী চরিত্র গঠন করা আবশ্যক।"

প্রথম পরিচ্ছেদ

শরীর গঠন

দীর্ঘজীবী হওয়ার উপায়

"Great temperance, open air,
Easy labour, little care."

ভাবার্থ :—আহার-বিহারে সংযম, মুক্তবায়ু সেবন, পরিমিত পরিশ্রম এবং দুশ্চিন্তা বর্জ্জনে মানুষ দীর্ঘজীবন লাভ করে।

"Our motto should be plain living and high thinking to ensure long life."—ভাবার্থ :—বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া মিতমিতভাবে সাদামাটা জীবনযাপন করিয়া এবং উন্নত চিন্তাদ্বারা আমরা দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারি। ইহাই যেন আমাদের আদর্শ নীতি হয়।

"মুক্ত বায়ু, স্বচ্ছ জল, টাট্‌কা ফল আর সূর্য্যকিরণ—এই চারিটী শ্রেষ্ঠ জীবন-দাতা।"

"বেড়াও যদি ভোরের বেলা,
থাকবেনা আর রোগের জ্বালা।"

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অন্ততঃ একঘণ্টা প্রতিদিন মুক্ত বাতাসে বেড়ান স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর।

"Impure air can never make pure blood, and impure blood corrupts the whole system."

দূষিত বায়ু কখন বিশুদ্ধ রক্ত প্রস্তুত করিতে পারে না এবং দূষিত রক্ত সমস্ত দেহকে নষ্ট করে।

"সকাল বিকাল নিকাল দেয়
তার কড়ি না বৈদ্যে খায়।"

প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিলে ব্যারাম হইতে পারে না।

"Cheerfulness is a most important factor in the maintenance of health."

ভাবার্থ :—আনন্দই প্রাণশক্তির পরিপোষক এবং স্বাস্থ্যের সহায়ক। বিষণ্ণ মন স্বাস্থ্যের প্রতিকূল।

"কুচিন্তা যার নিশিদিন
দিন দিন তার দেহ ক্ষীণ।"

"Nature is never like soft-hearted human master over-merciful in her treatment."

ভাবার্থ :—প্রকৃতি কখনও কোমলহৃদয় প্রভুর ন্যায় অধীন ব্যক্তির সহিত ব্যবহার করে না। প্রকৃতির নিয়মভঙ্গ করিলে শাস্তি অবশ্যই পাইতে হইবে।

"The man who eats in a hurry loses both the pleasure of eating and the profits of digestion."

ভাবার্থ :—যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি আহার করে, সে খাদ্য-দ্রব্যের আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হয় এবং হজমশক্তি নষ্ট করে।

"To engage both the brain and the stomach at the same time is to enfeeble both."

ভাবার্থ :—মস্তিষ্ক ও পাকস্থলীকে একই সময়ে কার্য্যরত রাখিলে উভয়ে দুর্ব্বল হইবে। এজন্য আহারের সময় কিংবা অব্যবহিত পরে মস্তিষ্ক চালনা করা উচিত নয়।

"Variety of food is necessary. The stimulus of novelty that goes along with variety sharpens the appetite."

প্রতিদিন একই জিনিষ আহার করা উচিত নয়। ইহাতে পরিপাক-শক্তির ব্যাঘাত হয়।

"Regular physical and mental exercise and occasional fasting is good for health."

ভাবার্থ :—নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম এবং মাঝে মাঝে উপবাস দ্বারা শরীর দৃঢ় ও রোগমুক্ত হয়।

"We should eat to live and not live to eat."

ভাবার্থ :—বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আহার আবশ্যক। খাওয়ার জন্য জীবনধারণ নয়। জ্ঞানী ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি কখন ভোজন-বিলাস আকাঙ্ক্ষা করেন না। কেবল জীবন ধারণ করিবার জন্য আহার করেন।

"If you would be healthy, be good, and if you would be good, be wise, and if you would be wise, be devout and reverent, for the fear of God is the beginning of religion".

ভাবার্থ :—যদি তুমি স্বাস্থ্য লাভ করিতে চাও তবে সচ্চরিত্র হও এবং যদি সচ্চরিত্র হইতে চাও তবে জ্ঞানী হও এবং জ্ঞানী যদি হইতে চাও তবে ভগবৎ-ভক্ত হও, কারণ ঈশ্বর-ভীতি হইতেই জ্ঞানের উন্মেষ হয়।

উপরি-উক্ত উদ্ধৃত ইংরাজি অংশগুলি বেশীর ভাগ Prof. Blackie's Self-culture নামক পুস্তক হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে লেখক মানসিক ও নৈতিক উন্নতি করিবার উপায় সম্বন্ধে নিজ লেখকদিগের মন্তব্য প্রকাশ করিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিতেছেন।

বৃটেনে প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা

লেখক—ডাঃ জর্জ গ্রেটন

(ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস কর্তৃক প্রেরিত)

এই বৎসর বৃটেনে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা প্রায় ৫৫,০০,০০০ এবং আশা করা হয় যে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে ছাত্র-সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে।

তার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ ১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইন অনুসারে ছেলেমেয়েদের স্কুল পরিত্যাগের বয়স এক বৎসর বৃদ্ধি করা হয়েছে, ফলে এই বৎসর অতিরিক্ত ছাত্র সংখ্যা হয় ৩,৫০,০০০। দ্বিতীয়তঃ গত মহাযুদ্ধের সময় বহু সংখ্যক শিশুর জন্ম হওয়ায় এই বৎসর স্কুলের নিম্ন শ্রেণীগুলিতে পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশুর সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমান শতকে বিবিধ শিক্ষা-আইনের মধ্য দিয়ে বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচলন করে বৃটেনের শিক্ষা-পদ্ধতির অনেক উন্নতি হয়েছে। এই শিক্ষা-পদ্ধতির উদ্দেশ্যই হল বৃটেনের "ভবিষ্যৎ নাগরিকদের" সকলকে শিক্ষালাভের সমান সুযোগ দেওয়া এবং পিতামাতার অর্থাভাবের জন্য যাতে কেউই এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা।

সেই জন্য প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের তালিমী ব্যবস্থার দিকে বিশেষ নজর রাখা হয়েছে। বর্তমানে ২,০০,০০০-র বেশী পুরুষ ও নারী প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করছেন এবং আগামী বৎসর যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা অনুযায়ী নূতন তালিমী ব্যবস্থায় শিক্ষক সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। এ পর্যন্ত এই বিভাগে নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যাই বেশী ছিল কিন্তু স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অধিক সংখ্যায় নারী শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। সেইজন্য বৃটেনের শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষগণ নারী শিক্ষয়িত্রীর আনুপাতিক হার নির্দিষ্ট করেন, এবং এই কাজের উপযোগী করে নেওয়ার জন্য ট্রেনিং কলেজে প্রতি বৎসর ৮,০০০ মহিলার বিশেষ শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন।

নারী শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজনীয়তা

এর পর আর একটি প্রয়োজনীয় জিনিস হল স্কুল-গৃহ। বর্তমান স্কুলের গৃহগুলির অধিকাংশই আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার উপযোগী নয়। যুদ্ধের সময় এইদিকে বিশেষ উন্নতি

করা সম্ভব হয়নি এবং শিক্ষকরাও বড় বড় সহর থেকে গ্রামে গিয়ে নানা বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে স্কুল চালাতে বাধ্য হন। কিন্তু যুদ্ধশেষে শিক্ষামন্ত্রী বিভাগের সাহায্যে পুরাণো অব্যবহার্য গৃহগুলি ধ্বংস করে অনেক সুন্দর সুন্দর স্কুলগৃহ তৈরী করা হয়েছে। গত বৎসর বৃটেনে গৃহ নির্মাণের জন্য মঞ্জুরীকৃত বরাদ্দ অর্থপরিমাণ ছিল ৩৪,২৪,০০,০০০ টাকা এবং এই বৎসর তার পরিমাণ আরও বেশী হবে বলে অনুমান করা হয়।

বৃটেনে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল লেখা, পড়া বা অঙ্কই শেখানো হয় না, ছেলেমেয়েদের পারিপার্শ্বিক জগৎ এবং মানব-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্যক পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় যাতে তারা উত্তরকালে দশের একজন হয়ে আপন কর্তব্য সম্পাদনের প্রেরণা পেতে পারে। শিক্ষকদের নূতন নূতন শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়। তা ছাড়া ছেলেমেয়েদের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে দেশের শ্রমশিল্প সম্বন্ধীয় নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, কারণ এদের মধ্যে অনেকেই হয়ত পরবর্তী জীবনে শ্রমশিল্পে যোগদান করতে পারে। উপরন্তু তারা যে অঞ্চলে বাস করে তার ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য এবং স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধেও শিক্ষালাভ করে। চলচ্চিত্র সাহায্যে শিক্ষাদানের উপযোগিতা উপলব্ধি হওয়ায় সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে এবং সেজন্য শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নূতন পদ্ধতি

কিন্তু কেবলমাত্র স্কুলে যাতায়াত ও নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ থাকাই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার চরম নয়, শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুপেক্ষণীয়। তাই শিক্ষাদান ছাড়াও স্কুলগুলির আর একটি দিক আছে, সেটা কল্যাণের দিক, ছেলেমেয়েদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি-সাধনই তার প্রধান লক্ষ্য। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ নিয়মিত স্কুল পরিদর্শন ক'রে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে থাকেন। তা ছাড়া অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার সমস্ত রকম সুযোগ পেয়ে থাকেন। মায়েদের পক্ষে এ একটা মস্ত বড় আনন্দের কথা যে, স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যাহ্ন ভোজন সম্বন্ধে আর তাদের চিন্তা করতে হয় না। এই আহার-ব্যবস্থা যুদ্ধের সময় প্রচলন করা হয়, এবং এখন বৃটেনের স্কুলের প্রায় অর্ধেক ছাত্রই স্কুলে তাদের মধ্যাহ্ন ভোজন গ্রহণ করে থাকে। অদূর ভবিষ্যতে স্কুলগুলিতে আরও ১,০০০ ভোজনালয় খোলা হবে।

যুদ্ধোত্তর বৃটেনে সমাজ-মঙ্গলের ব্যাপক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে, সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে প্রত্যেকের জীবনের মঙ্গলামঙ্গলের সমস্ত রকম দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শিক্ষার দায়িত্ব তার মধ্যে প্রধানতম বলে স্বীকৃত হয়েছে। বৃটেনের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, হীনতম পরিবেশের মধ্যে জীবন আরম্ভ করেও অনেকে মহত্বের অধিকারী হয়েছেন। সেইজন্য বৃটেনের কর্তৃপক্ষগণ 'কাউন্টি

সমাজ-মঙ্গল ব্যবস্থা

শিক্ষা সমিতির' সাহায্যে যে সব ছেলেমেয়েরা প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে তাদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিচ্ছেন। প্রয়োজন মত তাদেরও সমস্ত বৈষম্য দূর করে সকলের সঙ্গে সমান সুযোগ ও সুবিধা দিয়ে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা শেষে মাধ্যমিক এবং পাব্‌লিক স্কুলে পড়ানো হয়, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং এমন কি পোষ্ট-গ্রাজুয়েট গবেষণা বিভাগে তাদের উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়।

যারা পড়াশুনায় অনুন্নত তাদেরও অবহেলা করা হয় না। সাধারণ শিক্ষার গণ্ডির মধ্যে না এনে, তাদের মধ্যে কেবল পড়াশুনার অভ্যাস জন্মিয়ে দেওয়াই শ্রেয় বলে বিবেচিত হয়। বৃটেনে এই ধরণের ছেলেদেরও সুযোগ কম নেই। নানা রকম বৃত্তি শিক্ষা ক'রে বা বিভিন্ন শ্রমশিল্পে শিল্প বিষয়ক ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ ক'রে তারাও জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে পারে।

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বৃটেনের প্রত্যেক শিশুর ভাবী জীবনের সম্ভাবনাকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করার কাজে শিক্ষকদের কর্তব্যনিষ্ঠা এবং সহযোগিতা আজ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়।

শিক্ষা ও শিক্ষক

সাধারণতঃ আমাদের দেশে শিক্ষার প্রসঙ্গ আলোচনাকালে আমরা সমধিক মনোযোগ দিই শিক্ষার্থীদের উন্নতির দিকে—আমাদের ছেলেমেয়েরা সুশিক্ষিত, সদাচারসম্পন্ন ও উচ্চাদর্শবিশিষ্ট হইবে কি করিলে, দেশ ও জাতি তাহাদের চরিত্র এবং কর্মশক্তির প্রভাবে বরণীয় হইবে কি ভাবে, ইহাই আমাদের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, বিষয়গুলি চিন্তার যোগ্যই— জাতির ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল যে তরুণ সমাজ, তাহাদিগকে সুশিক্ষিত ও মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করার দ্বারাই জাতি বাঁচে ও বড় হয়। কাজেই শিক্ষা-সংস্কারের যে কোনও প্রচেষ্টার পথেই শিক্ষার্থীর উন্নতির কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়া সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু দেশের এই ভরসা-স্থলদের শিক্ষা দিবার, গুণে কর্মে ও মনুষ্যত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার দায়িত্ব যাহাদের হাতে ন্যস্ত, সেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের কথাও যে সমান চিন্তনীয়, ইহা আমরা বড় একটা মনে করি না। তাঁহাদের কাছে আমরা নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, প্রজ্ঞা ও কর্মসাধনার অক্লান্ত আদর্শ প্রত্যাশা করিতেই অভ্যস্ত। বলা বাহুল্য, এরূপ প্রত্যাশা করাও অন্যায় নয়—বাস্তবিকই দেশের সামগ্রিক নরনারীর জীবন-গঠনের

তার যাহাদের হাতে হস্ত, গুণে কর্ম্মে তাঁহাদের সভাই উচ্চ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া আবশ্যক. কিন্তু নিছক প্রত্যাশার দ্বারাই কোন জিনিস পাওয়া যায় না—আদর্শ শিক্ষকও আমরা কেবলমাত্র প্রত্যাশা করিয়াই পাইতে পারি না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীও সামাজিক মানুষ, সমাজবদ্ধ জীবনের সর্ব্ববিধ চাহিদাই তাঁহাদিগকে মানিয়া চলিতে হয়, আর সেজন্য অর্থেরও প্রয়োজন হয় তাঁহাদের। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে স্বল্পতম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কঠিনতম এবং সর্ব্বাপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ কাজ যদি কাহাকেও করিতে হয় তো সে এই শিক্ষক-সমাজের। স্বভাবতঃই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করিয়া কাহারও ব্যয়সঙ্কুলান হয় না—তাই গৃহশিক্ষকের কাজ করিয়া বা অন্যান্য বৃত্তির অনুসরণ করিয়া তাঁহাদিগকে আয়ের অঙ্ক বাড়াইতে হয়। এইভাবে অর্থের ধান্দায় তাঁহাদিগকে দিবারাত্রি টো টো করিয়া বেড়াইতে হয়, নিছক শিক্ষকতা-বৃত্তিকে ঐকান্তিক-নিষ্ঠায় আঁকড়াইয়া থাকারই বা তাঁহাদের উপায় কোথায়, আর দেশের তরুণ সমাজকে শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ করিয়া তোলারই বা অবকাশ কোথায়? কাজেই শিক্ষকতা-বৃত্তিও আজ অবস্থা বিপাকেই আর পাঁচটা চাকুরীর মতো একটা চাকুরীতে পরিণত হইয়াছে এবং মান-মাহিমার বিনিময়ে কোনমতে এই চাকুরী বজায় রাখাই হইয়াছে সমাজের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহার ফলে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা যে তাহার উপর তলার আয়োজনকে ব্যর্থ করিয়াই তলায় তলায় ধ্বসিয়া যাইতেছে, ইহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিবেন।

এজন্যে শিক্ষককে দায়ী করিলে চলিবে না, সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তা আদর্শ হিসাবে মহৎ হইলেও, এই আদর্শের সম্মান রাখিতে গ্রাসাচ্ছাদনের ন্যূনতম যে ব্যবস্থাটুকু থাকা চাই, তাহা লাভের সুযোগ এদেশে শতকরা পাঁচজন শিক্ষকেরও জোটে না। একমাত্র সরকারী স্কুল এবং স্বচ্ছল বে-সরকারী স্কুল কয়টি ছাড়া বেশীর ভাগ স্কুলেই শিক্ষকের বেতনের হার শোচনীয়ভাবে কম। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাত-আট টাকা বেতনের শিক্ষকই সর্ব্বাধিক, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পনেরো-কুড়ি টাকা সর্ব্বনিম্ন বেতনের পরিসর অতি দীর্ঘ, হাই স্কুলেও কুড়ি-পঁচিশ টাকা বেতনের শিক্ষকের দৃষ্টান্ত খুব কম নহে। সাধারণতঃ গ্র্যাজুয়েট ও গ্র্যাজুয়েটোত্তর শিক্ষকদের বেতনের হার চল্লিশ হইতে পঞ্চাশের মধ্যে। ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের ভাগ্যে ইহার উপর আর দশ-পনেরো টাকা জোটে। মোটামুটি ভাবে ইহাই এদেশে শিক্ষক-বেতনের প্রচলিত হার। কতিপয় ভাগ্যবান হয়তো ইহার অধিক পাইয়া থাকেন, কিন্তু সমগ্র সংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয় মাত্র। যুদ্ধপূর্ব্বকালে এই বেতন ও ইহার সহিত জীবন বীমার দালালি, প্রাইভেট টিউটারী, ক্যানভাসারী ইত্যাদি হইতে লব্ধ টুকিটাকি আয় জোড়া দিয়া তাঁহারা কোনমতে চালাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধকাল ও যুদ্ধোত্তর কালের ক্রমবর্দ্ধমান কালোবাজারের মুখে এই আধে দিন চলা শুধু অসম্ভব নয়, অভাব্য। আজিকার বাজারে যে কোন কারখানার মজুর

বা সওদাগরী কারবারের দারোয়ানও ভাতা ইত্যাদি সহ সর্ব্বনিম্ন বেতন পঞ্চাশ-ষাট টাকা পাইয়া থাকে—মিস্ত্রী ও কারিগর শ্রেণী, অথবা ফড়িয়া ও ফেরিওয়ালা শ্রেণী কম করিয়াও মাসে শতাধিক টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে—তথাপি এই সকল মহলে মজুরী-বৃদ্ধির দাবী প্রতিনিয়তই উঠিতেছে। এমন দিনে সহায়বন্ধু সর্ব্বপরিত্বসম্পন্ন ভদ্র নরনারী এই সকল শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর দিন-যাপনের সমস্যা কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। পুত্র-কন্যার শিক্ষা, মেয়ের বিবাহ, রোগের চিকিৎসা, বাড়ীভাড়া, খাওয়া-পরার খরচ —এগুলির যতটুকু ব্যয় না করিলে নয়, তাহা করিতেও একজন গৃহস্থের ন্যূনতম আয় এখন অন্ততঃপক্ষে দেড়শত টাকা হওয়া উচিত। সে স্থলে শিক্ষকরা কি পান, তাহা আগেই বলিয়াছি। এ অবস্থায় শিক্ষাদান-ব্যাপারের প্রতি সত্যকার দরদ ও আন্তরিক সরঞ্জ থাকা কি খুবই স্বাভাবিক? ত্যাগের দোহাই বা সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তার আদর্শ কি বাস্তব চাহিদার মুখে হাত চাপা দিতে পারে?

স্বাধীন দেশে শিক্ষা-সংস্কারের দাবী আমরা সকলেই করিতেছি। সে দাবী অবশ্যই সমীচীন। কিন্তু সেই সংস্কারের কার্য্য সার্থকভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে চাই শিক্ষকের আর্থিক মূল্যমান বৃদ্ধি করা। ক্ষুধার্ত্ত ও সংসার-বিব্রত ব্যক্তি দ্বারা জ্ঞান বিতরণের কাজ সম্পন্ন হইতে পারে না—ক্ষুধার তাড়না অনিবার্য্যভাবেই তাঁহাকে আদর্শচ্যুত ও বিপথগামী করিবে। এজন্য কোন আন্দোলন-আলোড়ন করিতে হয়, ইহাই দুঃখের বিষয়। স্বাধীন ভারতের শাসন ও ব্যবস্থাপনের দায়িত্ব যাঁহাদের হাতে ন্যস্ত, তাঁহারা সকলেই জ্ঞানী ও প্রখ্যাত দেশনেতা। দেশের এই সুবৃহৎ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ অবহেলিত বিদ্বৎ-সমাজের প্রকৃত সমস্যা তাঁহাদের অবিদিত নয়। সার্জ্জেন্ট পরিকল্পনা নামে শিক্ষা-সংস্কারের যে খসড়া প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে অন্যান্য প্রসঙ্গের মতো শিক্ষকের বেতন-বৃদ্ধির প্রসঙ্গের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছিল। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষকদের সঙ্গত দাবী পূরণের ব্যবস্থা হইবে, ইহাই প্রত্যাশিত। শুধু আর্থিক মূল্যমান বৃদ্ধি নয়, শিক্ষকদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির এলাকাও বর্দ্ধিত হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্য প্রণয়ন, প্রশ্নপত্র রচনা, পরীক্ষা গ্রহণ, সর্ব্ববিধ ব্যাপারের মূল কর্ত্তৃত্বে অধিষ্ঠিত—এই কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর দ্বারা। কিন্তু যাঁহারা হাতে করিয়া ছেলেমেয়েদের মানুষ করেন, তাঁহাদের প্রবণতা, প্রয়োজন ও যোগ্যতার প্রকৃত স্বরূপ যাঁহারা সর্ব্বাধিক জানেন, সেই স্কুল-শিক্ষকদের এসকল ক্ষেত্রে কোন হাত নাই। ইদানীং আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল সম্পর্কীয় কমিটিতে বা এই সকল কাজে দুই চারিজন শিক্ষক মেম্বার লওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ-পরিচালনের মৌলিক কর্ত্তৃত্ব যাঁহাদের হাতে ছিল, তাঁহাদের হাতেই আছে। ইহাতে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতিই শুধু বাধা পাইতেছে না, শিক্ষকের সামাজিক

মূল্যমানও উপেক্ষিত হইতেছে। প্রতি স্কুলের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের জন্য যে সকল কমিটি গঠিত হয়, তাহাতে লোক দেখানো হিসাবে বড় বড় শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক বা মনীষী কয়েকজনের নাম সংযুক্ত থাকে, কিন্তু তাঁহারা সাধারণতঃ কেহই প্রত্যক্ষভাবে কোন দায়িত্বেই সংশ্লিষ্ট থাকেন না। পক্ষান্তরে তাঁহাদের আড়ালে দাঁড়াইয়া যাঁহারা স্কুলের উপর কর্তৃত্ব করেন, তাঁহারা শিক্ষা বিভাগ বা শিক্ষাকার্যের সহিত সচরাচর সংশ্লিষ্ট নন। ইহাদের স্থলে বিশিষ্ট শিক্ষক প্রতিনিধিদের লইয়া কমিটি গঠিত হইলে, তাহার দ্বারা অধিকতর নিপুণতা ও সাফল্যের সহিত কাজ হইবে। ভাবী শিক্ষা সংস্কারের কালে এই দিকটির প্রতিও যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, শিক্ষক সমাজের দায়িত্ব অতি মহান ও গুরুত্বপূর্ণ—এই দায়িত্ব যাঁহারা পালন করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত সুবিবেচনার কার্পণ্য করিয়া যেন এই অশান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার অধিকতর অশান্তি ডাকিয়া না আনা হয়।—যুগান্তর, রবিবার, ২০শে ভাদ্র, ১৩৫৫

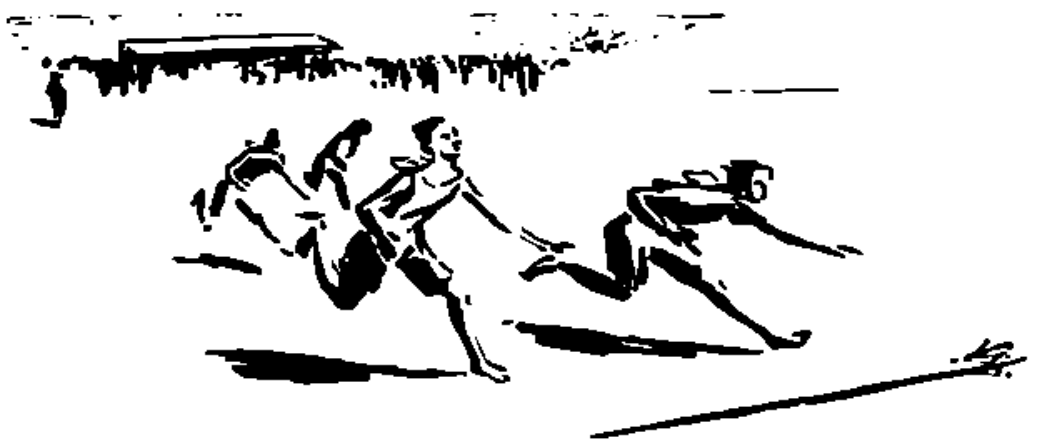

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ—

ইস্‌লামিয়া কলেজে এখন যে কোন জাতি ও ধর্ম্মের ছাত্র পড়াশুনা করিতে পারিবে, কারণ পশ্চিম-বঙ্গ সরকার এখন হইতে ইস্‌লামিয়া কলেজকে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ নামে অভিহিত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বালুরঘাট কলেজ—

বর্ত্তমান বৎসরে বালুরঘাটে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। এই কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ, আই-এস-সি ও বি-এ, বি-এস সি প্রভৃতি পরীক্ষা—১৯৪৯ সালে যে সকল ছাত্রছাত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ, আই-এস্‌সি, বি-এ, বি-এস-সি, বি-কম, বি-টি, ইত্যাদি পরীক্ষা দিবেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বাংলা ভাষায় উত্তর লিখিতে পারিবেন। কিন্তু যদি কোন প্রশ্নপত্রে ইংরেজীতে উত্তর দিবার নির্দ্দেশ থাকে, তবে তাহা ইংরেজীতেই লিখিতে হইবে। বিশেষতঃ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষায় ইংরেজীতেই উত্তর দিতে হইবে।

কোনও পরীক্ষায় উত্তর বাংলা ভাষায় লিখিতে ইচ্ছা করিলে, সেই প্রশ্নপত্রের সব উত্তরই বাংলায় লিখিতে হইবে।

সরকারী মাগ্‌গীভাতা ও পশ্চিম-বঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-সমিতি

সম্প্রতি পশ্চিম-বঙ্গের কলেজ ও বিদ্যালয় শিক্ষক-সমিতি সরকার প্রদত্ত মাসিক ১০৲ দশ টাকা মাগ্‌গীভাতা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। সরকার যেখানে ছাপাখানার কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গীভাতা মাসিক অন্যূন ২২৲ টাকা নির্দ্ধারণ করেন, সেখানে শিক্ষকের বেলা মাসিক ১০৲ মাগ্‌গীভাতা তাঁহারা কোন্ হিসাবে দিতে চাহেন, ইহার সুসঙ্গত অর্থ আমরা বুঝি না। আমাদের দেশের শিক্ষকবর্গ এতকাল সর্ব্ববিষয়ে অবহেলিত হইয়া আসিতেছিলেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম, জাতীয় সরকার সর্ব্বাগ্রে ইহাদের দুঃখ-দৈন্য মোচনের চেষ্টা করিবেন। আজ এক বৎসর জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রমিকদের সুখ-সুবিধার জন্য নানাপ্রকার আইন-কানুন তৈরী হইতেছে; কিন্তু হতভাগ্য শিক্ষকগণের কোনও ব্যবস্থার কথাই আমরা শুনিতেছি না।

পশ্চিম-বঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-সমিতির প্রস্তাবটি আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

'বাঙলার শিক্ষকের' নিয়মাবলী

১। 'বাঙলার শিক্ষক' প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করা হয়।

২। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন এবং ডাকঘরের মন্তব্যসহ আমাদের জানাইবেন।

৩। 'বাঙলার শিক্ষকে'র সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। সর্ব্বক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা কিংবা ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মণিঅর্ডার যোগে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইবেন।

৫। পত্রে এবং মনিঅর্ডার কুপনে নূতন গ্রাহক হইলে **নূতন গ্রাহক** এবং পুরাতন গ্রাহক হইলে **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না, অন্যথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬। সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার
'বাঙলার শিক্ষক'
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘের মুখপত্র
স্বাস্থ্য-সমাচার
(মাসিক পত্রিকা)
—আগামী বৈশাখে ৩৭শ বৎসরে পড়িবে—
সম্পাদক—ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি

পত্রিকায় পাইবেন—

১। বাঙ্গালার মনীষীগণ লিখিত সুস্থ সবল জাতি গঠনে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী ;

২। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত দেশ-বিদেশের সংখ্যাতালিকা (Statistics) ;

৩। গভর্ণমেণ্টের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ; দেশবিদেশের জ্ঞানগর্ভ সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য ;

৪। প্রশ্নোত্তর, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি।

বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা

কার্য্যালয়—৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা-৯

[নমুনা সংখ্যার জন্য পত্র লিখুন]

৺জ্ঞানচন্দ্র নাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত
জাতি-গঠন কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র
মাসিক
সংগঠন
নিয়মিত পাঠ করুন

নূতন দেশ ও মানুষ গড়ে তোলবার দায়িত্ব আজ আমাদের।
ভাবুন, জানুন, দেশ কি ভাবে গড়ে উঠছে, কোথায় কি সমস্যা।

প্রতি সংখ্যা ।৷৹
সডাক বার্ষিক চাঁদা ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৷৹
সম্পাদিকা—শ্রীমতী অংশুরাণী মিত্র
কার্য্যালয়—৫।২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা
পরিচালনা : সংগঠন ট্রাস্ট

সুবীর শিশু গ্রন্থমালার

পঞ্চম অর্ঘ্য

ছেলেদের আরণ্যক

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

একদিন আমাদের এই পৃথিবী ছিল অসংখ্য নদ-নদী আর উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা রূপকথার দেশ। তারপর পাহাড় কাটিয়া মানুষ গড়িল বসতি, কত নগর-নগরী—সভ্যতার কত বিচিত্র নিগড়। কিন্তু এত বিদ্যা, এত ঐশ্বর্য্য, এত বিলাসেও মানুষের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। তাই বুঝি শিশুর মধ্যে সে ক্ষণিকের বিশ্রাম চায় রূপকথার রাজ্যে। ঐ 'আরণ্যক' যেন সেই রূপকথার দেশ। অরণ্য-প্রান্তরের মানুষ কি সরল, এবং শিশুর মত কি নিরলস। তাহাদেরও রাজা আছেন; তিনি রূপকথার রাজাই বটে; চারণভূমির প্রাচীন বৃক্ষমূলে তাঁহার আসন পাতা হয়—সেখানে পথিককে পথ দেখায় রাজার নাতনির মেয়ে কিশোরী ভানুমতী। আরও আছে চিরদুঃখিনী কুন্তা—যাহার হাসিতে ঝরে মুক্তাগোটা আর আঁখিতে মানিক।

পাতায় পাতায় ছবি এবং ত্রিবর্ণের প্রচ্ছদপট

মূল্য তিন টাকা

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত

বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন

অভয়ের কথা

প্রকাশিত হইল

মূল্য চারি টাকা

—বাঙলার শিক্ষক কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে—

অবসন্ন দেহ ও মনের
পরম রসায়ন

এনারগন

বেঙ্গল কেমিক্যালকৃত
টনিক গ্লিসারোফসফেট্‌স

মৈছিক ও মান-
সিক অবসাদ ও
অপটুতা, অগ্নি-
মান্দ্য, অজীর্ণ
মাথাঘোরা প্রভৃতি
উপসর্গে বিশেষ
ফলপ্রদ।

১১

বেঙ্গল কেমিক্যাল

বাঙলার

শিক্ষকের

বিজ্ঞাপন

ব্যর্থ

হওয়ার

নয়

পূর্ববঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষার
সাধারণ পরিদর্শক
খান বাহাদুর মোহাম্মদ তাহিরুদ্দিন এম-এ, (ক্যান্টাব) প্রণীত

শিশুর মন ও শিক্ষা

মূল্য ১৷৷০ টাকা

আমাদের দেশে বুনিয়াদি শিক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে হইলে শিশুর মন ও নানা অবস্থা পরিবেশে তাহার আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই শিক্ষার নীতি ও রীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কি করিয়া শিশুর মনের রহস্য সন্ধান করিতে হয় এবং সেই আলোকে তাহার শিক্ষায় সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করা যায় এই পুস্তিকায় তাহার বৈজ্ঞানিক অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা রহিয়াছে।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক ও ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষারত শিক্ষকদের এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি প্রণীত

আমাদের ইংরেজী শেখা

প্রত্যেক শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে
অপরিহার্য্য প্রয়োজন

মূল্য দেড় টাকা

প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিস্তার বাহনরূপে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সে ভাষা এখনও আয়ত্ত হয় নাই কেন? গলদ কোথায়? এবং দূরীকরণের উপায়ই বা কি? বিশদ আলোচনা এই পুস্তকে আছে।

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Edited, printed and published by Suresh C. Das, M.A., from Abinas Press (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharamtala Street, Calcutta

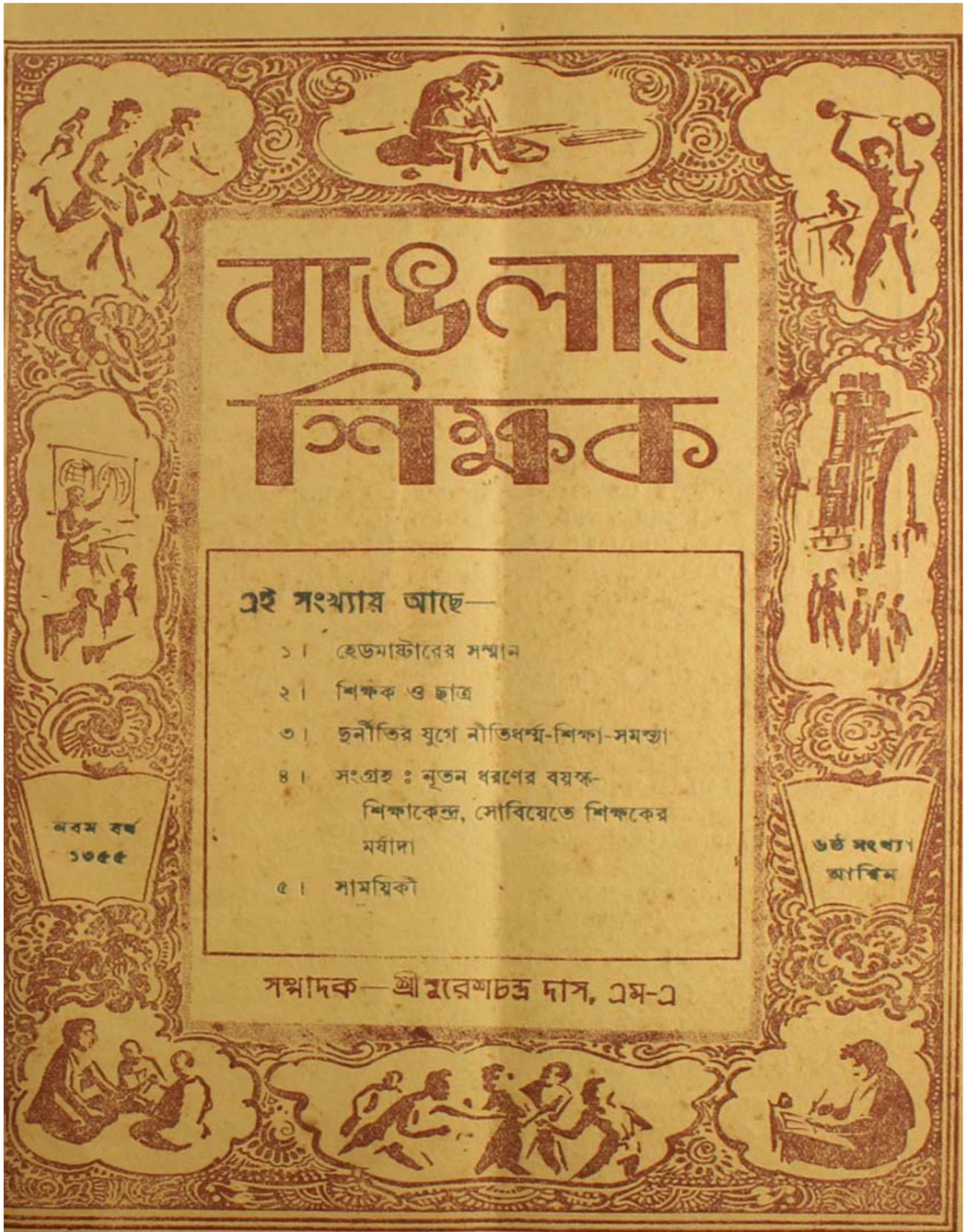

বাঙলার শিক্ষক

এই সংখ্যায় আছে—

১। হেডমাষ্টারের সম্মান

২। শিক্ষক ও ছাত্র

৩। দুর্নীতির যুগে নীতিধর্ম্ম-শিক্ষা-সমস্যা

৪। সংগ্রহ ঃ নূতন ধরণের বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র, সোবিয়েতে শিক্ষকের মর্যাদা

৫। সাময়িকী

নবম বর্ষ
১৩৫৫

৬ষ্ঠ সংখ্যা
আশ্বিন

সম্পাদক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ

বার্ষিক চাঁদা—তিন টাকা (ডাকমাশুল সহ) • প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

অমলেন্দু দাশগুপ্তের

ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী ;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার বিনাবিচারে কারারোধ। মূল্য ২৲

কমল দাশগুপ্তের

পরিচিতা

বহু পরিচিত এবং সর্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ। কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

কাজী আব্দুল ওদুদের

কবিগুরু গ্যেটে

প্রথম খণ্ড ৫৲
দ্বিতীয় খণ্ড ৪৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গাদপি গরীয়সী (প্রতি খণ্ড) ৪৲, হৈমন্তী ৩৲, লীলাঙ্গুরীয় (৪র্থ সং) ৩৲, বর্ষান্ত (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, বসন্তে (২য় সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, বরযাত্রী (৩য় সং) ২॥০, চৈতালী ৩৲, আগামী প্রভাত ৩৲, ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲

দৈনন্দিন ২॥০

প্রমথনাথ বিশী

গরে মতো ১॥০, গালি ও গল্প ১॥০
রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২য় সং) ৩৲

পরিমল গোস্বামী

মহামন্বন্তর (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲,

ব্ল্যাক মার্কেট ২৲,

দুষ্মন্তের বিচার (২য় সং) ১॥০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২॥০

সন্তোষকুমার রায়চৌধুরী

মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী (২য় সং) ১॥০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২॥০, ঘরের ঠিকানা (২য় সং) ২॥০, শতাব্দীর অভিশাপ (২য় সং) ২॥০, ক্ষুধা ২॥০ হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲

বন্ধনী (২য় সং) ২৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪৲

ছেলেদের আরণ্যক ৩৲

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

অন্তর্যামী ১॥০, সমর্পণ ১॥০, সমী ও দীপ্তি ১৲, ভুলের ফসল ২৲

শ্রীমতী বাণী রায়

পুনরাবৃত্তি ২৲, প্রেম ৩৲

স্নেহ মিত্র এম-এ

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲

প্রাথমিক শিক্ষা ২॥০

মোহিতলাল মজুমদার

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বাংলা কবিতার ছন্দ ৪৲ বিস্মরণী (৩য় সং) ৪৲ সুর-গরল ৫৲ ছন্দ-চতুর্দশী ৩৲ কাব্য-মঞ্জুষা ৩৲ জয়তু মেডাজী ৩৲ রূপকথা (২য় সং) ১৲ — সুরীর শিশু গ্রন্থমালা — বসন্তের রাণী ॥০ ছেলেদের আরণ্যক ৩৲ লক্ষ্মীর ।৵০ শিবাজী মহারাজ ১৲

জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড

১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্যাঙ্কিং-শিক্ষার্থী, ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারী

ও

সাধারণ পাঠকের উপযোগী বাংলা

ভাষায় অদ্বিতীয় গ্রন্থ

ব্যাঙ্কের কথা

বাহির হইল

গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটের

অধ্যাপক

অনাথবন্ধু দত্ত এম-এ,

এফ-আর-ই কন-এস্, এ-আই-বি (লণ্ডন)

প্রণীত

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন ঃ—

এই ধরণের পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় একান্ত বিরল। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সমাক জ্ঞান লাভে পুস্তকটি ছাত্র তথা ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীদের বিশেষ সাহায্য করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স

১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

টেলিফোন—ইষ্টালি ২০৬৪

পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষাবিভাগের স্কুল-পরিদর্শক বিশিষ্ট
শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চন্দ. এম-এ, বি-টি মহোদয়ের

—অক্লান্ত গবেষণার ফল—

বনিয়াদী শিক্ষা

বাহির হইল

বনিয়াদী শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক এবং শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তির
পূর্ণতা ঘটাইয়া জীবনের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করিয়া
তোলাই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য

—এই পুস্তকে আছে—

বনিয়াদী শিক্ষার

- উৎপত্তি-কাহিনী
- উদ্দেশ্য
- আদর্শ
- পাঠ্যতালিকা
- সমালোচনা প্রভৃতি

প্রত্যেক শিশু-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের পক্ষে এই
গ্রন্থ অপরিহার্য্য ও অমূল্য সম্পদ

মূল্য তিন টাকা মাত্র

'বাঙলার শিক্ষক' কার্য্যালয়ে—১১৯, বর্ণতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—পাওয়া যাইবে

সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি

—উৎকৃষ্ট গল্প-সংগ্রহ—

জগদীশ গুপ্তের

মেঘাবৃত অশনি—২৷৷০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

কলিকাতা-নোয়াখালী-বিহার—২৲

সম্পূর্ণ অ-সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে কলিকাতা, নোয়াখালী এবং বিহারের অশান্তির চিত্র।

প্রমথনাথ বিশীর

অভিনব কাব্য-গ্রন্থ

অকুন্তলা—২৷৷০

রোমান্স ও হাস্যরস মিশ্রিত

কাহিনী ও অন্যান্য শ্রেণীর কাব্য

বাঙলার শিক্ষক কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে

স্বাধীন রাষ্ট্রের শিক্ষা-সম্পর্কীয় কয়েকখানা গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক

লেখক :—খান বাহাদুর আবদুল হাকিম, এম-এ (ক্যান্টাব)

THE RECONSTRUCTION OF SCHOOL EDUCATION

Just Published

The best book on the subject of educational needs of our free country.

Price **Re. 4**

আধুনিক শিক্ষক

বহুল সমাদৃত পুস্তকের সদ্য প্রকাশিত ও উন্নততর চতুর্থ সংস্করণ

মূল্য ৩।০

গ্রামের উন্নতি

সদ্য প্রকাশিত ৪র্থ সংস্করণ

মূল্য ২।০

শিশুর মন ও শিক্ষা

১ম সংস্করণ, মূল্য ১।০

প্রকাশক : **আসাদুল হাকিম**

"AZIM VILLA"

New Secretariat Road, P. O. Ramna, Dacca

—কলিকাতার প্রাপ্তিস্থান—

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুবীর শিশু গ্রন্থমালার

পঞ্চম অর্ঘ্য

ছেলেদের আরণ্যক

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

একদিন আমাদের এই পৃথিবী ছিল অসংখ্য নদ-নদী আর উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা রূপকথার দেশ। তারপর পাহাড় কাটিয়া মানুষ গড়িল বসতি, কত নগর-নগরী—সভ্যতার কত বিচিত্র নিগড়। কিন্তু এত বিদ্যা, এত ঐশ্বর্য্য, এত বিলাসেও মানুষের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। তাই বুঝি শিশুর মধ্যে সে ক্ষণিকের বিশ্রাম চায় রূপকথার রাজ্যে। ঐ 'আরণ্যক' যেন সেই রূপকথার দেশ। অরণ্য-প্রান্তরের মানুষ কি সরল, এবং শিশুর মত কি নিরলস। তাহাদেরও রাজা আছেন; তিনি রূপকথার রাজাই বটে; চারণভূমির প্রাচীন বৃক্ষমূলে তাঁহার আসন পাতা হয়—সেখানে পথিককে পথ দেখায় রাজার নাতনির মেয়ে কিশোরী ভানুমতী। আরও আছে চিরদুঃখিনী কুন্তা—যাহার হাসিতে ঝরে মুক্তাগোটা আর আখিতে মানিক।

পাতায় পাতায় ছবি এবং ত্রিবর্ণের প্রচ্ছদপট

মূল্য তিন টাকা

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের

জন্য

চমকপ্রদ কাহিনী

লক্ষ্মীবীর

হিল্‌ডা সেলিগ্‌ম্যান রচিত 'SKIPPO'-র

বাংলা অনুবাদ

◆

শান্তিনিকেতনের

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

ছোটদের উপযোগী ভাষায় এই বইয়ের অনুবাদ করিয়াছেন

◆

ঝক্‌ঝকে ছাপা, নানা রং-বেরঙের ছবি

মূল্য ছয় আনা মাত্র

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ডাইরেক্টার অব্ ইনডাষ্ট্রীজ্
ডি, এম্ ঘোষ, এম-এ প্রণীত

SMALL INDUSTRIES

মূল্য দুই টাকা মাত্র

ভারতের মত বিরাট দেশের শিল্পায়ন এবং জীবন যাত্রার মান
উন্নয়নকল্পে শুধু বৃহৎ শিল্পকেই উৎসাহ দিলে চলিবে না
ছোট শিল্পকেও সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া তুলিতে হইবে

লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত
এই গ্রন্থে আছে
ছোট ছোট শিল্পের

সমস্যা	সমাধান
মূলধন সংস্থান	সুনির্দিষ্ট ও
কাঁচামাল সরবরাহ	ব্যাপক পরিকল্পনা
বাজার	ছোট বড় শিল্পগুলির
উৎপাদনের পদ্ধতি	পরস্পর সহযোগিতা
বিদ্যুৎশক্তির সংস্থান	সরকারের সুদৃঢ় ও নিরপেক্ষ শিল্পনীতি ঘোষণা

জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত

বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন

অভয়ের কথা

প্রকাশিত হইল

মূল্য চারি টাকা।

—বাঙলার শিক্ষক কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে—

'বাঙলার শিক্ষকের' নিয়মাবলী

১। 'বাঙলার শিক্ষক' প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করা হয়।

২। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন এবং ডাকঘরের মন্তব্যসহ আমাদের জানাইবেন।

৩। 'বাঙলার শিক্ষকে'র সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। সর্ব্বক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা কিংবা ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনিঅর্ডার যোগে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইবেন।

৫। পত্রে এবং মনিঅর্ডার কুপনে নূতন গ্রাহক হইলে **নূতন গ্রাহক** এবং পুরাতন গ্রাহক হইলে **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না, অন্যথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬। সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার
'বাঙলার শিক্ষক'
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘের মুখপত্র

স্বাস্থ্য-সমাচার

(মাসিক পত্রিকা)

—আগামী বৈশাখে ৩৭শ বৎসরে পড়িবে—

সম্পাদক—ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্‌-বি

পত্রিকায় পাইবেন—

১। বাঙ্গালার মনীষীগণ লিখিত সুস্থ সবল জাতি গঠনে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী ;

২। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত দেশ-বিদেশের সংখ্যাতালিকা (Statistics) ;

৩। গভর্ণমেণ্টের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ; দেশবিদেশের জ্ঞানগর্ভ সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য ;

৪। প্রশ্নোত্তর, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি।

বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা

কার্য্যালয়—৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা-৯

[নমুনা সংখ্যার জন্য পত্র লিখুন]

৺জগচ্চন্দ্র নাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত

জাতি-গঠন কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র

মাসিক

সংগঠন

নিয়মিত পাঠ করুন

নূতন দেশ ও মানুষ গড়ে তোলবার দায়িত্ব আজ সকলের।
ভাবুন, জানুন, দেশ কি ভাবে গড়ে উঠছে, কোথায় কি সমস্যা।

প্রতি সংখ্যা ৷৷০

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৷৷০

সম্পাদিকা—শ্রীমতী অংশুরাণী মিত্র

কার্য্যালয়—৫।২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা

পরিচালনা : সংগঠন ট্রাস্ট

নবম বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৫৫ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

হেডমাষ্টারের সম্মান

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ

হেডমাষ্টার স্কুলের শাসনের দিকটা দেখেন, স্কুলের সমস্ত দায়িত্ব তাঁহার ; তাঁহাকে অনেক শ্রম করিতে হয়, অনেক সময় উহাদের পোষণ করিতে হয় ; স্কুলের ইষ্টানিষ্টের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করিতে হয় তিনি পড়াইবার জন্য বেশি সময় দিতে পারেন না—দুই-একঘণ্টা পড়াইতে যান,তাহাও সাধারণত প্রথম শ্রেণীতে, ক্বচিৎ কখনো দ্বিতীয় শ্রেণীতে।

ছেলেরা তাঁহার কাছ হইতে খুব বেশি শিখে না—শিখে অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে। কোন কোন শিক্ষকের কাছে শিখে সাত-আট বৎসর ধরিয়া ; কোন কোন শিক্ষকের কাছে শিখে সপ্তাহের প্রত্যেক দিন। তবু দেখা যায় ছাত্রেরা হেডমাষ্টারকে যতটা মানে, অন্য শিক্ষকদের ততটা মানে না। হেডমাষ্টারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ যে শিক্ষক, অথবা হেডমাষ্টারের খুব ঘনিষ্ঠ যে শিক্ষক, তাঁহাকেও মানে। যাঁহার কাছে প্রত্যহ শিখে, তাঁহাকে মানে না—অথচ যাঁহার কাছে ক্বচিৎ কখনো শিখে তাঁহাকে মানে, ইহার কারণ কি ? বলা বাহুল্য এ মানা শিক্ষালাভের জন্য নয়। এ মানার দুটি কারণ। একটি কারণ, হেডমাষ্টারের অনিষ্ট করিবার শক্তি আছে—অন্য শিক্ষকের সে শক্তি নাই। অনিষ্ট করিবার শক্তিকেই তাহারা ভয় করে, তাই মানে। আর একটি কারণ, শিক্ষকদের মধ্যে হেডমাষ্টারই পদস্থ ব্যক্তি, তাঁহার আর্থিক অবস্থা কিছু ভালো। তাঁহার জীবনযাত্রাও মেহাৎ কাঙ্গালের মত নয় এবং তাঁহাকে স্থানীয় লোকেরাও সম্মান দেখায়। প্রতিদিন যিনি ক্লাসে পড়াইতে আসেন, তাঁহার সহিত অতিপরিচয়ের যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে, তাহা শ্রদ্ধার অন্তরায়। যিনি ক্বচিৎ কখনো আসেন অথবা পরিদর্শকের মত আসেন, তাঁহার সহিত একটা ব্যবধান থাকিয়া যায়। এই ব্যবধানই শ্রদ্ধার পরিপোষক।

প্রত্যেক হেডমাষ্টারের এই সত্যটি উপলব্ধি করা উচিত এবং তাঁহারই উচিত সমগ্র স্কুলের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করা, অর্থাৎ কোন শ্রেণীতে কোন শিক্ষককে যেন ছাত্রদের শান্ত করিবার জন্য অধিকাংশ শক্তি ও সময় ব্যয় করিতে না হয়। স্কুলের

শান্তি-শৃঙ্খলার ভার হেডমাষ্টারের—পড়ানোর ভার শিক্ষকের। হেডমাষ্টার শ্রেণীতে আসিলে ছাত্রেরা শান্ত হইয়া থাকে, আর তিনি একটা কি দুইটা, দেওয়ালের অন্তরালে থাকিলে ছাত্রগণ শান্ত থাকিবে না—ইহার নাম শৃঙ্খলা রক্ষা নয়। এরূপ ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে—হেডমাষ্টার শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারেন না, তাঁহাকেও ছাত্রেরা মানে না। শ্রেণীতে গেলে মানিবে, বিশ গজ দূরে থাকিলে মানিবে না—এরূপ মানাকে মানা বলে না। অবশ্য অন্যান্য শিক্ষকের কোন দায়িত্ব নাই, তাহা আমি বলিতেছি না। অন্যান্য শিক্ষক নিজেদের ব্যক্তিগত প্রভাব ও ব্যক্তিত্বেরও প্রয়োগ করিবেন এবং হেডমাষ্টারকে সাহায্য করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? তবে মনে রাখিতে হইবে, শ্রেণীকে শান্ত রাখার কাজ হেডমাষ্টারের—স্কুলের যে কোন ঘর হইতেই, আর পড়ানোর ভার অন্যান্য শিক্ষকের। ছাত্রেরা তাঁহাকেই খুব বেশি মানে বলিয়াই একথা বলিতেছি।

হেডমাষ্টারের কাছে বেশি কিছু না শিখিলেও প্রাক্তন ছাত্রেরাও হেডমাষ্টারকে কখনো ভুলে না—অন্যান্য শিক্ষকদের ভুলিয়া যায়। সহকারী শিক্ষকদের কাছে ছাত্রেরা দিনের পর দিন যে শিক্ষালাভ করে তাহা তাহাদের জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। আর হেডমাষ্টারের সাক্ষাৎ Like angel visits, few and far between—তাই বোধ হয় ছাত্রেরা ভুলে না।

যে স্কুলে হেডমাষ্টার সবচেয়ে বিদ্বান্, সে স্কুলের হেডমাষ্টারের একটা পৃথক মর্য্যাদা থাকে; কিন্তু সব স্কুলে তাহা নয়। অনেক স্কুলে হেডমাষ্টারের চেয়ে অবশ্যন শিক্ষকরা অধিকতর বিদ্বান—এমন কি উচ্চতর ডিগ্রীধারী। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি, এইরূপ স্কুলের হেডমাষ্টারগণও প্রাক্তন ছাত্রদের নিকট শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদালাভ করিয়া থাকেন। প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষে অনিষ্ট করিবার শক্তি ঐ প্রাক্তন হেডমাষ্টারের আর থাকে না—অনেক কিছু শিক্ষালাভের জন্য কৃতজ্ঞতা থাকিবারও কথা নয়। হেডমাষ্টারের পদমর্য্যাদাই শ্রদ্ধেয়। ছাত্রগণ কৃতী হইয়া উঠিলে দরিদ্র শিক্ষকদের ঋণ স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করে—তাহাদের আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগে। হেডমাষ্টারের কিছু পদমর্য্যাদা থাকায় ও সামাজিক সম্মান থাকায় একমাত্র তাঁহাকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করা চলে। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই লিখিতেছি—সর্ব্বত্রই এক অবস্থা নাও হইতে পারে। তবে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

আমি এমন সাক্ষ্যও দিতে পারি যে, হেডমাষ্টারের কাছে প্রাক্তন কৃতী ছাত্রগণ কিছুই শিখেন নাই, তাঁহারা তাঁহার যতটা উপকার করিয়াছেন, যাঁহার কাছে দিনের পর দিন বহু বৎসর ধরিয়া বিষয় বিশেষ শিখিয়াছেন, তাঁহার একদশমাংশ উপকারও করেন নাই।

আমার নিজের একজন হেডমাষ্টার ছিলেন—তিনি শিক্ষকদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বানও ছিলেন। তাঁহাকে আমি ভক্তিভরে স্মরণ করি। কিন্তু অন্যান্য শিক্ষকের কাছে তাঁহার চেয়ে ঢের বেশি শিক্ষালাভ করিয়াছি। তাঁহাদের কথা স্মরণ করিলে চোখে জল আসে—শ্রদ্ধায় ও

ভক্তিতে স্তম্ভিত হইয়া রহি। বোধ হয় আমি নিজে শিক্ষকতা করিতেছি বলিয়াই, সহকারী শিক্ষকদের মর্ম উপলব্ধি করিতেছি—অন্য কোন বৃত্তি গ্রহণ করিলে তাহা করিতাম না।

প্রাক্তন কৃতী ছাত্ররাও যখন অন্যান্য শিক্ষকদের কথা ভুলিয়া গিয়া হেডমাষ্টারকেই বিশেষভাবে সম্মান করে, তখন হেডমাষ্টারদের উচিত নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভুলিয়া তাহাদের সাহায্যে স্কুলের উন্নতি সাধন।

শিক্ষক ও ছাত্র

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ, এম-এ, বি-টি

কোন শিক্ষা-ব্যবস্থা রচনা করার সময় উদ্দেশ্য থাকে দেশের ছাত্রসমাজের তথা সমগ্র দেশের কল্যাণ। শিশুর সুপ্ত শক্তিসমূহের বিকাশ ঘটাইয়া তাহাকে নাগরিক জীবনের জন্য যোগ্য করিয়া তোলা, তাহার প্রতিভাকে দেশের উন্নতির কাজে নিয়োজিত করা ইহাও শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের সর্বপ্রধান দায়িত্ব শিক্ষকের উপর ন্যস্ত। এই জন্যই শিক্ষককে বলা চলে শিক্ষাব্যবস্থার মেরুদণ্ড। কোন নির্দিষ্ট আদর্শকে শিক্ষক নিজের জীবন সাধনা দ্বারা বাস্তবে রূপায়িত করিয়া তোলেন, নিজের অন্তরের আলোকে তিনি ছাত্রের অন্তর-দীপ প্রজ্বলিত করেন। প্রকৃত শিক্ষকের জীবনে আর সাধকের জীবনে কোন পার্থক্য নাই; উভয়ের উদ্দেশ্যের কিছু পার্থক্য থাকিতে পারে কিন্তু উভয়ের অন্তরের উপাদান একই। সাধক কামনা করেন নিজের মুক্তি, শিক্ষক কামনা করেন সমগ্র জাতির উন্নতি।

ভারতবাসীর গ্লানিময় পরাধীনতার যুগকে অধঃপতনের যুগ বলা যায়; এ তামস যুগে ভারতবাসী নিজের ঐতিহ্যকে আঘাত করিয়াছে, সংস্কৃতিকে অবহেলা করিয়াছে; বিদেশীর অনুকরণে বিদেশীর প্রভাবে এমন অনেক ভাবধারা গ্রহণ করিয়াছে, যাহা তাহার সমাজ-জীবনের পরিপুষ্টির পরিপন্থী। দেশের অর্থনৈতিক জীবনের রূপ বদলাইয়া গিয়াছে; সমাজে সম্মান-প্রতিপত্তির একমাত্র মাপকাঠি হইয়াছে টাকা। যে দেশে ত্যাগ, সংযম, পরোপকার মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া আদৃত হইয়াছে এবং এই গুণের অধিকারীকে সমাজে শীর্ষস্থানে আসন দিয়াছে, সেখানে মানুষকে অন্তরের সাধনা দ্বারা এই সম্মান অর্জন করিতে হইত। সদসৎ যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জন করিয়া আধুনিক কালের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব হওয়ায় আত্মসাধনার স্থান আর নাই।

বর্তমান যুগে আমাদের দেশে রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচরণ সরকার, ডিরোজিও প্রভৃতির মত শিক্ষকের অভাব হইয়াছে স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার কারণও আছে, কিন্তু

দেশের কল্যাণ কামনা করিলে শিক্ষকতা-ব্রতে প্রতিভাবান ত্যাগী দেশপ্রেমিককে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। নূতন যুগে শিক্ষকের ব্রত সম্মান ও গৌরবের ব্রত করিয়া তুলিতে হইবে; কেননা দেশকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে সার্থক শিক্ষাব্যবস্থা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

ছাত্র শ্রদ্ধাবান না হইলে শিক্ষকের নিকট হইতে কিছু শিক্ষা করিতে পারে না, একথা যেমন সত্য, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও গুণপনা ছাত্রকে শ্রদ্ধাবান হইতে আকৃষ্ট করে, একথাও তেমনি সত্য। আমাদের দেশে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে শ্রদ্ধা-প্রীতি ও আন্তরিকতার অভাবে যে ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছে, উহার কারণ শুধু একপক্ষের উপর চাপাইলে অন্যায় করা হইবে। আদর্শ শিক্ষকের চরিত্রে কি কি গুণের সমন্বয় হওয়া উচিত, আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব। শিক্ষাব্রতিগণ ইহাদের মধ্যে কতগুলির অধিকারী আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা তাহা নিরূপণ করিলে উপকৃত হইবেন।

স্বদেশ-প্রেম : স্বজাতি-প্রীতি শিক্ষকের সকল গুণের বনিয়াদ স্বরূপ। দেশকে যিনি ভালবাসেন না, দেশের গৌরব-বৃদ্ধির কামনা যাঁহার মনে পবিত্র হোমাগ্নি-শিখার মত অনির্বাণ জ্বলেনা, তিনি দেশের ভবিষ্যৎ গৌরবের রচয়িতাদিগকে কোন্ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবেন? যিনি দেশকে ভালবাসেন, ইহার প্রতিধূলিকণা যাঁহার কাছে পবিত্র, তিনিই দেশের শিশুকে সাদরে কাছে টানিয়া লন। নিপুণ মৃৎশিল্পী আঙুলের চাপে যেমন মাটির ডেলাকে মনের মত মূর্ত্তিতে পরিণত করেন, শিক্ষক তেমনি নিজের আদর্শকে শিশুর মধ্যে রূপ দান করেন। দেশপ্রেমের অমৃত রসে পুষ্ট শিক্ষকের আদর্শ যত শিশুর মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিবে, সমাজে অমিত কল্যাণকৃৎ শক্তির উদ্ভব হইবে।

শিশু-প্রীতি : সমবয়সী ও অনুরূপ ভাবে ভাবুক মানুষের সঙ্গ কামনা সকলে করে। কিন্তু শিক্ষকের কারবার বয়ঃকনিষ্ঠদিগকে লইয়া। ইহাদিগকে অল্পবুদ্ধি বলিয়া উপেক্ষা করিলে শিক্ষক ইহাদের মানসক্ষেত্রে নিজের জ্ঞানবীজ বপন করিতে পারিবেন না। প্রকৃত শিক্ষক জানেন, শিশুর কচি দেহে জ্ঞানালোক-পিয়াসী প্রবীণ মন বিরাজিত রহিয়াছে। এই মনের সঙ্গে তাঁহার নিজের মন মিশাইয়া দিতে পারিলে, শিক্ষাদানের অনুকূল ক্ষেত্র রচনা করা হইবে। রবি বিপুল কিরণে ভুবন আলো করে, আবার ক্ষুদ্র শিশির-কণাতেও প্রতিফলিত হয়। তাই তো উহা বিশ্বব্যাপী প্রাণের উৎস।

মনের সজীবতা : তরুণ সবুজ মন শক্তির পরিচায়ক। চীনদেশের জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষি লাউৎসে বলিয়াছিলেন—গাছ যখন তাজা থাকে, তখন তাহার ডালপালা থাকে নমনীয়, বাতাসে দোলে, ভারে নত হয়; কিন্তু গাছ মরিয়া গেলে ডাল শুকাইয়া শক্ত হইয়া যায়, প্রাণের লক্ষণ যে নমনীয়তা, তাহা আর থাকেনা। মানুষের মন সম্বন্ধেও একথাটি খাটে। আগ্রহশীল নিত্য জ্ঞানলব্ধ প্রয়াসী তাজা মন শিশুকে আকৃষ্ট করে। শিক্ষক মনকে সবুজ রাখিবার জন্য প্রতিদিন অধ্যয়ন করিবেন। যিনি ভাবেন তাঁহার শিক্ষার বয়স পার হইয়া গিয়াছে, তাঁহার

শিক্ষকতা হইতে অবসর গ্রহণ করা উচিত ; তাঁহার মন তখন শুকনা গাছের মত নীরস ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে।

রসবোধ : রহস্যপ্রিয়তা শিশুর যেমন এমন আর কাহারো নয়। রসবোধ এবং গুরুগম্ভীর বিষয়কে সরস কৌতুকমিশ্রিত হাসির প্রলেপে মধুর করিয়া তোলা সজীব মনের পরিচয় দেয়। অনাবিল রসিকতার স্নিগ্ধ হাসিতে মাঝে মাঝে যে শিক্ষকের মুখ অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে, ছাত্রগণ তাঁহার দিকে স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়। গুরুপাক খাদ্যের সঙ্গে জারকরস নিঃসারক মুখরোচক চাটনির মত কৌতুকের লঘুহাস্য শিক্ষাদান কার্য্যে বিশেষ সহায়ক। ছাত্রের পরিশ্রান্ত মনে সজীবতা ফিরাইয়া আনিতে দশ মিনিটের বিশ্রামে যাহা সম্ভব হয় না, দুই মিনিটের লঘুহাসির ঝঙ্কার তাহা সম্ভব। শিক্ষক মাত্রই ইহা জানেন। রসিকতা-প্রীতির সঙ্গে সুরুচি ও সংযম নিবিড়ভাবে জড়িত থাকা উচিত। তাহা না হইলে, শিক্ষক শিক্ষাগুরু না হইয়া ভাঁড়ে পরিণত হইবেন। [ক্রমশঃ

দুর্নীতির যুগে নীতিধর্ম্ম-শিক্ষা-সমস্যা

শ্রীনীলরতন দাশ, বি-এ

এক "ধার্ম্মিক" মুদি পুত্রের উপর দোকান পরিচালনার ভার দিয়া নিজে অধিকাংশ সময় পূজা আহ্নিক এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়নে অতিবাহিত করিতেন। পুত্রকেও তিনি ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাহাকে সান্ধ্য-উপাসনায় যোগদান করিতে বলিতেন। একদিন সন্ধ্যায় পুত্র পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি এখন প্রার্থনায় যোগদান করতে পারি?" তাহার "ধার্ম্মিক" পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি মাখনে চর্ব্বি মিশিয়েছ? (Have you larded your butter?) চিনিতে বালি মিশিয়েছ? (Have you sanded your sugar?) চা'য়ে ধুলো মিশিয়েছ? (Have you dusted your tea?)" পুত্র যখন প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরে 'হাঁ' বলিল, তখন পিতা হৃষ্টমনে তাহাকে বলিলেন, "তা হ'লে তুমি এখন সান্ধ্য-উপাসনায় যেতে পার।"

"ধার্ম্মিক" মুদির এই নীতি ও ধর্ম্মাচরণ আজ আমরা সমাজের প্রত্যেক স্তরেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন,—"কয়জন অভিভাবক তাঁহাদের সন্তানগণ সম্পূর্ণরূপে নীতিপরায়ণ হউক ইহা চাহেন? তাঁহারা সন্তানগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন জীবিকার্জ্জনের, বিশেষ করিয়া জীবন সংগ্রামে যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য, নীতিধর্ম্মের দ্বারা তাহাদের চরিত্র গঠন ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য নয়। বর্ত্তমান যুগে দেখা যায় দুর্নীতি জীবন সংগ্রামের অস্ত্র নয়, দুর্নীতিই অস্ত্র।

দুর্নীতির সহিত সংগ্রামের জন্য দুর্নীতিই অস্ত্র।" বস্তুতঃ, সমাজ জীবনে আজ দুর্নীতির অন্ত নাই। কালোবাজার, ঘুষাঘুষি, প্রবঞ্চনা, চোরাকারবার, ঘুষ আদান প্রদান, মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা, অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, সমদ্রোহ, রাজদ্রোহ, বিভীষিকাবাদ, নরহত্যা ইত্যাদি নানাপ্রকারের দুর্নীতি ও অধর্মাচরণে সারা দেশ ছাইয়া গিয়াছে। দিল্লীর এই জুনের জনসভায় ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার বক্তৃতায় ব্যাপক দুর্নীতি ও অধর্মের উল্লেখ করিয়া এই গুরুতর সমস্যার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শাসনযন্ত্র পরিচালনায় এই জাতীয় দুর্নীতি যে আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতার পক্ষে কত মারাত্মক, তাহা পণ্ডিতজী বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, দুর্নীতির প্রাবল্য দেখিয়া তিনি সময় সময় হতাশ হইয়া পড়েন। সরকারী ও বেসরকারী দুর্নীতি হাত ধরাধরি করিয়া চলিতেছে। বেসরকারী দুর্নীতি জাতির সর্বনাশের কারণ; আবার সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতির পক্ষপুটে উহা আশ্রয় পাইয়া থাকে বলিয়া সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি অমার্জনীয় অপরাধ। শিল্পে, বাণিজ্যে, শাসনে, রাষ্ট্রব্যাপারে, সর্বত্রই যেন দুর্নীতির একাধিপত্য! আজ "কাহারো পৌষ মাস, কাহারো সর্বনাশ!" আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, স্বাধীনতালাভের পর হইতেই যেন চোরাকারবার ও কালোবাজার দিন দিন অধিকতর পুষ্ট হইতেছে; মানুষের জীবনধারণের যে খাদ্যদ্রব্য তাহাতে ভেজালের পরিমাণ ক্রমশঃ এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, উহা দেখিলে মনে হয়, ভেজাল ব্যতীত বোধ হয় খাদ্য হয় না; বিনাটিকিটে ট্রাম ট্রেন বাসে ভ্রমণ করাটা যেন অধিকারে পরিণত হইয়াছে; ছাত্রগণের মধ্যে প্রশ্নপত্র দেওয়া, পাঠাগারের পুস্তক ফেরৎ না দেওয়া, অসদুপায়ে পরীক্ষা পাসের চেষ্টা, কারণে অকারণে উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার যেন দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

এই যে ব্যাপক দুর্নীতির পঙ্কিল প্রবাহে সমগ্র সমাজ-জীবন কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে ইহার প্রতিরোধের উপায় কি? Godless education অর্থাৎ ধর্মহীন শিক্ষাই এই সর্বনাশের কারণ বলিয়া অনেকে অভিযোগ করেন। কারণ, আজ যাহারা বিদ্যালয়ের ছাত্র, তাঁহারাই ভবিষ্যতে হইবে সমাজের লোক, রাষ্ট্রের নাগরিক। তাহাদের মতে—The Godless education that the public schools in India have imparted during the past 100 years has much to account for indiscipline, the disorder and anarchy in the individual and social lives of the youngmen of India."—*His Grace the Arch-bishop of Madras* কিন্তু বর্তমানে নানা জাতি ও ধর্মাবলম্বী শিক্ষক ও ছাত্রগণের সংমিশ্রণে পরিচালিত বিদ্যালয়ে বিনা সংঘর্ষে কিরূপে বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষাদান সম্ভব, তাহা এক বিরাট সমস্যা। Central Advisory Board of Education এর সভাবৃন্দ যদিও স্বীকার করিয়াছেন,—"The curriculum devoid of an

ethical basis would prove barren in the end," তথাপি সার্জ্জেণ্ট-পরিকল্পনায় এই সমস্যা সমাধানের কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই, এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা ও বিবেচনা করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

পক্ষান্তরে, ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষার ভার শুধু বিদ্যালয়ের উপর হস্ত করিলে, তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিদ্যালয়ে ছাত্রকে যে শিক্ষা ও উপদেশ দেওয়া হয় এবং যে আদর্শ শিক্ষার্থীর সম্মুখে স্থাপন করা হয়, তাহা যদি পরিবার, প্রতিবেশ, পরিবেশ ও সমাজের অনুকূল আবহাওয়ার মিলন অনুসৃত ও প্রতিপালিত না হয়, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা "ধার্ম্মিক" মৌলবি শিক্ষাদানের মতই ফলপ্রসূ ও কার্য্যকরী হইবে! অতএব, শিক্ষার্থিগণ আহারে বিহারে, আচারে-ব্যবহারে, পড়াশুনায়, খেলাধূলায়—যাবতীয় দৈনন্দিন কার্য্যে, নীতি, ধর্ম্ম, সত্য, সংযম, সততা পালন করিতেছে কিনা, সেদিকে তীব্র লক্ষ্য রাখিতে হইবে শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়কেই। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের non-co-operation (অসহযোগ) করিলে চলিবে না। আমাদের দেশের সমাজ-কল্যাণের জন্য একদা জনৈক ইংরেজ কর্ম্মচারী সমাজ-সংস্কারক ও সমাজ-সেবককে সংক্ষেপে এক উপদেশ দিয়াছিলেন,—"Ask the people to be honest first"—অর্থাৎ সব লোককে প্রথমে সৎ হইতে শিক্ষা দাও। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি এবং দুর্নীতির সমর্থক ও প্রশ্রয়দাতা উভয়েই সমাজের পরম শত্রু। সমগ্র জাতির অভিসম্পাত রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য,—

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তা'রে যেন তৃণসম দহে।"

এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন প্রদেশপাল রাজাগোপালাচারী ও ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের উক্তি স্মরণীয়,—"The main thing to attend to in our country at the present moment is to establish uprightness of conduct between man and man so that the burden of our national Govt. may be reduced to the minimum."—*Rajaji.*

"It is not sufficient to be upright in a negative way merely to avoid doing wrong. Let us all be upright in a positive way. Let us go out and do right by our fellowmen and let us all give service to mankind."—

Lord Mountbatten.

নূতন ধরণের বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র

'পেনড্‌লী ম্যানর' লণ্ডনের অনতিদূরে অবস্থিত একটি নূতন ধরণের শিক্ষাকেন্দ্র। সম্প্রতি এখানে ভারতবর্ষ ও চীনদেশের চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য সম্বন্ধে কতকগুলি আলোচনা হয়েছিল। এই দুই দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধীয় কতকগুলি চলচ্চিত্র দেখান হয় এবং কয়েকজন বক্তা ভারতের প্রাচ্য সভ্যতা ও স্থাপত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

'পেনড্‌লী ম্যানরে' বয়স্ক-শিক্ষা সম্বন্ধে এক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের পরীক্ষা করা হচ্ছে। এই শিক্ষা-পরিকল্পনার রচয়িতা মিঃ ভোরিয়ান উইলিয়ামস বৃটেনের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকতার কার্য করেন। মিঃ উইলিয়ামসের মতে সাধারণ ব্যক্তিদের জন্যও দেশবিদেশের চারুকলা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ থাকা প্রয়োজন। তিন বৎসর পূর্বে যখন তিনি লণ্ডনের অনতিদূরে 'পেনড্‌লী ম্যানর' নামক সম্পত্তির অধিকারী হলেন তখনই তিনি তাঁর আজীবনের স্বপ্ন রূপায়িত করবার জন্য সচেষ্ট হলেন।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার রিচার্ড লিভিংষ্টোন এই কার্যে তাঁকে বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্য দান করেন। স্যার রিচার্ড প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনে সুপণ্ডিত এবং বর্তমান যুগের মানুষের শ্রীহীন জীবনযাত্রা তাঁকে বিশেষ পীড়া দেয়। তাঁর মতে বর্তমান শিক্ষা মানুষকে কেবলমাত্র জীবনধারণ করতেই শিক্ষা দেয়; কিন্তু সেই জীবন কি উপায়ে লোভা ও শ্রীমণ্ডিত হয়ে ওঠে তার কোন পথ নির্দেশ করে না।

'পেনড্‌লী ম্যানরে' আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সেই অভাব-টুকুই পূরণ করার চেষ্টা হচ্ছে। এখানকার উদ্দেশ্য হল নব নব জ্ঞান ও আনন্দ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমির হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় নির্দেশ করা। 'পেনড্‌লী ম্যানর' মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত। একসঙ্গে প্রায় চল্লিশ জন লোক এখানে থেকে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারে। অবসর সময় তারা এখানকার সুন্দর উদ্যান এবং নিকটস্থ গ্রামগুলিতে ভ্রমণ করে প্রচুর আনন্দ লাভ করতে পারে।

সপ্তাহ শেষে শনি ও রবিবারে এবং সপ্তাহের মধ্যভাগেও এখানে ক্লাস নেওয়া হয়। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, নাটক, সঙ্গীত, ইতিহাস, দর্শন, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ে এখানে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

এখানে রাজনীতির চর্চা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এখানে সমাজের নানা-স্তরের সমরুচিসম্পন্ন লোকদের সমাবেশ হওয়ার ফলে পরস্পরের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ মেলে। 'পেনডুলী ম্যানর'কে কেবলমাত্র একটি নূতন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে মনে করা ভুল হবে। বর্তমান জীবনের কুশ্রীতা, কৃত্রিমতা ও নৈরাশ্যবাদের মধ্যে সাধারণ মানুষকে আশা, আনন্দ ও সৌন্দর্যের সন্ধান দেওয়াই এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সোবিয়েতে শিক্ষকের মর্যাদা

এল, পমারেন্তসেভা

লেনিন বলিয়াছিলেন, "আমাদের দেশে শিক্ষককে এমন মর্যাদা দিতে হবে, বুর্জোয়া সমাজে তার তুলনা মিলবে না।"

এই বছরের গোড়ার দিকে সোবিয়েতের সংবাদপত্রে মাইডার নামে এক মার্কিন প্রাথমিক শিক্ষকের দারিদ্র্যের নিপীড়নে শিক্ষকবৃত্তি-ত্যাগের খবর ছাপা হয়। মাইডার নিজেকে মার্কিন সমাজের "সর্বাপেক্ষা খেলো মানুষ" বলিয়া মনে করেন সোবিয়েতের শিক্ষক নিজেকে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি মনে করেন।

ইংলণ্ডের মত সোবিয়েতে শিক্ষকবৃত্তিতে জাতি-বৈষম্য নাই বা শিক্ষয়িত্রীরা শিক্ষকদের অপেক্ষা কম বেতন পান না। সোবিয়েতে নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে সমান বেতন দেওয়া হয়। বরং সেখানে শিক্ষাজগতে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী (১০ লক্ষের মধ্যে ৭৬০০০০ নারী)।

সোবিয়েতে শিক্ষকবৃত্তিতে যে সকল সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তাহা অধিকাংশ বৃত্তির ক্ষেত্রেই দেওয়া হয় না। মৌলিক বেতনের উপর প্রিমিয়াম ও বোনাস ইত্যাদি যে সব পাওনা শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট আছে তাহা অন্য কাহারও জন্য নাই। যিনি যত প্রবীণ তিনি তত বেশী দক্ষিণা পাইয়া থাকেন।

শিক্ষকদের সুবিধার জন্য সোবিয়েৎ সরকার পত্রদ্বারা উচ্চশিক্ষালাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন সর্বত্র। সোবিয়েতের ইউরোপীয় অংশে বর্তমানে দেড় লক্ষ শিক্ষক ঐভাবে শিক্ষা লইতেছেন। দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ ছাড়াও শিক্ষকদের প্রায় একমাস পরীক্ষা দিবার জন্য ছুটি দেওয়া হয়।

শিক্ষক আগামীকালের জাতিকে গড়িয়া তুলিবেন ; সুতরাং দায়িত্ব তাঁহার অসাধারণ। কালের ও জ্ঞানের প্রগতির আধুনিকতম সমস্ত তথ্যের সহিত তাঁহার পরিচয় থাকা চাই। গ্রীষ্মাবকাশে শিক্ষকেরা অধ্যাপনা-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন (Academy of Pedagogical Sciences)। শিক্ষকদের সম্মেলনে অধ্যাপনা-বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেকে গবেষণামূলক রচনা পড়েন এবং যাঁহারা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন তাঁহাদের পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকদের সরকার "মাননীয় আচার্য" (Honoured Teacher) উপাধি দেন (তাঁহাদের বেতন শতকরা ১৫ হইতে ২০ রুবল পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

গ্রাম্য শিক্ষকদের জন্য সরকার কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দিয়া থাকেন। বিনা ভাড়ায় তাঁহাদের কিছু জমি সমেত বাসা দেওয়া হয়। যিনি নিজে বাড়ী তৈয়ারী করিতে চান তাঁহাকে জমি ও বাড়ীর মালমশলা বিনা পয়সায় দেওয়া হয়। সেই জমি বিদ্যালয়ের নিকটস্থ। প্রয়োজন হইলে দীর্ঘমেয়াদী ঋণও দেওয়া হইয়া থাকে।

২৫ বছর চাকুরীর পর কোন শিক্ষক অবসর গ্রহণ করুন বা না করুন তাঁহাকে মাসে মাসে তাঁর বেতনের হারের শতকরা ৪০ ভাগ পেন্সন হিসাবে দেওয়া হয়।

সোবিয়েতে শিক্ষকদের জন্য নানা উপাধি, পদক ইত্যাদি আছে। ১০ হইতে ১৫ বছর অবিরত শিক্ষকতা করার পরে শিক্ষকদের পদক দেওয়া হয়। ২০।৩০ বছর অবিরত অধ্যাপনা করার পর সর্বোচ্চ সম্মান "অর্ডার অব লেনিন" দেওয়া হয়।

সোবিয়েৎ শিক্ষকদের বছরে দুই মাস অবকাশ দেওয়া হয়। ছুটির আগে তাঁহাদের দুই মাসের বেতন অগ্রিম দেওয়া হয়। শিক্ষকদের মঙ্গলবিধানের উপর তাঁহাদের ট্রেড-ইউনিয়ন সর্বদা লক্ষ্য রাখেন।

রুশ ফেডারেশনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক ইউনিয়নের ক্রিমিয়া, ককেশাস, উরাল ও অন্যান্য অঞ্চলে ২৯টি স্বাস্থ্যাবাস ও বিশ্রামাগার আছে।

শিক্ষকেরা মাঝে মাঝে ভ্রমণে বাহির হন ; অনেক সময় তাঁহারা ছাত্রদের সঙ্গে লইয়া যান।

শিক্ষকদের সন্তানদের দেখাশুনা করিবারও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এবছর প্রায় ৬৪০০০ শিক্ষক-সন্তান বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়া ট্রেড-ইউনিয়নের খরচে গ্রীষ্মকাল কাটাইয়া আসিবে।—টাস (সোবিয়েতের সংবাদ ও অভিমত—২য় খণ্ড, ৪৩ সংখ্যা)

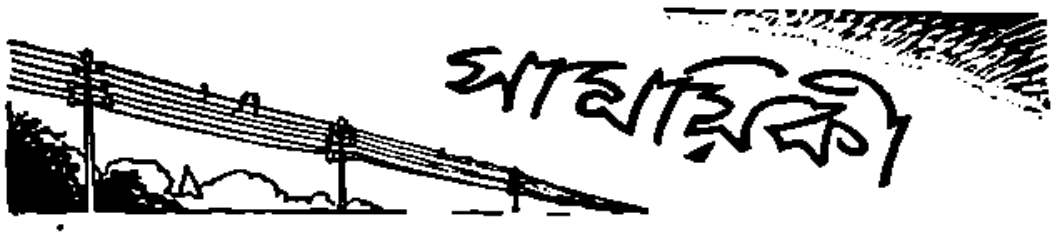

শরণার্থী ছাত্র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মহাশয়কে সভাপতি করিয়া শরণার্থী ছাত্রগণের সাহায্যকল্পে এক কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি ছাত্রদের অভাব অভিযোগ এবং প্রয়োজন বোধে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন এইরূপ শুনা যাইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের বহু উদ্বাস্তু ছাত্র-ছাত্রী কলিকাতায় ও সহরতলীতে নিদারুণ অসুবিধায় বসবাস করিতেছে। স্থানাভাব হেতু তাহাদের থাকার এবং পড়াশুনারও খুবই ক্ষতি হইতেছে। এই সব ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বাসগৃহ বা বোর্ডিং হাউসের ব্যবস্থা করা শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। ইহাদের থাকিবার জন্য বহুমূল্য ইমারত নির্ম্মাণের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। কলিকাতার উপকণ্ঠে যে সব খালি জমি পড়িয়া আছে সেখানে ইহাদের জন্য বাঁশ ও খড়ের দ্বারা ঘর নির্ম্মাণ করা চলে। অবশ্য মেঝেগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইহাতে ইমারত নির্ম্মাণের ব্যয় বাহুল্য হইবে না অথচ ছাত্র-ছাত্রীদের থাকিবার সুব্যবস্থা হইবে। কয়েকখানি বাসের সাহায্যে তাহাদিগকে কলিকাতা আনা ও স্কুল-কলেজ ছুটি হইলে পুনরায় সেই স্থানে পৌছাইবার ব্যবস্থা করিলে আর কোনই অসুবিধা থাকে না।

যে সব উদ্বাস্তু ছাত্র-ছাত্রী ঢাকা বোর্ড হইতে এই বৎসর পরীক্ষা দিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের নিকট সেট ফি পাঁচ টাকা ও মাইগ্রেশন ফি কুড়ি টাকা আদায় করা আমরা খুবই অসঙ্গত বলিয়া মনে করি।

উপশিক্ষকতার অভিনব ব্যবস্থা—মাদ্রাজের শিক্ষাবিভাগ হইতে শিক্ষক সমিতি-সমূহের নিকট এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন যে কোন শিক্ষক ব্যক্তিগত ভাবে উপশিক্ষকতা করিতে পারিবেন না। ইহাতে শিক্ষকদের মধ্যে ঈর্ষ্যাপরায়ণতা এবং ছাত্রদের মধ্যে নৈতিক অবনতি ঘটে। এই কারণে উপশিক্ষকতা সম্পূর্ণরূপে রহিত হওয়াই সঙ্গত, কিন্তু যে সকল ছাত্র বাস্তবিকই কোন না কোন বিষয়ে কাঁচা তাহাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা থাকাও দরকার। আবার অপেক্ষাকৃত অল্প আয়বিশিষ্ট শিক্ষকগণের উপরি আয়ের পথও একেবারে বন্ধ না হয় তজ্জন্য প্রধান শিক্ষক মহাশয় ছাত্র ভর্ত্তি করার সময় যে পরীক্ষা হয় তাহার ফল অথবা শ্রেণীর শিক্ষকের মতামত লইয়া যে ছাত্র যে বিষয়ে কাঁচা অথবা

শ্রেণীর অন্যান্য ছাত্রের তুলনায় নিম্নস্তরের তাহাকে বিশেষভাবে পড়াইবার জন্য প্রথমত অভিভাবককে জানাইবেন। যদি অভিভাবক ইচ্ছা করেন যে ঐরূপ ছাত্রের জন্য পৃথকভাবে অধ্যাপনা প্রয়োজন তাহা হইলে প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্কুলের নির্দ্ধারিত সময়ের পরে অবশ্য খেলাধূলা ইত্যাদির সময় বাদ দিয়া বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া অতিরিক্ত পাঠনার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। এইজন্য ঐ শিক্ষার্থীর নিকট হইতে অতিরিক্ত দক্ষিণা আদায় করিয়া যে সব শিক্ষক অধ্যাপনা করিবেন তাঁহাদের মধ্যে ঐ টাকা যথোপযুক্ত ভাবে বণ্টন করিয়া দিবেন। এই সব ব্যবস্থার একটি নকল জেলার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষানিয়ামকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

এইরূপ ব্যবস্থা আমাদের এই প্রদেশেও হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ—

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার ছাব্বিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ প্রতিবৎসর বিদ্যাপীঠের কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিয়া সাধারণে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান বিবরণী ১৯৪৭ সালের।

দেহের সঙ্গে সঙ্গে মন ও বুদ্ধির বিকাশ সাধনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং তাহাতেই দেশ, জাতি ও জগতের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ এই মানুষ গড়ার কর্ম্মকেই একালে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আমাদের প্রাচীন গুরুকুল শিক্ষার মূলেও সেই একই আদর্শ বিদ্যমান—মানুষের দেহ-আত্মা-মানসের পূর্ণ বিকাশ সাধন। মিশনের এই বিদ্যাপীঠ সেই গুরুকুল-শিক্ষার আদর্শকে যুগপ্রয়োজনের অনুগত করিয়া গত ছাব্বিশ বৎসর যাবৎ জাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার মান পর্য্যন্ত শিক্ষাদানের সঙ্গে নবনাগরিক গঠনের শিক্ষার ব্যবস্থাও রহিয়াছে।—পূজা পার্ব্বণের কাজ, শাস্ত্র বচন ও উত্তম রচনা আবৃত্তি, ফুল ও সব্জী বাগানের কাজে হাতে কলমে শিক্ষা, সূচিকর্ম্ম, টাইপরাইটিং, অঙ্কনবিদ্যা, সেবাকর্ম্ম, সংবাদ ও ব্যাঙ্কবিদ্যা এবং ছাত্রদের সমবায় ভাণ্ডার পরিচালনা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

আশ্রম জীবনের সঙ্গে গৃহ-জীবনের সমন্বয় সাধনের এই মহতী প্রচেষ্টা, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্বোধনের এই পুণ্য ব্রত সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে জাতীয় সরকার ও জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগীতার সাহায্যে। এই বিদ্যাপীঠের আদর্শে সহস্রলক্ষ বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে তবেই স্বামীজির সেই স্বপ্ন—সত্যকার মানুষ গড়ার কাজ—সম্পন্ন হইতে পারে, আপামর সাধারণ এই মানুষ হইবার বিদ্যালাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সহজ ভাষায়

ছত্রপতি শিবাজীর জীবন-কথা

শিবাজী মহারাজ

পাতায় পাতায় ছবি

দাম এক টাকা মাত্র

'বঙ্গলক্ষ্মী শিক্ষক' কার্যালয়ে পাওয়া যায়

পূর্ব্ববঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষার
প্রধান পরিদর্শক
খান বাহাদুর আবদুল হাকিম এম-এ, (ক্যান্টাব) প্রণীত

শিশুর মন ও শিক্ষা

মূল্য ১৷৷০ টাকা

আমাদের দেশে বুনিয়াদি শিক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে হইলে শিশুর মন ও নানা অবস্থা পরিবেশে তাহার আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই শিক্ষার নীতি ও রীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কি করিয়া শিশুর মনের রহস্য সন্ধান করিতে হয় এবং সেই আলোকে তাহার শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করা যায় এই পুস্তিকায় তাহার বৈজ্ঞানিক অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা রহিয়াছে।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক ও ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষারত শিক্ষকদের এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
এম-এ; পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি প্রণীত

আমাদের ইংরেজী শেখা

প্রত্যেক শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে
অপরিহার্য্য প্রয়োজন

মূল্য দেড় টাকা

প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিদ্যার বাহনরূপে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু সে ভাষা এখনও দুরস্ত হয় নাই কেন? গলদ কোথায়? এবং দূরীকরণের উপায়ই বা কি? বিশদ আলোচনা এই পুস্তকে আছে।

জেনারেল প্রিণ্টার্স ম্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Edited, printed and published by Suraj C. Das, M.A., from Abinas Press (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharamtala Street, Calcutta

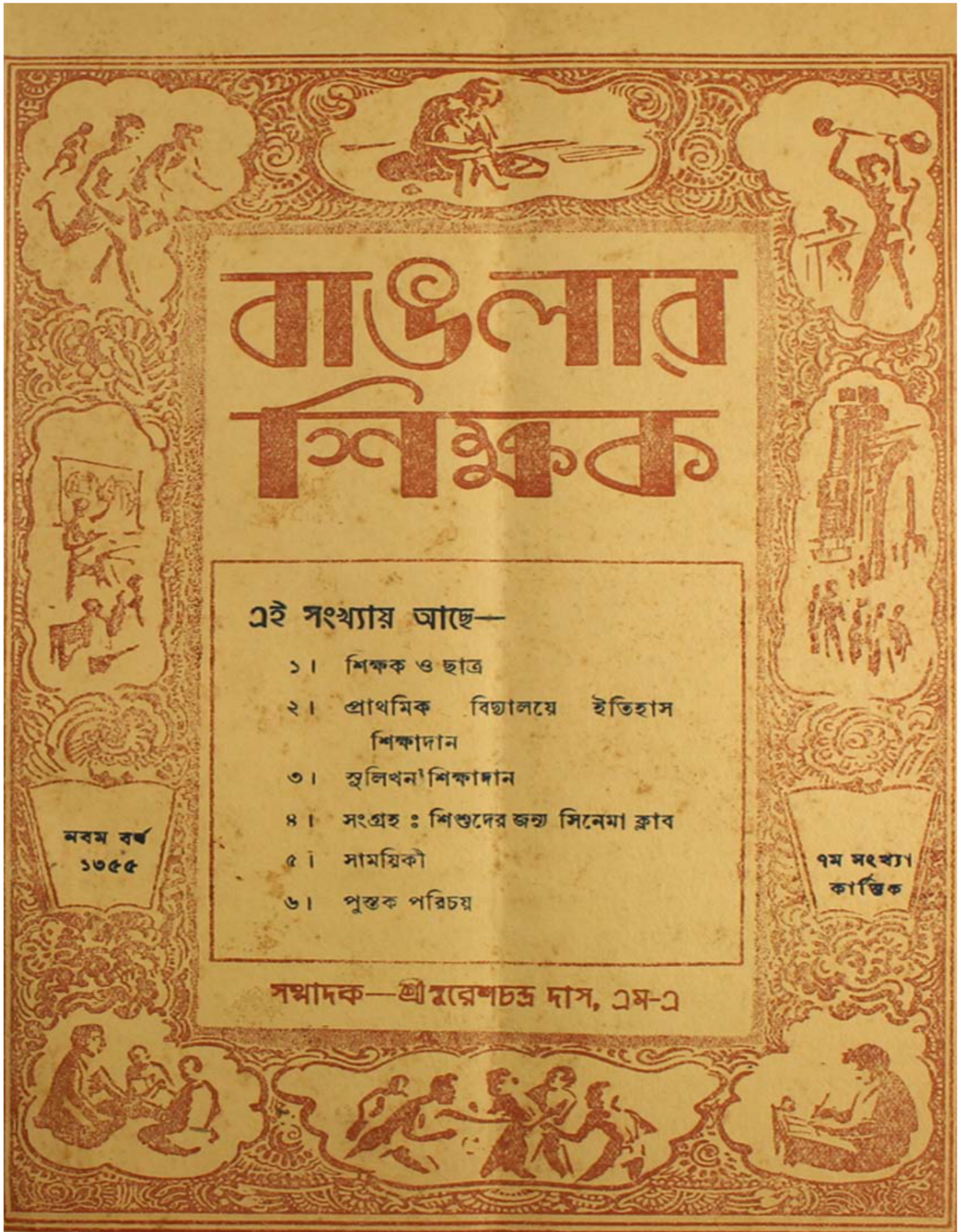

বাঙলার শিক্ষক

এই সংখ্যায় আছে—

১। শিক্ষক ও ছাত্র

২। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষাদান

৩। সুলিখন শিক্ষাদান

৪। সংগ্রহ ঃ শিশুদের জন্য সিনেমা ক্লাব

৫। সাময়িকী

৬। পুস্তক পরিচয়

নবম বর্ষ
১৩৫৫

৭ম সংখ্যা
কার্ত্তিক

সম্পাদক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ

বার্ষিক চাঁদা—তিন টাকা (ডাকমাশুল সহ) • প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

অমলেন্দু দাশগুপ্তের

ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী :— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার বিনাবিচারে কারারোধ। মূল্য ২৲

কমল দাশগুপ্তের

পরিচিতা

বহু পরিচিত এবং সর্ব্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ। কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

কা জী অ নি রু দ্ধ ও দু দে র

কবিগুরু গ্যেটে প্রথম খণ্ড ৩৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৪৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গাদপি গরীয়সী (প্রতি খণ্ড) ৪৲, হৈমন্তী ৩৲, লীলাঞ্জরীয় (৪র্থ সং) ৩৲, বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, বসন্তে (২য় সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, বরযাত্রী (৩য় সং) ২৷৷০, চৈতালী ৩৲, আগামীপ্রভাত ৩৲, অশ-অন্তঃপুরিকা ২৲, বাসর ২৷৷০ হৈমন্তিক ২৷৷০

প্রমথনাথ বিশী

গল্পে মতো ১৷৷০, গাদি ও গল্প ১৷৷০, রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২য় সং) ৩৲

পরিমল গোস্বামী

মহাযবন্তর (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲, রক্তমের বিচার (২য় সং) ১৷৷০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিমানস রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী (২য় সং) ১৷৷০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২৷৷০, ঘরের ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, শতাব্দীর অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, ভুলা ২৷৷০ হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ বন্ধনী (২য় সং) ২৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

টমাস গাটার আত্মজীবনী ৪৲

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

অন্তর্যামী ১৷৷০, সমর্পণ ১৷৷০, সমী ও দীপ্তি ১৲, ভুলের ফসল ২৲

শ্রীমতী বাণী রায়

প্রেম ৩৲

রেণু মিত্র এম-এ

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲ প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

মো হি ত লা ল ম জু ম দা র

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ ছন্দ-চতুর্দ্দশী ৩৲

বিশ্বরথী (৩য় সং) ৪৲ জয়তু সেনানী ৩৲

রূপকথা (২য় সং) ১৲ — সুবীর শিশু গ্রন্থমালা — বসন্তের রাণী ৷৷০

ছেলেদের আরণ্যক ৩৲ লক্ষ্মীর ৷৷০ শিবাজী মহারাজ ১৲

◆ ◆ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড ◆ ◆

◆ ◆ ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ◆ ◆

আমাদের প্রকাশিত স্কুল পাঠ্য পুস্তকের তালিকা

Approved by the Calcutta University and D. P. I. of Bengal
(Vide Cal. Gazette 18-11-43 & Senate House, 20-11-47)

1. সহজ প্রবেশিকা জ্যামিতি (১ম—৫ম খণ্ড) (Classes VII—X) শ্রীবিনোদনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, এস, সি ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি, এ। 2. প্রাথমিক বিজ্ঞান (Classes VII—X) শ্রীঅরুণকুমার দত্ত, ডি, এস, সি। 3. Matriculation Arithmetic (Classes VII—X) Gourisanker De M. A. 4. The New Matriculation Geometry (I—V) (Classes VII—X) S. C. Bose B. A.

Approved by D. P. I. of Bengal (Vide Bengal Education Gazette, August 1945)

1. Suggestive English Composition (Classes VII—VIII) A. G. Sloan B. A. (Cantab) & B Banerjee M. A. 2. Child's New method Grammar (Classes V—VI) Nakul Chandra Raye. 3. সহজ জ্যামিতি (Class—VI) শ্রীমনোরঞ্জন দাসগুপ্ত এম, এ এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি, এ। 4. ব্যাকরণ মুকুল (Class—IV) শ্রীকামদেব কাব্যতীর্থ ও শ্রীভূতনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যারত্ন

Approved by D. P. I. of Bengal (Vide Cal. Gazette 22nd June 1939)

1. New Junior English Grammar (Classes VII—VIII) Panchanan Bhattacharyya B. A., B. T., B. E. S. 2. All India English Grammar (Classes VII—VIII) Baidyanath Chatterjee M. A. & P. C. De M. A., B. L. 3. আদর্শ ব্যাকরণ (Classes VII—VIII) শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, বিদ্যাভূষণ। 4. বঙ্গবাণী ১ম ভাগ (Class VII) শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন শাস্ত্রী। 5. Tales From Bankim (Class VII) Chandra Kumar Ghosh B. A., B. E. S. & Gopal Chandra Mukherjee B. L. 6. English Translation and Composition (Classes V—VI) Surendra Nath Chakravorty M. A., B. T. 7. New Elementary Bengali Composition (Classes V—VI) Rai Rasamay Mitra M. A. & S. K. Biswas. 8. ছোডদের ইতিহাস (Class IV) ডাঃ কুঞ্জবিহারী বসু পি, এইচ, ডি, বিদ্যারত্ন। 9. ইতিহাসের গল্প (Class III) ডাঃ কুঞ্জবিহারী বসু পি, এইচ, ডি, বিদ্যারত্ন 10. আধুনিক পাটিগণিত (Class III—IV) শ্রীচন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এম, এস, সি। 11. সরল ভূগোল (Classes III—IV) শ্রীরমেশচন্দ্র রায় বি, এস, সি, এবং শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এস, সি, বি, টি।

1. Matriculation Sanskrit Composition and Translation (VII—X) Pandit Bhairab Nath Kabyatirtha. 2. Suggestive English Translation (VII—X) B. Banerji M. A. 3. Indian Fables (V—VII) A. C. Banerjee. Revised by B. W. Bean, B. A. (Oxon). 4. Beginners' Essay (IV—VII) N. K. Chakravorty M. A., B. T. 5. Beginners' English Unseens (V—VI) N. K. Chakravorty B. A., B T. 6. সংস্কৃত কুসুমমালা ১ম ভাগ (VI—VII) শ্রীভৈরবনাথ কাব্যতীর্থ। 7. Child's Easy Grammar (IV—VI) Jogendra Nath Banerjee B. L. 8. Child's Word Book (II—IV) Dr. K. B. Bose, Ph. D. 9. Beginner's Easy Grammar (III—IV) S. N. Chakravarty M. A., B. T. 10. শিশু ভূগোল (Class III—IV) শ্রীপাঁচকড়ি সরকার এম, এ, এল, টী। 11. নব প্রাথমিক গণিত ২য় ভাগ (Class II) শ্রীপাঁচকড়ি সরকার এম, এ, এল, টী ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি, এ। 12. নব প্রাথমিক গণিত ১ম ভাগ (Class I) শ্রীপাঁচকড়ি সরকার এম, এ, এল, টী। 13. সচিত্র সানুবাদ ও বিশুদ্ধ চাণক্য-শ্লোক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর।

Estd. 1840 — **S. C. AUDDY & CO. LTD.** — 12, Wellington Street, Calcutta-12 — Phone Entally 1926

For Classes VII-X.

1. A COMPLETE LETTER-WRITER WITH PRECIS & UNSEENS by S. M. Datta, M. A., B. T.

For Classes VII & VIII.

2. STORIES OF ALL TIMES (Supplementary English Reader) by Dr. J. G. Sen, M. A., Ph. D. (Lond.), Second Inspector of Schools, Presidency Division.

3. এশিয়ার বরণীয় (অতিরিক্ত বাংলা পাঠ্য-পুস্তক)—জ্যোতিপ্রসাদ বসু ও বারীন্দ্রনাথ দাশ।

For Classes V & VI.

4. ENGLISH GRAMMAR FOR BEGINNERS by Subodh Ch. Sen, M. A., B. T., Sub-Divisional Inspector of Schools, In-charge, West Dinajpur.

For Class IV.

5. ভারত-কথা (উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর জন্য ইতিহাসের বই)—ভূপেন্দ্রনাথ সরকার, বি. এ, বি. টি, কৃষ্ণনগর গবর্ণমেণ্ট কলেজিয়েট স্কুলের বর্ত্তমান শিক্ষক।

For Classes III & IV.

6. AN ELEMENTARY ENGLISH GRAMMAR by S. M. Datta, M. A., B. T.

M. B. LIBRARY : 23 Canning Street, Calcutta—1

স্বামী জগদীশ্বরানন্দের

তিনখানি ছাত্রপাঠ্য পুস্তক

১। দেশবিদেশের মহামানব ৩৲

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ছাব্বিশজন মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বাণী। ২৭০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রীসের সক্রেটিস ও প্লেটো, আমেরিকার এমার্সন, চীনের কনফুসিয়াস, ফিলিপাইনের জোশা রিজাল, ইংলণ্ডের মোক্ষমূলার, ওয়েল্‌স, উইলিয়াম জোন্স ও মনিয়ার উইলিয়ামস্ প্রভৃতির জীবনী আলোচিত।

২। চৈনিক কবি লাওৎজে (সচিত্র) ২৲

চীনের শ্রেষ্ঠ কবির অপূর্ব্ব জীবনী ও বাণী। চুয়াংজুর জীবনী, জেন ও চীনের সাধনা প্রভৃতি বিষয় বিবৃত। চৈনিক ও ভারতীয় ভাবধারার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য প্রদর্শিত। বাংলায় এই প্রথম পুস্তক।

৩। সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম ৩৲

বিশটী যৌগিক ব্যায়ামের বিস্তৃত বিবরণ ও সুন্দর চিত্র। পুস্তকের সাহায্যে সকলে ব্যায়াম শিখিতে পারিবেন। বাঙ্গালী যোগী মাধব দাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ছবি সন্নিবেশিত। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীর পক্ষে মূল্য দুই টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—বিবেকানন্দ সংঘ, বজবজ পোঃ, চব্বিশ পরগণা জেলা।
এবং
কলিকাতার কয়েকটী পুস্তকালয়

খান বাহাদুর আবদুল হাকিম

এম, এ (ক্যান্টাব)

প্রণীত

আধুনিক শিক্ষক

(পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ)

—•—

এই গ্রন্থে বর্ত্তমান শিক্ষাবিষয়ক যাবতীয় সমস্যা—আমাদের শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য, বিভিন্ন ক্রম ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, শিক্ষকের কর্ত্তব্য ও সেই কর্ত্তব্যপালনের সুচিন্তিত নির্দ্দেশ, পঠন ও পাঠন প্রণালীর বিধি ও বিধান—অতিশয় বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচিত হইয়াছে।

—•—

সদ্য প্রকাশিত

মূল্য ৩৷৷০ টাকা

—•—

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড

কলিকাতা

কে. সি. লাহুড়ানী প্রণীত

মার্ক্সীয় অর্থশাস্ত্র

(ক্যাপিট্যাল গ্রন্থের অনুবাদ)

মার্ক্সের ক্যাপিট্যাল গ্রন্থ গত শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক চিন্তার পরিপক্ক ফল। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দিত ও প্রশংসিত। অর্থশাস্ত্রের নীরস বিষয়কে এই গ্রন্থে অতিশয় রসালো ও সর্ব্বজনবোধ্য করা হইয়াছে।

মূল্য ২৲

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্বের বিস্ময় গান্ধীজি

(মহাত্মা গান্ধীর জীবনী)

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী

অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। বহু বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ ও প্রবীণ হেডমাষ্টার শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্ত, এম, এ, বি, টি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

গ্রন্থে বহু অপূর্ব্ব ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে। নমুনাস্বরূপ কয়েকখানি গ্রন্থ উপহারার্থ আছে।

স্কলার বুক্ এজেন্সী

১২৫এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষাবিভাগের স্কুল-পরিদর্শক বিশিষ্ট
শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চন্দ, এম-এ, বি-টি মহোদয়ের

—অক্লান্ত গবেষণার ফল—

বনিয়াদী শিক্ষা

বাহির হইল

বনিয়াদী শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক এবং শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তির
পূর্ণতা ঘটাইয়া জীবনের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করিয়া
তোলাই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য

—এই পুস্তকে আছে—

বনিয়াদী শিক্ষার

- উৎপত্তি-কাহিনী
- উদ্দেশ্য
- আদর্শ
- পাঠ্যতালিকা
- সমালোচনা প্রভৃতি

প্রত্যেক শিশু-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের পক্ষে এই
গ্রন্থ অপরিহার্য্য ও অমূল্য সম্পদ

মূল্য তিন টাকা মাত্র

'বাঙলার শিক্ষক' কার্য্যালয়ে—১১২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—পাওয়া যাইবে

মহামান্য ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক অনুমোদিত কতিপয় ইংরাজি ও বাংলা

——পাঠ্য-পুস্তক——

১।	সুন্দর পাঠ (১ম ভাগ)	৩য় শ্রেণীর	জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও
২।	ঐ (২য় ভাগ)	৪র্থ শ্রেণীর	প্যারীমোহন সেনগুপ্ত
৩।	ভারতবর্ষের ইতিহাস	৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর	ভোলানাথ ঘোষ
৪।	প্রথম পড়া	নিম্ন শ্রেণীর	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৫।	ছেলেদের ভূগোল	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর	রাধারমণ চক্রবর্ত্তী
৬।	বিজ্ঞানের পড়া	৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর	দেবেশচন্দ্র রায় ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ
৭।	প্রকৃতি বিজ্ঞান	৪র্থ শ্রেণীর	সুধীরকুমার ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ
৮।	ভূবিজ্ঞান	৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর	জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৯।	পৃথিবী ও স্বদেশ	৮র্থ হইতে ১০ম শ্রেণীর	পাল ও মুখোপাধ্যায়
১০।	মিডল বেঙ্গলি কম্পোজিশান	৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর	প্রফেঃ দ্বিজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

1.	Modern English Composition		S. K. Chakravarty
2.	Today & Tomorrow Book 1	III	F. G. Pearce, N. L. Khanolkar & Amba Prasad Srivastava
3.	Do. Book V	VII	Do
4.	New Method English Grammar	VII & VIII	Daulat Ram
5.	Stories of Old Renown	VII	S. N. Misra
6.	Folklore of the Young	V	S. S. Yajnik
7.	Vikram the Yogi and other Stories	VII	Do.
8.	Orient Drawing Book I	III & IV	S. N. Dey
9.	Do. II	V & VII	Do.

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—মফঃস্বল স্কুল সমূহ হইতে চাহিয়া পাঠাইলে অনতিবিলম্বে নমুনা পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

INDIAN PUBLISHING HOUSE

22/1, Cornwallis Street, Calcutta—6

রচনা-শ্রী

[প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের উপযোগী উন্নত প্রণালীর রচনা-গ্রন্থ]

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক

ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, এম্. এ., পি-এইচ্. ডি.

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ.

দৃষ্টিভঙ্গির নূতনত্ব লইয়া এ বই বাংলায় বিস্ময়কর সার্থক সৃষ্টি। ছাত্রগণকে আদর্শ রচনারীতি শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে এই বইখানি রচিত। বিশুদ্ধ ও সরস করিয়া বাংলা রচনা-শিক্ষার পক্ষে বইখানি অপরিহার্য্য। পরীক্ষার সকল প্রকার রচনায় ভাল ফল লাভ করার পক্ষেও গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী।

MATRICULATION ENGLISH GRAMMAR

New Publication of the Year

By P. C. DAS, M.A., Divisional Inspector of Schools,
Presidency Division.

J. M. BANERJEE, M.A., Headmaster,
Ballygunge Govt. H. E. School.

This book has been written specially to provide the students of Matriculation classes with a suitable text-book on English Grammar. The Students of classes VII and VIII will also find the book very interesting and instructive. It starts dealing with elementary notions and covers the entire matriculation syllabus.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের জন্য অনুমোদিত

ভারতের ইতিকথা ঃঃ ব্রিটেনের ইতিকথা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক

শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ, পি. আর. এস, পি-এইচ. ডি. প্রণীত

ইতিহাস কেবলমাত্র কতকগুলি ঘটনা ও তারিখের তালিকা নহে; ইহা জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব। এই পুস্তক দুইখানি রচনাকালে বহুদর্শী প্রবীণ গ্রন্থকার এই মূল সত্যটি কখনই বিস্মৃত হন নাই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী সমুদয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের যথাসম্ভব বিস্তৃত ও সরল আলোচনা করা হইয়াছে। ভারত ও ইংলণ্ডের ইতিহাস সম্বন্ধে নূতন গবেষণার ফলে যে সকল তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা যথাসম্ভব এই দুইখানি পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

A. MUKHERJEE & CO. Ltd.

2, COLLEGE SQUARE, CALCUTTA—13

'বাঙলার শিক্ষকের' নিয়মাবলী

১। 'বাঙলার শিক্ষক' প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করা হয়।

২। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন এবং ডাকঘরের মন্তব্যসহ আমাদের জানাইবেন।

৩। 'বাঙলার শিক্ষকে'র সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। সর্ব্বক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা কিংবা ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনিঅর্ডার-যোগে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইবেন।

৫। পত্রে এবং মনিঅর্ডার কুপনে নূতন গ্রাহক হইলে **নূতন গ্রাহক** এবং পুরাতন গ্রাহক হইলে **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না, অন্যথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬। সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার
'বাঙলার শিক্ষক'
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘের মুখপত্র

—স্বাস্থ্য-সমাচার—

(মাসিক পত্রিকা)

বিগত বৈশাখে ৩৭শ বৎসরে পড়িয়াছে

সম্পাদক—ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি

পত্রিকায় পাইবেন—

১। বাঙ্গালার মনীষীগণ লিখিত সুস্থ সবল জাতি গঠনে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী।

২। গভর্ণমেণ্টের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ; দেশবিদেশের জ্ঞানগর্ভ সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

৩। প্রশ্নোত্তর, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি।

বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা

কার্য্যালয়—৩৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

[নমুনা সংখ্যার জন্য পত্র লিখুন]

৺জগচ্চন্দ্র নাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত

জাতি-গঠন-কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র

মাসিক

সংগঠন

নিয়মিত পাঠ করুন

নূতন দেশ ও মানুষ গড়ে তোলবার দায়িত্ব আজ সকলের।
ভাবুন, জানুন, দেশ কি ভাবে গড়ে উঠছে, কোথায় কি সমস্যা।

প্রতি সংখ্যা ।৷৷০

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৷৷০

সম্পাদিকা—শ্রীমতী অংশুরাণী মিত্র

কার্য্যালয়—৫।২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা

পরিচালনা : সংগঠন ট্রাস্ট

In Selecting Text-Books for 1949

PLEASE CONSULT :

1. THE IDEAL LETTER-WRITER WITH SUBSTANCE & PRECIS WRITING

By The Late Prof. J. N. Chakravarty, M. A. (Gold Medalist) and M. Chakravarty, M. A.

A treatise of recognised value for boys and girls from Classes VII to X. Rs. 2/-

2. THE CROWN SPELLING BOOK

By A. R. Ghosh & F. L. Khan, M. A.

For infant Class and Classes I & II

Unsurpassed in pictorial quality and instructive method. As -/8/-

SOME OF OUR D. P. I. APPROVED PUBLICATIONS :

Class VII

3. THE IDEAL ENGLISH READER, BOOK - I Re. 1/8/-

By The Late Prof. J. N. Chakravarti, M. A. (Gold Medalist)

4. সাহিত্য-সোপানম্—পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ -/8/-

Classes V & VI

5. আধুনিক জ্যামিতি—অধ্যাপক প্রমদাচরণ মজুমদার, এম. এস্-সি. Re.1/-

6. বিজ্ঞান-সোপান—প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য, এম. এস সি ; বি. টি Re 1/

7. সহজ ভূ-বিজ্ঞান—শ্যামাপ্রসন্ন সরকার, বি-এ, বি. টি.
ও জগবন্ধু দাশ, বি. এ. 1/2/-

8. ইতিহাস-মুকুল—অধ্যাপক অনিলকুমার রায়চৌধুরী, এম-এ. 1/8/-

Class IV

9. শিশু-ইতিহাস—অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম. এ., বি-টি -/12/-

Classes III & IV

10. নূতন গণিত—প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য, এম. এস সি., বি. টি. 1/8/-

11. স্বাস্থ্য-সুহৃদ্—ডাঃ বীরেন্দ্রমোহন গুহ, -/10/-

12. প্রকৃতির কথা—প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য, এম. এস্-সি বি. টি. -/9/-

13. অভিনব ভূগোল—সুরেন্দ্র মোহন দত্ত, এম. এ. বি. টি.
ও লাবণ্যপ্রভা বসু, বি. টি. Re. 1/-

14. বিজ্ঞান-মুকুল— ডাঃ বীরেন্দ্রমোহন গুহ ও মোক্ষদা গুহ, বি. টি. -/10/-

15. ছোটদের গণিত—(*for Class II*) } -/8/-
16. শিশুদের গণিত—(*for Class I*) } শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য, এম. এস্-সি. বি. টি. -/6/-

N. B.—We guarantee prompt and sure supply of all our publications, of which we have a large ready stock.

Specimen copies may be sent on requisition

THE BOOK EMPORIUM

PUBLISHERS & BOOK-SELLERS

24-B, Nur Mahammad Lane, Calcutta—9.

কোনও বই বদল করিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত বইগুলি দেখিতে ভুলিবেন না

৭ম—১০ম শ্রেণীর পাঠ্য

TRANSLATION FOR SECONDARY SCHOOLS—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ইংরেজীর প্রধান পরীক্ষক অধ্যাপক **শ্রীঅমিয়কুমার সেন**, এম. এ. ও শ্যামনগর কান্তিচন্দ্র হাই স্কুলের প্রধানশিক্ষক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর পরীক্ষক **শ্রীঅমলাধন বন্দ্যোপাধ্যায়**, এম. এ., বি. টী প্রণীত।

SUBSTANCE, PRECIS AND LETTER-WRITING—কলিকাতা আনন্দরাম কংপুত্তিয়া কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ এবং মেট্রোপলিটন আদি বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক **ধীরেন্দ্রনাথ পাল**, এম. এ. প্রণীত।

৭ম—৮ম শ্রেণীর উপপাঠ্য

বিপ্লবের সপ্তশিখা—পদ্মনাভ বিরচিত ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি **শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষের** ভূমিকা সংবলিত বাঙলার বিপ্লবী শহীদের কাহিনী।

৫ম—৬ষ্ঠ শ্রেণীর উপপাঠ্য

আমাদের আদিবাসী—প্রেসিডেন্সী বিভাগের বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক, বর্দ্ধমান বিভাগের পূর্বতন দ্বিতীয় পরিদর্শক ও বাঙ্গিপ্ত গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক **শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দাস** ও শ্যামনগর কান্তিচন্দ্র হাই স্কুলের প্রধানশিক্ষক **শ্রীঅমূল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায়** প্রণীত।

BEGINNERS' TRANSLATION & COMPOSITION—স্বনামখ্যাত প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক **শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্ত** এম. এ., বি. টী প্রণীত।

A PEEP INTO ENGLISH GRAMMAR—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পুরস্কার ও সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত **শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র** এম. এ. ও কুমিল্লা মোহিনীমোহন বিদ্যাপীঠের শিক্ষক **শ্রীসুখদাপ্রসাদ মজুমদার** বি. এ. প্রণীত।

সরল বাংলা ব্যাকরণ—বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক **শ্রীচন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য** এম. এ. বিদ্যারত্ন প্রণীত।

৩য়—৪র্থ শ্রেণীর পাঠ্য

The English Reader—Book I &
The English Primer—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর লেকচারার **শ্রীসুহাসচন্দ্র রায়** এম. এ. ও কেশব একাডেমীর প্রধানশিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার **শ্রীনির্মলচন্দ্র সিংহ** এম. এ., ডিপ্ এড্. (এডিনবরা) প্রণীত।

Primrose Primer—বাংলা ও হিন্দী মোট সংবলিত **শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্ত** এম. এ., বি. টি. প্রণীত।

First Book of Translation & Conversation—স্বনামখ্যাত শিক্ষাব্রতী **শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্ত** এম. এ., বি. টি. প্রণীত।

২য়—৩য় শ্রেণীর পাঠ্য

শিশু-কবিতা—কলিকাতা পার্ক ইন্‌ষ্টিটিউশনের বাঙলার প্রধান শিক্ষক—**শ্রীআশুতোষ কাব্যতীর্থ** সম্পাদিত।

READERS' CORNER :: 5, Sankar Ghosh Lane, Calcutta—6

আমাদের প্রকাশিত স্কুল পাঠ্য পুস্তকের তালিকা

1. ভূগোল-প্রবেশিকা—For Classes VII—X
   দাশগুপ্ত ও কোং
   Approved by C. U. & Dacca Board & D. P. I. of Bengal.
2. ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস—For Classes VII—X
   প্রিন্সিপ্যাল জে, আর, ব্যানার্জী
   Approved by C. U. & Dacca Board.
*3. সমগ্র ল্যাকরুল কৌমুদী—For Classes VII—X
   ভূতভূষণ ভট্টাচার্য্য, বি. এ., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
*4. Pearls of Bengali Unseens with Essays & Composition—
   For Classes VII—X—C. K. Dutt Saraswati & H. P. Mukherjee.
*5. Matriculation Translation—For Classes VII—X—J. L. Banerjee
6. Matriculation Substance, Precis and Letter Writing—
   For Classes VII—X—Prof. R. P. Ghosh, M A.
7. বুদ্ধচরিত—ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় Rapid Reading
   For Classes VII & VIII
*8. First English Translation—For Classes V & VI—J. L. Banerjee
*9. প্রাথমিক রচনা-শিক্ষা—For Classes V—VI
   পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী, এম্. এ., পি. আর. এস্.
   ও চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী, বি. এ.
*10. বিজ্ঞান-কণিকা—For Classes V—VI
   শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এস্-সি. ও ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম্, এস্-সি.
*11. শিশুজ্যামিতি—For Class VI ধীরেন্দ্রনাথ রায়, বি. এ.
12. আকাশের মায়া—পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য—Rapid Reading
   For Classes V & VI
*13. শিশুসাহিত্য—For Class III গণেশচন্দ্র সাহিত্যশাস্ত্রী
*14. Bookland's Constructive Primer For Class III—N. P. Sen, M.A.
*15. Do Do Book I—For Class IV
   N. P. Sen, M. A.
*16. Do Do Book II—For Class V
   Profs. Ghosal & Chatterjee
*17. Do Do Book III—For Class VI
   Profs. Ghosal & Chatterjee
*18. Do Do Book IV—For Class VII
   Principal J. R. Banerjea
*19. Do Do Book V—For Class VIII
   Principal J. R. Banerjea

* তারকাচিহ্নিত পুস্তকগুলি বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত।

BOOK LAND LTD.
BOOKSELLERS & PUBLISHERS
1, Sankar Ghose Lane, Calcutta 6

নবম বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৫৫ [৭ম সংখ্যা।

শিক্ষক ও ছাত্র

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ

শিক্ষকরা দুঃখ করেন—বৎসর বৎসর কত ছাত্র বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহারা অনেকে কৃতীও হইতেছে, কিন্তু কেহই বড় মনে রাখে না, শ্রদ্ধাও করে না। কেন এমনটা হয়? আমি স্কুলের কথাই বলি—

সাধারণ ছাত্রগণ স্কুলে আসা যাওয়া করে কিন্তু আমাদের কাছ হইতে বেশি কিছু গ্রহণ করে না—পরীক্ষার সহায়ক যে সকল উপকরণ আছে, তাহাদের সাহায্যেই তাহারা তরিয়া যায়। তাহারা আমাদের তুলিয়া যাইবে তাহাতে বৈচিত্র্য কিছু নাই। অসাধারণ ছাত্রগণ আমাদের কাছে মনোযোগের সহিত অনেক কিছু শিখে, আমাদের প্রদত্ত জ্ঞান তাহাদের চিরজীবনের সম্পদ হয়। তবু তাহারাও আমাদের প্রতি উদাসীন কেন? ইহার কারণ, অসাধারণ ছাত্রগণ পরবর্ত্তী জীবনে মনে মনে পদগৌরবে আমাদের চেয়ে ঢের বড় হইয়া উঠে—স্বতঃই দরিদ্র শিক্ষকদের প্রতি তাহাদের আর শ্রদ্ধা থাকে না। আমরা চিরজীবন অল্প পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা করি বলিয়া তাহারা স্বতঃই আমাদের নিম্ন-শ্রেণীর জীব মনে করিয়া থাকে।

সকল ছাত্র সম্বন্ধেই একটি কথা আমার মনে হয়। ছাত্রগণ পরবর্ত্তী জীবনে কোন-না-কোন কাজে যোগ্যতা লাভ করে। তখন আমাদের কথা মনে আসিলে তাহাদের হৃদয় সঙ্কুচিত হয়। ইহার কারণ, তাহাদের অপরিণতি, অজ্ঞতা, ভুলভ্রান্তি, হঠকারিতা, অনবধান ইত্যাদির আমরা সাক্ষী। আজ তাহারা যাহা হইয়াছে, একদিন তাহারা তাহা ছিল না—অনেকের ভবিষ্যৎ সাফল্যের কোন লক্ষণ পর্য্যন্ত ছিল না। এ সংবাদটি আমাদের মত কেহই জানে না। ইহা ছাড়া, আমাদের বিচারের উপর তাহাদের একদিন সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইয়াছে; একদিন বিচারক ও আসামীর যে সম্বন্ধ, আমাদের সঙ্গে তাহাদের সেই সম্বন্ধ ছিল; অনেক সময় তাহারা তিরস্কৃত ও দণ্ডিত হইয়াছে সহপাঠী বন্ধুগণের সমক্ষে—হয়ত সহপাঠীরা তাহাদের লাঞ্ছনায় আমোদ উপভোগও করিয়াছে। এ সমস্তেরই সাক্ষী আমরা। যখনই তাই আমাদের কথা তাহাদের মনে পড়ে, তখনই ছাত্রজীবনের সমস্ত

অপ্রিয় কথাই মনে জাগিয়া উঠে—তাহাতে তাহাদের আত্মাভিমানে আঘাত লাগে। শাসিত কখনো শাসককে ভালবাসে না। ছাত্রজীবনের শাসকদের সেজন্য ছাত্রেরা শ্রদ্ধা করিতে পারে না।

ইহা ছাড়া প্রথমে যাহা বলিতেছিলাম—এ যুগে বিদ্যা গুরুমুখী নয়, পুস্তকস্থা। আমরা যতই পরিশ্রম করি না কেন, ছাত্রগণ আমাদের অধ্যাপিত বিদ্যার অতি অল্প অংশই গ্রহণ করে—অনেক সময় পীড়াপীড়ি করিয়া, পরীক্ষার ভয় দেখাইয়া, শাসন করিয়া, বহুকষ্টে কিছু কিছু গলাধঃকরণ করাইতে হয়। প্রকৃতপক্ষে দাঁড়ায় শিক্ষকছাত্রের সম্পর্ক উৎপীড়ক-উৎপীড়িতের।

দান করিলেই ত কৃতজ্ঞতা পাওয়া যায় না—প্রথমতঃ গ্রহীতা যদি দান গ্রহণ নাই করে, তবে গ্রহীতা দাতার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে কেন? দ্বিতীয়তঃ দাতার দান যদি সম্পূর্ণ দান না হয়, তাহা যদি কিছুর বিনিময়ে হয়, অথবা দাতা যদি দান করিতে বাধ্য হয়—তবে কৃতজ্ঞতার বালাই থাকে না। তারপর, যদি হাতে হাতে না দিয়া দানকে জনতার মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া হয়—তবে তাহার জন্য কে কৃতজ্ঞ হয়? আমরা ছাত্রবিশেষকে শিক্ষা দিই না—বহু ছাত্রে গঠিত এক শ্রেণীকে শিক্ষা দিই। আমরা পঞ্চাশটি ছাত্রে গঠিত একটি শ্রেণীকে শিক্ষা দিলেও, পূরা শিক্ষা প্রত্যেকেই পাইতে পারে। তবু যদি প্রত্যেকেই পূরা শিক্ষাই গ্রহণ করে, কৃতজ্ঞতার বেলায় প্রত্যেক ছাত্রের কাছে ১/৫০ এর বেশি প্রত্যাশা করা ভুল। কারণ, প্রত্যেকেই মনে করে—শিক্ষক আমার জন্যই ত আর পরিশ্রম করিতেছেন না। আমি উপস্থিত থাকিলেও করিবেন, না থাকিলেও করিবেন। অতএব কৃতজ্ঞতা কিসের জন্য? শ্রেণীতে যে বসিতে পাইয়াছি, তাহাও শিক্ষকের দয়ায় নয়, মাসে মাহিনা দিই বলিয়া।

তারপর আমাদের শিক্ষাদানের সঙ্গে কঠোরতা, রূঢ়তা, ভ্রূকুটি ও বিরক্তিভাব মিশ্রিত থাকে। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা-পদ্ধতিতে গুরু-শিষ্যের ছাত্র সম্বন্ধ জন্মিতে পারে না। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই শিক্ষকদের ক্ষোভ থাকা উচিত নয়।

এই সমস্ত কারণ সত্ত্বেও আমরা যে কোন কোন প্রাক্তন ছাত্রের শ্রদ্ধা এবং কোন কোন ছাত্রের নিকট হইতে নানা বিষয়ে সহায়তা লাভ করি, তাহা আমাদের উপরি পাওনা। সেটা ঘটে যতটা ছাত্রের গুণে বা সহৃদয়তায়, ততটা আমাদের গুণে বা বৎসলতায় নয়। পুত্র-ভাগ্যের মত ছাত্র-ভাগ্যও দুর্লভ। প্রাক্তন ছাত্রের শ্রদ্ধাভক্তি যতটুকু দেখা যায়, তাহা সাধারণতঃ হেডমাষ্টারদেরই পাইয়া থাকেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিহাস-শিক্ষাদান

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, এম্-এ, বি-টি
প্রধান শিক্ষক, মেদিনীপুর প্রাইমারী ট্রেনিং স্কুল

আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাঁহারা ইতিহাস পড়ান, তাঁহাদের পাঠদানে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি পরিলক্ষিত হয় :—

(১) শিক্ষকের বিষয়জ্ঞানের অভাব। প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য ইতিহাস পুস্তকখানাও অনেক শিক্ষকের আগাগোড়া পড়া নাই ; অথবা কিছু কিছু পড়া থাকিলেও চর্চ্চার অভাবে তিনি প্রায় সব ভুলিয়া গিয়াছেন।

ইহার ফলে, শিক্ষকেরা শুধু ছাত্রের পাঠ্যপুস্তক দেখিয়া শ্রেণীতে পড়িয়া শুনান, এবং ছাত্রকেও সেই বই দেখিয়া পড়িতে বলেন। ইহাতে বিষয়টি সহজবোধ্য, সরল ও সজীব মোটেই হয় না।—ইতিহাস পাঠে গোড়াতেই শিশুদের বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়।

(২) ইতিহাসের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষকের অনুরাগ, কৌতূহল ও উদ্দীপনার একান্ত অভাব।

ইতিহাসের মত সজীব ও প্রাণস্পর্শী বিষয় পড়িয়া যিনি মনে কোন সাড়া না পান, কল্পনা ও ভাব যাঁহার না জাগে, তিনি অপরের মনে উপযুক্ত ভাব কিরূপে সঞ্চারিত করিতে পারিবেন ? কাজেই অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষাদান যে নির্জ্জীব অর্থাৎ ব্যর্থ হয়, তাহা অনুমান করা অন্যায় হইবে না।

(৩) অন্যান্য বিষয়—যেমন ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদির সহিত ইতিহাসের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা প্রায়ই দেখান হয় না। ইতিহাসে বর্ণিত কোন প্রধান ঘটনা যেস্থানে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করিলে বিষয়ের উপর বেশ খানিকটা যে আলোকপাত করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এজন্য ঐতিহাসিক মানচিত্র দেখানো এবং ব্ল্যাকবোর্ডে রেখামানচিত্র অঙ্কন করিয়া তাহাতে বর্ণিত স্থানগুলি দেখানো উচিত, কিন্তু প্রায়শঃই তাহা হয় না। মানচিত্রের ব্যবহার যদিই বা কেহ করিলেন, তাহা সাধারণ মানচিত্র বলিয়া বর্ণিত বিষয়ের স্থান নির্দ্দেশ মোটেই সুস্পষ্ট হয় না, শুধু সময় নষ্ট করা হয়।

(৪) শিক্ষকের গল্প কথনের অভ্যাস ও দক্ষতা অধিকাংশ স্থলেই থাকে না, তদুপরি অযথা সাধুভাষা প্রয়োগ করিয়া তিনি বিষয়টি শিশুদের নিকট দুর্ব্বোধ্য ও নীরস করিয়া ফেলেন।

(৫) পাঠ আদায় করিতে পাঠ্যপুস্তক হইতে 'মুখস্থ' আদায় করাই শিক্ষকের একমাত্র পন্থা বিবেচিত হয়। ছাত্র ইতিহাসের কাহিনীটি ধরিতে পারিয়াছে কিনা, অর্থাৎ তাহার মধ্যে

যথার্থ ভাব জাগিয়াছে কিনা, তাহা নানাভাবে প্রশ্নাদি করিয়া শিক্ষক জানিয়া লইতে পারেন ; কিন্তু তাহা করা হয় না। সবই মামুলি প্রশ্ন ও তাহার মামুলি, অর্থহীন উত্তর। ছাত্র-ছাত্রীর স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ইহাতে মোটেই হয় না।

(৬) শিক্ষকের বর্ণনা শুনিয়া শিশুরা নিজেরা সিদ্ধান্ত করিবার আগেই, শিক্ষক নিজের সিদ্ধান্ত ও বিচারবুদ্ধি তাহাদের উপর চাপাইয়া দেন ; ইহাতে শিশুদের মন নিষ্পেষ্ট হইয়া যায় পাঠে অংশগ্রহণ করিতে উৎসাহিত হয় না, শিক্ষায় আনন্দলাভ হয় না।

রোগ নির্ণয় হইলে যেমন চিকিৎসা সহজসাধ্য হয়, ইতিহাস-শিক্ষাদানের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি জানিতে পারিলে তাহার প্রতিকারও তেমনি সহজ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রত্যেক ইতিহাস-শিক্ষককে সর্ব্বপ্রথম ইতিহাস সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ মোটামুটি জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য একখানা পুস্তক ত' ভালরূপে তাঁহার পড়া থাকিবেই, তদুপরি ভারত ইতিহাসের বিভিন্ন দিক অথবা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বাঙলা ভাষায় সরস ও শিক্ষাপ্রদ যে অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহার কিছু কিছু প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইতিহাস-শিক্ষকের পাঠ করা উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কয়েকটি ভাল অথচ স্বল্পমূল্যের পুস্তকের নাম উল্লেখ করিতেছি :—ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিত "অশোক" ; শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ লিখিত 'তিন বৌদ্ধস্থান', শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'শিবাজী মহারাজ', শ্রীযদুনাথ সরকার লিখিত 'শিবাজী', শ্রীশরৎকুমার রায় লিখিত 'শিখগুরু ও শিখজাতি'। এই ধরণের পুস্তক পড়িলে বিষয়জ্ঞানও যেরূপ দৃঢ় হইবে, ইতিহাসে অনুরাগও তেমনি বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে আসিবে এক উদার স্বচ্ছ দৃষ্টি, যাহার অভাবে কোনও বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাসে উল্লিখিত বিষয়টির মধ্যে যে ভাবটি রহিয়াছে, তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া শিক্ষককে অতি সরস ও চিত্তাকর্ষক ভাবে, গল্পের মত করিয়া সেই ভাবটি বর্ণনা করিতে হইবে। শিশুদের নিকট গল্প বলিবার দক্ষতা সকলের থাকে না ; এ দক্ষতা ইতিহাস-শিক্ষককে অর্জ্জন করিতে হইবে। শিশুদের সান্নিধ্য যাঁহার ভাল লাগে না, যিনি তাহাদের সঙ্গে গল্প করিতে ভালবাসেন না, তিনি ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইবার অনুপযুক্ত। ইতিহাস-শিক্ষকের শিশুদের নিকট গল্প বলিবার একটা সবিশেষ আগ্রহ থাকা চাই। বর্ণিত বিষয়ের ভাব অনুযায়ী তাঁহার গলার স্বরের উত্থান-পতন হইবে, তিনি যেন সেই গল্পের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছেন, এমন বোধ হইবে। শিশুগণও সেই গল্প উৎকর্ণ হইয়া শুনিবে। পাঠ্য-পুস্তকের ধারা বা পর্য্যায় সে শিক্ষক মোটেই অন্ধের মত অনুসরণ করিবেন না ; তিনি নিজের মনের মত করিয়া বিষয়টিকে সাজাইয়া, শিশুদের সম্মুখে ধরিবেন। তাঁহার বর্ণনার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা বা হেঁয়ালির ভাব থাকিবে না। তিনি সহজ, সরল ভাষায় ভাব প্রকাশ

করিবেন, যেন শিশুরা শুনিবামাত্র বুঝিতে পারে। শিক্ষকের কল্পনার নেত্র শিশুদের কল্পনার নেত্রকে উন্মীলিত করিবে; সুতরাং শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা যুগপৎ অতীতকে প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দলাভ করিবে।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষকের গল্প বলার পর শিশুরা যাহাতে আপনা হইতেই ঐ বিষয় সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন—যাহা তাহাদের মনে জাগে—করিতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ সুযোগ ও উৎসাহ দেওয়া খুবই ভাল। ইহাতে শিশুরা বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার রসাস্বাদনের আনন্দ পাইবে। এই আনন্দের ভিতর দিয়াই শিক্ষালাভ যথাযথ হইবে। মহৎ ব্যক্তির মহত্ত্ব কোথায়, সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয় কে কিরূপে দিল, তাহাতে দেশের ও দশের কি ক্ষতি হইল,—এসব বিষয়ে চিন্তা ও বিচার শিশুরা সমবেতভাবে করিতে পারিবে, যদি তাহারা এ বিষয়ে অবাধে চিন্তা করিয়া ভাব প্রকাশ করিবার সুযোগ পায়। ইহাই ছাত্র ছাত্রীর পাঠে সক্রিয় অংশগ্রহণ, এই অংশগ্রহণ না হইলে, পাঠে তাহাদের মন থাকে না, অনুরাগ জন্মে না, কাজেই কিছুই শিক্ষালাভ হয় না। ইতিহাস পড়িয়া দেশকে ভালবাসিতে শিখা দিতে হইলে, শিশুদের এইভাবে পাঠে অংশগ্রহণ করান প্রয়োজন। ইহার পরিবর্তে, শিক্ষক নিজের সিদ্ধান্ত বা বিচার-বুদ্ধি শিশুদের উপর চাপাইয়া, তোতাপাখীর মত বাঁধা-বুলি আওড়াইয়া লইলে, তাহাদের চিন্তাশক্তি বিকশিত হইবে না, বিচার-বুদ্ধিও জাগ্রত হইবে না।

চতুর্থতঃ, ঐতিহাসিক মানচিত্র কিনিবার মত টাকা বিদ্যালয়ের না থাকিলে, শিক্ষক যেন একখণ্ড বড় ও পুরু কাগজে ভারতের রেখামানচিত্র আঁকিয়া রাখিয়া (প্রধান প্রধান নদ, নদী ও রাজনৈতিক বিভাগসহ) দৈনন্দিন পাঠদানের সময় পাঠের অন্তর্গত দ্রষ্টব্যগুলি সেই মানচিত্রে রঙিন চক দিয়া আঁকিয়া দেখান; তৎপরে তাহা সযত্নে মুছিয়া রাখিলেই পরের দিনের কাজে মানচিত্রখানি ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

পঞ্চমতঃ, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক চিত্র—যথা অশোক-স্তম্ভ, সারনাথের স্তূপ, আবুপাহাড়ের জৈন মন্দির, তাজমহল, ক্লাইভ কর্তৃক দেওয়ানি সনন্দ লাভ—ইত্যাদির সংগ্রহ ইতিহাস-শিক্ষক নিজে রাখিবেন এবং ছাত্রদিগকেও রাখিতে উৎসাহিত করিবেন। প্রত্যেক চিত্রের তাৎপর্য্য যেন ছাত্রগণ ভালরূপে বুঝিতে পারে। ছাত্রেরা প্রাচীনকালের অস্ত্রশস্ত্র, দুর্গ ইত্যাদি ঐতিহাসিক নিদর্শনের ছবি আঁকিতে বা মডেল তৈয়ার করিতে উৎসাহ যেন পায়। তাহাদের তৈয়ারী এই সব নিদর্শন সুদৃশ্য না হইলেও, সেগুলি শিশুগণের কল্পনার প্রচুর খোরাক যোগাইবে। এইগুলির ব্যবহার করিয়া (প্রাচীন কালের লোকদের ন্যায় পোষাক-পরিহিত হইলে আরও ভাল হয়) শিশুরা তাহাদের উপযোগী নাটক বা তাহার অংশ অভিনয় করিতে শিখিবে—ইহাতে তাহারা যেন অতীতকালে বাস করিতেছে এরূপ অনুভব করিবে—ইতিহাস তাহাদের নিকট তখন জীবন্ত হইয়া উঠিবে। ইতিহাস পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যতৎপরতা যাহা

বনিয়াদি শিক্ষার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ—এইভাবে বর্ত্তমান থাকিবে ; তাহাতে ইতিহাস পাঠ সবিশেষ সরস ও শিক্ষাপ্রদ হইয়া উঠিবে।

যে কোনও শিক্ষক, ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের ভাষাগত অর্থ বুঝিলেই, ইতিহাস পাঠদান করিবার উপযুক্ত—এ ধারণা মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিহাসের সামান্য অংশ পাঠ্যসূচীতে থাকিলেও, সেই সামান্য অংশ সার্থকভাবে শিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষকের উপযুক্ত জ্ঞান, যথোপযুক্ত বিষয়ানুরাগ, প্রেরণা চাই। অর্থাৎ উপযুক্ত শিক্ষক চাই।

সুলিখন শিক্ষাদান

শ্রীকিতীশ চন্দ্র ধর, বি-এ, বি-টি

লিখন মানুষের ভাবপ্রকাশের প্রকৃষ্টতম উপায়। সুলিখন শিক্ষা এইজন্যই প্রয়োজনীয়, অথচ বিদ্যালয়ে ইহার শিক্ষাদান প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ত্রুটীযুক্ত, স্বাস্থ্য ও মনোবিজ্ঞান-সম্মত নহে। দেশের দারিদ্র্য ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা বহুলাংশে এজন্য দায়ী। কথা আছে 'কালি-কলম-পাত তবে অক্ষরের জাত' অর্থাৎ ভাল কালি, ভাল কলম ও ভাল পাত মানে পাতা (তৎকালীন কলাপাতা বা তালপাতা) বা কাগজ হইলে তবেই হস্তাক্ষর সুন্দর হয়। কিন্তু হস্তাক্ষর সুন্দর করিতে যে 'হাতে'রও দরকার, তাহা বোধ করি প্রবাদ-কারের জানা ছিল না। শিশুর হস্তের মাংসপেশীগুলি তাহার আয়ত্তে না আসা পর্য্যন্ত তাহার হস্তাক্ষর সুন্দর হইতে পারে না। লিখন শিক্ষাদানের গোড়াতেই এ বিষয়ে চেষ্টা আমাদের দেশে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বোধ হয় কোনও বিদ্যালয়েই হয় না। লিখন শিক্ষার সময় প্রথমে শিশু তাহার সমস্ত বাহুটিই ব্যবহার করে ; ক্রমশঃ পেশীগুলি সম্পূর্ণ বশীভূত হইলে সর্বশেষে কেবল অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ ব্যবহার করিয়া লিখিতে অভ্যস্ত হয়। এই কারণে লিখন শিক্ষা দিবার পূর্বে শিশুদিগকে হস্তসম্পাদ্য অন্যান্য বিষয়ে কিছুদিন তালিম দিয়া অভ্যস্ত করিয়া লইতে হয়। মাটি দিয়া খেলনা প্রস্তুত করা, বাঁশ-খড়-পাট দিয়া কোনও জিনিষ প্রস্তুত করা, সাধারণ অঙ্কনে অভ্যস্ত হওয়া, কোনও জিনিষ সুনিপুণভাবে গোছানো বা সাজানো ইত্যাদি কাজে তাহার হাতের

পেশীগুলিকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে শিক্ষা করার পর হস্তলিপি শিক্ষা আরম্ভ করা যাইতে পারে, কারণ ইহাতে পূর্বোক্ত বিষয়গুলি হইতে অধিকতর নিপুণতার দরকার। তারপর আরও একটি বিষয়ের প্রতি আমরা লক্ষ্য রাখি না। ইহা শিশুর স্বাস্থ্যসম্মত এবং উপযুক্ত বসিবার ব্যবস্থা। আসনের অব্যবস্থা যে সুলিখনের পরিপন্থী, তাহা অনেকে হয়ত জানেন না। লিখনের সময়ে শিশুকে তাহার সমস্ত শরীরের ভর হাতের উপর রাখিয়া লিখিতে হইলে, তাহার লিখন ভাল হইবে কি প্রকারে? লিখিবার পাতা বা কাগজ কোনও ঢালু ডেস্কের উপর রাখিবার ব্যবস্থা, বিশেষতঃ লিখন শিক্ষার প্রাথমিক অবস্থায়, খুব কম বিদ্যালয়েই আছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, শিশু শ্লেট, পাতা বা হাতে তুলিয়া ধরিয়া ডান হাতে লিখিতেছে। ইহাতে লেখার জায়গাটি নড়িয়া লেখা খারাপ করে। কাজেই উপরি-উক্ত ব্যবস্থা না থাকিলে বিদ্যালয়ে সুলিখন শিক্ষাদান অতীব কষ্টকর।

প্রথমতঃ শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের আদর্শলিপির অনুসরণে অভ্যস্ত হইতে হইবে। 'হাতঘুরানো' পদ্ধতির অতিরিক্ত ব্যবহার, যাহা সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে দেখা যায়, বিশেষ ক্ষতিকর। একাদিক্রমে অনেকক্ষণ হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে শিক্ষকের আদর্শ অক্ষরের আর অস্তিত্ব থাকেনা এবং তাহাতে সুফল অপেক্ষা কুফলই বেশী হয়। হাতঘুরানো কার্যটি শিক্ষকের সম্মুখে হওয়া দরকার এবং একসঙ্গে ১।৩ বারের বেশী নয়। কারণ, ইহার উদ্দেশ্য কেবল লক্ষ্য করা শিশু লিখনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত লেখনীর গতিপথ ঠিক রাখিতে শিক্ষা করিয়াছে কিনা। তৎপরই কর্তব্য তাহাকে শিক্ষকের আদর্শলিপির পার্শ্বে বা নিম্নে আদর্শে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত লিখানো। লিখনে শিক্ষার্থীর বর্ণবিন্যাস লিখিবার স্থানের উপর বা নীচের সরল রেখাটির সহিত কতভাবে হইল কি না, তাহা দেখা দরকার। কোণ করিয়া বর্ণগুলি লিখিত হইলে বা বাঁকা লেখার শরীরটি অস্বাভাবিকভাবে একপার্শ্বে হেলাইয়া রাখিতে হয় এবং লিখিবার খাতা ডেস্কের উপর ঋজু বা টেরচা ভাবে পড়িয়া থাকায় লিখিত বস্তুর উপর দৃষ্টি বক্রভাবে নিপতিত হয়। ইহাতে শ্বাসপ্রশ্বাস ও দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। লিখিত বস্তুটির সম্বন্ধে আরও কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষার্থীকে অবহিত হইতে শিক্ষা দিতে হইবে। বর্ণগুলি সব পূর্ণাঙ্গ, সমান উচ্চতা, প্রস্থ ও স্থূলতা বিশিষ্ট হইবে। বর্ণ ও শব্দগুলি পৃথকভাবে সব সমান দূরত্বে রাখিতে হইবে, লাইন সোজা রাখিতে হইবে। লিখিবার সরঞ্জাম ভাল তো হওয়া দরকারই। লিখন শিক্ষা দীর্ঘকাল শ্লেট পেন্সিলে আবদ্ধ রাখা অনুচিত। কারণ শ্লেটে লিখিলে লিখিত বর্ণ, শব্দ বা বাক্য মুছিবার সুবিধা থাকায় ছাত্র লিখনে একাগ্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি খেয়াল হারাইয়া ফেলে। কাগজে-কলমে লেখা স্থায়ীভাবে অপরিষ্কার না করিয়া ইহা সম্ভব নয় বলিয়াই গোড়াতেই সাবধান হইতে শেখে। কোনও কোনও বিদ্যালয়ে দেখা যায় লিখন শিক্ষার প্রথমাবস্থাতেই

ছাত্র বর্ণমালার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত শিক্ষক কর্তৃক লিখিতে আদিষ্ট হয়। ইহা ঠিক নহে। 'অল্প ও সুন্দর' ইহাই হইবে শিক্ষকের লক্ষ্য। একটি বর্ণ শুদ্ধ ও সুন্দর না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী বর্ণ লিখন শিক্ষা দেওয়া অনুচিত। লিখনের বিজ্ঞান আয়ত্ত করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে বর্ণমালার একজাতীয় বর্ণগুলি, যেমন ব, র, ক, ধ, ঋ এক সঙ্গে লিখানো শিক্ষা দিতে পারা যায়। লিখনের দ্বিতীয় ধাপে অর্থাৎ বর্ণপরিচয়ের পর এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে বর্ণগুলির নিজ নিজ বিশেষত্বগুলি শিক্ষার্থীর নিকট প্রকট হইয়া তৎসম্বন্ধে তাহার ধারণা দৃঢ় করিবে।

অনেক বিদ্যালয়ে লিখনের অনুশীলনীর জন্য কপিবুক বা লিখন-শিক্ষার ছাপান বই ব্যবহৃত হয়। ইহা অধিককাল ব্যবহার না করা বা পারিলে একেবারে না করাই বিজ্ঞানসম্মত। কারণ কপিবুকে লিখিত শব্দ বা বাক্য শিশুর পাঠ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধহীন হওয়ায় তাহার পঠন-শিক্ষায় বিশেষ সহায়তা করে না। পঠন ও লিখন যুগপৎ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, ইহাতে উভয় বিষয়ে জ্ঞান স্থায়ী হয়। এজন্য দৈনন্দিন পাঠ্য বিষয়টি ছাত্রেরা যাহাতে একবার লিখিতে সুযোগ পায়, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। অবশ্য নিম্নতম শ্রেণীতেই এই ব্যবস্থা প্রয়োজন, যেখানে বর্ণসমূহের সহিত ছাত্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় শিক্ষা দেওয়া হয় এবং পাঠ্য বিষয়ও বেশী নয়। উচ্চতর শ্রেণীতেও দৈনিক অন্ততঃ ৫ বা ১০ মিনিট কাল শ্রেণীতে লিখনের ব্যবস্থা রাখা দরকার, যাহাতে শিক্ষক দেখিতে পারেন যে, ছাত্রেরা ঠিকভাবে লিখনে অভ্যস্ত হইতেছে। উচ্চতর শ্রেণীতে ছাত্রেরা শিক্ষকের প্রদত্ত যে টীকা বা অর্থ বা অন্য কিছু 'নোটবুকে' লিখিয়া লয় তজ্জন্য ছাত্রদের খসড়া খাতা ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ তাহাতে লিখনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি না থাকায় লিখনের ক্ষতি সাধিত হয়। ছাত্রেরা নোট-বইতে যাহা লিখিবার একবারে লিখিবে; তাহাতে বাধ্য হইয়া তাহাদের লিখনের বোধগম্যতার ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং এইরূপে দুইবারের কাজ একবারে হওয়ায় সময়েরও মিতব্যয়িতা হইবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় প্রত্যেক বিষয়ই কিছু না কিছু লিখিতে হয়। এই জাতীয় শ্রেণীর কাজ ও বাড়ীর কাজ প্রত্যেকটিতেই ছাত্রের হস্তলিপির প্রতি শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। এজন্য ভাল হাতের লিখায় জন্য নম্বর দেওয়া ও খারাপ হাতের লিখার জন্য নম্বর কাটার ব্যবস্থা, বিশেষতঃ নিম্নতর শ্রেণীতে, খুবই কার্যকর। শিক্ষা-দান কালে ছাত্রদের সাধারণ ভুল ব্লাকবোর্ড সাহায্যে সংশোধন করিলে শিক্ষকের সময় ও শক্তির মিতব্যয়িতা হইবে। শিক্ষকের আদর্শ, 'কপিবুক' বা পাঠ্যপুস্তক অনুসরণে প্রথমাবস্থায় যে লিখনে শিশু অভ্যস্ত হয়, শিক্ষকের সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ক্রমশঃ সেই অবস্থা হইতে তাহাকে 'জড়' লেখার অবস্থায় আনিতে হইবে। কারণ পরবর্তী জীবনে

তাহাই শিক্ষার্থীর প্রয়োজন। এই পরিবর্তন কালটিতে শিক্ষকের খুবই পরিশ্রম-সহকারে ছাত্রদের লিখন সংশোধনে রত থাকিতে হইবে। লিখন সর্বদাই লিখন, তাহা ছাপার হরফের ব্যর্থ অনুকরণ যাহাতে না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

লিখনের তিনটি গুণ লক্ষণীয়। ইহার অনায়াসপঠ্যতা (legibility), সৌন্দর্য (beauty) ও গতি (speed)। বিদ্যালয়ে আমরা প্রথম দুইটি গুণের অনুশীলন করিয়াই শেষ করি। ছাত্রের হস্তলিপির গতি বৃদ্ধি করিবার অভ্যাসগঠন-কল্পে কোনও বিদ্যালয়ে কিছু করিতে দেখা যায় না। লিখনের তৃতীয় গুণটি ছাত্রের পরবর্তী জীবনে ও উচ্চতর শিক্ষালাভের সময় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই বিষয়ে নিম্নলিখিত পদ্ধতির অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে সুফল লাভের আশা করা যায়।

শ্রেণীর ছাত্রদের প্রত্যেকের জানা একটি গদ্য বা পদ্যের লাইন বাছিয়া লইতে হইবে। ধরা যাক ইহা—'পাখীসব করে রব রাতি পোহাইল'। ছাত্রেরা সকলে কাগজ ও কলম লইয়া প্রস্তুত থাকিবে। শিক্ষক নির্দেশ দিবা মাত্র তাহারা লিখিতে আরম্ভ করিবে, দাঁড়ি দিতে হইবে না, সুন্দর করিয়া লিখিবার দরকার নাই, লেখা কেবল অনায়াসপাঠ্য হইলেই হইবে। এইরূপে ঠিক দুই মিনিট কাল শেষ হইতেই, শিক্ষক থামিবার নির্দেশ দিবামাত্র, যাহার যতদূর লিখা হইয়াছে, শব্দ বা বর্ণ অসম্পূর্ণ থাকিলেও সেইখানে থামিতে হইবে। শিক্ষক প্রদত্ত লাইনের ১৪টি অক্ষরের কে ঐ সময়ে কতগুলি লিখিয়াছে দেখিয়া লিখিয়া রাখিবেন। কেহ হয়ত ৫৬, কেহ ৬৩, কেহ ৩৭ লিখিয়াছে। এখন ছাত্রদের লিখিত অক্ষর-সংখ্যা যোগ দিয়া ছাত্র-সংখ্যা দিয়া ভাগ করিয়া ২ দিয়া ভাগ করিলে গড়ে প্রত্যেক ছাত্র মিনিটে কতগুলি অক্ষর লিখিয়াছে পাওয়া যাইবে। মনে করা যাক ঐ সংখ্যা ৪৮। তাহা হইলে আপাততঃ ৪৮ই শ্রেণীর গড়। পরে অবশ্য অভ্যাসের ফলে ঐ শ্রেণীতেই এই সংখ্যা বাড়িবে। বাৎসরিক পরীক্ষায় শ্রেণীর এইরূপ পরীক্ষা লইয়া শ্রেণীর জন্য একটি মান-গড় নির্ণয় করা অসম্ভব নয়। প্রত্যেক ছাত্রকে অন্ততঃ এই মানে পৌঁছাইতে হইবে। অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের এই সংখ্যা লক্ষ্য করিয়া উপনীত হইতে হইবে। প্রতি তিন মাসের এক একটি মান গড় থাকিলে শিক্ষকের কাজের আরও সুবিধা হইবে। অনুরূপ ব্যবস্থা ছাত্রদের লিখনের গতি বৃদ্ধি করাইতে বিশেষ সহায়তা করে। সৌন্দর্যের জন্যও অনুরূপ একটি 'স্কেল' প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে ঐ 'স্কেল' প্রণয়নে কয়েক সহস্র একজাতীয় ছাত্রের প্রয়োজন হওয়ায়, সাধারণ বিদ্যালয়ে তাহা সম্ভব নহে। প্রদেশের প্রাথমিক ও অন্যান্য শিক্ষকগণের সহযোগিতায় ইহা সম্পন্ন হইতে পারে। মোটকথা, শিক্ষকগণের যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রমের অভাব না হইলে লিখন শিক্ষাদানের উন্নতিবিধানে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নহে।

শিশুদের জন্য 'সিনেমা-ক্লাব'

লেখক—এইচ্. মার্কাট

বৃটেনে গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে শিশুদের জন্য তিন হাজার সিনেমা-ক্লাব স্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই এই সিনেমা-ক্লাব আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং ১৯৪৭ সালে সুবিখ্যাত চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ী মিঃ জে. আর্থার র‍্যাঙ্কের প্রচেষ্টায় এই শিক্ষামূলক আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয়।

প্রচলিত এবং বদ্ধমূল ধারণা এই যে সিনেমা অপরিণত শিশুমনের ওপর মন্দ প্রভাব বিস্তার করে। মিঃ র‍্যাঙ্ক প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বর্তমানে বৃটেনের সর্বত্র প্রায় ৪০০ ওডিয়ন ও গমন্ট-বৃটিশ ক্লাব আছে। এ ছাড়া ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষ আরও অনেকগুলি ক্লাব স্থাপন করেছেন।

প্রতি শনিবার সকাল দশটার সময় প্রায় ৪০০০০০ ছেলেমেয়ে র‍্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ছবিঘরে ছবি দেখে। প্রবেশ-মূল্য মাত্র ছ'পেনী অর্থাৎ প্রায় সাড়ে পাঁচ আনা। ক্লাবগুলি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়; নিছক আনন্দ ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই ছবি নির্বাচন, নির্বাচন এবং অনুষ্ঠান-সূচী প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এর পশ্চাতে কোন ব্যবসায়ীর স্বার্থ জড়িত নেই। প্রতি শনিবারে সাধারণতঃ একটি কার্টুন, একটি প্রামাণ্য ফিল্ম, একটি সিরিয়াল ছবির অংশ ও একটি ফীচার ফিল্ম দেখানো হয়ে থাকে।

ছবি নির্বাচন ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। ক্লাবের সভ্যদের বয়স ৭ থেকে ১৫ বৎসর। বৃটিশ ফিল্ম ইন্‌স্টিট্যুট্ এই বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রদর্শনের উপযুক্ত ছবির যে নাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তদনুযায়ী নির্মিত ছবিগুলিই দেখানো হয়ে থাকে।

শিশুদের জন্য সম্পূর্ণভাবে উপযোগী ছবির অভাব দেখে র‍্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান শিশুদের জন্য চিত্র নির্মাণের কাজে ব্রতী হয়েছেন। ১৯৪৬ সালে মিঃ র‍্যাঙ্কের প্রচেষ্টার ফলে গমন্ট-বৃটিশ ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শান লিঃ, চিল্‌ড্রেন্‌স্ এন্‌টারটেনমেণ্ট ফিল্মস্ নাম দিয়ে একটি পৃথক বিভাগ খোলেন। এই বিভাগের কাজ হল শিশুদের উপযোগী চলচ্চিত্র নির্মাণ করা। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য

হল শিশুদের জন্যই বিশেষভাবে প্রস্তুত চিত্র শিশুদের দেখানো। বর্তমানে সিনেমা ক্লাবের শনিবারের অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে সেইরূপ ছবি অন্ততঃ একটি থাকে।

শিশুদের যদি দু'তিন ঘণ্টা ধরে নিছক আনন্দ দান করাই উদ্দেশ্য হত তাহলে বিভিন্ন ক্লাব স্থাপনের প্রয়োজন হত না। মিঃ র‍্যাঙ্কের উদ্দেশ্য আরো গভীর। এই ক্লাবের মাধ্যমে শিশুরা সৃজনমূলক ও সাংস্কৃতিক কর্ম প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের অবসর কাটানোর উপায় শিক্ষালাভ করে। ক্লাবের প্রত্যেক সভ্যকে ক্লাবের নিয়ম মেনে চলতে এবং অন্যান্য সভ্যদের ভালবাসতে ও বিশ্বাস করতে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রতি শনিবার সকালে ছবি প্রদর্শন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে সভ্যদের নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করতে হয়।

"আমি সত্য কথা বলব, অপরকে সাহায্য করব এবং পিতামাতাকে মান্য করব। আমি বয়স্থ ব্যক্তিদের সম্মান দেখাব, জীবজন্তুর প্রতি সদয় আচরণ করব এবং সৎপথে চলব। আমি শপথ করছি যে দেশের উন্নতির জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

প্রত্যেক ক্লাবের একটি করে কার্যনির্বাহক সমিতি আছে। ওডিয়ান ক্লাবের সমিতি-গুলির সভ্যরা হচ্ছে সিনেমাদর্শক ছেলেমেয়েরা এবং সভাপতি হচ্ছেন ছবিঘরের ম্যানেজার। ছবিঘরের কর্মকর্তা এবং শিশুদর্শকরা পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে শিশুদের মধ্যে দর্শক হিসাবে দায়িত্ববোধ জন্মায়। এই সমিতির সভ্যরা অনুষ্ঠান সূচী প্রস্তুত, ক্লাব পরিচালনা এবং ক্লাবের অধীনে অন্যান্য যে সমস্ত কাজকর্ম ও খেলাধূলা পরিচালিত হয় সেই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

গমন্ট-বৃটিশ ক্লাব সমিতিগুলির সভাপতিরা হচ্ছেন সিনেমা ম্যানেজারগণ কিন্তু প্রত্যেকটি সমিতিতে স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন বয়স্ক প্রতিনিধি, একজন পুলিস কর্মচারী, একজন যুবসমিতির প্রতিনিধি, একজন কুশলী সঙ্গীতজ্ঞ অথবা স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং সাধারণতঃ চারজন ক্লাবের সভ্য ছেলেমেয়ে থাকে।

সিনেমা ম্যানেজারের পরিচালনায় প্রত্যেকটি ক্লাব ফুটবল, হকি, টেনিস, ক্রিকেট, সাঁতার, সাইকেল চালনা, ব্যায়াম, খেলনা ও মডেল তৈরী ইত্যাদি নানাবিধ কার্যের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ, আলোচনা সভার অধিবেশন, গানের আসর, নাটকাভিনয়, ঐকতান বাদন প্রভৃতি বিষয়ও এই ক্লাবের কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত।

১৯৪৭ সালে এই ক্লাবগুলির উদ্যোগে সমগ্র বৃটেনের ছেলেমেয়েদের এক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। লণ্ডনের বিখ্যাত রয়াল এ্যালবার্ট হলে এই প্রতিযোগিতার সমাপ্তিপর্বের অনুষ্ঠান হয়। এই ক্লাবগুলির চেষ্টায় একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাও হয়েছিল এবং শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি জার্মানীতে প্রদর্শনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই ক্লাবের ছেলে-মেয়েরা তাদের অবসর সময়ে নানা রকমের সুন্দর সুন্দর খেলনা তৈরী করেছিল যেগুলি বড়-দিনের সময় বিভিন্ন হাসপাতালের শিশু রোগীদের উপহার দেওয়া হয়।

এই ক্লাবগুলির আর একটি উল্লেখযোগ্য কর্মপ্রচেষ্টা হল স্কুলের ছেলেমেয়েদের পথ চলা শিক্ষাদান। ছবি দেখান শেষ হলে পর ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এক একজন দলপতির নির্দেশে এবং পুলিসের সহযোগিতা ও সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে রাস্তা পার হয় ও সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় চলার নিয়মকানুন সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে।

বৃটেনের এই সিনেমা-ক্লাব আন্দোলন পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও সাড়া তুলেছে। ইউরোপের কয়েকটি দেশে এখন বৃটেনের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী শিশুদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত চলচ্চিত্র দেখান হচ্ছে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে প্রায় একশ' সিনেমা ক্লাব স্থাপিত হয়েছে। এই সমস্ত ক্লাবের সভ্যদের সঙ্গে পাঁচ হাজার বৃটিশ ছেলেমেয়ে নিয়মিত পত্র বিনিময় করে। শিশুদের বিশ্বনাগরিক রূপে তৈরী করার জন্য সভ্যসত্যই এ এক নূতন ধরণের শিক্ষা-ব্যবস্থা।

[ব্রিটিশ ইন্‌ফরমেশন সার্ভিসের সৌজন্যে]

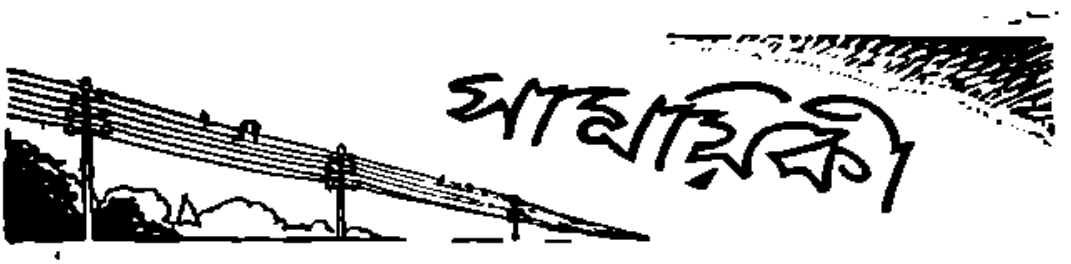

শিক্ষকদের সম্মান—সম্প্রতি বোম্বাই সরকার এই মর্মে এক নির্দেশ দিয়াছেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে এখন হইতে 'গুরুজি' বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে এবং জনসাধারণের সভাসমিতি বা সামাজিক অনুষ্ঠানে সর্বপ্রথম সারিতে ইঁহাদের বসিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সম্মান শিক্ষকদের প্রাপ্য এবং স্বাধীন রাষ্ট্রে এই নীতি অবলম্বন করাও খুবই সমীচীন হইয়াছে। এই সম্মানের সঙ্গে তাঁহাদের আর্থিক অনটনও যাহাতে আর না থাকে সেই ব্যবস্থাও রাষ্ট্রের করা একান্ত আবশ্যক।

শিক্ষার্থীদের জন্য বেতার বক্তৃতা—মাদ্রাজের শিক্ষা-নিয়ামক প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যে সকল বিদ্যালয়ে বেতার-যন্ত্র আছে, সেখানে ছাত্রদের দৈনিক পাঠ-সময়ের মধ্যে রেডিও শোনাও অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। কোন্ কোন্ শ্রেণীর জন্য কোন্ দিন নির্দিষ্ট থাকিবে, তাহা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় বক্তৃতার বিষয় অনুসারে ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এই বিষয়ে আমাদের শিক্ষাবিভাগের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করিতেছি।

মধ্য প্রদেশে বিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষা—সম্প্রতি মধ্য প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোখেল বলিয়াছেন যে, অতি শীঘ্রই প্রদেশের বিদ্যালয়-সমূহের ছাত্রদিগকে সামরিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। দেশ স্বাধীন হইয়াছে, সুতরাং এখন প্রত্যেক নাগরিকের সামরিক শিক্ষা পাওয়া উচিত।

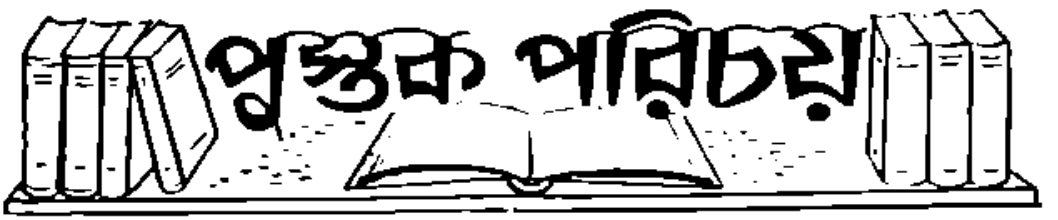

নূতন বুদ্ধ—শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ, কাব্যতীর্থ, ভাগবতরত্ন প্রণীত, বাণী-বীথি, ২সি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, মূল্য—বার আনা।

কিশোরদের জন্য লিখিত মহাত্মা গান্ধীর এই জীবন কথা এক অভিনব টেক্‌নিকে রচিত হইয়াছে। আমাদের দেশে জীবনী লেখার মামুলি পদ্ধতি গ্রন্থকার অনুসরণ করেন নাই। এইজন্য বইখানি অতিশয় সুখপাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থকারের বলিবার ভঙ্গী চিত্তাকর্ষক। "ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাথিয়াওয়াড় রাজ্যের পোরবন্দর সহরে করমচাঁদ গান্ধী ও পুতলীবাঈ-এর সন্তানরূপে যে মোহনদাস জন্মগ্রহণ করেছিল, যে লাজুক ছেলেটি ইস্কুলে গিয়ে মুখ ফুটে একটা কথা বলতে পারত না, যে ছেলেটি বড় হোয়ে ব্যারিষ্টার হোয়ে আদালতে প্রথম মকিলের গিয়ে কেঁপে ঘেমে ফিরে আসে,—সেই মোহনদাস একদিন মহাত্মা এই নামে সারা জগতের লোকের কাছে চেনা হোয়ে যান।"

পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানের ছাত্রদের বিদ্যালয়ের দ্রুত পঠনের জন্য এই পুস্তকখানি নির্ব্বাচন করা চলে।

AMPLE STOCKS ARE AVAILABLE OF
ALL

Textbooks and supplementary readers approved by the Bengal Provincial Text. Book Committee for use in schools in East Bengal and West Bengal in 1949 and by Calcutta University for the Matriculation Examination of 1951.

A Short List

DETAILED READERS

Clarendon Readers, Primer,	9as	A Way to English, Primer,	7as
do Book I,	9as	do Book I,	9as
do ,, II,	10as	do ,, II,	10as
do ,, III,	11as	do ,, III,	12as
do ,, IV,	Re I	do ,, IV,	14as
do ,, V,	Re I	do ,, V,	14as

SUPPLEMENTARY READERS

The First Book of Fables,	10as	Tagore: My Boyhood Days,	Re I
The Second Book of Fables,	Re I	Leaders of Modern India Series	
The Third Book of Fables,	Re I	Gandhi,	5as
Gandhi: My Early Life, edited by M. Desai	Re 1-2	Tagore,	5as

HISTORY

Bharat-O-Britain by Dr A. P. Das Gupta ... Re 1-6
(for Classes VII & VIII)

GEOGRAPHY

Adhunik Bhu-Parichaya by Ajit Kumar Banerjee Re I
(for Classes III & IV)

MATHEMATICS

Patiganit by Sir Asutosh Mookerjee & S. C. Basu. Rs 2-8as

MATRICULATION EXAMINATION, 1951
RAPID READERS

Gandhi: My Early Life, edited by M. Desai	Re 1-2
Our India by Minoo Masani ...	Re 1-4
An Introduction to Citizenship by J. C. Hill ...	Re I
Tagore: My Boyhood Days, translated by M. Sykes	Re I

OXFORD UNIVERSITY PRESS

পূর্ব্ববঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষার
প্রধান পরিদর্শক
খান বাহাদুর আবদুল হাকিম এম-এ, (ক্যান্টাব) প্রণীত

শিশুর মন ও শিক্ষা

মূল্য ১৷৷০ টাকা

আমাদের দেশে বুনিয়াদি শিক্ষার আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে হইলে শিশুর মন ও নানা অবস্থা পরিবেশে তাহার আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই শিক্ষার নীতি ও রীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কি করিয়া শিশুর মনের রহস্য সন্ধান করিতে হয় এবং সেই আলোকে তাহার শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করা যায় এই পুস্তিকায় তাহার বৈজ্ঞানিক অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা রহিয়াছে।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক ও ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষারত শিক্ষকদের এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

ডাঃ নৃবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি প্রণীত

আমাদের ইংরেজী শেখা

প্রত্যেক শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে
অপরিহার্য্য প্রয়োজন

মূল্য দেড় টাকা

প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিস্তার বাহনরূপে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু সে ভাষা এখনও হৃদয়ঙ্গম হয় নাই কেন? গলদ কোথায়? এবং দূরীকরণের উপায়ই বা কি? বিশদ আলোচনা এই পুস্তকে আছে।

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Edited, printed and published by Saroj C. Das, M.A., from Ahimsa Press (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharmatala Street, Calcutta

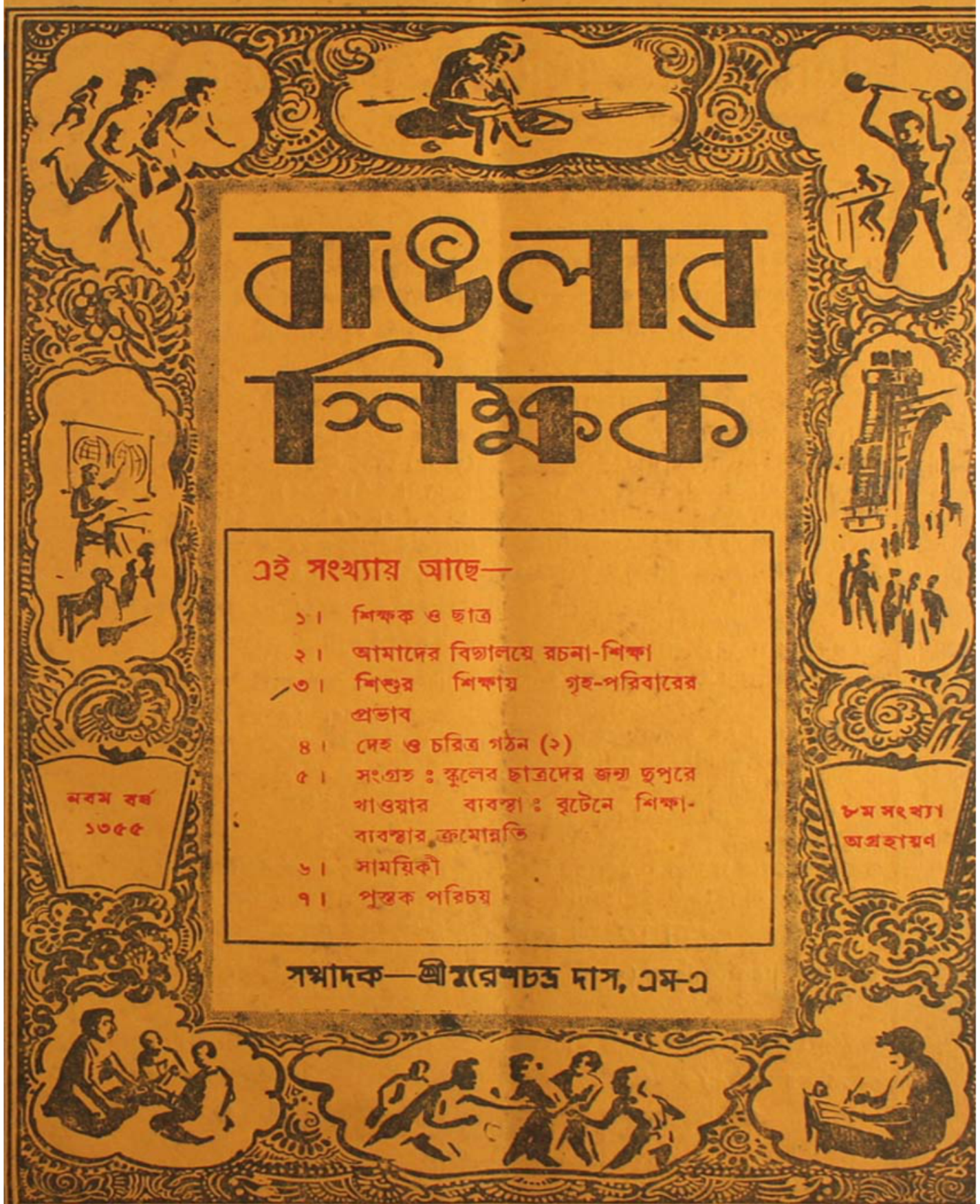

বাঙলার শিক্ষক

এই সংখ্যায় আছে—

১। শিক্ষক ও ছাত্র
২। আমাদের বিদ্যালয়ে রচনা-শিক্ষা
৩। শিশুর শিক্ষায় গৃহ-পরিবারের প্রভাব
৪। দেহ ও চরিত্র গঠন (২)
৫। সংগ্রহ ঃ স্কুলের ছাত্রদের জন্য দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা ঃ বৃটেনে শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি
৬। সাময়িকী
৭। পুস্তক পরিচয়

নবম বর্ষ
১৩৫৫

৮ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ

সম্পাদক—শ্রীমরেশচন্দ্র দাস, এম-এ

বার্ষিক চাঁদা—তিন টাকা (ডাকমাশুল সহ) • প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

অমলেন্দু দাশগুপ্তের

ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার বিনাবিচারে কারারোধ। মূল্য ২৲

কমল দাশগুপ্তের

পরিচিতা

বহু পরিচিত এবং সর্ব্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ। কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

কা জী আ ব দু ল ও দু দে র

কবিগুরু গ্যেটে প্রথম খণ্ড ৫৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৪৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গাদপি গরীয়সী (প্রতি খণ্ড) ৪৲, হৈমন্তী ৩৲, লীলাঞ্জুরীয় (৫ম সং) ৩৲, বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, বসন্তে (২য়সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, বরযাত্রী (৩য় সং) ২৷৷০, চৈতালী ৩৲, আগামীপ্রভাত ৩৲, ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲, বাসর ২৷৷০ দৈনন্দিন ২৷৷০

প্রমথনাথ বিশী

গল্পের মতো ১৷৷০, গালি ও গল্প ১৷৷০ রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২সং) ৩৲

পরিমল গোস্বামী

মহামন্বন্তর (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲,

মনস্তত্ত্বের বিচার (২য় সং) ১৷৷০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী (২য় সং) ১৷৷০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২৷৷০, ঘরের ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, শতাব্দীর অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, ক্ষুধা ২৷৷০ হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ বন্ধনী (২য় সং) ২৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪৲

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

অন্তর্যামী ১৷৷০, সমর্পণ ১৷৷০, সমী ও দীপ্তি ১৲, ভুলের ফসল ২৲

শ্রীমতী বাণী রায়

প্রেম ৩৲

রেণু মিত্র এম-এ

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲ প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

মো হি ত লা ল ম জু ম দা র

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ ছন্দ-চতুর্দ্দশী ৩৲

বিস্মরণী (৩য় সং) ৪৲ জয়তু নেতাজী ৩৲

রূপকথা (২য় সং) ১৲ — সুবীর শিশু গ্রন্থমালা — বসন্তের রাণী ৷৷০

ছেলেদের আরণ্যক ৩৲ লক্ষ্মীর ৷৵০ শিবাজী মহারাজ ১৲

জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষাবিভাগের স্কুল-পরিদর্শক
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ এম-এ, বি-টি মহোদয়ের
অক্লান্ত গবেষণা-প্রসূত

বনিয়াদী শিক্ষা

বাহির হইল

শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তির পূর্ণতা বিধান করিয়া তাহাকে
জীবনের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলাই
এই শিক্ষার উদ্দেশ্য

—এই পুস্তকে আছে—

বনিয়াদী শিক্ষার

● উৎপত্তি-কাহিনী ● উদ্দেশ্য ● আদর্শ ● পাঠ্যতালিকা
সমালোচনা প্রভৃতি

অমৃতবাজার বলেন :—

With a mind free from bias, he offers a course of study which will be acceptable to our educationists.

বসুমতী বলেন :—বাংলা ভাষায় বনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে এই পুস্তক লিখিয়া (গ্রন্থকার) বহুদিনের অনুভূত একটি অভাব দূর করিয়াছেন।

যুগান্তর বলেন :—শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটানোই যে বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য লেখক তাহা এই গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন।

'বনিয়াদী শিক্ষা' সম্বন্ধে বর্ধমান বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এস্‌সি, বি-টি মহোদয় বলেন—

বিষয় বস্তুর সমাবেশ ও ভাষার প্রাঞ্জলতা···বনিয়াদী শিক্ষার প্রকৃত রূপ সহজ-ভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা বাংলা ভাষায় এই বোধ হয় প্রথম।

প্রত্যেক শিশু-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের পক্ষে এই গ্রন্থ
অপরিহার্য্য ও অমূল্য সম্পদ

মূল্য তিন টাকা মাত্র

'বাংলার শিক্ষক' কার্য্যালয়ে—১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—পাওয়া যাইবে

খান বাহাদুর আবদুল হাকিম

এম, এ (ক্যান্টাব)

প্রণীত

আধুনিক শিক্ষক

(পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ)

—•—

এই গ্রন্থে বর্ত্তমান শিক্ষাবিষয়ক যাবতীয় সমস্যা—আমাদের শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য, বিভিন্ন ক্রম ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, শিক্ষকের কর্ত্তব্য ও সেই কর্ত্তব্যপালনের সুচিন্তিত নির্দ্দেশ, পঠন ও পাঠন প্রণালীর বিধি ও বিধান—অতিশয় বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচিত হইয়াছে।

—•—

সদ্য প্রকাশিত

মূল্য ৩।০ টাকা

—•—

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড

কলিকাতা

কে. সি. লালুয়ানী প্রণীত

মার্ক্সীয় অর্থশাস্ত্র

(ক্যাপিট্যাল গ্রন্থের অনুবাদ)

মার্ক্সের ক্যাপিট্যাল গ্রন্থ গত শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক চিন্তার পরিপক্ক ফল। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দিত ও প্রশংসিত। অর্থশাস্ত্রের নীরস বিষয়কে এই গ্রন্থে অতিশয় রসালো ও সর্ব্বজনবোধ্য করা হইয়াছে।

মূল্য ২৲

জেনারেল প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্বের বিস্ময় গান্ধীজি

(মহাত্মা গান্ধীর জীবনী)

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী

অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। বহু বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ ও প্রবীণ হেডমাষ্টার শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্ত, এম, এ, বি, টি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

গ্রন্থে বহু অপূর্ব্ব ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে। নমুনাস্বরূপ কয়েকখানি গ্রন্থ উপহারার্থ আছে।

স্কলার বুক্ এজেন্সী

১২৪এ, বিবেকানন্দ রোড

কলিকাতা

শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান-শিক্ষক

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্ত, এম-এ, বি-টি প্রণীত

পুরুষকার

জাতির মেরুদণ্ড তরুণ-সমাজের উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করিতে

সদ্য প্রকাশিত হইল

মূল্য আট আনা

—বাঙলার শিক্ষক কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে—

স্বামী জগদীশ্বরানন্দের

তিনখানি ছাত্রপাঠ্য পুস্তক

১। দেশবিদেশের মহামানব ৩৲

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ছাব্বিশজন মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বাণী। ২৭০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রীসের সক্রেটিস ও প্লেটো, আমেরিকার এব্রাহাম, চীনের কনফুসিয়াস, ফিলিপাইনের জোসী রিজাল, ইংলণ্ডের মোক্ষমূলার, ওয়েল্‌স, উইলিয়াম জোন্স ও মনিয়ার উইলিয়ামস্ প্রভৃতির জীবনী আলোচিত।

২। চৈনিক ঋষি লাওৎজে (সচিত্র) ২৲

চীনের শ্রেষ্ঠ ঋষির অপূর্ব্ব জীবনী ও বাণী। চুয়াংজুর জীবনী, জেন ও চীনের সাধনা প্রভৃতি বিষয় বিবৃত। চৈনিক ও ভারতীয় ভাবধারার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য প্রদর্শিত। বাংলায় এই প্রথম পুস্তক।

৩। সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম ৩৲

বিশটী যৌগিক ব্যায়ামের বিস্তৃত বিবরণ ও সুন্দর চিত্র। পুস্তকের সাহায্যে সকলে ব্যায়াম শিখিতে পারিবেন। বাঙালী যোগী মাধব দাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ছবি সন্নিবিষ্ট। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীর পক্ষে মূল্য দুই টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—বিবেকানন্দ সংঘ, বজবজ পোঃ, চব্বিশ পরগণা জেলা
এবং
কলিকাতার কয়েকটী পুস্তকালয়

'বাঙলার শিক্ষকে'র নিয়মাবলী

১। 'বাঙলার শিক্ষক' প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করা হয়।

২। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন এবং ডাকঘরের মন্তব্যসহ আমাদের জানাইবেন।

৩। 'বাঙলার শিক্ষকে'র সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। সর্ব্বক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা কিংবা ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনিঅর্ডার-যোগে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইবেন।

৫। পত্রে এবং মনিঅর্ডার কুপনে নূতন গ্রাহক হইলে নূতন গ্রাহক এবং পুরাতন গ্রাহক হইলে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না, অন্যথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬। সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার
'বাঙলার শিক্ষক'
১১৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘের মুখপত্র

—স্বাস্থ্য-সমাচার—

(মাসিক পত্রিকা)

বিগত বৈশাখে ৩৭শ বৎসরে পড়িয়াছে

সম্পাদক—ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি

পত্রিকায় পাইবেন—

১। বাঙ্গালার মনীষীগণ লিখিত সুস্থ সবল জাতি গঠনে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী।

২। গভর্ণমেণ্টের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ; দেশবিদেশের জ্ঞানগর্ভ সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

৩। প্রশ্নোত্তর, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি।

বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা

কার্য্যালয়—৩৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

[নমুনা সংখ্যার জন্য পত্র লিখুন]

৺শচীন্দ্র নাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত

জাতি-গঠন-কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র

মাসিক

সংগঠন

নিয়মিত পাঠ করুন

নূতন দেশ ও মানুষ গড়ে তোলবার দায়িত্ব আজ সকলের।
ভাবুন, জানুন, দেশ কি ভাবে গড়ে উঠছে,
কোথায় কি সমস্যা।

প্রতি সংখ্যা ।৷০

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৬৲, বাষ্মাসিক ৩৷৷০

সম্পাদিকা শ্রীমতী প্রাণতোষিণী মিত্র

কার্য্যালয়—৪।২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা।

পরিচালনা : সংগঠন ট্রাস্ট

নবম বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫ [৮ম সংখ্যা

শিক্ষক ও ছাত্র

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ, এম-এ, বি-টি

(আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

আদর্শ শিক্ষকের পক্ষে অপরিহার্য গুণাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে শিক্ষকের স্বদেশ-প্রেম, শিশু-প্রীতি, মনের সজীবতা ও রসবোধের উল্লেখ করিয়াছি। এগুলি মানসিক গুণ; ইহার সঙ্গে শিক্ষকের পরিচ্ছদ, দেহচর্চা, দৈনন্দিন জীবনের আচরণ, পরিচিত ও অপরিচিত অন্য সকলের সহিত ব্যবহার বিষয়েও শিক্ষককে আদর্শস্থানীয় হইতে হইবে। শিক্ষকের মার্জিত রুচি, ভদ্র সরল জীবন যাপন, রুচিসম্মত পরিচ্ছদ, বিনয়নম্র আচরণ, ধীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ ব্যবহার সহজেই শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করিতে পারে। শিক্ষক কেবল পাঠ্যবিষয় ছাত্রের কাছে সহজ সরল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াই শিক্ষা দেন না; নিজের অজ্ঞাতসারেও তিনি ছাত্রের চরিত্রগঠনে যথেষ্ট সহায়তা করেন। ইংরাজিতে এই প্রভাবকে বলা হইয়াছে suggestion।

শিশু অনুকরণপ্রিয়। বয়স্ক ব্যক্তির, বিশেষ করিয়া যাহাদের সংস্পর্শে শিশু বেশী আসে, তাহাদের আচরণ অনুকরণ করা শিশুর স্বভাব-ধর্ম। এই অনুকরণ স্বেচ্ছাকৃত; চেষ্টা করিয়া কোন কিছুকে অনুসরণ করা। অনেক সময় সক্রিয় চেষ্টা ব্যতিরেকেও শিশু অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর পার্সি নান্ বলিয়াছেন: সাধারণভাবে বলিতে গেলে, বিশেষ চিন্তা ব্যতীতই আমরা অন্যের কাছ হইতে তাহাদের চলার ভঙ্গী, উৎসাহ, ভয় অথবা নৈরাশ্য লইয়া থাকি। অর্থাৎ একের প্রভাব অন্যের ভিতরে অজ্ঞাতসারেই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। শিক্ষককে যখন মানুষ তৈয়ার করার গুরু দায়িত্ব বহন করিতে হয়, তখন তাঁহার প্রভাব যাহাতে ক্রম-বর্ধমান শিশুর পক্ষে সর্বদা কল্যাণকর হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকিতে হইবে।

প্রাচীন ভারতে শিশুর শিক্ষা ও চরিত্র-গঠনের অনুকূল পরিবেশ রচনা করিত গুরুর আশ্রম। সেখানে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ ও আচরণের সামঞ্জস্য ছাত্রের

জীবন-গঠনে প্রধান সহায় হইয়া উঠিত। ছাত্র শিক্ষা করিত কেবল গুরুর মুখনিসৃত জ্ঞান নয়, শিক্ষালাভ করিত গুরুর আচরণ হইতে। গুরুর জীবন ছিল যেন দীপ্যমান দীপশিখা, তাহা হইতে শিষ্য নিজের অন্তর-দীপ জ্বালাইয়া লইত। বর্তমানে তপোবনের যুগ নাই, কিন্তু মানুষ তৈয়ার করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। পূর্বের গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ বর্তমানের শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; তপোবনের বা আশ্রমের স্থান নিয়াছে বিদ্যালয়। উপায়ের পরিবর্তন ঘটিলেও, উদ্দেশ্য রহিয়াছে একই। বর্তমানের উন্নত বিজ্ঞানও শিক্ষকের পরিবর্তে এমন কোন যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে পারে নাই, যাহা শিশুর মনুষ্যত্ব-বিকাশের সম্পূর্ণ অনুকূল। শিশুকে জীবন্ত মানুষের নিকট হইতেই শিক্ষালাভ করিতে হইবে, প্রাণহীন যন্ত্রের নিকটে নয়। কাজেই মনুষ্য-সমাজে শিক্ষকের প্রয়োজন চিরদিনের, এবং চিরদিনই থাকিবে।

স্বাধীন ভারতের নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নববলে বলীয়ান, নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত তরুণ সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন একদল কর্মনিষ্ঠ সত্যকার শিক্ষক, যাঁহারা মানুষ-গঠনের মধ্যে দিয়া দেশসেবাকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

শিক্ষকের উপদেশ ও আচরণের মধ্যে যদি সামঞ্জস্য না থাকে, তবে উপদেশ বৃথা হইতে বাধ্য। প্রত্যক্ষদৃষ্ট একটি ঘটনার উল্লেখ করি। হাইস্কুলের প্রধান-শিক্ষক তৃতীয় শ্রেণীর একটি ছাত্রকে লাইব্রেরীর মধ্যে ডাকিয়া আনিয়া নস্য গ্রহণের অপকারিতা সম্বন্ধে বহুক্ষণ উপদেশ প্রদান করিয়া ছাত্রটিকে নস্য লওয়ার জন্য কয়েক ঘা বেত লাগাইয়া দিলেন। প্রধান-শিক্ষক নিজে নস্য গ্রহণে ভয়ানক আসক্ত। ছাত্রগণ তাহা জানিত এবং প্রায়ই নস্য লইতে দেখিত। অপরাধী ছাত্রকে শাস্তি দিবার সময়ও এক বালির কৌটার মত কৌটা-ভরা নস্য প্রধান-শিক্ষকের টেবিলের উপর ছিল।

কয়েকদিন পরে সেই অপরাধী ছাত্রটিকে পুনরায় নস্য লইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: নস্য নিচ্ছ যে? সেদিনের উপদেশ মনে নেই? হাসিয়া সে উত্তর করিল: হেডমাষ্টার মশায় তার পরেও তো নস্য নিচ্ছেন, তাহলে আমিই বা নেব না কেন?

মনে পড়িল হজরত মহম্মদের সংযমের উপদেশ প্রদানের কাহিনী। শিশুর চরিত্র গঠনের দায়িত্ব যাঁহারা নিয়াছেন, প্রতি কাজে তাঁহাদিগকে সচেতন থাকিতে হয়। ছাত্রের দৃষ্টিভঙ্গী গঠনেও শিক্ষকের হাত রহিয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের জন্য দেশব্যাপী যে আন্দোলন ও বিদেশী শাসকের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তরুণ-সমাজের মনোভাবে আনিয়া দিয়াছে এক বিরাট পরিবর্তন। নিয়ম-কানুন লঙ্ঘন করার যে বাসনা, তাহাও বিদেশী শাসকের নিয়মকে অমান্য করার অভ্যাসের ফল। রাজনৈতিক পটভূমিকা পরিবর্তিত হইলেও তরুণ-

সম্প্রদায়ের মনে রাতারাতি বিরাট পরিবর্তন আসে নাই, আসা স্বাভাবিকও নয়। শৃঙ্খলা-বোধ ও নিয়ম-পালনের অভ্যাস ধীরে ধীরে শক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কর্তব্যবোধ ও নিয়মনিষ্ঠা জীবন-গঠনের দুইটি দৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ।

শিক্ষার্থীর প্রথম গুণ হইবে শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা ব্যাপক; গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে তাঁহার নিকট প্রকৃত শিক্ষা ছাত্র কখনই পাইবে না। শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে শিক্ষাকার্যে অনুরাগ ও নিষ্ঠা আসিতে পারে না এবং যে কাজে অনুরাগ নাই তাহাতে অধ্যবসায় থাকে না; দেশের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে স্বদেশের সংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধ আসিতে পারে না এবং নিজের স্বাভাবিক শক্তির বিকাশ ঘটাইয়া তদ্দ্বারা দেশের যথাসাধ্য সেবা করার কামনাও জাগ্রত হইতে পারে না। জীবনের প্রতি সুস্থ বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী এবং কর্তব্যকর্মের প্রতি নিষ্ঠা ছাত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে সঞ্চারিত না হওয়া পর্যন্ত, তাহাদের দ্বারা সমষ্টি-গত ভাবে দেশের উন্নতি আশা করা যায় না।

শৃঙ্খলা মানিয়া চলার অভ্যাস জীবনে উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য। উচ্ছৃঙ্খলতা মানুষকে অকল্যাণের দিকেই লইয়া যায়। ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা-পালনে অভ্যস্ত না হইলে তরুণ-সম্প্রদায় দেশের সম্পদ না হইয়া অনিষ্টের আকর হইয়া দাঁড়ায়; তাহাদের প্রতিভা তখন সৃষ্টিধর্মী না হইয়া ধ্বংসমুখী হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে, সুনিয়ন্ত্রিত মানসিক শক্তি, ব্যবহারিক জ্ঞান ও আচরণ গভীর নৈরাশ্যের মধ্যেও ভবিষ্যৎ জয়ের সম্ভাবনা বহন করে। বিচারপতি ডক্টর রাধাবিনোদ পাল জাপানীদের শৃঙ্খলাবোধ ও কর্মনিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি জাপানীরা বীরোচিত নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছে। নৈরাশ্যে তাহারা একেবারে ভাঙিয়া পড়ে নাই, ভবিষ্যৎ গঠনের দিকে তাহারা শক্তি নিয়োজিত করিয়াছে। জাপানীরা কখনো রাস্তাঘাটে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করে না। সাইকেলে ধাক্কা লাগিলে উভয় আরোহীই হাসিয়া উভয়ের নিকট বিদায় লইয়া গন্তব্য স্থানের দিকে চলিয়া যায়। সৌজন্য ও শৃঙ্খলাবোধ যে জাতির এত বেশী, কর্মনিষ্ঠা যে জাতির এত প্রবল, তাহাকে কেহই চিরদিন দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না। আত্মশক্তির বলে এরূপ শক্তিমান জাতি নিজের গৌরব অর্জন করিবে। ছাত্রজীবনই শৃঙ্খলা-বোধ সঞ্চারের এবং প্রতি কাজে অভ্যস্ত করাইবার প্রকৃষ্ট সময়।

[ক্রমশঃ]

আমাদের বিদ্যালয়ে রচনা-শিক্ষা

শ্রীকিতীশচন্দ্র নিয়োগী, এম্-এ, বি-টি

বিদ্যালয়ে রচনা শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্য, কোনও বিষয় সম্বন্ধে মনের ভাব সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করিবার অভ্যাস করান। এই রচনাশিক্ষা হইতে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকগুলি সুফল ফলে। প্রথমতঃ ইহা হইতে স্বাধীন-চিন্তার বিকাশ হয়; কারণ কোনও বিষয় সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীর মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাই নিজের ভাষায় প্রকাশ করিতে হয়। নিজে না ভাবিলে মনে কোন ভাব উপস্থিত হইতে পারে না; তাই রচনা লিখিতে ছাত্র-ছাত্রীকে ভাবিতে হয়। স্বাধীন-চিন্তাই যে জ্ঞানার্জনের সর্ব্বপ্রধান সোপান—ইহা না বলিলেও চলে।

এই স্বাধীন চিন্তার খোরাক যোগায় বিভিন্ন ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান,—অর্থাৎ নিজে দেখিয়া শুনিয়া, হাতে কলমে পরীক্ষা করিয়া জানা। সুতরাং কাহাকেও স্বাধীন চিন্তা করিতে বলিলে, তাহাকে পর্য্যবেক্ষণাদির দ্বারা অভিজ্ঞতা-অর্জ্জনের সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। তাই শিশুকে সঙ্কীর্ণ গৃহকোণে আবদ্ধ না রাখিয়া, তাহাকে যতদূর সম্ভব আশেপাশের পরিবেশের সহিত পরিচিত করিতে হইবে, যাহাতে চিন্তা ও কল্পনার উপকরণ সে প্রচুর পায়। এইজন্য শিশুদের নূতন নূতন স্থানে ভ্রমণ করিতে লইয়া যাওয়া একান্ত প্রয়োজন, এবং তাহাদের নূতন জিনিস জানিবার ও সে সম্বন্ধে নূতন অভিজ্ঞতা লাভের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা প্রয়োজন। এই আকাঙ্ক্ষাই কৌতূহল, যাহা শিশুদের মনে অফুরন্ত থাকে। ইহা চরিতার্থ হইলেই প্রভূত আনন্দ ও তৎসহ শিক্ষালাভ হয়। এই আনন্দ শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত না থাকিলে, শিক্ষালয় হইয়া উঠে দুর্ব্বিষহ নীরস ও নির্ম্মম স্থান—সে স্থান জ্ঞানাঙ্কুর উন্মেষ হইবার অনুকূল নয়। শৈশবে কি নীতিতে শিক্ষাদান করা উচিত, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একস্থলে যাহা বলিয়াছেন, তাহা চমৎকার। তিনি বলিয়াছেন—

"নবোদ্ভিন্ন হৃদয়াঙ্কুরগুলি যখন অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং অনন্ত নীলাম্বরের দিকে প্রথম মাথা তুলিয়া দেখিতেছে, প্রচ্ছন্ন অন্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিয়া বহিঃসংসারের সহিত তাহার নূতন পরিচয় হইতেছে, যখন নবীন বিস্ময়, নবীন প্রীতি, নবীন কৌতূহল চারিদিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে, তখন যদি ভাবের সমীরণ এবং চিরানন্দলোক হইতে আলোক এবং আশীর্ব্বাদধারা নিপতিত হয়, তবেই তাহার সমস্ত জীবন যথাকালে সফল সরস এবং পরিণত হইতে পারে।"

এই 'ভাবের সমীরণ' এবং 'চিরানন্দলোক হইতে আলোক' রচনা লেখার ভিতর দিয়া শিশুরা অনেক পরিমাণে পাইয়া সঞ্জীবিত হইতে পারে, যদি রচনা যথাযথভাবে শিক্ষা

দেওয়া হয়। শিশুকে রচনা লিখিতে বলিবার পূর্ব্বে তাহাকে তাহার চতুষ্পার্শ্বের দ্রষ্টব্যগুলি সম্বন্ধে তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিতে দিতে হইবে। সব বিষয়ে তাহার স্বাভাবিক কৌতূহল, নবীন বিস্ময়, নবীন প্রীতি, সে তাহাদের সব কিছুকেই আপন করিয়া লইতে চায়; তখন তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে সে কার্য্যে সাহায্য করিতে হইবে; শিশুর সহস্রবিধ প্রশ্ন পরম ধৈর্য্য ও স্নেহের সহিত শুনিয়া তাহার উত্তর দিতে হইবে, যেন উত্তর শুনিয়া তাহার মনে আনন্দ জাগে, আরও জানিবার কৌতূহল হয়।

সুতরাং রচনা শিক্ষা দেওয়া একটি গতানুগতিক কাজ মোটেই নয়। শিশুর স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনার স্ফুরণ ও বিকাশ সাধন করিতে হইলে, চাই শিক্ষকের ধৈর্য্য ও স্নেহ, আর চাই জ্ঞানার্জ্জনে তাঁহার নিজের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। সে আকাঙ্ক্ষা যাঁহার যত থাকিবে, তিনি তত শিশুর জ্ঞানার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিবেন, এবং তাহাতে আনন্দ পাইবেন। এরূপ শিক্ষকের নিকট শিক্ষা পাইলে শিশুর স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির উত্তম বিকাশ হইবে, সে জ্ঞানার্জ্জনের আনন্দে ভরপুর থাকিবে। তখন তাহার অভিজ্ঞতা হইতে কোন বিষয় সম্বন্ধে বলিতে বা লিখিতে বলিলে, সে আনন্দের সহিত তাহা করিতে চাহিবে, কারণ মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারার মধ্যেই আনন্দ; যতক্ষণ তাহা প্রকাশ করিবার সুযোগ না পাওয়া যায়, মনে স্বস্তিই আসে না। এইরূপে অতি স্বাভাবিক উপায়ে ভাবের সঙ্গে ভাষার যোগস্থাপন হইতে পারে,—শিক্ষালাভ সার্থক হইতে পারে।

মনের ভাব যখন ভাল করিয়া জাগে, সেই ভাব যখন মনকে বেশ অধিকার করিয়া রাখে, তখন তাহার প্রকাশের ভঙ্গী সম্বন্ধেও ভাবিবার বিশেষ কিছু থাকে না; ঠিক যেভাবে বলিলে ভাল হয়, তাহা আপনা হইতেই ঠিক হইয়া যায়; কারণ, স্বাধীন চিন্তা,—নিজের কল্পনা ও আবেগ—রচনা লেখার প্রধান উৎস। এই উৎস যেখানে রুদ্ধ সেখানে অপরের রচনা নিজের বলিয়া চালাইবার উৎকট ও বহুলাংশে ব্যর্থ প্রয়াস বিদ্যমান। যে জিনিস নিজের নয়, যাহার রচনায় নিজের কোন কৃতিত্ব নাই, তাহাতে আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ আসিতে পারে না। স্বরচিত জিনিস সম্বন্ধে শুধু শিশু কেন, বয়স্কদেরও মনে আনন্দ ও একটা নিজস্ব গর্ব্ব বা আত্মপ্রসাদ আসে। সেই আনন্দ ও গর্ব্ববোধ রচনা-শিক্ষায় বেশ হইতে পারে, যদি রচনা লিখিবার আগে শিশুকাল হইতেই ছাত্র-ছাত্রীরা নিজে দেখিয়া শুনিয়া সব বিষয়ের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া, সেই অভিজ্ঞতা নিজের মনের মত করিয়া প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত হয়। শিল্পী যেমন স্বহস্তে রচিত শিল্পের মধ্য দিয়া নিজের মনের ভাব, নিজের বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলে এবং তাহাতেই আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে, লেখকও নিজের রচনার ভিতর দিয়া নিজের বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলে এবং বিমল আনন্দের অধিকারী হয়। শিশুরও একটা বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্ব আছে—তাহা তাহার অঙ্কনের ভিতর দিয়া যেরূপ প্রকাশ পাইতে পারে, রচনা লেখার ভিতর দিয়াও সেরূপ প্রকাশ পাইতে পারে। লেখক ও শিল্পী সমধর্ম্মী। মন ও প্রাণ—এই দুইয়ের সমবায়ে যেমন শিল্পের সৃষ্টি, লেখা বা রচনারও সৃষ্টি তেমনি সেই মন ও প্রাণের সংযোগে। কাজেই

রচনার বিষয়বস্তু যদি প্রাণে সাড়া না দেয়, আবেগের সৃষ্টি না করে, মন সেখানে বসিতে চাহিবে না, সে লেখার মধ্যে আনন্দ থাকিবে না, সে লেখা হইবে প্রাণহীন, লেখকের প্রাণের স্পন্দন তাহাতে মোটেই ধ্বনিত হইবে না, তাহাতে রচনার কোন গুণই থাকিবে না। সুতরাং রচনা শিখাইতে হইলে, যাহাতে ছাত্র-ছাত্রী নিজস্ব ভাবটি কথায় ফুটাইয়া তুলে, তাহাই অভ্যাস করাইতে হইবে। তাহা হইলে ছাত্র-ছাত্রীর স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হইবে, মনের আবেগ কথায় প্রকাশ করার দরুন তাহারা আনন্দ পাইবে, তাহাদের প্রত্যেকের লেখার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিবে। তবেই রচনা লেখা সার্থক হইবে।

শিশুর শিক্ষায় গৃহ-পরিবারের প্রভাব

শ্রীনীলরতন দাশ, বি, এ.

রুশো বলিয়াছেন, মাতৃগর্ভ হইতে মানবশিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়, সুতরাং গৃহই শিশুশিক্ষার ভিত্তিভূমি এবং শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়া মানুষ করিবার প্রধান দায়িত্ব পিতামাতার। রবীন্দ্রনাথের কথায় "কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা না থাকাতেই অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতার স্থানীয় না হইলে চলে না।" কিন্তু শিক্ষকের পক্ষে অসুবিধার কথা এই যে, ৪।৫ বৎসর গৃহের পরিবেশ ও পরিবারের মধ্যে লালিত পালিত হইয়া শিশু যখন প্রথম বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তখন দেখা যায়, অনেক শিশুর চরিত্রের কাঠামো প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে গিয়াও শিশু নিজেকে শোধরাইয়া লইতে পারে না, অথবা বিদ্যালয়ের আদর্শানুসারে আচরণ অবলম্বন করিতে পারে না; কারণ শিশুর কাঁচা মন ও নমনীয় প্রকৃতির উপর গৃহ পরিবারের যে ছাপ পড়িয়া যায়, তাহা সহজে মুছিয়া ফেলা সম্ভব হয় না। শিশুরা আপন পরিবারের মধ্যে যাহা দেখে, যাহা শোনে তাহাই সে নির্বিচারে নকল করিতে যায়; কাজেই যে পরিবারে ও পরিবেশে তাহারা মানুষ হয়, সেই পরিবারের চালচলন, আচার ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র—সকল কিছুই তাহারা অন্ধভাবে অনুকরণ করিতে থাকে। এমনি করিয়া পরিবারস্থ আত্মীয়-স্বজনের কার্যকলাপ এবং স্বভাব-চরিত্র তাহাদের মনের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করে। একই বিদ্যালয়ে দুইটি ছেলে একই শাসনতন্ত্রের অধীনে থাকিয়া একই শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করে; কিন্তু তাহাদের চরিত্র বিভিন্নরূপ ধারণ

করিয়া থাকে, যেহেতু তাহারা পরিবারের বিভিন্ন ছাঁচে গঠিত হইয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায় সুস্থ, সবল, ধর্মভীরু, কর্ত্তব্যপরায়ণ, শ্রদ্ধাবান্ ছেলে সৎপরিবার হইতে আসে, এবং স্বার্থপর, উচ্ছৃঙ্খল, দুর্নীতিপরায়ণ ছেলেরা অজ্ঞ, অসৎ ও কুসংস্কারপূর্ণ গৃহের আবেষ্টন হইতে আসিয়া বিদ্যালয়ের অমঙ্গল ও অশান্তির সৃষ্টি করে।

পক্ষান্তরে, আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে ছাত্রদের গৃহের বা অভিভাবকগণের বিশেষ কোন যোগ নাই, বরং এ বিষয়ে সর্ব্বত্র অসহযোগ বিদ্যমান রহিয়াছে। এইজন্য, কখন কখন এমনও হয় যে, বিদ্যালয়ে ছাত্র যাহা শিক্ষা করে, গৃহে তাহার বিরুদ্ধাচরণ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে,—শিশুকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইল যে, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবকালে নদীর বা পুষ্করিণীর জল ফুটাইয়া খাওয়া বিধেয়; কিন্তু শিশু বাড়ীতে এ নিয়ম আদৌ প্রতিপালিত হইতে দেখিল না। শিশু হয়ত বিদ্যালয়ে শিখিল যে, বসন্ত ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে একমাত্র উপায় টিকা লওয়া; কিন্তু গৃহে সে দেখিতে পাইল যে, টিকা লওয়ার পরিবর্ত্তে মহাধুমধামের সঙ্গে ওলাবিবি বা বসন্ত ঠাকুরাণীর মূর্ত্তিপূজা হইতেছে। এই সকল কারণে ইংলণ্ডের জনৈক খ্যাতনামা শিক্ষক বলিতেন যে,—যদি তাঁহার কোন ছাত্রের বাড়ী না থাকিত, তবে তিনি তাঁহার আদর্শকে কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন। তাঁহার অধিকাংশ ছাত্রই সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলে ছিল, এবং তাহারা সকলেই বোর্ডিংএ থাকিয়াই অধ্যয়ন করিত; তথাপি উক্ত শিক্ষকের ধারণা ছিল যে, ছুটির সময় ছাত্রগণ গৃহে অবস্থান করে বলিয়া তাঁহার শিক্ষাদান কার্য্যের সাফল্যে ব্যাঘাত জন্মে। বাস্তবিক, শিশু বিদ্যালয়ে যাহা শিখে এবং তাহার সম্মুখে যে আদর্শ স্থাপন করা হয়, তাহা যদি গৃহে অনুসৃত না হয়, তবে সে শিক্ষা কোন কাজেই লাগে না। কাজেই, সুশিক্ষা দ্বারা ছাত্রের চরিত্র উন্নত করিয়া তাহাকে প্রকৃত মানুষ করিতে হইলে বিদ্যালয়ের সহিত গৃহের, শিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবকের পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজন।

দেহ ও চরিত্র গঠন [২]

মানসিক উন্নতি বিধান

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী, বি. এ, বি. টি.

অবসরপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট স্কুল ইন্‌স্পেক্টর

পূর্ব্ব প্রবন্ধে কিরূপে দেহ সবল ও দৃঢ় করা যায়, তাহা আলোচনা করা হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে বিজ্ঞ বহুদর্শী ব্যক্তিদিগের বাণী উদ্ধৃত করিয়া স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কিরূপে লাভ করা যায়, তাহা দেখান হইয়াছে। মানসিক উন্নতি বিধান বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সাধারণ কথায় বলা হয়—জ্ঞান লাভ করিতে হইলে স্কুল-কলেজে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হয় এবং পুস্তক পড়িতে হয়। এ সম্বন্ধে Prof. Blackie তাঁহার Self-culture নামক পুস্তকে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"In modern times instruction is communicated chiefly by means of books. Books are no doubt very useful helps to knowledge, and in some measure also, to the practice of useful arts and accomplishments, but they are not, in any case the primary and natural sources of culture, and in my opinion, their virtue is not a little apt to be over-rated, even in those branches of acquirement where they seem most indispensable. They are not creative powers in any sense ; they are merely helps, instruments, tools ; and even as tools they are only artificial tools, superadded to those with which the wise prevision of nature has equipped us, like telescopes and microscopes, whose assistance in many researches reveals unimagined wonders, but the use of which should never tempt us to undervalue or to neglect the exercise of our own eyes. The original and proper sources of knowledge are not books, but life, experience, personal thinking, feeling and acting."

ভাবার্থ এই—জ্ঞানলাভ করিতে এবং বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে হইলে পুস্তক পড়িতে হয় সত্য, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান পুস্তকপাঠে লাভ করা যায় না। যেমন চক্ষু না থাকিলে টেলিস্কোপ, মাইক্রস্কোপ প্রভৃতি যন্ত্রদ্বারা কিছু দেখা যায় না অথবা অবগত হওয়া যায় না, সেইরূপ আমাদের চিন্তাশক্তি ও ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকিলে পুস্তক পড়িয়া কিছু শিক্ষা করা যায় না।

ইহা বড়ই মূল্যবান কথা।

"শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ
যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্।"

বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও যদি সাধারণ জ্ঞান common sense না থাকে তবে পণ্ডিত মূর্খ (learned fool) সাজিয়া বসিতে হয়। সম্রাট আকবর লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি খুব কমই ছিল; তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও রাজনীতিজ্ঞান এবং উদারতার দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া তিনি সমস্ত হিন্দু-মুসলমানের শ্রদ্ধাভক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব লেখাপড়া সামান্যই জানিতেন কিন্তু অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তিনি বিবেকানন্দ, কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিদিগের এবং বহু পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তির উপদেষ্টার আসন অধিকার করিয়াছিলেন।

গোড়ার কথা এই যে, কেবল বড় বড় কাব্যগ্রন্থ পড়িয়া যেমন কেহ কবি হইতে পারেন না, দর্শনশাস্ত্র পড়িয়া দার্শনিক হইতে পারেন না, কিংবা বিজ্ঞানশাস্ত্র পাঠ করিয়া বৈজ্ঞানিক হইতে পারেন না, সেইরূপ কেবল পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া প্রকৃত জ্ঞান অর্জ্জন করা সম্ভব নয়। প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, হৃদয়ে জ্ঞানের অঙ্কুর থাকা আবশ্যক। Prof. Blackie বলিয়াছেন, "All knowledge which comes from books comes indirectly, by reflection and by echo; true knowledge grows from a living root in the thinking soul; and whatever it may appropriate from without, it takes by living assimilation into a living organism, not by mere borrowing." অর্থাৎ পুস্তক হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা আসে পরোক্ষভাবে। প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ অন্তরের ভিতর হইতে হয় এবং বহির্জগৎ হইতে যাহা গ্রহণ করা হয়, তাহা উহার সহিত মিলিত হইয়া খাদ্যদ্রব্য যেমন রক্ত-মাংসে পরিণত হইয়া দেহের পুষ্টি সাধন করে, সেইরূপ মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে। নিউটন বৃক্ষ হইতে আতা পড়িতে দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিলেন। জেমস্ ওয়াট জলের কেটলির উপর ঢাকনিকে নাচিতে দেখিয়া ষ্টীম এন্‌জিন আবিষ্কার করিলেন। একজন ইঞ্জিনিয়ার বহু মাকড়সার জাল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবলোকন করিয়া Suspension bridge কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হয় তাহা শিখিলেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিষ্কাররূপে উক্ত উক্তি প্রমাণিত হইতেছে।

আমাদের স্কুল-কলেজ-সমূহে বহু শিক্ষক আছেন, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষকের গুণ কি সকলের আছে? একটী চলিত কথা আছে, "The teacher, like the poet, is born but never made." কবিত্বের ন্যায় শিক্ষকতা-গুণ স্বভাবজ। "Eyes and no Eyes" নামক একটী সুন্দর গল্প "Evenings at Home" নামক পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। দুই বন্ধু ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। একজন অনেক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান

অর্জ্জন করিয়া আসিলেন। আর একজন কিছুই দেখেন নাই অথবা কিছুই শিক্ষা করেন নাই বলিয়া প্রকাশ করিলেন। অবশ্য ইহাদের কেহই চোখ বুজিয়া ভ্রমণ করেন নাই।

এখন মানসিক উন্নতি বিধানের মূল সূত্রগুলি তাৎপর্য সহিত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইবে :—

1. Think, feel and judge for yourself whatever you see, hear or read.

যখন যাহা দেখিবে, শুনিবে অথবা পড়িবে তৎসম্বন্ধে বিশেষরূপে চিন্তা করিবে, এবং বিচার করিবে।

2. Without living experience to work on books are like rain and sunshine fallen on unbroken soil.

ভিতরে আন্তরিক অনুভূতি না থাকিলে, পুঁথিগত বিদ্যা দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় না—যেমন কঠিন মৃত্তিকার উপর বৃষ্টি এবং সূর্যকিরণ পড়িয়া তাহাকে উর্ব্বরা করিতে পারে না।

3. It is astonishing how much we all go about with our eyes open and yet seeing nothing.

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমরা সর্ব্বদা খোলাচোখে বেড়াই অথচ কিছুই দেখিতে পাই না।

4. The great dangers to be avoided are one-sided observation, hasty conclusions and the distortion of intellectual vision caused by personal passions and party interests.

কোন বিষয়ের সকল দিক আলোচনা না করিয়া একদিক মাত্র দেখা, হঠাৎ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রভৃতি বিপদ স্বার্থে অন্ধ এবং পক্ষপাত-দোষে বিকৃত মনদ্বারা আনীত হয়। এগুলি বর্জ্জন করিতে হইবে।

5. A meagre soul can never be made fat, nor a narrow soul large by studying rules of thinking.

ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সংকীর্ণ মন কখন উন্নত হইতে পারে না (ভুলভ্রান্তি সংশোধনে আমাদিগকে সাহায্য করে মাত্র)।

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয় আলোচনা করা হইবে।

চিত্রপ্রভা

স্কুলের ছাত্রদের জন্য দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা

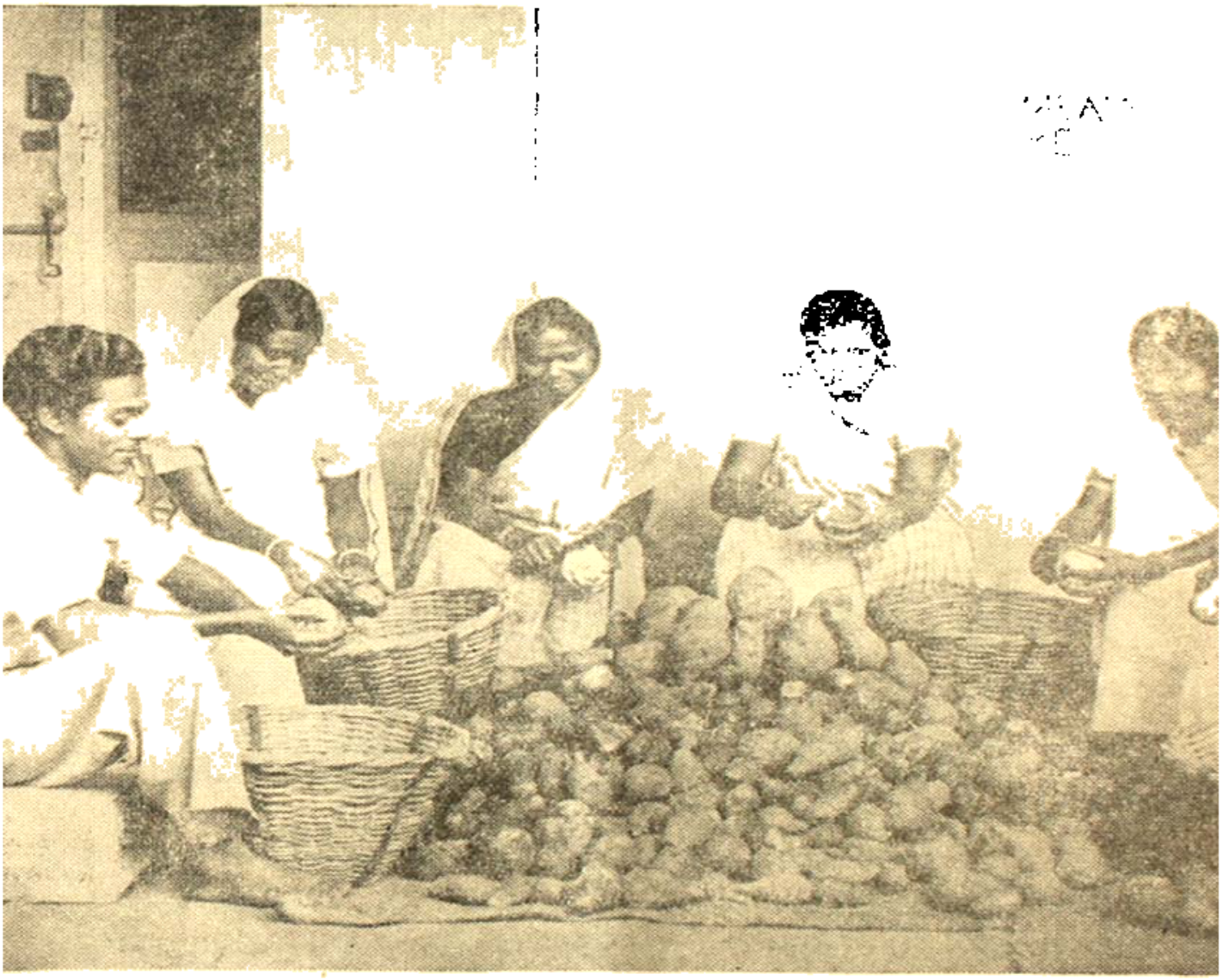

ঘরিশাসের স্কুলের ছাত্রদের জন্য এই কলাপাতা মিষ্টি আলু প্রস্তুত করা হচ্ছে। এই খাবার বাড়তি সময় উপযুক্ত আহারযোগ বহুতর জাতিগঠনে সাহায্য করিবে।

মরিশাস দ্বীপে স্কুলের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বাস্থ্যের জন্যও বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। সম্প্রতি ওখানকার কতকগুলি স্কুলে ছেলেমেয়েদের জন্য

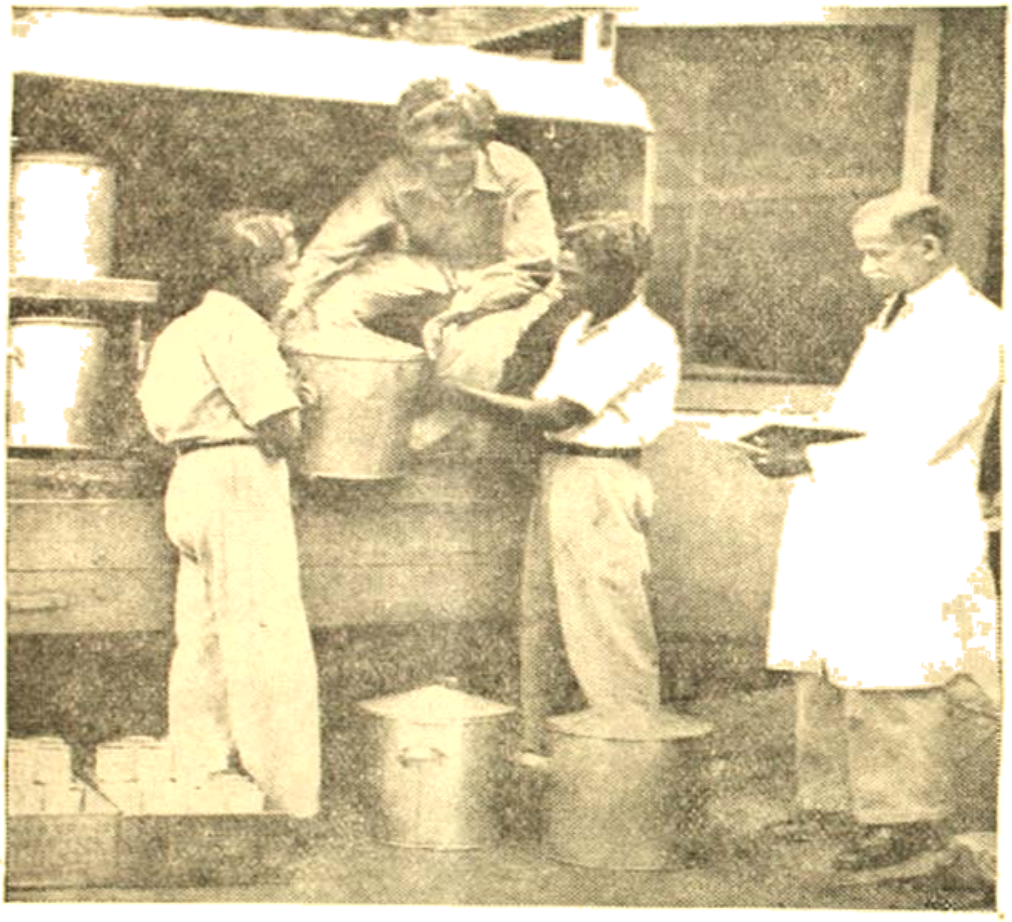

খাদ্রব্য বিতরণ-কেন্দ্র হইতে এইরূপ গাড়ীতে করিয়া বিদ্যালয়ে লইয়া যাওয়া হয়।
স্থানান্তর করিবার সময় উহা ধাতুপাত্রে গরম ও পরিচ্ছন্ন রাখা হয়।

মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দক্ষিণপূর্ব উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত প্রাথমিক স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই আপাততঃ এই ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ আছে।

যে সমস্ত শিশুদের জন্য দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিছুকাল পর পর নিয়মিতভাবে তাদের দেহের মাপ ও ওজন নেওয়া হয়। যে সব স্কুলে ছেলেমেয়েদের

শিশুরা খাইবার পূর্ব্বে হাত-মুখ ধুইতেছে। খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার ও খাইবার সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে নাড়াচাড়া করা স্বাস্থ্যরক্ষার একটি অত্যাবশ্যক নিয়ম।

দুপুরে খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই তাদের তুলনায় এদের দেহের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি কি রকম হচ্ছে তা লক্ষ্য করা হয়। বর্ত্তমানে প্রায় ১৬০০ ছাত্রছাত্রীর জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাবারগুলি এক জায়গায় তৈরী করা হয় এবং মোটরগাড়ী করে বিভিন্ন স্কুলে সরবরাহ করা হয়।

মধ্যাহ্ন ভোজনের বদলে কতকগুলি স্কুলে পরীক্ষামূলকভাবে জলখাবার হিসাবে দুধ, বিস্কুট, ইয়েস্টনির্যাস ইত্যাদি দিয়ে দেখা হচ্ছে। এই দুটির মধ্যে যে ব্যবস্থাটিতে ভাল ফল পাওয়া যাবে সেইটি সমস্ত স্কুলের জন্য চালু করা হবে।

দুপুরে বিরামকালে শিশুদের খাদ্য পরিবেশন করা হয়। যে সমস্ত শিশুকে এইরূপে খাওয়ান হয়, শারীরিক বৃদ্ধিতে তাহাদের অন্যান্য শিশুদের অপেক্ষা উন্নত দেখা যায় কিনা, তাহা পরীক্ষায় প্রমাণিত হইবে।

বৃটেনে শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমোন্নতি

সাড়ে তিন বৎসর পূর্বে বৃটেনে শিক্ষা আইন চালু হওয়ার পর থেকে ২৫০০০০ স্কুলের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে; প্রাক্‌যুদ্ধ সংখ্যার তুলনায় শিক্ষক সংখ্যা ১৬৫০০ বৃদ্ধি

পেয়েছে; যে সব ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা ৪০-এর অধিক ছিল সেই সব ক্লাসের সংখ্যা ৮০০০ কমান হয়েছে এবং বর্তমানে ৪৮৭টি নূতন স্কুলের নির্মাণ অথবা পুরাতন স্কুলের পরিবর্ধন কার্য সমাপ্তপ্রায়। সম্প্রতি চেস্টারে অনুষ্ঠিত এক শিক্ষক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী মিস্ ইলিনর্সন বৃটেনে শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে উপরোক্ত তথ্যগুলি পেশ করেন।

বৃটেনে বর্তমানে ২০৪,০০০ শিক্ষক আছেন। যুদ্ধের পূর্বে প্রতি শিক্ষকের অধীনে গড় ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৯·৫; বর্তমানে সেই সংখ্যা ২৭·৪। ১৯৩৮ সালে ৪৪৫৮১ গুলি ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা ৪০-এরও অধিক ছিল; গত জানুয়ারী মাসে সেই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ৩৬৬১২তে দাঁড়ায়। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে যে ক্লাসগুলির ছাত্রসংখ্যা ৫০-এর অধিক সেইরূপ ক্লাসের সংখ্যা ছিল ৩৮১৮; গত জানুয়ারী মাসে সেই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ২১১৮তে দাঁড়িয়েছে।

(বৃটিশ ইন্‌ফরমেশন সার্ভিসের সৌজন্যে)

—

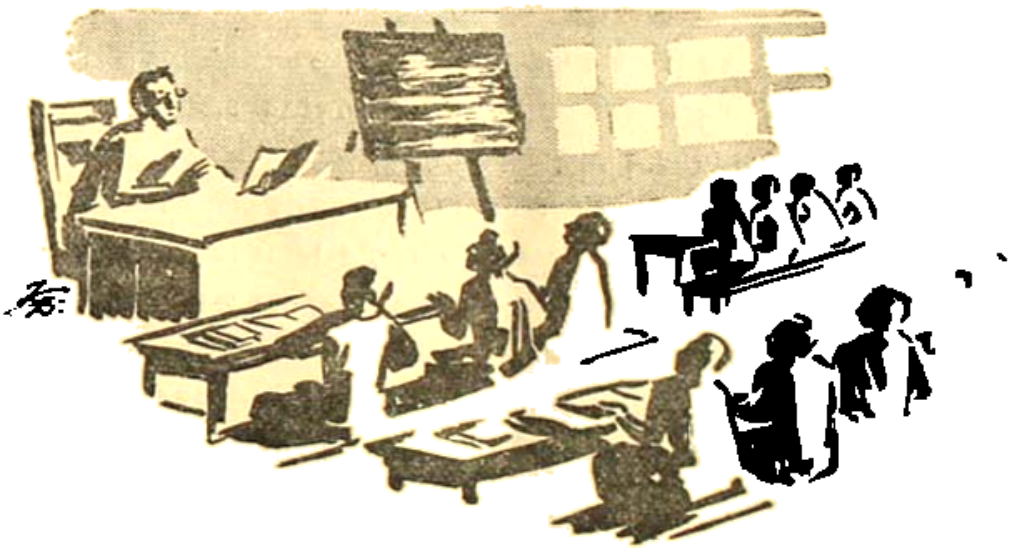

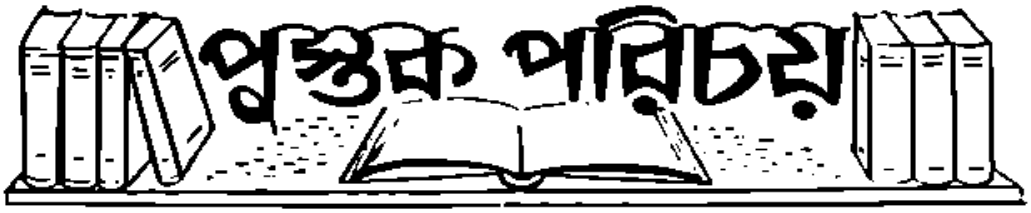

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সিংহ, এম-এ

দেশ-বিদেশের মহামানব—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত। প্রকাশক বিবেকানন্দ সংঘ, বজবজ, চব্বিশ-পরগণা। ২৮৮ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা। কলিকাতার কয়েকটী পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

গ্রন্থখানিতে কয়েকজন মহামানবের জীবনী আছে উহাদের অধিকাংশ, পূর্বে 'প্রবাসী', 'প্রবর্তক','উদ্বোধন', 'বসুমতী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েকটি জীবনী দুষ্প্রাপ্য এবং বাংলাভাষায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। রাজর্ষি আখনাটন, সন্তদাদু দয়াল, গৌড়পাদ, শঙ্করাচার্য্য, চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্‌সিয়াঙ্, কাশ্মীরের লাবণ্যময়ী লালেশ্বরী, প্লেটো, মাইষ্টার্ একহার্ট, জ্ঞানেশ্বর, এমারসন্, ক্রীস্টিন্, হাক্‌লুট্, সাহ্ আবদুল লতিফ, প্রভৃতি ছাব্বিশ জন মহাপুরুষ ও মহীয়সীর জীবনী ও বাণী অতিযত্নে ও ধৈর্য্যের সহিত সংগৃহীত হয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহু বিশিষ্ট বাণীর মধ্যে 'যত মত তত পথ' একটি বিরাট দর্শন। দ্বেষ-হিংসা-জর্জ্জরিত পৃথিবীর বুকে আজ প্রেমের প্রয়োজন সকলের চাইতে বেশী। গ্রন্থকার জ্ঞানী গুণী সন্ন্যাসী! তিনি 'সূত্রে মণিগণা ইব' বিশিষ্ট সন্ত সাধু ও মহাপুরুষদের জীবনী ও বাণী গ্রথিত করেছেন এই পুস্তকে। মনীষিরা কোনও স্থানকালের দ্বারা আবদ্ধ নন। সর্বদেশ এবং সর্বকালের জন্য তাঁদের আগমন। আজ যে জানা পৃথিবীর বিষয় আমরা ভাবি বা বলি মহাবিশ্বের তুলনায় তা কতই না ক্ষুদ্র! কিন্তু কবিগুরুর "ক্ষুদ্র যাহা ক্ষুদ্র তাহা নয় সত্য যদি কিছু থাকে বিশ্ব সেথা রয়।" কিম্বা উপনিষদের বাণী 'অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' শব্দগুলি আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, অনন্তের কোন সীমা পরিসীমা নেই। গ্রন্থকার এই বইখানিতে পুরাতন এবং নূতন পৃথিবীর এমন মানুষদের কথা বলেছেন যাদের মনে হয় অতি আপনার জন। অথচ কাছে থেকেও তাঁরা দূরে। জীবনের সব কিছু চাকচিক্যে বা উত্তেজনায় আমরা সাময়িক বিমোহিত হতে পারি; কিন্তু বহির্মুখ মনে সুখ ক্ষণস্থায়ী এবং পরিণামে দুঃখের কারণ হয়। শাশ্বত স্বর্গীয় সুষমার কাঙ্গাল আমরা, আমন্দের জন্য মত্ত এই পৃথিবী। অন্তরে আমাদের সেই পরমানন্দ রয়েছে। কিন্তু কস্তুরীমৃগের ন্যায় আমরা বাইরে ছুটাছুটি করে মরছি তাঁর খোঁজে।

এই মহামানবদের এবং মহীয়সী নারীদের জীবনী থেকে জগদীশ্বরানন্দ স্বামিজী দেখিয়েছেন যে, অন্তর্মুখী ও সর্বত্যাগীরাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেই 'অমৃতের' অধিকারী হয়েছেন। জ্ঞান ভক্তির সমন্বয় এবং তা আচরণ করতে হলে চাই বীর্য এবং প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠা। আত্মার ধর্মই হচ্ছে মিলন—বিরোধ বা বিচ্ছিন্নতা তার ধর্ম নয়, ঋষি বা যোগীদের জীবনে আমরা সেই সত্য রূপায়িত দেখি। বহুর মধ্যে একের দর্শন এবং তার মধ্যে আত্ম স্বরূপ উপলব্ধি রূপ লক্ষ্যে তাঁরা উপনীত। ঈজিপ্ট, গ্রীস্, জার্মানি, আমেরিকা, চীন, পারস্য, ভারতে বা পৃথিবীর যে কোন দেশে তাঁদের জন্ম হোক্ মানবকুলে তাঁরা একগোষ্ঠী। যুগযুগান্তর ধরে একটি অন্তঃস্রোত প্রবাহিত হয়ে আসছে সমস্ত মানবগোষ্ঠীকে এক মহাপ্লাবনে প্লাবিত করবার জন্যে।

গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু ও ভাষা স্বচ্ছ এবং সুন্দর। প্রত্যেক সাধারণ গ্রন্থাগারে এবং স্কুল কলেজের পাঠাগারে পুস্তকখানি আদরণীয় হওয়া উচিত। এই রকম বইয়ের বহুল প্রচার সর্বদা কাম্য।

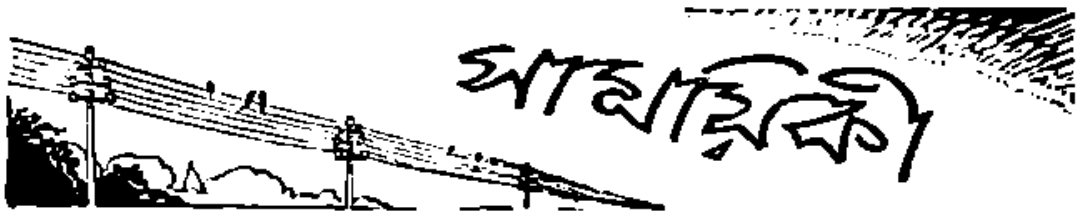

সম্প্রতি আমাদের জীবনের চারিদিকে এমন অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে, যাহাদের প্রভাব নানাভাবে অনুভব করিতেছি। আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিবর্তন ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি অপর একটি ব্যাপার। এই দুইটি ঘটনা নানারূপে তালগোল পাকাইয়া আমাদিগকে দিনরাত ঘুরপাক খাওয়াইতেছে।

• • • •

বুঝিতেছি সব। কিন্তু উহাদের প্রতিকারের উপায় আমাদের আয়ত্তের বাহিরে মনে করিয়া, একদিকে ভগবান, অপরদিকে অদৃষ্টের উপর দোষ এবং দারিদ্র চাপাইয়া দিতেছি। শুধু তাহাই নয়। এমন অনেক কাজ আমরা করিতেছি, যাহাতে আমাদের বাঙালীদের বাঙালী হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার পথ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে।

• • • •

অন্য সকল ব্যাপার আমাদের আলোচ্য নহে। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিয়া এই আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছি। আমরা এখন স্বাধীন হইয়াছি। অর্থাৎ দেশের শাসনভার দেশের লোকের হাতে আসিয়াছে। কিন্তু তাহার দক্ষিণা-স্বরূপ বাঙালীদের বাঙালীত্ব এবং তাহাদের সাহিত্যের গলা টিপিয়া মারিবার এই আয়োজন কেন? চতুর্দিকের চীৎকারে বুঝিতেছি হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হইবে। বাঙালীদের সাহিত্যে এবং ভাষায় যত জোরই থাকুক, তাহাদের চীৎকারে হিন্দিওয়ালাদের মত জোর নাই। এবং বাঙালার প্রধান পুরুষগণ রাজনৈতিক সুবিধার জন্য সকল বাঙালীকে এখন হইতে হিন্দিতে কথা বলিতে এবং লিখিতে উপদেশ দিতেছেন। সুতরাং বাঙালা ভাষার রাষ্ট্রীয় প্রাধান্যের সকল সম্ভাবনা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃতিমূলক যে প্রাধান্য বাঙালাভাষা অর্জন করিয়াছে, তাহা বর্তমান সঙ্কটে রক্ষা করিয়া উহা যাহাতে আরও উন্নত হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত ছিল। দুঃখের বিষয় তাহা কেহ করিতেছে না। বরং এমন সব কাজ করা হইতেছে, যাহাতে শীঘ্রই সকলে মনে করিবে, হিন্দিভাষা রাজভাষা এবং বাঙালার মূল্য উহার এক স্তর নীচে।

• • • •

সরকারী অনুজ্ঞার প্রভাবে এই বৎসর হইতে নীচের দিকের গোটাকয়েক ক্লাসে ইংরাজী শেখা উঠিয়া গেল। ছাত্রেরা এই সময়ে বাঙালা (এবং সংস্কৃত) যাহাতে ভাল করিয়া শেখে, তাহার ব্যবস্থা করিলে ভাল এবং সঙ্গত হইত। কিন্তু বহু স্কুল তাহা না করিয়া ইংরাজীর শূন্যস্থানে হিন্দি পড়ানর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

• • • •

ব্যাপারটা আমাদের চোখে অত্যন্ত বিসদৃশ লাগিতেছে। যাহারা এখনও স্কুলের আওতায় আছে এবং যাহারা নূতন করিয়া আসিতেছে, তাহারা সকলেই এখন হইতে একথা মনে মনে বিশ্বাস করিবে এবং স্বীকার করিবে যে, হিন্দি বাঙালার চেয়ে অধিকতর প্রয়োজনীয় এবং ভালোও বটে। শিশুমনের এই স্বীকৃতি অদূর ভবিষ্যতে বাঙালা ভাষার উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া উহাকে মৃত ভাষার পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দিবে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের

জন্য

চমকপ্রদ কাহিনী

লক্ষ্মীবীর

হিল্‌ডা সেলিগ্‌ম্যান রচিত 'SKIPPO'-র

বাংলা অনুবাদ

◆

শান্তিনিকেতনের

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

ছোটদের উপযোগী ভাষায় এই বইয়ের অনুবাদ করিয়াছেন

◆

ঝক্‌ঝকে ছাপা, নানা রং-বেরঙের ছবি

মূল্য ছয় আনা মাত্র

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পূর্ব্ববঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষার
প্রধান পরিদর্শক
খান বাহাদুর আবদুল হাকিম এম-এ, (ক্যান্টাব) প্রণীত

শিশুর মন ও শিক্ষা

মূল্য ১৷৷০ টাকা

আমাদের দেশে বুনিয়াদি শিক্ষার আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে হইলে শিশুর মন ও নানা অবস্থা পরিবেশে তাহার আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই শিক্ষার নীতি ও রীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কি করিয়া শিশুর মনের রহস্য সন্ধান করিতে হয় এবং সেই আলোকে তাহার শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করা যায় এই পুস্তিকায় তাহার বৈজ্ঞানিক অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা রহিয়াছে।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক ও ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষারত শিক্ষকদের এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি প্রণীত

আমাদের ইংরেজী শেখা

প্রত্যেক শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে
অপরিহার্য্য প্রয়োজন

মূল্য দেড় টাকা

প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিদ্যার বাহনরূপে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু সে ভাষা এখনও দুরস্ত হয় নাই কেন? গলদ কোথায়? এবং দূরীকরণের উপায়ই বা কি? বিশদ আলোচনা এই পুস্তকে আছে।

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Edited, printed and published by Saroj C. Das, M.A., from Abinash Press (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharamtala Street, Calcutta

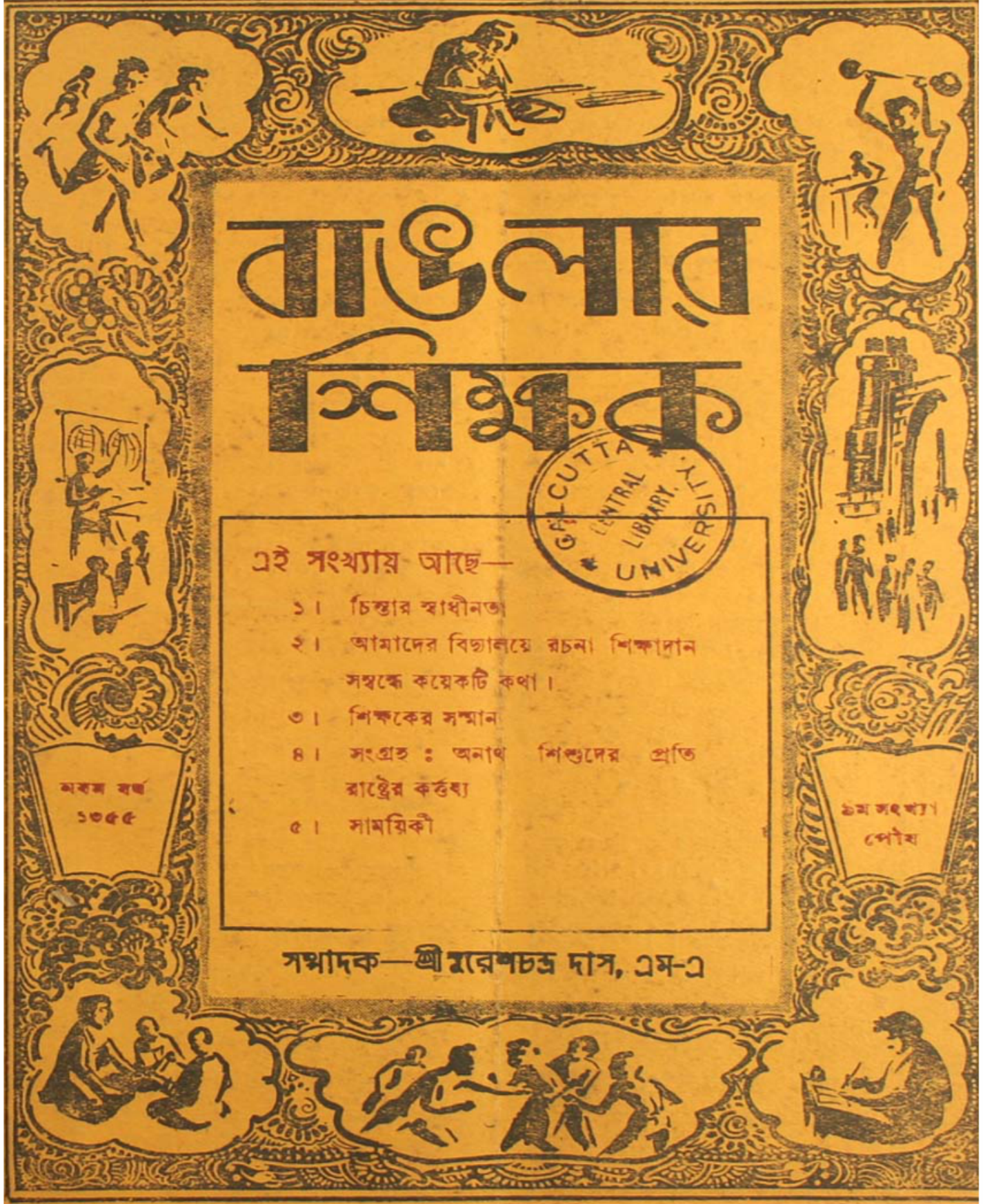

বাঙলার শিক্ষক

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

এই সংখ্যায় আছে—

১। চিন্তার স্বাধীনতা
২। আমাদের বিদ্যালয়ে রচনা শিক্ষাদান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।
৩। শিক্ষকের সম্মান
৪। সংগ্রহ : অনাথ শিশুদের প্রতি রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য
৫। সাময়িকী

নবম বর্ষ
১৩৫৫

৯ম সংখ্যা
পৌষ

সম্পাদক—শ্রীমুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ

বার্ষিক চাঁদা—তিন টাকা (ডাকমাশুল সহ) • প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

অমলেন্দু দাশগুপ্তের

ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার নির্বিচার কারারোধ। মূল্য ২৲

কমল দাশগুপ্তের

পরিচিতা

বহু পরিচিত এবং সর্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ। কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

কাজী আবদুল ওদুদের

কবিগুরু গ্যেটে

প্রথম খণ্ড ৫৲
দ্বিতীয় খণ্ড ৫৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গাদপি গরীয়সী (প্রতি খণ্ড) ৪৲, হৈমন্তী ৩৲, লীলাদুয়ীয় (৪র্থ সং) ৩৲, বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, বসন্তে (২য়সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, বরযাত্রী (৩য় সং) ২৷৷০, চৈতালী ৩৲, আগামীপ্রভাত ৩৲, ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲, বাসর ২৷৷০ দৈনন্দিন ২৷৷০

প্রমথনাথ বিশী

গল্পের মতো ১৷৷০, গালি ও গল্প ১৷৷০, রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২য়সং) ৩৲

পরিমল গোস্বামী

মহামন্বন্তর (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲, দুষ্মন্তের বিচার (২য় সং) ১৷৷০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

সন্তোষকুমার রায়চৌধুরী

মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী (২য় সং) ১৷৷০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২৷৷০, ঘরের ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, শতাব্দীর অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, ক্ষুধা ২৷৷০ হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ সঙ্গিনী (২য় সং) ২৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪৲

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

অন্তর্যামী ১৷৷০, সমর্পণ ১৷৷০, সমী ও দীপ্তি ১৲, ভুলের ফসল ২৲

শ্রীমতী রাণী রায়

প্রেম ৩৲

রেণু মিত্র এম-এ

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲
প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

মোহিতলাল মজুমদার

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বিস্মরণী (৩য় সং) ৪৲
ছন্দ-চতুর্দ্দশী ৩৲ বাংলার নবযুগ ৪৲ জয়তু নেতাজী ৩৲

রূপকথা (২য় সং) ১৲ — সুবীর শিশু গ্রন্থমালা — বসন্তের রাণী ৷৷০
ছেলেদের আরব্যক ৩৲ লক্ষ্মীর ৷৵০ শিবাজি মহারাজ ১৲

জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষাবিভাগের স্কুল-পরিদর্শক
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ এম-এ, বি-টি মহোদয়ের

অক্লান্ত গবেষণাপ্রসূত

বনিয়াদী শিক্ষা

বাহির হইল

শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তির পূর্ণতা বিধান করিয়া তাহাকে
জীবনের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলাই
এই শিক্ষার উদ্দেশ্য

—এই পুস্তকে আছে—

বনিয়াদী শিক্ষার

● উৎপত্তি-কাহিনী ● উদ্দেশ্য ● আদর্শ ● পাঠ্যতালিকা
সমালোচনা প্রভৃতি

অমৃতবাজার বলেন :—

With a mind free from bias, he offers a course of study which will be acceptable to our educationists.

বসুমতী বলেন :—বাংলা ভাষায় বনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে এই পুস্তক লিখিয়া (গ্রন্থকার) বহুদিনের অনুভূত একটি অভাব দূর করিয়াছেন।

যুগান্তর বলেন :—শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটানোই যে বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য লেখক তাহা এই গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন।

'বনিয়াদী শিক্ষা' সম্বন্ধে বর্ধমান বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্-এস্‌সি, বি-টি মহোদয় বলেন—

বিষয় বস্তুর সমাবেশ ও ভাষার প্রাঞ্জলতা···বনিয়াদী শিক্ষার প্রকৃত রূপ সহজ-ভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা বাংলা ভাষায় এই বোধ হয় প্রথম।

প্রত্যেক শিশু-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের পক্ষে এই গ্রন্থ
অপরিহার্য্য ও অমূল্য সম্পদ

মূল্য তিন টাকা মাত্র

'বাংলার শিক্ষক' কার্য্যালয়ে—১১৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—পাওয়া যাইবে

খান বাহাদুর আবদুল হাকিম

এম, এ (ক্যান্টাব)

প্রণীত

আধুনিক শিক্ষক

(পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ)

—•—

এই গ্রন্থে বর্ত্তমান শিক্ষাবিষয়ক যাবতীয় সমস্যা—আমাদের শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য, বিভিন্ন ক্রম ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, শিক্ষকের কর্ত্তব্য ও সেই কর্ত্তব্যপালনের সুচিন্তিত নির্দ্দেশ, পঠন ও পাঠন প্রণালীর বিধি ও বিধান—অতিশয় বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচিত হইয়াছে।

—•—

সদ্য প্রকাশিত

মূল্য ৩।০ টাকা

—•—

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড

কলিকাতা

কে. সি. লালুরাম্নী প্রণীত

মার্ক্সীয় অর্থশাস্ত্র

(ক্যাপিট্যাল গ্রন্থের অনুবাদ)

মার্ক্সের ক্যাপিট্যাল গ্রন্থ গত শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক চিন্তার পরিপক্ক ফল। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দিত ও প্রশংসিত। অর্থশাস্ত্রের নীরস বিষয়কে এই গ্রন্থে অভিনব রসালো ও সর্ব্বজনবোধ্য করা হইয়াছে।

মূল্য ২৲

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্বের বিস্ময় গান্ধীজি

(মহাত্মা গান্ধীর জীবনী)

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী

অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। বহু বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ ও প্রবীণ হেডমাষ্টার শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্ত, এম, এ, বি, টি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

গ্রন্থে বহু অপূর্ব্ব ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে। নমুনাস্বরূপ কয়েকখানি গ্রন্থ উপহারার্থ আছে

স্কলার বুক্ এজেন্সী

১২৪এ, বিবেকানন্দ রোড

কলিকাতা

শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান-শিক্ষক

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্ত, এম-এ, বি-টি প্রণীত

পুরুষকার

জাতির মেরুদণ্ড তরুণ-সমাজের উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করিতে

সদ্য প্রকাশিত হইল

মূল্য আট আনা

—বাঙলার শিক্ষক কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে—

স্বামী জগদীশ্বরানন্দের

তিনখানি ছাত্রপাঠ্য পুস্তক

১। দেশবিদেশের মহামানব ৩৲

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ছাব্বিশজন মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বাণী। ২৭০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রীসের সক্রেটিস ও প্লেটো, আমেরিকার এমার্সন, চীনের কনফুসিয়াস, ফিলিপাইনের জোস্ রিজাল, ইংলণ্ডের মোক্ষমূলার, ওয়েল্‌স, উইলিয়াম জোন্স ও মনিয়ার উইলিয়ামস্ প্রভৃতির জীবনী আলোচিত।

২। চৈনিক ঋষি লাওৎজে (সচিত্র) ২৲

চীনের শ্রেষ্ঠ ঋষির অপূর্ব্ব জীবনী ও বাণী। চুয়াংজুর জীবনী, জেন ও চীনের সাধনা প্রভৃতি বিষয় বিবৃত। চৈনিক ও ভারতীয় ভাবধারার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য প্রদর্শিত। বাংলার এই প্রথম পুস্তক।

৩। সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম ৩৲

বিশটী যৌগিক ব্যায়ামের বিস্তৃত বিবরণ ও সুন্দর চিত্র। পুস্তকের সাহায্যে সকলে ব্যায়াম শিখিতে পারিবেন। বাঙালী যোগী মাধব দাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ছবি সন্নিবিষ্ট। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীর পক্ষে মূল্য দুই টাকা

প্রাপ্তিস্থান—বিবেকানন্দ সংঘ, বজবজ পোঃ, চব্বিশ পরগণা জেলা।
এবং
কলিকাতার কয়েকটী পুস্তকালয়

'বাঙলার শিক্ষকে'র নিয়মাবলী

১। 'বাঙলার শিক্ষক' প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করা হয়।

২। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন এবং ডাকঘরের মন্তব্যসহ আমাদের জানাইবেন।

৩। 'বাঙলার শিক্ষকে'র সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। সর্ব্বক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা কিংবা ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনিঅর্ডার-যোগে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইবেন।

৫। পত্রে এবং মনিঅর্ডার কূপনে নূতন গ্রাহক হইলে **নূতন গ্রাহক** এবং পুরাতন গ্রাহক হইলে **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না, অন্যথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬। সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার
'বাঙলার শিক্ষক'
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম সঙ্ঘের মুখপত্র

—স্বাস্থ্য-সমাচার—

(মাসিক পত্রিকা)

বিগত বৈশাখে ৩৭শ বৎসরে পড়িয়াছে

সম্পাদক—ডাঃ **শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু** এম্-বি

পত্রিকায় পাইবেন—

১। বাঙ্গালার মনীষীগণ লিখিত সুস্থ সবল জাতি গঠনে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী।

২। গভর্ণমেণ্টের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ; দেশবিদেশের জ্ঞানগর্ভ সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

৩। প্রশ্নোত্তর, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি।

বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা

কার্য্যালয়—৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

[নমুনা সংখ্যার জন্য পত্র লিখুন]

৺জলধর নাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত

জাতি-গঠন-কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র

মাসিক

সংগঠন

নিয়মিত পাঠ করুন

নূতন দেশ ও মানুষ গড়ে তোলবার দায়িত্ব আজ সকলের।
ভাবুন, জানুন, দেশ কি ভাবে গড়ে উঠছে, কোথায় কি সমস্যা।

প্রতি সংখ্যা ।৷০

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৬৲, ষান্মাসিক ৩৷৷০

সম্পাদিকা **শ্রীমতী অরুণাণী মিত্র**

কার্য্যালয়—৫।২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা

পরিচালনা : সংগঠন ট্রাস্ট

নবম বর্ষ] পৌষ, ১৩৫৫ [৯ম সংখ্যা

চিন্তার স্বাধীনতা

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাস, এম-এ, ডি-এল

ভারতবর্ষের সৃজনীশক্তি বহুশতাব্দী বন্ধ্যা হয়ে আছে। শঙ্করাচার্য্যকে আমরা ভারতের শেষ শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর বলতে পারি। তার পরেও সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত চলেছে, কিন্তু সেখানে সৃষ্টির সক্রিয় মাধুর্য্য নেই—গতির চাঞ্চল্য নেই। তাই পৃথিবী সভ্যতার অগ্রযাত্রায় ভারতবর্ষের অবদান নাই বললেই চলে।

ভারতবর্ষে আজ স্বাধীনতার অরুণোদয় হয়েছে, কিন্তু আশার আলোক ফোটেনি শত সহস্র সমস্যার সম্মুখে আমরা মুহ্যমান হয়ে পড়ছি, কিন্তু এই নিরাশার অন্ধকারে আমাদের প্রাণপণ সাধনা করতে হবে। স্বাধীন ভারতকে আমরা সবাই জগৎসভায় বরেণ্য করতে চাই—আমরা চাই ভারতবর্ষ হবে সেই কল্যাণ-সুন্দর দেশ যেখানে জীবন হবে আশা ও আনন্দময় অভিযান—সেখানে থাকবেনা হিংসার কলকল্লোল, সেখানে থাকবে সৃষ্টির নির্ম্মল আবেগ—মানসিক স্ফূর্ত্তি, বিকাশ ও বিবর্দ্ধনের সর্ব্ববিধ সুযোগ।

কিন্তু আমাদের সেই সাধের ও স্বপ্নের ভারতবর্ষ কেবল কল্পনায় জাগবে না। তার জন্য চাই নিরলস সাধনা। সেই সাধনার পথে চিন্তার স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজনীয় সম্বল।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটা উদাহরণ দিতেছি। ভারতের জনপ্রিয় নেতা পণ্ডিত জহরলাল বলেছেন তিনি অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখবেন না—ভারতবর্ষের দ্বিধাবিভক্ত রূপকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব যতই উচ্চ হোক, যাঁরা সমস্ত হৃদয় জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে অখণ্ড ভারতবর্ষ এবং অখণ্ড বাংলা দেশকে জাতীয় অগ্রগতির একমাত্র উপায় মনে করেন—তাঁদের তার জন্য সর্ব্ববিধ ত্যাগ স্বীকার করে সেই আন্দোলন করা একান্তভাবে কর্ত্তব্য।

নরোত্তম গান্ধী তাঁর জীবন দিয়ে এই কথাই প্রচার করে গেছেন—সত্যের জন্য সর্ব্ববিধ ত্যাগ আপনি আচরি অপরকে শিখিয়েছেন। তাঁর সেই জীবনব্যাপী সাধনা দেশে যদি আজ ব্যর্থ হয়, একান্ত পরিতাপের বিষয় হবে।

বর্ত্তমান যুগ য়ুরোপীয় সভ্যতার যুগ বলতে হবে। এশিয়া মানব সভ্যতার আদি ধাত্রী—কিন্তু গত পাঁচশত বৎসরের অধিককাল য়ুরোপীয় শক্তি জগজ্জয়ী হয়ে রয়েছে—সেই শক্তির মূল তার সভ্যতার বিজয়িনী প্রগতি।

এই সংস্কৃতি একদিনের প্রাপ্য বর নয়, এর জন্য য়ুরোপ নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়েও নিরঙ্কুশ-গতিতে অগ্রসর হয়েছে। সংস্কৃতির এই প্রবাহে যে ভাববারা আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে তাকে আমরা বলতে পারি চিন্তার স্বাধীনতা। আপ্তবাক্য স্বীকার করে মনকে ওরা পঙ্গু করে তোলেনি। সত্যকে নানাভাবে ও নানাদিক দিয়ে বারংবার যাচাই করে তুলেছে—নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে তাকে বার পরীক্ষা করে চলেছে। ফলে জন্মেছে য়ুরোপের নূতন জীবন-দর্শন—তার বৈজ্ঞানিক মন এবং তার বৈজ্ঞানিক জীবনযাত্রা।

আমরা আমাদের প্রাচীন সভ্যতার গর্ব্ব করি, আমাদের আধ্যাত্মিকতার মোহে আমরা মুগ্ধ—জগৎকে আমরা তুচ্ছ করি—বিদেশ এবং বিদেশীয় সভ্যতাকে অবজ্ঞা করি, কিন্তু এই মিথ্যা মর্য্যাদা-বোধ আমাদের শ্রীবৃদ্ধির পথ হতে পারে না।

আমাদের চলতে হবে সম্মুখের দিকে—পিছনের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাস আমাদের প্রেরণা দিতে পারে, সান্ত্বনা দিতে পারে, কিন্তু তা'দিয়ে বর্ত্তমান দীপ্ত ও মধুর হবে না। তার জন্য চলতে হবে দুঃখ-দুর্গম পথে—নব নব অভিযানে।

মানুষের মহত্ত্ব সে সৃষ্টির অধিকারী। শক্তি তার অল্প, সাধ্য তার অনন্ত—তবু মানুষ প্রকৃতির সমস্ত অন্তরায়কে জয় করে চিন্তা করতে পারে, জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং নব নব সৃষ্টি করতে পারে।

আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে মানুষের সেই স্বাধীনতা আমাদের উদ্ভাবনী শক্তিকে জাগ্রত করুক, আমাদের তপস্যাকে উদ্বুদ্ধ করুক। জ্ঞানের ও চিন্তার রাজ্যে আমরা যেন নব নব অর্ঘ্য আহরণ করতে পারি—আমাদের সাধনার সফল যেন ভাবীকালকে সমৃদ্ধ ও মহান করে তুলতে পারে।

মানুষ ও পশুর মধ্যে সবচেয়ে তফাৎ এই যে, পশু পূর্ব্বজের জ্ঞানের সঞ্চয়ে লাভবান্ হয় না, কিন্তু মানুষ তার পূর্ব্বপুরুষের জ্ঞান-সম্পদকে আশ্রয় করে নব নব পথে অগ্রসর হতে পারে।

পৃথিবীর জ্ঞানরাজ্যে য়ুরোপীয় মনীষিগণ নূতন নূতন আলো বিকিরণ করেছেন—তাঁদের তপস্যা ও অধ্যবসায়ে বিজ্ঞানের নানা বিভাগ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে—স্বাধীন ভারতবর্ষ তাকে অবহেলা করে দূরে থাকলে আত্মহত্যাই করবে। পৃথিবীর আজ্ঞত সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডারকে

আপন মনে করেই যুবক ভারতবর্ষ যাত্রা করবে। অভিযাত্রী তাদের যাত্রা তাহলে সফল ও সুষ্ঠু হয়ে উঠবে।

জগতের ভাবী সৃষ্টি হবে নূতন—অতীতে আমরা যা পেয়েছি তা হয়ত সকলই পরিবর্তিত হবে—তার জন্য দুঃখ ও বেদনা অনর্থক। মিথ্যা অনুশোচনায় লিপ্ত না থেকে নির্ভয় আশ্বাসে নূতনকে ও অভ্যুদয়কে বরণ করতে সাহসী তরুণদের নব নব পথে চলা সুরু করার দিন এসেছে।

আমার সমস্যাটিকে একটু সহজ করবার জন্য উদাহরণ দিতে চাই। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব কেবল বিজ্ঞান জগতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে নি। ইহার সুবিস্তৃত ও ব্যাপক প্রভাব বিশ্বের সর্ব্ববিভাগে কল্পনাতীত পরিবর্ত্তন আনতে আরম্ভ করেছে। আপেক্ষিক মতবাদ মানুষের গৃহীত তথ্যাদির ওলট-পালট করে দিচ্ছে।

আরিষ্টটল য়ুরোপীয় দর্শন ও জ্ঞানের রাজ্যে এতদিন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিমায় ছিলেন। কিন্তু আরিষ্টটলের স্থান আর টিকছে না। আরিষ্টটলের ব্যাপ্তির মূল কথা একটি সর্ব্বব্যাপক উক্তি হইতে বিশেষ বিশেষ জ্ঞান আহরণ। কিন্তু আরিষ্টটলের সর্ব্বব্যাপক বাক্যকে বিশ্লেষণে আজ জ্ঞানের ভিত্তি ধরা যাচ্ছে না। কোনও সংজ্ঞার বা প্রতিজ্ঞার বিষয়ে সমস্ত লইয়া কোনও উক্তি করা ঠিক নয়।

সংসারে যাহা কিছু আছে তাহা বিভিন্ন দর্শকের নিকট বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়া নানা বিভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হয়। কাজেই কোনও বস্তুরই সমগ্রতা আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়না এবং বস্তু বা বিষয়ের সমতা মানিয়া লওয়া সম্ভব নয়।

এই জন্য ধর্ম্ম, দর্শন, নীতি ও বিজ্ঞান সকল বিদ্যাকে নূতন পরিপ্রেক্ষিতে নূতন ভাবে সৃজন করতে হবে। তার জন্য চাই সত্যসন্ধ নির্ভীক নর ও নারী। চিন্তার স্বাধীনতায় এরা অপরিচিতকে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হবে না—এরা হবে ভয়হীন, শঙ্কাহীন। দুঃসাহসিক এদের সাধনায় দেশ হবে বীর্য্যবন্ত, মানুষ হবে জীবন্ত, ঘুমন্ত প্রকৃতি হবে বসন্তের সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত, জীবনযাত্রা হবে আনন্দে মুখর।

যা আছে, যা সকলে মানে, তাকে মেনে গড্ডলিকা-প্রবাহে চলতে দেখলে সবাই সুখী হয়। নূতনকে কেউই মানতে চায় না—সে প্রতিষ্ঠাকে সর্ব্বনাশের পথে টানে, এই ভয়ে যারা পুরাতনপন্থী তারা নূতনকে অর্গল দিয়ে আটকাতে চায়।

কিন্তু এই ভয়কে আমরা দূর করব। জীবন ভয়ের উষর মরুতে পুষ্পিত হয়ে ওঠে না—আশার স্রোতোধারায় সে সঞ্জীবিত হয়। দেশে আনতে হবে সেই বলিষ্ঠ আশা—সেই অত্যুগ্র উচ্চাভিলাষ—যা নূতনকে সৃষ্টি করতে পিছপা হবে না—যা দুঃসাহসিক অভিযানে যাত্রী হতে একান্ত সমুৎসুক হয়ে রইবে। পৃথিবীতে যা কিছু মহৎ ও সুন্দর, যা কিছু দীপ্ত ও প্রার্থনীয়—তার মূল হল আশার প্রেরণা।

আমাদের নিরাশ হবার প্রয়োজন নেই। নিরাশাকে ব্যাধি বলতে পারি, চিরকাল

মানুষ তার পরিবেশে বাধা পেয়েছে। সেই বাধাকে সে মানেনি—সেই বাধাকে সে অপ্রতিহত শক্তিতে জয় করেছে। সভ্যতার ইতিহাস এই রথযাত্রার কাহিনী।

ভারতবর্ষ আজ স্তিমিত ধ্যানে বসে থাকতে পারে না। তাকে চলতে হবে—মাকড়সার মত যেসব কুসংস্কার তাকে ঘিরে রেখেছে তাদের ছিন্ন-ভিন্ন করতে হবে। আমাদের কৃষ্টি যেসব ভাল জিনিষ দিয়েছে তাদের আমরা শ্রদ্ধা করব—তাদের আমরা গ্রহণ করব কিন্তু তাদের কাউকে চরম বলে মানব না।

নূতন কাল চায় নূতন বাণী—নূতন পরিবেশে চাই নূতন পরিপ্রেক্ষিত। নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তরুণ ভারত তাই যাত্রা করবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা বিষয় বলতে পারি। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভারতীয় সাধনার এক কীর্ত্তি। এর মূল তত্ত্ব ও আদর্শ হয়ত ভাল ছিল—কিন্তু বাস্তবে এসে জাতিভেদের যে কালিমা এসে গেল—বর্ত্তমানের ভারতবর্ষ তাকে কিছুতেই মানতে পারে না।

সাম্য মৈত্রী ও একোর পথে আমাদের আজ চলতে হবে—মানুষকে মিথ্যার আড়ষ্ট করে আমরা বড় হতে পারব না—আমাদের সকলের মনে চাই সমতার গৌরব-বোধ—সবার হৃদয়ে চাই সুগভীর আত্মপ্রত্যয়। সামাজিক কোনও অনুশাসনই আমরা মানতে পারি না—যা মানুষের মানবত্বকে পঙ্গু ও দুর্ব্বল করে।

সোভিয়েট রাশিয়া ২৫ বৎসরে যে অভূতপূর্ব্ব অভ্যুদয় লাভ করেছে—তা সম্ভব হয়েছে কারণ রাশিয়া তার সমাজ-জীবনে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রয়োগ করেছে। চিন্তার স্বাধীনতার যতই প্রসার হবে—অজ্ঞান, কুসংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাস ততই শেষ হবে। বিজ্ঞানকে আজ মানুষের জীবন যাত্রায় অধিকতর ভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

জ্ঞানের ও বুদ্ধির অভ্যুদয় চাই। প্রকৃতিকে বশ করতে হবে—দুর্জয় সাহসে নিপুণ চেষ্টায় এবং বিপুল আশায়। আগামী কাল তাই অলস আত্মগৌরবের সময় নয়। যুবক ভারতকে কর্ম্মী হতে হবে।

তাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে নূতন বুদ্ধি নিয়ে, নূতন প্রেরণা নিয়ে গড়তে হবে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ভবিষ্যৎ। আধ্যাত্মিক তর্ক এবং দর্শনের বিতণ্ডা আমরা যথেষ্ট করেছি—তাতে আমরা পাইনি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ পথ। কারণ অজ্ঞাত বিষয়ের তর্ক কখনও শেষ সমাধানে পৌঁছায় না।

বুদ্ধি ও যোক্তির তর্ক এখানে করব না। অধ্যাত্ম তত্ত্বও আজ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিষয় হয়ে উঠেছে। আমরা যদি জীবনকে মহত্তর ও মধুরতর করতে চাই—আমরা করব স্বাধীন অবাধ চিন্তা—সে চিন্তা জটিল, দুর্ব্বোধ ও অপ্রত্যক্ষ নয়, সে হবে বিজ্ঞান-সিদ্ধ। তাহলে আমাদের উন্নততর জীবন যাপনের সুযোগ হবে; আমরা দুনিয়ার সমস্যাকে সত্য ভাবে গ্রহণ করতে এবং বুঝতে শিখব।

আজ যুবক ভারতবর্ষকে আহ্বান করি। তারা বাস্তববাদী ও চিন্তাশীল হয়ে

কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে আসুন। স্বাধীন চিন্তা সমস্ত অন্ধকার কোণকে আলোকিত করুক—সত্যকে তাঁরা তার সমস্ত নিষ্ঠুরতায় গ্রহণ করুন—এবং বলিষ্ঠ আত্ম-বিশ্বাসে কল্যাণ এবং মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা করুন। অন্ধ ভাবকতায় আলো ফুটবে না—আলো স্ফুরিত হবে দীপ্ত ও দৃপ্ত সাহসে এবং সুকঠোর তপস্যায়। আমাদের তপস্যা আমাদিগকে অন্ধকার থেকে আলোকে নিক—এই হোক আজ আমাদের সমবেত জাতীয় প্রার্থনা।

আমাদের বিদ্যালয়ে রচনা শিক্ষাদান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী এম্-এ, বি-টি

রচনা-শিক্ষার অশেষ গুণ থাকিলেও, আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ যে ভাবে রচনা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে ইহার সুফল খুব কমই পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রচনা-পুস্তক বা অপরের লেখা হইতে ছাত্রেরা রচনা মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়; নিজে চিন্তা করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা তাহারা খুব কমই করিয়া থাকে। সুতরাং এই সব ছাত্র বড় হইয়াও কোন একটা বিষয়ে নিজে লিখিবার ক্ষমতা বড় একটা অর্জ্জন করে না। নিজে লিখিতে হইলে যেন তাহাদের গায়ে জ্বর আসে।

এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে শিশুকাল হইতেই ছাত্র-ছাত্রীকে স্বাধীন চিন্তা করিতে শিখাইতে হইবে, তাহাদের কল্পনাশক্তিকে যথেষ্ট সতেজ করিতে হইবে। এজন্য শিশুদের চাই পর্য্যবেক্ষণের ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অবাধ সুযোগ। সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনাকে বিকশিত করিবে, তাহাই তাহাদের রচনাকারে প্রকাশিত হইবে। এইজন্যই শিশুদের লইয়া প্রায়ই ভ্রমণে বাহির হইতে হয়, নানা জিনিষ দেখাইতে ও বুঝাইতে হয়, এবং তাহাদের সর্ব্বত্র বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর স্নেহ ও যত্নের সহিত দিতে হয়। এ বিষয়ে শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়েরই দায়িত্ব আছে। শিশু যখন বহির্জগতকে দেখে, তখন অপার বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সব কিছুকে আপন করিয়া লইতে চায়; তখন তাহার এই বিশ্বপরিচয় করার কাজে যিনি বিপুল আনন্দ না পাইবেন, তিনি শিশুদের যথার্থ শিক্ষা ত দিতে পারিবেন না। তাই শিশুদের শিক্ষা দিতে যোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বিদ্যালয়ে প্রায়শঃ রচনার বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে বিশেষ চিন্তা করা হয় না। সাধারণতঃ যে যে বিষয় সম্বন্ধে রচনা লিখিতে বলা হয়, তাহা প্রায়ই ছাত্র-ছাত্রীর অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারার বহির্ভূত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উট, হরিণ, হস্তী, গণ্ডার ইত্যাদি বিভিন্ন জন্তু সম্বন্ধে লিখিতে বলা। আমাদের দেশের কয়জন বালকবালিকা ঐ সব জন্তু স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে? গৃহপালিত কোন জীবজন্তু সম্বন্ধে লিখিতে বলিলেও, সেই জন্তুর সমগ্রজাতি সম্বন্ধে শিশুরা কি প্রকারে লিখিবে? অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েরা কোনও জীবজন্তুর সমগ্রজাতি সম্বন্ধে চিন্তাও করে না, তাহা তাহাদের ভালও লাগে না; কারণ বয়স্কদের মত বিশ্লেষণ শক্তি ও সমগ্র দৃষ্টি তাহাদের তখনও আসে না। গরু 'তৃণভোজী', 'চতুষ্পদ' জন্তু ইহা তাহাদের স্বাভাবিক চিন্তাধারার মধ্যে নয়। গরু যে মাংস খায় না, সেকথা তাহার ভাবিবার দরকার হয় না, সব গরুই যে চতুষ্পদ তাহাও তাহার সুবিদিত, সুতরাং সে তথ্য বৈজ্ঞানিক হইলেও, তাহার নিকট নিষ্প্রয়োজন ও অর্থশূন্য। কোনও একটি বিশেষ মানুষ, জীব-জন্তু, বৃক্ষ বা দৃশ্য যাহা সে প্রত্যহ দেখিতেছে—যাহার সহিত তাহার যেন আত্মীয়তাবন্ধন স্থাপিত হইয়া গিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে বা লিখিতে দিলে, শিশু খুশী হইয়া, মনের কপাট খুলিয়া, তাহাকে প্রকাশ করিবে; তখন তাহার রচনা হইবে স্বাভাবিক ও সুন্দর। তাহাতে নাই বা থাকিল বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্য, নাই বা থাকিল ত্রুটীহীন যুক্তি। শিশু নিজের দৃষ্টিকোণ দিয়া যাহা দেখিবে, নিজের অনুভূতি দ্বারা যাহাকে প্রকাশ করিবে তাহাই হইবে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণকর। শিশুর গৃহের কালো গাইটি বা তাহার সাদা বাছুরটি, তাহাদের বাড়ীর পোষা 'বাঘা' কুকুরটি, তাহার অতি প্রিয় ঘুঁড়ি ও লাটাইটি, তাহাদের বাড়ীর উঠানের আমগাছ ও চাঁপা গাছটি, তাহাদের বাড়ীর সম্মুখের সদর রাস্তাটি, রেলগাড়ীতে যাইতে আসিতে দিয়া সে কি কি দেখিয়াছে তাহার বিবরণ,—এ ধরণের বিষয় সম্বন্ধে লিখিতে বলিলে শিশু তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে, ফলে প্রত্যেক রচনা হইবে সরস ও সজীব। শিশুর কল্পনা জাগাইবার জন্য এইরূপ বিষয়েও রচনা লিখিতে বলা যাইতে পারে:—মনে কর তোমার বাবা বা কাকা বিদেশ হইতে অনেকদিন পর বাড়ী ফিরিয়াছেন, তখন তোমার মন কেমন হয়; মনে কর, তুমি একজন ফিরিওয়ালা, নানাপ্রকার খেলনা, মনোহারী জিনিস ফিরি করিয়া বিক্রয় করিতেছ, তখন তোমার কেমন লাগিতেছে, অথবা তুমি যেন রেলগাড়ীর এঞ্জিন-চালক, তোমার ঐ কাজে দিন কেমন কাটিতেছে। এই সব বিষয়ে অবাধে কল্পনা ও চিন্তা করিবার অবসর দিলে, শিশুর ঐ সব শক্তির অনেক বিকাশ হইবে এবং তাহার প্রকাশের মধ্যে তাহারা পাইবে সত্যকারের আনন্দ, এই আনন্দই যথার্থ রচনার উৎস বা প্রাণ।

শিশুদের নিকট রঙিন কল্পনারও খুব মূল্য আছে। রূপকথার পরী ও রাক্ষসপুরীর কাহিনী তাহাদের প্রচুর আনন্দ যোগায়, কল্পনাকে অনেক রাঙাইয়া তুলে। সেসব কাহিনী

অলীক হইলেও তাহাতে বাস্তবিক মিথ্যাকথা শিখান হয় না ; কারণ শিশুরা যখন ঐসব কাহিনী শুনে তখন সেগুলি তাহারা মনে প্রাণে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু অন্য সময়ে তাহারা জানে যে ঐগুলি বাস্তব নয়, তাহাতে তাহাদের মনে কোন সংশয় আসে না। এইভাবে উপকথা যে কল্পলোক শিশুর নিকট সৃষ্টি করে তাহা সাহিত্যের, তথা কাব্যের রসাস্বাদনের পথ প্রস্তুত করিয়া রাখে। সুতরাং এই ধরণের কল্পনা মূলক রচনাও শিশুর নিকট ধরিতে হয় এবং তাহাকে লিখিতে বলিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু ভোলানাথ' কবিতা পুস্তকে যে তালগাছের বর্ণনা আছে সে ত 'এক পায়ে দাঁড়াইয়া, সব গাছ ছাড়াইয়া, আকাশে উঁকি মারিতেছে। এই তথ্যের মধ্যে বাস্তবতা কতটুকু আছে এ বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ; ইহার মধ্যে কল্পনানেত্রে যাহা প্রতিভাত হইতেছে, তাহাই সত্য, তাহাই সুন্দর ও কল্যাণকর। 'শিশু' কবিতাপুস্তকে 'বৈজ্ঞানিক' শীর্ষক কবিতায় দেখি যে শিশুর চক্ষে বর্ষার জলধারায় ধরণীর শ্যামলতা যে আসে ও তখন রাশি রাশি ফুল যে ফুটে, সেগুলি যেন সব মানব শিশু—ছাত্র-ছাত্রীর দল। গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরে তাহারা যেন গুরুমহাশয়ের কঠোর শাসনে মাটির নীচে বন্ধ থাকে, বর্ষাকালে সন্ধ্যাবেলায় মেঘের ডাকে তাহারা সব মুক্ত হইয়া মনের আনন্দে, তাহাদের বিচিত্র বেশে মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে, নানা রঙের ফুলের আকারে। এইরূপ সজীব, রঙিন কল্পনা শিশুদের মনে আনন্দের হিল্লোল আনিয়া দিবে, আর এই বিষয়ের কল্পনা তাহাদের লেখায় স্থান পাইলে তাহা হইবে সরস ও সজীব সামগ্রী।

শিশুদের রচনার বিষয় যেমন হইবে তাহাদের চিন্তাজগতের অন্তর্গত, সেই চিন্তাধারা প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গীও হইবে তাহাদের নিজস্ব। শিশুদের চিন্তাধারা যে ভাষায়, যে ভাবে অবাধে, সাবলীল গতিতে প্রবাহিত হইতে পারে, সেই ভাষা ও ভঙ্গীই তাহাদিগকে ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত ; নচেৎ তাহাদের চিন্তাধারার উৎসই রুদ্ধ হইয়া যাইবে, রচনা হইবে না। এই কারণে শিশুদের ভাষা হইবে অতি সহজ, সরল, সহজবোধ্য—যে ভাষায় তাহারা প্রত্যহ মনের কথা প্রকাশ করিয়া থাকে। অবশ্য ইহার মধ্যে যেটুকু অসম্পূর্ণতা বা ব্যাকরণগত ত্রুটি থাকিবে, শিক্ষক তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন ; কিন্তু তিনি কখনই শিশুদের স্বাভাবিক ভাষাকে অস্বীকার করিয়া সাধু ভাষার প্রবর্তনের নির্দেশ দিবেন না, এবং নিজেও তাহাদের নিকট সেই দৃষ্টান্ত দেখাইবেন না। মনে রাখিতে হইবে ভাষার জন্য ভাব নয়, ভাবের জন্যই ভাষা। ভাব ঠিক ঠিক হইলে—শিশুদের তাহা অতি সহজেই আসে—ভাষাও হাতের মধ্যে ঠিকই আসিয়া যাইবে। অনেক শিক্ষক এ কথা ভুলিয়া গিয়া মনে করেন যে বাছাই বাছাই শব্দ প্রয়োগ বা বাক্যাংশ প্রয়োগ করিতে পারিলে এবং সাধু ভাষার ব্যবহার করিলে রচনা উচ্চ শ্রেণীর হয়। এই শিক্ষকরা সাধুভাষা সহজে ছাড়িতেই যেন পারেন না ; তাহার কারণ শিশুদের মনোজগতের সন্ধান তাঁহারা বড় একটা রাখেন না। শিশুর মনোজগতে শিক্ষককে বিচরণ করিতে হইবে, তাহাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গের মত—দরদী

বন্ধুর মত মিশিতে হইবে, তাহাদের মনের কথা উৎসুক হইয়া শুনিতে হইবে, তাহাদের সুখে সুখী ও ব্যথায় ব্যথিত হইতে হইবে, আবার তাহাদিগকে নিজের মনের ভাব শুনাইতে হইবে, তাহাদের চিন্তা ও কল্পনাকে জাগাইতে হইবে—তবেই শিশুরা মন খুলিয়া তাহাদের প্রাণের কথা তাঁহাকে বলিবে—তাহাই হইবে উৎকৃষ্ট রচনা। শিশুদের ভাষা ও ভঙ্গীর সঙ্গে সুপরিচিত হইতে আধুনিক শিশুসাহিত্য—শিশুদের বিভিন্ন মাসিক পত্রিকা, গল্প, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি প্রত্যেক শিক্ষকের পড়া উচিত, এবং সেই ধরণের লেখার অভ্যাস তাঁহাদের করা উচিত ; কারণ নিজে লেখার অভ্যাস না থাকিলে, নিজে লেখাতে আনন্দ না পাইলে, অপরকে লেখার মধ্যে আনন্দ পাইবার পথ কি করিয়া দেখাইবেন ? শিক্ষক ও ছাত্র এক পথের পথিক হইবেন, তাঁহারা হইবেন সমধর্মী। শিক্ষক তাঁহার জ্ঞানের প্রদীপের দ্বারা ছাত্রের জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাইবেন, নিজের প্রেরণার দ্বারা তাহাকে অনুপ্রাণিত করিবেন।

প্রত্যেক রচনার মধ্যেই একটা বৈশিষ্ট্য থাকিবে, কারণ ব্যক্তিগত অনুভূতি, আবেগ, চিন্তাধারা ইত্যাদি সকলের একপ্রকারের না হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং শ্রেণীতে সকল ছাত্রছাত্রীর রচনার একই ভাব, একই চিন্তাধারা থাকিবে, শিক্ষক যেন এরূপ ইচ্ছা না করেন। প্রত্যেক রচনা যত ক্ষুদ্রাকারেরই হউক, তাহা রচয়িতার যেন একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ শিল্পকার্য্য ; সুতরাং তাহা পূর্ণাংশে পাঠ করিয়া শ্রেণীতে সকলকে শুনাইয়া তাহার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলি, গুণগুলি দেখাইয়া শিক্ষক যথোচিত প্রশংসা করিবেন, তাহা হইলে তরুণ রচয়িতা উৎসাহিত হইয়া উঠিবে। রচনায় কোন অসঙ্গতি থাকিলে তাহা অবশ্য স্নেহসহকারে শিক্ষক বুঝাইয়া দিবেন। শিশু যে মনোভাব লইয়া রচনা লেখে, সেই মনোভাব লইয়া সেই রচনার বিচার করিতে হয়, তাহার ভিতর রসের সন্ধান লইতে।

রচনা লিখন শিক্ষার ভিতর দিয়া শিশুর স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হইবে, নূতন নূতন কল্পনা জাগিয়া উঠিবে, অন্যদিগকে জানার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইবে, স্বাধীনভাবে মনের কথা প্রকাশ করিবার সুযোগ পাওয়াতে তাহার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে অপার আনন্দ লাভ করিবে। সুতরাং রচনা শিক্ষা দান সাধারণ কাজ নয়। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে কত চিন্তা, কত যত্ন, কত দরদের প্রয়োজন। একথা যদি আমরা একটু ভাবিয়া দেখি তবে আমরা আর গতানুগতিকভাবে রচনা শিক্ষা দিতে যাইতে পারি না ; শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার এইরূপ অসীম সুযোগ আমরা হেলায় নষ্ট করিতে দিতে পারি না।

শিক্ষকের সম্মান

শ্রীনীলরতন দাশ, বি-এ

সম্প্রতি বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট্ এই মর্ম্মে এক নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, শিক্ষকগণকে এখন হইতে 'গুরুজী' বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে এবং সরকারী সভাসমিতিতে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রথম সারিতে তাঁহাদের বসিবার স্থান দিতে হইবে।

আধুনিক যুগে জনসমাজে এ দেশের শিক্ষকগণের মানমর্য্যাদা হ্রাসের কারণ কি, এবং সরকার কর্ত্তৃক আইন প্রণয়ন বা নির্দ্দেশ প্রদান করিলেই শিক্ষকের সম্মান সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যাইবে কিনা, এখানে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, বর্ত্তমানকালে শিক্ষার্থিগণের আর সে অতীতের গুরুভক্তি নাই, এবং সমাজে শিক্ষকগণের যে সম্মান ও গৌরব একদিন ছিল তাহাও আজ লুপ্তপ্রায়। 'বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে'—চাণক্যের এ শ্লোকাংশ বর্ত্তমান কাঞ্চন-কৌলীন্যের যুগে যে নিরর্থক হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতেও দ্বিমত নাই। ছাত্রসমাজে শিক্ষক যে অশ্রদ্ধেয় এবং লোকসমাজে তিনি যে অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে :—

(ক) ছাত্রদের গুরুগৃহে বাস করার প্রথা এখন না থাকায় শিক্ষকের জীবনের সঙ্গে শিক্ষার্থীর জীবনের ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপিত হইতে পারে না, এবং সারা দিনের মধ্যে মাত্র তিন চারি ঘণ্টা একত্রে অবস্থান করায় শিক্ষকের জীবনাদর্শে ছাত্রের জীবন গঠিত হওয়ার সুযোগও থাকে না।

(খ) পূর্ব্বে শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বিদ্যার্জ্জন করিতে হইত; কিন্তু এখন বিদ্যাদানের জন্য শিক্ষক যে মাসিক পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন তাহার মোটা অংশ ছাত্রগণ দেয়। কাজেই প্রাচীনকালের গুরুশিষ্যসম্বন্ধ এখন কতকটা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কে দাঁড়াইয়াছে; অথবা, অর্থ দিয়া বিদ্যাক্রয় করিতে হয় বলিয়া সে সম্পর্ক ক্রেতাবিক্রেতার সম্বন্ধের মত হইয়াছে।

(গ) পূর্ব্বে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানার্জ্জন; এখন 'যেন তেন প্রকারেণ' পরীক্ষায় পাশ করাই হইয়াছে উহার মুখ্য লক্ষ্য। যখন গুরুর মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ ব্যতীত বিদ্যালাভের অন্য উপায় ছিল না, তখন শিক্ষার্থীকে বাধ্য হইয়া শিক্ষকের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। কিন্তু আজ বাজারে হাজার রকমের ব্যাখ্যা পুস্তক, নোট্‌বই ইত্যাদির ছড়াছড়ি হওয়ায় এবং পরীক্ষাপাশের আরও নানাপ্রকার সহজতর পন্থা ও উপায় উদ্ভাবিত হওয়ায় শিক্ষকের উপর শিক্ষার্থীর নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে এবং ছাত্রের কাছে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তাও হ্রাস পাইয়াছে।

(ঘ) বর্ত্তমান যুগে নানারকম রাজনৈতিক মতবাদ ও আন্দোলন এবং বিভিন্নপ্রকার অন্যান্য বিষয় ছাত্রগণের তরুণ চিত্ত নিয়ত আকর্ষণ করিতেছে বলিয়া তাহারা সকলে শান্ত ও সংযতচিত্তে এবং সুষ্ঠুভাবে সারস্বতব্রত পালন করিতে পারে না। শিক্ষকগণ এই সকল আন্দোলন ও হুজুক সময়ে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করেন না বলিয়া ছাত্রসম্প্রদায়ের নিকট তাঁহারা অশ্রদ্ধেয় এবং শত্রুবৎ হইয়া পড়িতেছেন।

(ঙ) শিক্ষকগণের সামাজিক মর্য্যাদাহ্রাসের প্রধান কারণ তাঁহাদের আর্থিক দুরবস্থা। অর্থই হইয়াছে আজকাল মানুষের মান সম্মান বিচারের মাপকাঠি। যে দেশে সরকারী শিক্ষাবিভাগের একটা দারোয়ান বা পিয়নও সাধারণ শিক্ষক অপেক্ষা অধিক বেতন পায়, সেখানে শিক্ষকের মর্য্যাদা সরকার বাহাদুর যে শুধু আইন করিয়া বা নির্দ্দেশ দিয়াই বাড়াইতে পারিবেন, আমরা তাহা মনে করি না।

(চ) শিক্ষকগণ নিজ নিজ আর্থিক দুর্গতি ও অভাব অনটন মোচনের জন্য প্রাইভেট্ টুইশন ও অন্যান্য অর্থকরী কার্য্যে ব্যস্ত ও বিব্রত থাকেন বলিয়া তাঁহারা সারস্বত সাধনা একেবারে ভুলিতে বসিয়াছেন। বার্ষিক শিক্ষক সম্মেলনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার স্থান অনেকাংশে অধিকার করিয়া বসে বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে দাবী, তর্ক-বিতর্ক ও আবেদন-নিবেদন। শিক্ষক-সমিতিগুলিও cultural centre বা সারস্বত সাধনার কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই এবং বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকগণ cultural atmosphere সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন নাই।

শিক্ষার এই নবযুগে শিক্ষকগণ যেমন জীবনধারণের উপযোগী পারিশ্রমিক ও প্রাপ্য-অধিকার লাভের জন্য সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করিবেন, তেমনি তাঁহাদের বিপুল দায়িত্বের কথাও তাঁহাদের ভুলিলে চলিবে না। তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মী এবং শিক্ষাব্রতের সঙ্গে যে গুরুদায়িত্ব তাঁহারা স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাহারই সঙ্গে তাঁহাদের মানমর্য্যাদা ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত আছে। সমাজ তাঁহাদের নিকট যে প্রত্যাশা করে, তাঁহারা যদি তাহা যথাযথ ভাবে পূরণ করিতে পারেন, তবে তাঁহারা স্বতঃই তাহা শ্রদ্ধা-ভক্তির অধিকারী হইতে পারিবেন।

বর্ত্তমান মুদ্রাস্ফীতি ও তদ্দরুণ দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার যুগে শিক্ষকগণকে যদি প্রাচীনকালের গুরুর ন্যায় 'Plain living and high thinking' করিতে বলা হয়,—যদি বুনো রামনাথের মত তেঁতুলপাতার ঝোল ও ঘাসের সূক্ত খাইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনাকে সারা-জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিতে বলা হয়, তবে তাহা উপহাসের মতই শুনাইবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য হইবে যেমন শিক্ষককে সকল প্রকার অভাব-অনটনের ঊর্দ্ধে রাখিয়া তাহার সারস্বতসাধনার সুযোগ সুবিধা করিয়া দেওয়া, তেমনি শিক্ষককেও দেখিতে হইবে, তাঁহার

ব্রতও যেন তাঁহার চিত্ত ও কর্ম্মকে পরিশুদ্ধ করে, মনুষ্য বৃহত্তর সমাজের অধিষ্ট সাধিত হইবে এবং তাঁহার দাবী যে ন্যায্য তাহাও প্রমাণিত হইবে না।

বস্তুতঃ, শিক্ষক যদি স্বীয় চরিত্রগুণে গরীয়ান্ হইয়া ছাত্রগণের শিক্ষা দীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন,—নিজের জীবনাদর্শে তাহাদিগকে সৎকার্য্যে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন,—এবং এক হাতে জ্ঞানদান করিয়া অন্য হাতে নব নব জ্ঞানার্জ্জন করিয়া জ্ঞানতপস্বীর জীবনযাপন করিতে সক্ষম হন, তবে ছাত্রসম্প্রদায় ও জনসমাজ হইতে তিনি যে তাঁহার মহৎগৌরব ও মূল মর্য্যাদা ফিরিয়া পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

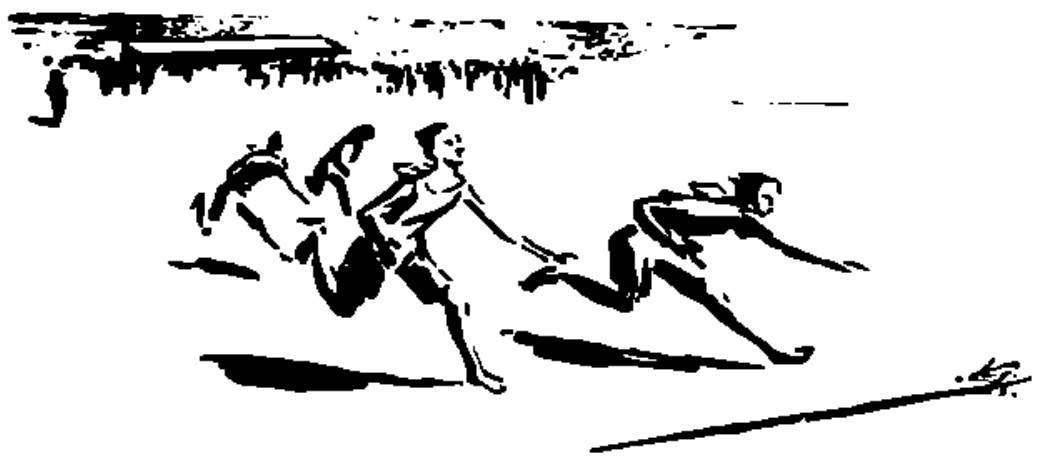

অনাথ শিশুদের প্রতি রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য

লেখক—গর্ডন কলার

আগামী দশ বছরের মধ্যে বৃটেনের ছেলেমেয়েদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য যে কোন ইউরোপীয় দেশের তুলনায় অনেক উন্নত হবে—বৃটেনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই উক্তি যদি কোন দিন সত্য হয় তা হলে তার কৃতিত্বের ভাগী হবে দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমিতিগুলি, কারণ তাদের উপরই দেশের শিশু-কল্যাণ ব্যবস্থার সমস্ত ভার রয়েছে।

বিশিষ্ট ফরাসী ভীষবিৎ প্রোফেসর রেনেী বনেট্ সম্প্রতি এই ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন। ইনি ফ্রেঞ্চ এ্যাকাডেমী অব্ মেডিসিনের একজন সদস্য এবং ফ্রেঞ্চ রেড-ক্রসের ডাইরেক্টর। প্রোফেসর বনেট সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শিশু-মঙ্গল ভাণ্ডারের (International Children's Emergency Fund) পক্ষ থেকে ১২টি বিভিন্ন দেশের শিশু-বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বৃটেন পরিদর্শনে এসেছিলেন। এই সময় তিনি ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত হাজার হাজার ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিবরণ থেকে সমগ্র ভাবে বৃটেনের ছেলে-মেয়েদের তৎকালীন অবস্থা নির্ণয় করতে চেষ্টা করেন। তা ছাড়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু স্বাস্থ্যের 'স্যাফিল্ড প্রোফেসর' অধ্যাপক এ্যালান মনক্রিফের সঙ্গেও তিনি শিশু-কল্যাণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন।

উপদেষ্টা পরিষদ

বিগত ৫-ই জুলাই চিল্ড্রেন এ্যাক্ট' অনুসারে শিশু-কল্যাণ ব্যবস্থার জন্য যে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছে, প্রোফেসর মনক্রিফ্ তার চেয়ারম্যান। পরিষদের কাজই হল বৃটেনের দুঃস্থ অনাথ শিশুদের জন্য বিশেষ ভাবে পরিকল্পিত এই আইনটিকে সর্বতোভাবে কার্যকরী করা এবং সেই সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টকে সময়মত উপদেশ দেওয়া। আইন অনুযায়ী বৃটেনের সর্বত্র স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষরা শিশু-কল্যাণ সমিতি স্থাপন করে তাদের উপর সমস্ত শিশুদের, বিশেষ করে যারা গৃহহীন বা গৃহ থেকে নানা কারণে অপসারিত তাদের রক্ষণা-বেক্ষণ এবং প্রয়োজনমত সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেষ্টনীর মধ্যে তাদের প্রতিপালন করার ভার অর্পণ করেছেন।

উপদেষ্টা পরিষদের পরিচালন-ভার শিশু-কল্যাণ সমিতিগুলির মতই জন সাধারণের হাতে থাকবে। পরিষদের চেয়ারম্যান, যিনি লণ্ডন এবং অন্যান্য দেশের শিশু-হাসপাতাল শিশু মঙ্গল ব্যবস্থায় যুক্ত থেকে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন, তিনি ছাড়া এতে আরও চারজন পুরুষ এবং সাতজন নারী সদস্য থাকবেন। এঁদের সকলেরই জীবনের ব্রত এক। এঁরা

সবাই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, যথা—ডাঃ বার্নাডোর অনাথ-আশ্রম, শিশু-ক্লেশ-নিবারণ সমিতি, সংশোধনাগার, শিশুদের বিচারালয়, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি থেকে এসেছেন। গত মার্চমাসে স্কটল্যাণ্ডেও এই ধরণের বঞ্চিত হতভাগ্য শিশুদের জন্য স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে শিশু-কল্যাণ সমিতি স্থাপন করা হয়েছে।

স্বাভাবিক ঘরোয়া জীবন

আইনের নির্দেশমত বৃটেনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষরা অনেকেই ইতিমধ্যে 'চিল্‌ড্রেন অফিসার' নিযুক্ত করে তাদের উপর এই গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যে সব শিশুরা প্রধানতঃ অনাথ এবং যাদের পিতামাতা লালন-পালনে অক্ষম বা অনুপযুক্ত, তাদের যথাসম্ভব স্বাভাবিক ঘরোয়া জীবনের আনন্দ দান করাই এই আইনের উদ্দেশ্য।

কিভাবে ছেলেমেয়েদের চরিত্র এবং শক্তির পূর্ণ বিকাশ হতে পারে এবং তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা যেতে পারে—আইনে সে কথাও চিন্তা করা হয়েছে। ইংরাজরা বিশ্বাস করে যে পরিবারই সমাজের প্রাণশক্তি, সেইজন্য এইসব গৃহহারা অনাথ ছেলেমেয়েদের যথাসম্ভব স্থানীয় পরিবারের সুস্থ পরিবেশের মধ্যে মানুষ করার চেষ্টা হচ্ছে। যেখানে তা সম্ভব নয় সেখানে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত আশ্রম বা বৃটেনের বিভিন্ন স্থানের পরিবারের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় তাদের গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে তাদের মধ্যে রেখে প্রতিপালন করা হবে। এইসব ছেলেমেয়েরা যেন সামান্য জিনিসের জন্য কোনদিন কোন অভাব না বুঝতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা রাষ্ট্রের কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে, কারণ তা অনেক সময় সুকুমারমতি ছেলেমেয়েদের মনের উপর গভীরভাবে আঘাত করে—সকলের মত একটা ব্রেজার কোট বা বই-এর থলি না-পাওয়ার দুঃখ তাদের কাছে অনেকখানি।

গত জুন মাসের শেষে কমন্স সভায় যখন এই আইন পাশ হয় তখন পার্লিয়ামেণ্টের স্বতন্ত্র সভ্য, বৃটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিনিধি মিঃ কে, লিণ্ড্‌সে এই সম্পর্কে যে আলোচনার অবতারণা করেন তা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি মন্তব্য করেন যে এর পর দেশের কাজ হবে যে সব ছেলেমেয়ে নিজগৃহে পিতামাতার আশ্রয়ে থেকেও অসুখী এবং অবহেলিত তাদের সুখী করা।

পরিবারের মধ্যে শিশুর জীবন

লণ্ডনের 'টাইম্‌স্' পত্রিকায় পত্র মারফৎ শিশু ক্লেশ নিবারণ সমিতির চেয়ারম্যান জানান যে সমিতির ৭০,০০০ সভ্য প্রতি বৎসর ৪০,০০০ পরিবারভুক্ত ১,০০,০০০ শিশু যারা আইনের আওতায় পড়ে না তাদের নানাভাবে সাহায্য করছেন। আইনের সাহায্যে যদিও ১,২৫,০০০ অনাথ শিশুর জন্য কল্যাণকর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে তবু এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে যে সব ছেলেমেয়ে পিতামাতার আশ্রয়ে থেকেও নানা কারণে কেবল অবহেলা বা অসদ্ব্যবহার পেয়ে এসেছে তাদের জন্য আইনে কোন ব্যবস্থা নেই। এইসব ছেলেমেয়েদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এতদিন বৃটেনের বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আবদ্ধ ছিল

কিন্তু সম্প্রতি জন মঙ্গল সমিতির নারী বিভাগ বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে প্রস্তাব করেছেন যে শিশুদের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধেও সমস্ত দায়িত্ব থাকা উচিত স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষের উপর।

বৃটেনের কোন কোন জায়গায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ ইতিমধ্যে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। নরউইচ সিটি কাউন্সিলের 'স্বাস্থ্য-সমিতি' একটি উপ-সমিতি গঠন করে এবং একজন নারী উপদেষ্টার সাহায্যে গত পাঁচ বছর ধরে এইদিকে কাজ করে আসছেন। নারী-উপদেষ্টার কর্তব্য হল দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে এবং রোগভোগে যে সংসার ভেঙ্গে পড়েছে তাকে পুনরায় গড়ে তুলবার জন্য পিতামাতার মধ্যে আশার সঞ্চার করা। সেজন্য তাঁকে দেখতে হবে কিভাবে তাঁদের সাংসারিক অস্বচ্ছলতা দূর করা সম্ভব এবং কিভাবে গৃহের ও ছেলে-মেয়েদের পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে পারিবারিক প্রসন্নতা ফিরিয়ে আনা যায়। এইভাবে তাদের দুর্দিনের বন্ধু হয়ে তাদের সকল দিক দিয়ে রক্ষা করাই তাঁর প্রধান কর্তব্য হবে।

প্রকৃত পক্ষে উপরোক্ত সিটি কাউন্সিল এই সম্পর্কে আরও অনেক কিছু করবার পরিকল্পনা করেছেন। আর একজন উপদেষ্টা নিয়োগ করার প্রস্তাব ইতিমধ্যে পেশ করা হয়েছে।

এই উপদেষ্টার কাজ হবে যে-সব পরিবারে আপাততঃ জরুরী সাহায্যের প্রয়োজন হয়নি অথচ ভবিষ্যৎ আশাপ্রদরূপ নয়, তাদের সময় মত পরিদর্শন করা; এবং পরিবারস্থ ছেলে-মেয়েদের অবস্থা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া। অবশ্য স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষগণ, এমন কি নরউইচ কাউন্সিল, এইসব ক্ষেত্রে অবাধ কাজ করবার পূর্ণ অধিকার লাভের জন্য পার্লিয়ামেন্টের অনুমোদন প্রার্থনা করেছেন। তাই আজ বৃটেনে শিশু কল্যাণ আইনকে ব্যাপকতর করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

স্বেচ্ছাসমিতি

ইতিমধ্যে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীরা এলাকা বিশেষ যে সব স্বেচ্ছা সমিতি এই সম্পর্কে কাজ আরম্ভ করেছে ওদের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন; এই ধরণের সংগঠনগুলির মধ্যে 'ক্যাথিলী লাভিস ইউনিটস্' নামে একটি প্রতিষ্ঠান সহরে সহরে, যেমন ম্যানচেষ্টার এবং লিভারপুলে, সমিতি গঠন করে প্রত্যেকে সহরের প্রায় ৯০টি পরিবারের শুভাশুভের প্রতি দৃষ্টি রেখেছে।

লণ্ডনে সম্প্রতি এই ধরণের একটি 'ইউনিট' স্থাপন করা হয়েছে এখানে স্বেচ্ছা-সেবকরা এখনই গভর্ণমেন্টের ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা কার্য্যকারী করার জন্য তৎপর হয়েছে। কিন্তু তা যাই হোক যে হতভাগ্য দুঃস্থ ছেলে মেয়েরা আজ গৃহহীন অনাথ তাদের উন্নতিই আজ আমাদের প্রথম ও প্রধান কাম্য, সেইজন্য নবগঠিত শিশুকল্যাণ আইনকে বাস্তব রূপ দান করার জন্য সর্বাগ্রে সচেষ্ট হতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন—ভারত সরকার সম্প্রতি কয়েকজন খ্যাতনামা অধ্যাপক এবং শিক্ষাবিশারদ ব্যক্তিগণ সমবায়ে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও অন্যান্য অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া উহাদের উন্নতির উপায় স্থির করিবার জন্য এক কমিশন গঠন করিয়াছেন। কমিশনের মূল সভাপতি হইয়াছেন অধ্যাপক ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। রাধাকৃষ্ণন কেবল মাত্র খ্যাতনামা অধ্যাপক নহেন, তিনি বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। অন্যান্য সদস্যগণের মধ্যে ডক্টর জাকির হোসেন শিক্ষাব্রতী হিসাবে ভারতে সর্বত্র সুপরিচিত। ডক্টর মেঘনাদ সাহা বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর অধ্যাপক শ্রীনিরঞ্জনকুমার সিদ্ধান্ত এবং উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক শ্রী কে এন বল, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সেলার স্যার লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ার, ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী ডাক্তার তারাচাঁদ—এই কয়জন ইহার ভারতীয় সদস্য। বিদেশী সদস্যদের মধ্যে আছেন ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সেলার ডক্টর ডাফ, আমেরিকার টেনেসি ভ্যালীর চেয়ারম্যান ডক্টর আর্থার মরগনে এবং ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ডক্টর জন টিগার্ট। এই দশজন সদস্য লইয়া কমিশন গঠিত হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সমস্যা—ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সমস্যা বহুবিধ হইলেও প্রধান সমস্যা অর্থনৈতিক। এবং এই কারণে সকল দিকেই তাহাদের কর্মপ্রচেষ্টা পঙ্গু হইয়া পড়ে। শুধু তাহা নহে। অনেক অবাঞ্ছিত উপায়ও তাহাদের অবলম্বন করিতে হয়। যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিক, ইণ্টারমিডিয়েট, বি-এ প্রভৃতি ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে পাঠ্য পুস্তক বিক্রয় করিবার একচেটিয়া অধিকার বলে বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত ব্যবস্থা। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাধ্য হইয়া বহুবৎসর যাবৎ ইহা করিতে হইতেছে।

সভাপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে শিক্ষার জন্য যে অর্থ সরকার ব্যয় করেন তাহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। ইহার মধ্যে বাঙ্গলার যাহা ব্যয় করেন তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বাঙ্গালার রাজস্বের মধ্যে শতকরা দাত্তটাকা মাত্র এজন্য ব্যয় হয়। অথচ বোম্বাই প্রদেশ করে শতকরা সতের টাকা।

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ছাত্র সংখ্যাও বিভিন্ন দেশের তুলনায় অল্প। সার্জেন্ট রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছিল যে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে ৮৩৭ জনের মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ২২৫ জনের মধ্যে এবং রাশিয়ায় ৩০০ জনের মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। আর ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে ২২০৬ জনের মধ্যে একজন। এবং তাহাদের শিক্ষাও যে সর্বদা সার্থক শিক্ষা নহে একথা স্বীকার করিতেই হইবে। কলিকাতার বি-এ বি-এসসি পরীক্ষায় ফেল করে শতকরা ৪৬ জন। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় করে প্রায় ৫০ জন এবং ৪০ জন করে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায়। যাহারা পাশ করে তাহাদের মধ্যেও এক বৃহৎ অংশ গ্রেস, রি-এগজামিনেশন প্রভৃতি উপায়ে পাশ করে। সুতরাং শিক্ষার বিস্তৃতি যে টুকু হইয়াছে তাহার গভীরতা কিছু হয় নাই ইহা পরম সত্য।

এই শিক্ষা বিস্তৃতির উপায় এখনও ভুল পথে চলিতেছে ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে। আমাদের এখন সমূহ প্রয়োজন সত্যিকারের হাতে কলমের শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রের। কিন্তু তাহা না হইয়া কেবল মাত্র মুখস্ত করিয়া পাশ করা বিদ্যায় শিক্ষিত ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির উপায় হইতেছে। বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯টি নূতন আই-এ আই-এস কলেজ স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন। অথচ এগুলির কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। বরং এতগুলি আর্টস কলেজের চেয়ে একটি সায়েন্স কলেজ, একটি টেকনিকাল কলেজ স্থাপিত হইলে দেশের উপকার হইত। কিন্তু শিক্ষার প্রয়োজনে যতটা না হউক তাহার চেয়ে অধিক পরিমাণে টাকার প্রয়োজনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এতগুলি আর্ট কলেজ স্থাপনে সম্মতি দিয়াছেন।

টাকার ব্যবস্থা ভারত ও প্রাদেশিক সরকার সমূহকে অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু তৎসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ব্যয় হ্রাস এবং অযথা ব্যয় বন্ধ করিতে হইবে।

বিহারে বাঙ্গালী ছাত্রের শিক্ষা—বিহারের সর্বত্র হিন্দির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার ফলে বাঙ্গালী ছাত্রগণের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। পুরুলিয়ার প্রায় পাঁচহাজার ছাত্র এজন্য স্কুলে যাইতেছে না।

বাঙলা দেশেও বাঙলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। তৎসঙ্গে অবাঙালী ছাত্রেরা যাহাতে অসুবিধা ভোগ না করে সে জন্য সরকারী বিদ্যালয় সমূহে তাহাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিহার সরকার সেরূপ ব্যবস্থা করিলে অযথা তিক্ততা সৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারেন।

আসামে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন—আসাম সরকার বাধ্যতামূলক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন আইন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উহা কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এজন্য নানাস্থানে শিক্ষা দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। আসাম সরকারের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। আসামবাসী এবং আসাম প্রবাসী সকলের নিরক্ষরতা দূর হউক ইহাই আমরা কামনা করি।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের

জন্য

চমকপ্রদ কাহিনী

লক্ষ্মীবীর

হিল্‌ডা সেলিগ্‌ম্যান রচিত 'SKIPPO'-র

বাংলা অনুবাদ

◆

শান্তিনিকেতনের

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

ছোটদের উপযোগী ভাষায় এই বইয়ের অনুবাদ করিয়াছেন

◆

ঝক্‌ঝকে ছাপা, নানা রং-বেরঙের ছবি

মূল্য ছয় আনা মাত্র

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পূর্ব্ববঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষার
প্রধান পরিদর্শক
খান বাহাদুর আবদুল হাকিম এম-এ, (ক্যান্টাব) প্রণীত

শিশুর মন ও শিক্ষা

মূল্য ১৷৷০ টাকা

আমাদের দেশে বুনিয়াদি শিক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে হইলে শিশুর মন ও নানা অবস্থা পরিবেশে তাহার আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই শিক্ষার নীতি ও রীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কি করিয়া শিশুর মনের রহস্য সন্ধান করিতে হয় এবং সেই আলোকে তাহার শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করা যায় এই পুস্তিকায় তাহার বৈজ্ঞানিক অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা রহিয়াছে।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক ও ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষারত শিক্ষকদের এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি প্রণীত

আমাদের ইংরেজী শেখা

প্রত্যেক শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে
অপরিহার্য্য প্রয়োজন

মূল্য সেড় টাকা

প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিদ্যার বাহনরূপে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু সে ভাষা এখনও দুরস্ত হয় নাই কেন? গলদ কোথায়? এবং দূরীকরণের উপায়ই বা কি? বিশদ আলোচনা এই পুস্তকে আছে।

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Edited, printed and published by Suras C. Das, M.A., from Abinas Press (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharamtala Street, Calcutta

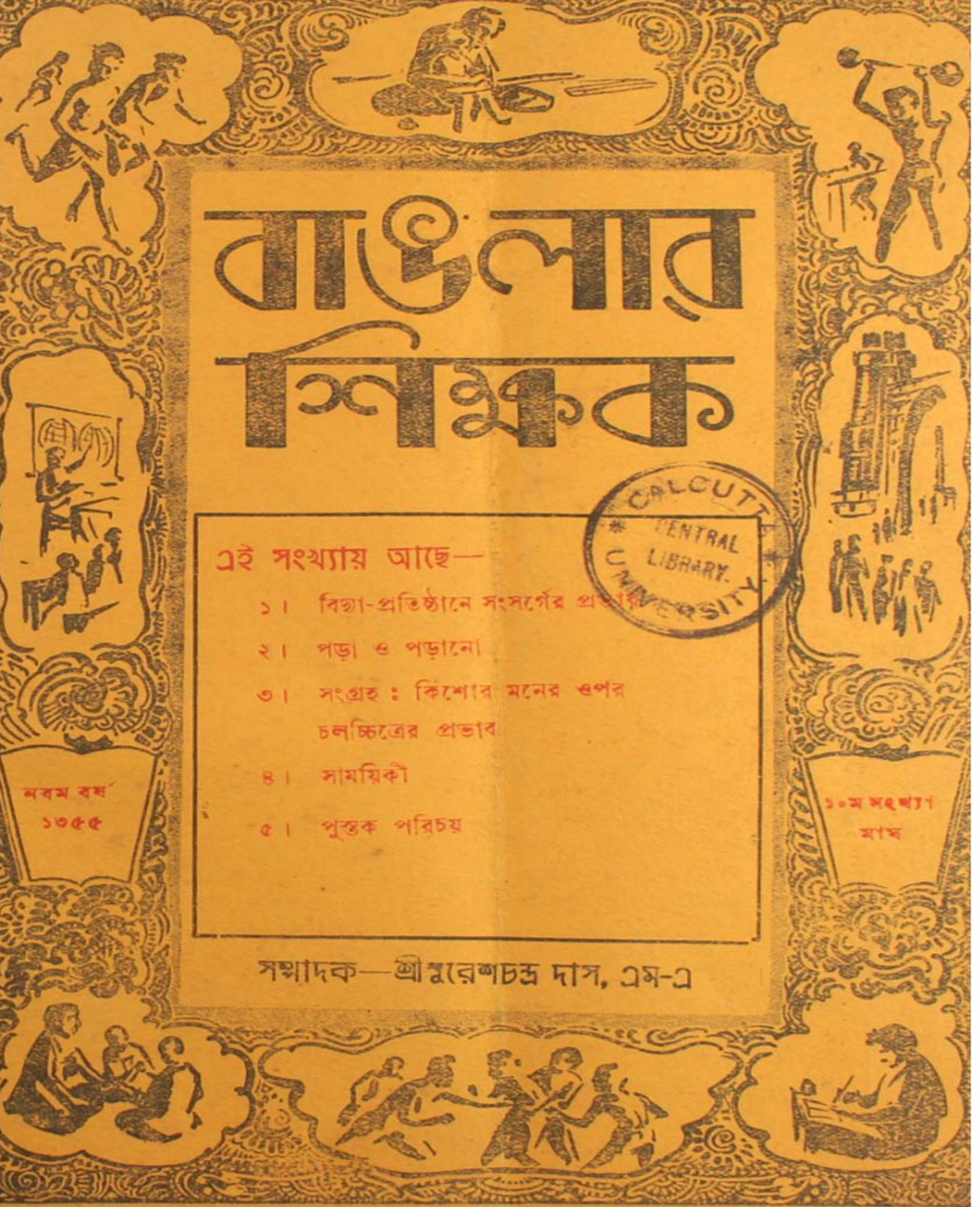

বাঙলার শিক্ষক

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY

এই সংখ্যায় আছে—

১। বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানে সংসর্গের প্রভাব
২। পড়া ও পড়ানো
৩। সংগ্রহ : কিশোর মনের ওপর চলচ্চিত্রের প্রভাব
৪। সাময়িকী
৫। পুস্তক পরিচয়

নবম বর্ষ
১৩৫৫

১০ম সংখ্যা
মাঘ

সম্পাদক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ

বার্ষিক চাঁদা—তিন টাকা (ডাকমাশুল সহ) • প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

অমলেন্দু দাশগুপ্তের

ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার নিষ্ঠুর নির্যাতন কারাভোগ। মূল্য ২৲

কমল দাশগুপ্তের

পরিচিতা

বহু পরিচিত এবং সর্ব্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ। কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

কাজী আব্দুল ওদুদের

কবিগুরু গ্যেটে প্রথম খণ্ড ৫৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৬৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গাদপি গরীয়সী (৫ম সং) ৪৲, হৈমন্তী ৩৲, লীলাচুরীয় (৫ম সং) ৩৲, বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, বসন্তে (২য় সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, বরযাত্রী (৩য় সং) ২৷৷০, চৈতালী ৩৲, আগামীপ্রভাত ৩৲, কণ-অন্তঃপুরিকা ২৲, যাদর ২৷৷০ দৈনন্দিন ২৷৷০

প্রমথনাথ বিশী

গল্পের মতো ১৷৷০, গালি ও গল্প ১৷৷০, রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২য় সং) ৩৲

পান্নিমল গোস্বামী

মহাকালযন্ত্র (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲, দুষ্মন্তের বিচার (২য় সং) ১৷৷০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

নলাভ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী (২য় সং) ৷৷০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২৷৷০, ঘরের ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, শতাব্দীর অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, ক্ষুধা ১৷৷০ হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ বন্ধনী (২য় সং) ২৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪৲

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

অন্তর্যামী ১৷৷০, সমর্পণ ১৷৷০, সমী ও দীপ্তি ১৲, ভুলের ফসল ২৲

শ্রীমতী রাণী চন্দ

প্রেম ৩৲

কেণু মিত্র এম-এ

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲ প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

মোহিতলাল মজুমদার

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বিস্মরণী (৩য় সং ৪৲ ছন্দ-চতুর্দ্দশী ৩৲ বাংলার নবযুগ ৪৲ চয়তু মেতাজী ৩৲

রূপকথা (২য় সং) ১৲ — সুবীর শিশু গ্রন্থমালা — বসন্তের রাণী ৷৷০

ছেলেদের আরণ্যক ৩৲ লক্ষ্মীর ৷৷০ শিবাজি মহারাজ ১৲

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড

১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

খান বাহাদুর আবদুল হাকিম

এম, এ (ক্যান্টাব)

প্রণীত

আধুনিক শিক্ষক

(পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ)

—•—

এই গ্রন্থে বর্ত্তমান শিক্ষাবিষয়ক যাবতীয় সমস্যা আমাদের শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য, বিভিন্ন ক্রম ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, শিক্ষকের কর্ত্তব্য ও সেই কর্ত্তব্যপালনের সুচিন্তিত নির্দ্দেশ, পঠন ও পাঠন প্রণালীর বিধি ও বিধান—অতিশয় বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচিত হইয়াছে।

—•—

সদ্য প্রকাশিত

মূল্য ৩৷৷০ টাকা

—•—

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড

কলিকাতা

কে. সি. লালুয়ানী প্রণীত

মার্ক্সীয় অর্থশাস্ত্র

(ক্যাপিট্যাল গ্রন্থের অনুবাদ)

মার্ক্সের ক্যাপিট্যাল গ্রন্থ গত শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক চিন্তার পরিপক্ক ফল। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দিত ও প্রশংসিত। অর্থশাস্ত্রের জটিল বিষয়কে এই গ্রন্থে অতিশয় রসালো ও সর্ব্বজনবোধ্য করা হইয়াছে।

মূল্য ২৲

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্বের বিস্ময় গান্ধীজি

(মহাত্মা গান্ধীর জীবনী)

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী

অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। বহু বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ ও প্রবীণ হেডমাষ্টার শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্ত, এম, এ, বি, টি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

গ্রন্থে বহু অপূর্ব্ব ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে। নমুনাস্বরূপ কয়েকখানি গ্রন্থ উপহারার্থ আছে।

স্কলার বুক্ এজেন্সী

১২৪এ, বিবেকানন্দ রোড

কলিকাতা

শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান-শিক্ষক

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্ত, এম-এ, বি-টি প্রণীত

পুরুষকার

জাতির মেরুদণ্ড তরুণ-সমাজের উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করিতে

সদ্য প্রকাশিত হইল

মূল্য আট আনা

—বাঙলার শিক্ষক কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে—

স্বামী জগদীশ্বরানন্দের

তিনখানি ছাত্রপাঠ্য পুস্তক

১। **দেশবিদেশের মহামানব** ৩৲

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ছাব্বিশজন মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বাণী। ২১০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রীসের সক্রেটিস ও প্লেটো, আমেরিকার এমার্সন, চীনের কনফুসিয়াস, ফিলিপাইনের জোসী রিজাল, ইংলণ্ডের মোক্ষমূলার, ডয়েসন, উইলিয়াম জোন্স ও মনিয়ার উইলিয়ামস্ প্রভৃতির জীবনী আলোচিত।

২। **চৈনিক ঋষি লাওৎজে** (সচিত্র) ২৲

চীনের শ্রেষ্ঠ ঋষির অপূর্ব্ব জীবনী ও বাণী। চুয়াংজুর জীবনী, জেন ও চীনের সাধনা প্রভৃতি বিষয় বিবৃত। চৈনিক ও ভারতীয় ভাববারার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য প্রদর্শিত। বাংলায় এই প্রথম পুস্তক।

৩। **সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম** ৩৲

বিশটী যৌগিক ব্যায়ামের বিস্তৃত বিবরণ ও সুন্দর চিত্র। পুস্তকের সাহায্যে সকলে ব্যায়াম শিখিতে পারিবেন। বাঙালী যোগী মাধব দাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ছবি সন্নিবেশিত। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীর পক্ষে মূল্য দুই টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—বিবেকানন্দ সংঘ, বজবজ পোঃ, চব্বিশ পরগণা জেলা
এবং
কলিকাতার কয়েকটী পুস্তকালয়

ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ উপহার

কবি মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের লেখা

সর্ব্বপ্রথম ছোটদের বই

সুবীর শিশু-গ্রন্থমালার

প্রথম গ্রন্থ

রূপকথা

বহুবাঞ্ছিত দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল

●

রং-বেরংয়ের ছাপা

প্রসিদ্ধ শিল্পী-অঙ্কিত চিত্রে চিত্রময়

সুদৃশ্য বাঁধাই

কয়েকটি অভিমত

NATIONALIST—...What pleasure there is to be got will be shared by all children from 'six to sixty.'

সুপ্রভাত :—কবিতার এই অনুপম সংগ্রহটি পড়িয়া ছোটরা ত' বটেই, তাহাদের অভিভাবকেরাও সবিশেষ প্রীত হইবেন। ... পাতায় পাতায় অলঙ্করণ ও চিত্রের যে সমারোহ দেখিলাম তাহাও কম নয়। এই বই ছোটদের হাতে দিলে তাহাদের গুরুজনেরা সত্যকার একটি সুরুচিসম্পন্ন সুন্দর কবিতা গ্রন্থের সঙ্গেই শিশুদিগকে পরিচিত করিবেন।

AMRITA BAZAR PATRIKA—...It is a beautiful book, indeed, full of fine illustration. Priced moderately, it should command an extensive sale, for it is an ideal gift for the young, one they would love to buy and possess. It can be said unhesitatingly that the poet, the artist and the publisher have co-operated most successfully.

●

মূল্য এক টাকা মাত্র

●

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সহজ ভাষায়

ছত্রপতি শিবাজীর জীবন-কথা

শিবাজী মহারাজ

পাতায় পাতায় ছবি

দাম এক টাকা মাত্র

'বাঙলার শিক্ষক' কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়

পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষাবিভাগের স্কুল-পরিদর্শক
বিশিষ্ট শিক্ষাব্রিদ
শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ এম-এ, বি-টি মহোদয়ের
অক্লান্ত গবেষণা প্রসূত

বনিয়াদী শিক্ষা

বাহির হইল

শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তির পূর্ণতা বিধান করিয়া তাহাকে
জীবনের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলাই
এই শিক্ষার উদ্দেশ্য

—এই পুস্তকে আছে—

বনিয়াদী শিক্ষার

● উৎপত্তি-কাহিনী ● উদ্দেশ্য ● আদর্শ ● পাঠ্যতালিকা
সমালোচনা প্রভৃতি

অমৃতবাজার বলেন :—

With a mind free from bias, he offers a course of study which will be acceptable to our educationists.

বসুমতী বলেন :—বাংলা ভাষায় বনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে এই পুস্তক লিখিয়া (গ্রন্থকার) বহুদিনের অনুভূত একটি অভাব দূর করিয়াছেন।

যুগান্তর বলেন :—শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটানোই যে বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য লেখক তাহা এই গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন।

'বনিয়াদী শিক্ষা' সম্বন্ধে বর্ধমান বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এস্‌সি, বি-টি মহোদয় বলেন—

বিষয় বস্তুর সমাবেশ ও ভাষার প্রাঞ্জলতা···বনিয়াদী শিক্ষার প্রকৃত রূপ সহজ-ভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা বাংলা ভাষায় এই বোধ হয় প্রথম।

প্রত্যেক শিশু-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের পক্ষে এই গ্রন্থ
অপরিহার্য্য ও অমূল্য সম্পদ

মূল্য তিন টাকা মাত্র

'বাংলার শিক্ষক' কার্য্যালয়ে—১১৯, বর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—পাওয়া যাইবে

'বাঙলার শিক্ষকে'র নিয়মাবলী

১। 'বাঙলার শিক্ষক' প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করা হয়।

২। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন এবং ডাকঘরের মন্তব্যসহ আমাদের জানাইবেন।

৩। 'বাঙলার শিক্ষকে'র সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। সর্ব্বক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা কিংবা ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনিঅর্ডার-যোগে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইবেন।

৫। পত্রে এবং মনিঅর্ডার কুপনে নূতন গ্রাহক হইলে **নূতন গ্রাহক** এবং পুরাতন গ্রাহক হইলে **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না, অন্যথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬। সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার
'বাঙলার শিক্ষক'
১১৯, বর্ণওলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম সঙ্ঘের মুখপত্র

—স্বাস্থ্য-সমাচার—

(মাসিক পত্রিকা)

বিগত বৈশাখে ৩৭শ বৎসরে পড়িয়াছে
সম্পাদক—ডাঃ **শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি**

পত্রিকায় পাইবেন—

১। বাঙ্গালার মনীষীগণ লিখিত সুস্থ সবল জাতি গঠনে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী।

২। গভর্ণমেণ্টের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ; দেশবিদেশের জ্ঞানগর্ভ সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

৩। প্রশ্নোত্তর, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি।

বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা

কার্য্যালয়—৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

[নমুনা সংখ্যার জন্য পত্র লিখুন]

৺শচীন্দ্র নাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত

জাতি-গঠন-কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র

মাসিক

সংগঠন

নিয়মিত পাঠ করুন

নূতন দেশ ও মানুষ গড়ে তোলবার দায়িত্ব আজ সকলের।
ভাবুন, জানুন, দেশ কি ভাবে গড়ে উঠছে, কোথায় কি সমস্যা।

প্রতি সংখ্যা ।৷০

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৷৷০

সম্পাদিকা **শ্রীমতী অংশুরাণী মিত্র**

কার্য্যালয়—৫।২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা

পরিচালনা : সংগঠন ট্রাস্ট

নবম বর্ষ] মাঘ, ১৩৫৫ [১০ম সংখ্যা

বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানে সংসর্গের প্রভাব

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ

ছেলে স্কুলে গিয়া সংক্রামক রোগের বিষ লইয়া আসিয়া ভোগে এবং ভোগায়, খেলার মাঠ হইতে হাত ভাঙ্গিয়া আসিয়া ভোগে এবং ভোগায়। এইসব অনর্থকে অনিবার্য্য বলিয়াই মনে করি। কিন্তু চিন্তার বিষয় হইয়াছে স্কুলে যাতায়াতের ফলে ছেলেমেয়েদের চরিত্রই বদলাইয়া যাইতেছে। স্কুলের শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি যেমনই হউক, তাহা ছেলেমেয়েদের চরিত্রে আঘাত দেয়না—চরিত্রের উৎকর্ষসাধন করিতে না পারুক। স্কুলে বহুশ্রেণীর ছেলের সমাবেশ হয়। তাহারা নানা সমাজ—নানা পরিবার—নানা আবেষ্টনী হইতে আসে। তাহাদের সঙ্গে ছেলেদের বহুসময়ই কাটাইতে হয়। একসঙ্গে পড়িতে হয়, খেলিতে হয়, লিখিতে হয়, গল্পগুজব করিতে হয়, নানা বিষয়ে যোগদান করিতে হয়। ছেলেদের চিত্ত তখন এতই কোমল ও তরল থাকে যে, তাহাদের স্বভাব সহজেই ক্রিয়াশীল হইয়া পড়ে। এই সকল ছাত্রের স্বভাবচরিত্র যদি শান্ত, সংযত, ভদ্র, শিষ্ট হয়—তাহা হইলে বিপদ কিছু নাই, কিন্তু তাহা না হইলেই সবই ব্যর্থ। মাতাপিতার আশা-আকাঙ্ক্ষা অর্থব্যয়ও ব্যর্থ, শিক্ষকদের শিক্ষাদানও ব্যর্থ। চরিত্রই যদি গঠিত না হইল, তবে তথাকথিত শিক্ষার ফল কি—অন্ততঃ পরিবারের দিক হইতে।

এ সমস্যা স্কুলে ততটা নয় যতটা কলেজে। কলেজে ছেলেরা যে চারি-পাঁচ বৎসর পড়াশুনা করে, এই চারি-পাঁচ বছরে ছাত্রের চরিত্র একেবারে দৃঢ়রূপেই গঠিত হইয়া যায়—সহপাঠীদের সংসর্গে। এই সংসর্গই সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বিপর্য্যয় ঘটাইতেছে।

কত গরিবের ছেলে কলেজে পড়ার ফলে বিলাসী ও অমিতব্যয়ী হইয়া পড়িতেছে—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে ঘোর অনাচারী হইয়া উঠিতেছে—শান্ত, সংযত, চরিত্রবান্ গৃহস্থের ছেলে দুর্দ্দান্ত ও উগ্র প্রকৃতির হইয়া পড়িতেছে—ধর্মভীরু ধার্ম্মিক ঘরের ছেলে নাস্তিক হইয়া পড়িতেছে—

ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনের উপর যে পরিবারের আশা-ভরসা নির্ভর করিতেছে—সে পরিবারের ছেলে এমন কোন অবাঞ্ছিত দলের মধ্যে পড়িয়া সমস্ত পরিবারকে কেবল হতাশ নয় বিপন্ন করিতেছে—বহু অর্থব্যয় করিয়া কলেজে পড়িতে পাঠাইয়া কত লোক স্নেহের দুলালদের হারাইতেছে। কলেজে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় ছেলেরা প্রণয়ের অজুহাতে এমন বিবাহ করিয়া বসিতেছে, যাহার ফলে পারিবারিক জীবনে মহাবিপর্যয় ঘটিতেছে। এ সমস্তের জন্যই দায়ী সংসর্গ।

পরিবারের পক্ষে ইহাতে ক্ষতি হইলেই যে দেশের পক্ষে সব সময় ক্ষতি হইবে, তাহার কোন কথা নাই। মাইকেল মধুসূদন হইতে আরম্ভ করিয়া সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত বহু ছাত্র পারিবারিক আদর্শের বিরুদ্ধে গিয়াও দেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, পরিবারের পক্ষে আপাত ক্ষতি হইলেও শেষ পর্যন্ত পরিবারও গৌরবান্বিত হইয়াছে।

এইসঙ্গে বলিতে হয় তাহাদের চেয়ে ঢের বেশি ছাত্র কেবল সংসর্গের দোষে দেশ, সমাজ ও পরিবার তিনকেই বঞ্চিত ও প্রবঞ্চিত করিয়াছে।

আমার বক্তব্য—ছেলেমেয়েকে স্কুল-কলেজে পাঠাইতে হইলে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াই পাঠাইতে হইবে। একেবারে অন্ধকারে ঢিল। ছেলেমেয়ে যে কি রূপ পরিগ্রহ করিবে—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হউক আর নাই হউক—কি চরিত্রের, কি প্রকৃতির, কোন আদর্শের জীব তৈয়ারি হইয়া ফিরিবে কিংবা একেবারে ফিরিবে না—তাহার কিছুই ঠিক-ঠিকানা নাই। তাহাদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা বা তাহাদের স্কুল-কলেজে পাঠানো মাতাপিতার কর্তব্য—সে কর্তব্য তাঁহারা পালন করুন। কিন্তু মা ফলেষু কদাচন; একেবারেই যেন তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া না থাকেন। কেবল তাহাই নয়—যে কোন পরিস্থিতি ও পরিণতির জন্য যেন তাঁহারা প্রস্তুত থাকেন—ছেলেমেয়ে স্কুল-কলেজে গিয়া তাহাদের আপন আপন আদর্শ অনুসারে চরিত্র গঠন করুক—তাঁহারাও ইতাবসরে যেন চিত্তকে দৃঢ় করিয়া পুনর্গঠন করেন।

ছেলেমেয়েকে স্কুল-কলেজে অজ্ঞাত অপরিচিত বিভিন্ন আদর্শ ও চরিত্রের যুবকযুবতীদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে পাঠাইবেন, অথচ প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া থাকিবেন, ছেলেমেয়ে তাঁহাদেরই মনোমত আদর্শে গঠিত হইবে—ইহা ভুল।

শিক্ষার জন্য ছেলেকে বিলাতে পাঠাইবেন, অথচ প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া থাকিবেন, ছেলে ফিরিয়া আসিয়া হিন্দুঘরের আচার-আচরণ মানিয়া চলিবে এবং তাহাদেরই মনোনীত পাল্টি ঘরের এক কন্যাকে টোপর মাথায় দিয়া বিবাহ করিয়া আসিবে—ইহা আদৌ স্বাভাবিক নয়।

বিলাতের সংসর্গ আমাদের সংসর্গের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। দেখা গিয়াছে, ২৩।২৪ বৎসরে সন্তানের যে জীবন গড়িয়া উঠে, মাত্র দুই বৎসরে তাহার আমূল পরিবর্তন হইয়া যায়। আগে সকলেই সাহেব বনিয়া যাইত। সমাজ যে তাহাকে ত্যাগ করিত

ইহাতে তাহার একটা সমর্থন পাওয়া যায়। আজকাল সকলে সাহেব বনিয়া যায় না বটে, তবে মত, মতি, রুচি আদর্শ ইত্যাদির আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। যেমন বিবাহের লোভ এখনো সমানই বর্ত্তমান আছে—অনেকে মনে করেন, বাড়িয়াছে বই কমে নাই। এখনো দেখা যায়, যে পরিবার অন্যান্য পরিজনদের বঞ্চিত করিয়া সন্তানের তথাকথিত শিক্ষার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করে, সে পরিবারও তাহাকে চিরদিনের জন্য হারায়।

যাঁহারা সন্তানকে শিক্ষার জন্য বিলাত পাঠান, বিশেষ করিয়া তাঁহাদের যে কোন পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। প্রস্তুত থাকিলে পুত্রের কীর্ত্তির কথা শুনিয়া শয্যাগত হইয়া পড়িতে হয়না - অথবা গীতা ভাগবতের আশ্রয় লইতে হয় না। যাঁহারা নিজেরাই ইজ-বঙ্গ সমাজের লোক, তাঁহাদের এ বিষয়ে কোন সমস্যা নাই—তাঁহাদের পারিবারিক জীবনে বিপর্যয়েরও সম্ভাবনা নাই। দুই-চারিজন ভাগ্যবান্ লোক আছেন, তাঁহাদের অবশ্য পস্তাইতে হয় নাই। দেশী স্কুল-কলেজ বা বিলাত কোন স্থানের প্রভাবই তাঁহাদের সন্তানদের স্বভাব বদলাইতে পারে নাই। কিন্তু সেরূপ ভাগ্যবান্ হিন্দু কয়জন?

আশাকরা যায়, দেশে বহুবিধ কর্ম্মক্ষেত্র ও জীবিকা প্রতিষ্ঠান-প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্কুলে সকল ছেলে মেয়েকেই পাঠাইতে হইবে, কিন্তু কলেজের দূষিত আবেষ্টনীতে সকলকে নির্ব্বিচারে পাঠাইবার আর প্রয়োজন হইবে না। স্কুল হইতে একেবারে কর্ম্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়ার সুযোগ হইলে, সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারিবে।

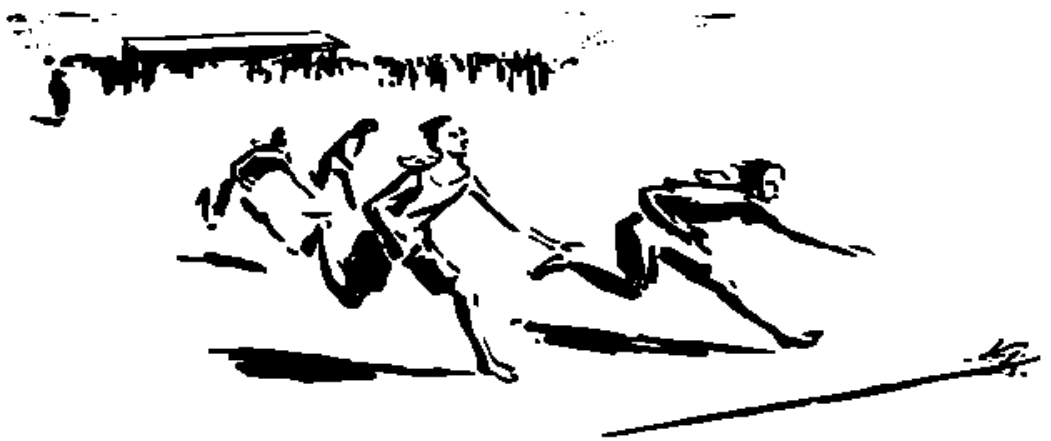

পড়া ও পড়ানো

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য, বি-এ, বি-টি

আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম, মনে আছে, তখন পড়া বেশ রীতিমত তৈয়ারী করিয়া লইয়া যাইতে হইত। ইংরাজী পড়ার হাঙ্গামাটাই তখন বেশী ছিল। শিক্ষক মহাশয়দেরও ইংরাজীর জন্য তাগিদই বেশী ছিল। ইংরাজীর, গদ্য বা পদ্য যাহাই থাক্, প্রথমে 'রিডিং' পড়ানো হইত। তারপর ছেলেদের নিকট হইতে শক্ত বা নূতন কথায় ইংরাজী প্রতিশব্দ জিজ্ঞাসা করা হইত। শেষে কিছু বুঝাইয়া দেওয়া হইত, আবার জিজ্ঞাসা করা হইত। পরে আবার নূতন পাঠ দেওয়া হইত। তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত (বর্ত্তমান অষ্টম শ্রেণী) প্রায় এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। সে সময়ে পড়া বুঝাইয়া দেওয়ার চেয়ে পড়া ধরার আয়োজনটাই বেশী ছিল। সেজন্য শিক্ষকদের চেয়ে ছেলেদের পরিশ্রমই ছিল বেশী। টেক্স্ট-বুকের (অনুমোদিত পাঠ্য-পুস্তকের) প্রাচুর্য্য তখন বেশী ছিল না। এক বইই তখন সব স্কুলে না হউক অধিকাংশ স্কুলেই পড়ানো হইত। বাজারে মানের বই পাওয়া যাইত। বেশীর ভাগ ছেলেই তাহা কিনিয়া পড়া তৈয়ারি করিয়া তবে স্কুলে আসিত। যাহারা কিনিত না বা কিনিতে পারিত না, তাহারাও দুরূহ শব্দের দুরূহতর প্রতিশব্দ অভিধান দেখিয়া তৈয়ারি করিয়া লইয়া যাইত। সে সময়ে পড়াইবার চাড়ের চেয়ে পড়িবার চাড়টাই বেশী ছিল। তাহার মূলে অধ্যয়নের অনুরাগের চেয়ে শারীরিক দণ্ডের ভয়ই অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু ভয়েই হউক বা ভক্তিতেই হউক, পড়ার অভ্যাসটা একপ্রকার হইয়া যাইত। এই অভ্যাস যখন স্বভাবে পরিণত হইত, তখন ধীরে ধীরে হয়ত অনুরাগ আসিয়া দেখা দিত। আদর না পাইয়া, শীতাতপ সহিয়া যে সব ছেলে মানুষ হয়, তাহারা যেমন একটু কষ্টসহিষ্ণু হয়, নীচের ক্লাশের ছেলেরা বুঝিয়া না বুঝিয়া মুখস্থ করিয়া একটু পরিশ্রমী হইয়া পড়িত। ক্লাশে বসিয়া লিখিবার বিষয় ক্লাশেই শেষ করা হইত। বাড়ী হইতে যে সব জিনিষ লিখিয়া আনিতে বলা হইত, তাহাও ক্লাশের টেবিলে জড় করিয়া দেওয়া হইত। সেগুলি ২।১টি ছত্র দেখিয়া বা না দেখিয়া শিক্ষক মহাশয়েরা সহি করিয়া দিতেন। ক্লাশে বসিয়া যাহা লিখিতে হইত, যেমন অনুবাদ বা রচনা, ক্লাশেই তাহার প্রথম ৮।১০ খানি দেখা হইত। ঘণ্টা বাজিয়া গেলে কোন শিক্ষক বাকি খাতাগুলি প্রত্যেককে ফেরৎ দিয়া যাইতেন, কোন শিক্ষক বা টেবিলের উপর খাতাগুলি রাখিয়াই চলিয়া যাইতেন। তাঁহার যাওয়ার পরে ছেলেরাই ঈষৎ কাড়াকাড়ি করিয়া টেবিল হইতে খাতাগুলি উঠাইয়া লইত। ইহাতে কিঞ্চিৎ কোলাহলের সৃষ্টি হইত। যে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাণে এই কোলাহল পৌঁছিয়া একটু চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিত, সেখানে খাতা হাতে হাতে ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইত। যে সব

ছাত্রদের মধ্যে শিখিবার একটু আগ্রহ থাকিত, তাহারা শিক্ষকের পরীক্ষিত খাতা হইতে মিলাইয়া লইয়া অনেক সময় নিজেদের ভুল শুধরাইয়া লইত। এই যে না পরীক্ষা করিয়া খাতার রহি করা এবং মাত্র পাঁচ দশখানি খাতা দেখিয়া বাকী সব ফেরৎ দেওয়া হইত, ইহাতে আর কিছু না হউক্, লিখিবার অভ্যাসটুকু গঠিত হইত। শিক্ষকেরা ভুল সংশোধনের দিকে তত দৃষ্টি না দিলেও, সবাই লিখিয়া আনিল কিনা, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই রাখিতেন। সেজন্য অপরের দেখিয়াই হউক নিজে চেষ্টা করিয়াই হউক্ "হোম টাস্ক" করিয়া আনিতেই হইত।

উপরের হাই ক্লাশে পড়ানোর দিকে একটু বেশী লক্ষ্য দেওয়া হইত। অঙ্ক ও ইংরাজী ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টাও হইত।

ইতিহাস পড়ানো ও পড়ার দুর্দশার ভাগটাই বেশী ছিল। কঠিন ভাষায় ইংরাজীতে লেখা ইতিহাস একেবারে মুখস্থ করিয়া যাইতে হইত। পাঠের সময়ের অনেক অংশ এই মুখস্থ করাতেই ব্যয়িত হইত। বুঝিলেও মুখস্থ করিতে হইত, না বুঝিলেও তাই; মুখস্থ করা হইতে কিছুতেই নিস্তার ছিল না। সেজন্য স্মৃতিশক্তি ছাত্রাবস্থায় সর্বদা সজাগ রাখিতে হইত এবং ইহার যথেষ্ট অনুশীলনও হইত। তখনকার দিনে ছাত্রদের হাত বা পা এক আধখানা না থাকিলে তত ক্ষতি হইত না, যত ক্ষতি হইত স্মৃতিশক্তি না থাকিলে।

জিওগ্রাফি বলিতে প্রধানতঃ পোলিটিকাল জিওগ্রাফিই বুঝাইত। কোন্ মহাদেশে কোন্ কোন্ দেশ, কোন্ দেশে কোন্ কোন্ নগর, প্রত্যেক দেশের রাজধানী কি এবং কোন্ নগর কিসের জন্য প্রসিদ্ধ—এসব জানিতেই হইত। ইহা ব্যতীত দ্বীপ, অন্তরীপ, ইকোয়েটার ইত্যাদির সংজ্ঞা, পৃথিবী যে গোলাকার তাহার প্রমাণ, এসব ইংরাজীতে কণ্ঠস্থ করিতেই হইত। নদী ও পর্বতের অবস্থান ও বিস্তৃতি আয়ত্ত করিতে হইত। মানচিত্র দেখিবার নির্দেশও থাকিত। চীফ্ টাউন অর্থাৎ প্রধান প্রধান নগরগুলির নাম মনে রাখিবার জন্য কবিতাকারে লিখিত সাহায্য পুস্তকও (help book) পাওয়া যাইত। তাহাতে কম কষ্টে নাম মনে থাকিয়া যাইত। বুঝিবার শক্তি ও সুবিধার চেয়ে তখন মুখস্থ করিবার শক্তি ও সুবিধার দিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইত। বুঝিবার শক্তির উদয়, বোধ হয়, ইহা হইতেই ধীরে ধীরে হইত।

যেসব ছাত্র অতি সাধারণ তাহাদিগকে স্কুলের গণ্ডীর মধ্যেই বিদ্যা সমাপ্ত করিতে হইত। উহাদের মধ্যে যাহাদের বুদ্ধি একটু তীক্ষ্ণ, স্মৃতিশক্তি একটু প্রবল, প্রায় তাহারাই উপরে যাইত। সেখানে অর্থাৎ কলেজে গিয়া অধিকতর ও গভীরতর বিষয় গাঢ়তর মনোযোগের সহিত মনীষীদের নিকটে শুনিত এবং আপনাদের চেষ্টায় পড়িত। সেইজন্যই হয়ত তখনকার দিনে কম লোকেই শিখিত, কিন্তু যাহারা শিখিত তাহারা ভাল করিয়াই শিখিত।

ইহা আমাদের দিনের এবং আমাদের আগের দিনেরও একটা মোটামুটি মক্সা মাত্র। আগামী প্রবন্ধে এখনকার দিনের একটা মোটামুটি মক্সা দিব। পরে ইহা যদি কাহারও সত্যকার ভাল লাগে, তখন—সেদিনের ও এদিনের কথাগুলি—যাহা আমার জ্ঞানের গভীর অন্তর্গত—বড় করিয়াই বলিব।

কিশোর মনের ওপর চলচ্চিত্রের প্রভাব

জোসেফ কালমার

চলচ্চিত্র বয়স্ক ব্যক্তিদের মনের ওপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে সে সম্বন্ধে পূর্বে কিছু কিছু অনুসন্ধানাদি হয়েছে বটে কিন্তু কিশোর কিশোরীদের মনোজগতে চলচ্চিত্র কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং সমাজের ওপর তার কি ফল হয় সে সম্পর্কে বৃটিশ সমাজতত্ত্ববিদ্ মিঃ ডব্লিউ. এ. সাইমনই সর্বপ্রথম বিশদ গবেষণা করেন।

সম্প্রতি এই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ সাইমন ১২টি ফিল্মের উল্লেখ করেন। এই ফিল্মগুলি ১৩ থেকে ১৭ বৎসর বয়স্ক কিশোর কিশোরীদের মনের ওপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে তা তিনি ভালভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। কমপক্ষে ৩৮টি ছেলেমেয়ে সমস্ত ছবিগুলি দেখেছিল এবং ছবি দেখার ফলে ছবির বিষয়বস্তু এবং কোন বিশেষ ছবির দ্বারা তারা কতদূর প্রভাবিত হইয়েছিল মিঃ সাইমন তা খুব ভালভাবে অনুসন্ধান করে দেখেন।

অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ওপরই ছবির প্রভাব বেশী। ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্যও আছে। বিয়োগান্ত চিত্রগুলি মেয়েদের মনকেই বেশী নাড়া দেয় এবং মেয়েদের মনের ওপর সেগুলির প্রভাবও অধিকক্ষণ থাকে। ছবির করুণ দৃশ্যগুলি মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। ছবির বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা খুটিনাটি বিষয়গুলি ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই বেশীদিন মনে করে রাখতে পারে।

চরিত্রের ওপর প্রভাব

চলচ্চিত্র কিশোর কিশোরীদের চরিত্রের ওপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে? ছবি দেখে কিশোর কিশোরীরা প্রেম নিবেদনের কতটা অনুপ্রেরণা লাভ করে? এই ব্যাপারে মেয়েদের চেয়ে ছেলেরাই সহজে প্রভাবিত হয়। মিঃ সাইমন যতগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে পরীক্ষা করেন তার মধ্যে শতকরা ৩১টি ছেলে ছবি দেখার পর মেয়েদের প্রতি অধিকতর প্রেমের আকর্ষণ অনুভব করে এবং মেয়েদের মধ্যে শতকরা ২০ জন মাত্র এরূপ ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।

এরূপও দেখা গেছে যে ছবি দেখার ফলে মেয়েদের মধ্যে পিতামাতার প্রতি ভালবাসা ও অপরকে সাহায্য করার ইচ্ছা বৃদ্ধি পেয়েছে। ছবির পর্দায় কোন বিশেষ ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করার ইচ্ছা, চিত্র তারকা হবার আকাঙ্ক্ষা ছেলেমেয়ে উভয়ের মধ্যেই প্রবল হয়ে ওঠে। শতকরা মাত্র ৭টি ছেলেমেয়ে বলে যে প্রচুর অর্থোপার্জন করার জন্যই তাদের এই আকাঙ্ক্ষা।

চলচ্চিত্রের প্রভাবে ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অনেকের মনে অতৃপ্তি ও অসন্তোষের ভাব দেখা দেয়। শতকরা ৩৬টি ছেলে এবং ২২টি মেয়ে নিজেদের জীবন নীরস ও বৈচিত্র্যহীন বলে মনে করে। এ্যাডভেঞ্চার মূলক ছবি ছেলেদের চেয়ে মেয়েদেরই বেশী প্রভাবিত করে—এটা অবশ্য খুবই বিস্ময়ের কথা। গৃহত্যাগ করে দেশবিদেশে ভ্রমণ করার আকাঙ্ক্ষা ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যেই বেশী পরিমাণে দেখা যায়। মেয়েরা ছবির পর্দায় খুব নীচু গলা জামা পরা অভিনেত্রী, জীব জন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা বা স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কঠোর ঔদাসীন্যের ভাব দেখতে মোটেই পছন্দ করে না।

তারকাদের অনুকরণ

মিঃ সাইমন ১২৬১ জন ছেলে এবং ৮৯১ জন মেয়ের কাছে কতকগুলি প্রশ্ন করেছিলেন এবং তারা সেগুলির খোলাখুলি জবাব দেয়। সমান সংখ্যক ছেলে ও মেয়েরা বলে যে তারা নৃত্য ও প্রেম ছাড়া পর্দায় যা দেখে তারই অনুকরণ করতে চায়। অনেক মেয়ে স্বীকার করেছে যে তারা চিত্রাভিনেত্রীদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করে বটে কিন্তু ছেলেদের তা বুঝতে দিতে চায় না। ছেলে ও মেয়ে উভয়েই চিত্রতারকাদের চুল ও পোষাকের অনুকরণ করতে চেষ্টা করে এবং মেয়েরা প্রসাধন রীতি সম্বন্ধেও অনেক শিক্ষা লাভ করে।

শতকরা প্রায় ৫০ জন কিশোর কিশোরী তারকাদের চলন বলনের ভঙ্গী ও খেয়াল খুসীর অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। মিঃ সাইমনের এই অনুসন্ধান কার্যের ফলে কতকগুলি বিশেষ মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে চিত্রনির্মাতাদের সেগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে দস্যুতস্করদের খুব সাহসী ও পরোপকারীরূপে চিত্রিত করলে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কিশোর কিশোরীরা জাতির ভবিষ্যৎ স্বরূপ। চিত্রনির্মাতাদের সব সময় এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে ছবির মধ্যে এমন কিছু থাকা উচিত নয় যা তাদের মনে কোন সমাজবিরোধী ভাবের উদ্রেক করে বা তাদের চরিত্রের ওপর মন্দ প্রভাব বিস্তার করে।

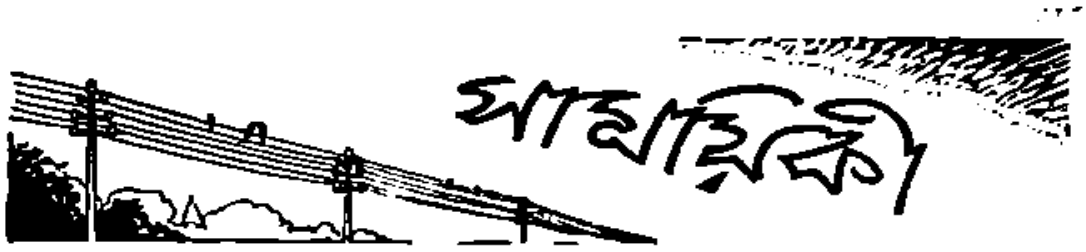

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

গত ৫ই জানুয়ারীর কলিকাতা গেজেটে মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটি প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই বিল সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। এই বিলটি সম্প্রতি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছে। শুনিতে পাইলাম একমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিমত চাহিয়া পাঠানো হইয়াছে। আমাদের মতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত আরও এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে যাহাদের অভিমত গ্রহণ করা সমীচীন। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিকে বাদ দেওয়া অন্যায় হইয়াছে। এই দুইটি সমিতি শিক্ষা প্রসারকল্পে ও নানা বিষয়ে ইহার উন্নতি সাধনে বহুদিন যাবৎ কার্য্য করিতেছেন। সুতরাং স্বাধীন বাংলার শিক্ষাতন্ত্র গঠনে ইহাদের মতামতের নিশ্চয়ই কিছু মূল্য রহিয়াছে। আমরা শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন এইসব প্রতিষ্ঠানের মতামত চাহিয়া পাঠান।

আসামে ও বিহারে শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে অভিনব ব্যবস্থা

সম্প্রতি বিহারে ও আসামে সমুদয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যথাক্রমে হিন্দি ও আসামী ভাষায় শিক্ষাদানের নির্দেশ সরকার জারি করিয়াছেন। এই উভয় প্রদেশেই বহু বাঙালী বাস করেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই ঐ সকল প্রবাসী বাঙালীদের চেষ্টায় ও অর্থে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এমন কি কোন কোন বিদ্যালয়ে এখনও শতকরা ৭৫ জন বাঙালী ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। যেসব বিদ্যালয়ে বাঙালী ছাত্র আদৌ নাই অথবা অতি নগণ্য সংখ্যায় আছে সেখানে হিন্দি বা আসামীর মাধ্যমে শিক্ষা দিলে আমাদের আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না, কিন্তু যদি বাঙালী ছাত্র শতকরা ৪০ জনও থাকে তথাপি তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না করিলে অন্যায় করা হইবে।

উক্ত উভয় প্রদেশ হইতে বাংলা ভাষা বিতাড়নের এই নব উদ্যমকে আমরা কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না। এই আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ বাঙালীদের করা একান্ত আবশ্যক।

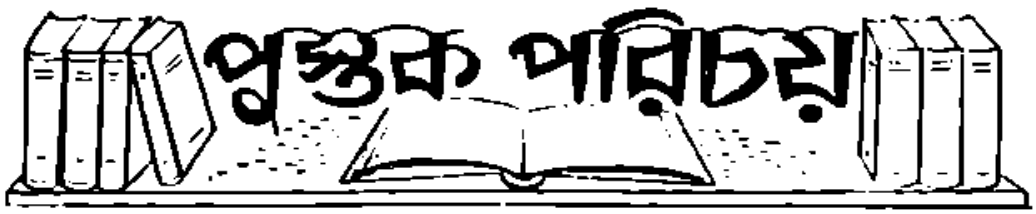

দেশবিদেশের মহামানব—(প্রথম ভাগ) বেলুড়মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত ও বিবেকানন্দ সংঘ, বজবজ, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। ২৬৮ + ৪ পৃষ্ঠা, মূল্য তিন টাকা।

প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে যুগে যুগে এমন কয়েকজন মহামানবের আবির্ভাব হইয়া থাকে যাঁহাদের ধ্যান, চিন্তা ও কর্মের মহতী আদর্শ জাতীয় জীবনকে মহাভাবে অনুপ্রেরিত করে—তাহার ঐতিহ্য এক বৃহত্তর সত্যের ভিত্তিতে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঐরূপ মহাপুরুষেরা একটি বিশেষ কাল বা জাতির মানুষ হইলেও, তাঁহারা দেশ ও কালের সীমা লঙ্ঘন করিয়া সর্বদেশ ও সর্বকালের মানুষ হইয়া উঠেন—তাঁহাদের জীবন ও বাণী দুইই সমগ্র মানব শ্রদ্ধায় বরণ করিয়া লয়। কিন্তু দেশ, জাতি ও কালের দূরত্ব উত্তীর্ণ হইয়া আমরা সাধারণ মানুষ সহজে তাঁহাদের পরিচয় সাধন করিতে পারি না। যিনি মানুষকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, তাঁহার সন্ধানী দৃষ্টিই এই 'বিপুলা পৃথ্বী' ও অনন্তকালের কুক্ষি হইতে এমন 'মানুষ'কে আবিষ্কার করে যাঁহার কীর্তি ও বাণী নিয়ত স্মরণ, মনন ও কীর্তন করিয়া আপনি ধন্য হন এবং স্বজাতি ও স্বদেশকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে তাঁহার বাণী ও কাহিনী উপহার দিয়া থাকেন।

বর্তমান গ্রন্থটি আমরা উপহার পাইয়াছি এমনই একজন মানবপ্রেমিক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে। তিনি এই পুস্তকে তাঁহার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় মুদ্রিত দেশবিদেশের ছাব্বিশজন মহামানবের জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার অনেকগুলি জীবনী দুষ্প্রাপ্য এবং আমাদের ভাষায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত। গ্রন্থখানি কেবল মাত্র জীবনী আলোচনাতেই পর্যবসিত হয় নাই, মহামানবের জীবনীর সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্য ভাবে সংবদ্ধ যে বাণী তাহাও সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি জীবনী অতিশয় সুলিখিত, সুসম্বদ্ধ এবং মনোজ্ঞ।

পরিশেষে আমরা গ্রন্থকারের ভাষাতেই আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিতেছি—"বাংলার তরুণ তরুণীগণ দেশ বিদেশের মহামানবগণের জীবনী যতই শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে পাঠ করিবেন ততই তাঁহাদের জীবন সমুন্নত ও সমুজ্জ্বল হইবে। মহাপুরুষগণের জীবনী অনুধ্যান ও অনুসরণ ব্যতীত জীবনকে উচ্চতর ও মহত্তর করিবার উপায়ান্তর নাই।"

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের

জন্য

চমকপ্রদ কাহিনী

লক্ষ্মীর

হিল্‌ডা সেলিগ্‌ম্যান রচিত 'SKIPPO'-র

বাংলা অনুবাদ

◆

শান্তিনিকেতনের

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

ছোটদের উপযোগী ভাষায় এই বইয়ের অনুবাদ করিয়াছেন

◆

ঝক্‌ঝকে ছাপা, নানা রং-বেরঙের ছবি

মূল্য ছয় আনা মাত্র

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পূর্ব্ববঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষার
প্রধান পরিদর্শক
খান বাহাদুর আবদুল হামিদ এম-এ, (ক্যান্টাব) প্রণীত

শিশুর মন ও শিক্ষা

মূল্য ১৷৷০ টাকা

আমাদের দেশে বুনিয়াদি শিক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে হইলে শিশুর মন ও নানা অবস্থা পরিবেশে তাহার আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই শিক্ষার নীতি ও রীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কি করিয়া শিশুর মনের রহস্য সন্ধান করিতে হয় এবং সেই আলোকে তাহার শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করা যায় এই পুস্তিকায় তাহার বৈজ্ঞানিক অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা রহিয়াছে।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক ও ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষারত শিক্ষকদের এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি প্রণীত

আমাদের ইংরেজী শেখা

প্রত্যেক শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে অপরিহার্য্য প্রয়োজন

মূল্য দেড় টাকা

প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিদ্যার বাহনরূপে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সে ভাষা এখনও দুরস্ত হয় নাই কেন? গলদ কোথায়? এবং দূরীকরণের উপায়ই বা কি? বিশদ আলোচনা এই পুস্তকে আছে।

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Edited, printed and published by Saroj C. Das, M.A., from Abinas Press (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharamtala Street, Calcutta

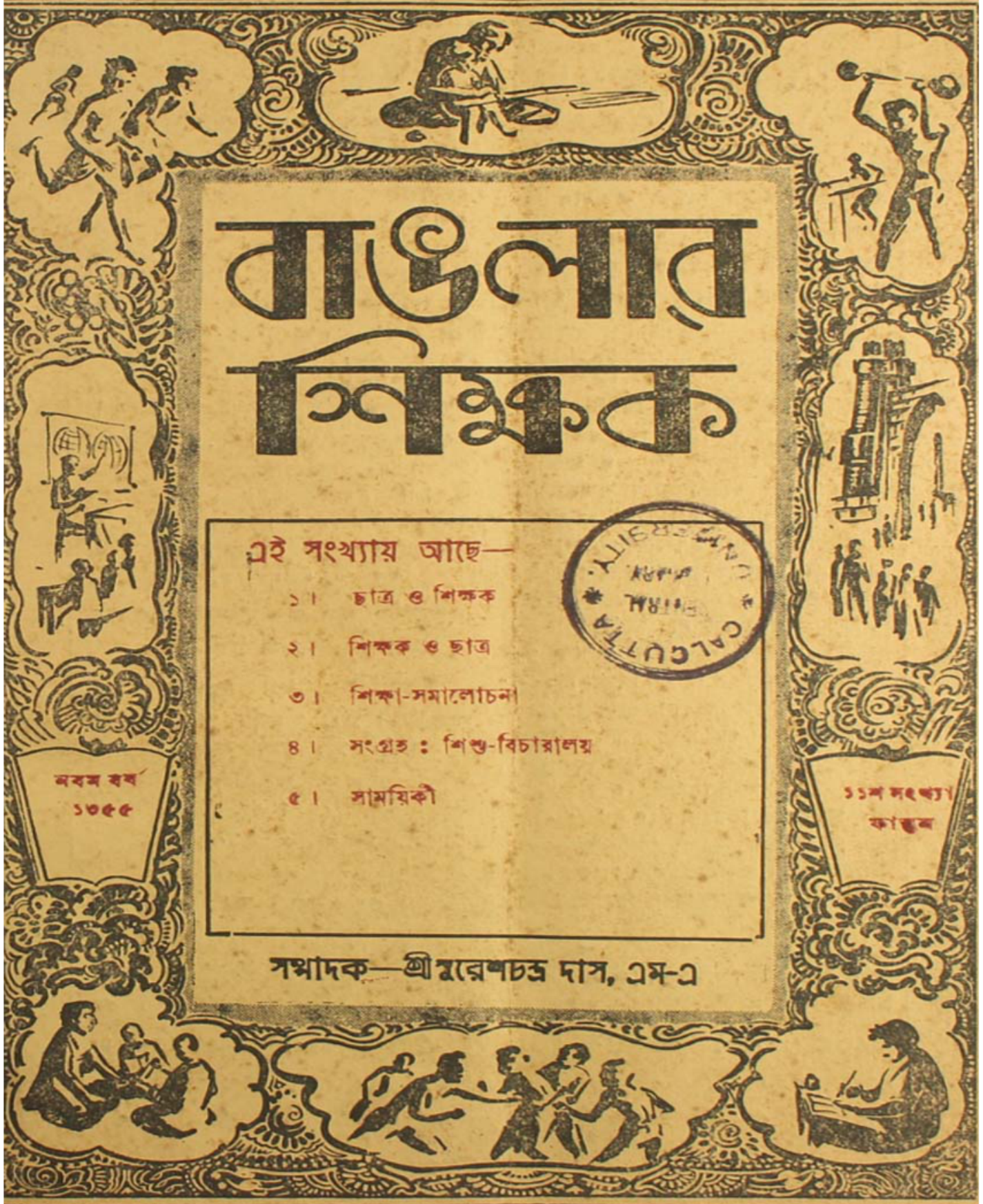

বাঙলার শিক্ষক

এই সংখ্যায় আছে—

১। ছাত্র ও শিক্ষক

২। শিক্ষক ও ছাত্র

৩। শিক্ষা-সমালোচনা

৪। সংগ্রহ : শিশু-বিচারালয়

৫। সাময়িকী

CALCUTTA UNIVERSITY

নবম বর্ষ
১৩৫৫

১১শ সংখ্যা
ফাল্গুন

সম্পাদক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ

বার্ষিক চাঁদা—তিন টাকা (ডাকমাশুল সহ) • প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

অমলেন্দু দাশগুপ্তের

ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার বিনাবিচার কারারোধ। মূল্য ২৲

কমল দাশগুপ্তের

পরিচিতা

বহু পরিচিত এবং সর্ব্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ। কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

কা ভী অ ব দু ল ও দু দে র

কবিগুরু গ্যেটে প্রথম খণ্ড ৭৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৮৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গাদপি গরীয়সী (প্রতি খণ্ড) ৪৲, হৈমন্তী ৩৲, লীলাদুয়ীয় (৫ম সং) ৩৲, বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, বসন্তে (২য়সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, বরযাত্রী (৩য় সং) ২৷৷০, চৈতালী ৩৲, আগামীপ্রভাত ৩৲, অশ-অন্তঃপুরিকা ২৲, বাসর ২৷৷০ দৈনন্দিন ২৷৷০

প্রমথনাথ বিশী

গল্পের মতো ১৷৷০, গালি ও গল্প ১৷৷০, রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২য়সং) ৩৲

পরিমল গোস্বামী

মহামন্বন্তর (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲,

দুষ্মন্তের বিচার (২য় সং) ১৷৷০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী (২য় সং) ১৷৷০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২৷৷০, ঘরের ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, শতাব্দীর অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, ক্ষুধা ২৷৷০ হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ বন্ধনী (২য় সং) ২৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪৲

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

অন্তর্যামী ১৷৷০, সমর্পণ ১৷৷০, সমী ও দীপ্তি ১৲, তুলের ফসল ২৲

শ্রীমতী বাণী রায়

প্রেম ৩৲

রেণু মিত্র এম-এ

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲ প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

মো হি ত লা ল ম জু ম দা র

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বিশ্বরণী (৩য় সং) ৪৲
ছন্দ-চতুর্দ্দশী ৩৲ বাংলার নবযুগ ৪৲ জয়তু নেতাজী ৩৲

রূপকথা (২য় সং) ১৲ — সুবীর শিশু গ্রন্থমালা — বসন্তের রাণী ৷৷০
ছেলেদের আরণ্যক ৩৲ লক্ষ্মীর ৷৷০ শিবাজি মহারাজ ১৲

জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষাবিভাগের স্কুল-পরিদর্শক
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ এম-এ, বি-টি মহোদয়ের
অক্লান্ত গবেষণাপ্রসূত

বনিয়াদী শিক্ষা

বাহির হইল

শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তির পূর্ণতা বিধান করিয়া তাহাকে
জীবনের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলাই
এই শিক্ষার উদ্দেশ্য

—এই পুস্তকে আছে—

বনিয়াদী শিক্ষার

● উৎপত্তি-কাহিনী ● উদ্দেশ্য ● আদর্শ ● পাঠ্যতালিকা
সমালোচনা প্রভৃতি

অমৃতবাজার বলেন :—

With a mind free from bias, he offers a course of study which will be acceptable to our educationists.

বসুমতী বলেন :—বাংলা ভাষায় বনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে এই পুস্তক লিখিয়া (গ্রন্থকার) বহুদিনের অনুভূত একটি অভাব দূর করিয়াছেন।

যুগান্তর বলেন :—শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটানোই যে বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য লেখক তাহা এই গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন।

'বনিয়াদী শিক্ষা' সম্বন্ধে বর্দ্ধমান বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এস্‌সি, বি-টি মহোদয় বলেন—

বিষয় বস্তুর সমাবেশ ও ভাষার প্রাঞ্জলতা···বনিয়াদী শিক্ষার প্রকৃত রূপ সহজ-ভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা বাংলা ভাষায় এই বোধ হয় প্রথম।

প্রত্যেক শিশু-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের পক্ষে এই গ্রন্থ
অপরিহার্য্য ও অমূল্য সম্পদ

মূল্য তিন টাকা মাত্র

'বাংলার শিক্ষক' কার্য্যালয়ে—১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—পাওয়া যাইবে

'বাঙলার শিক্ষকে'র নিয়মাবলী

১। 'বাঙলার শিক্ষক' প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করা হয়।

২। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন এবং ডাকঘরের মন্তব্যসহ আমাদের জানাইবেন।

৩। 'বাঙলার শিক্ষকে'র সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। সর্ব্বক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা কিংবা ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনিঅর্ডার-যোগে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইবেন।

৫। পত্রে এবং মনিঅর্ডার কুপনে নূতন গ্রাহক হইলে **নূতন গ্রাহক** এবং পুরাতন গ্রাহক হইলে **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না, অন্যথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬। সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার

'বাঙলার শিক্ষক'

১১৯, বর্ণতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘের মুখপত্র

—স্বাস্থ্য-সমাচার—

(মাসিক পত্রিকা)

বিগত বৈশাখে ৩৭শ বৎসরে পড়িয়াছে

সম্পাদক—ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি

পত্রিকায় পাইবেন—

১। বাঙ্গালার মনীষীগণ লিখিত সুস্থ সবল জাতি গঠনে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী।

২। গভর্ণমেণ্টের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ; দেশবিদেশের জ্ঞানগর্ভ সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

৩। প্রশ্নোত্তর, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি।

বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা

কার্য্যালয়—৩৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

[নমুনা সংখ্যার জন্য পত্র লিখুন]

৺শচীন্দ্র নাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত

জাতি-গঠন-কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র

মাসিক

সংগঠন

নিয়মিত পাঠ করুন

নূতন দেশ ও মানুষ গড়ে তোলবার দায়িত্ব আজ সকলের।

ভাবুন, জানুন, দেশ কি ভাবে গড়ে উঠছে, কোথায় কি সমস্যা।

প্রতি সংখ্যা ।৷০

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৷৷০

সম্পাদিকা **শ্রীমতী অংশুরাণী মিত্র**

কার্য্যালয়—৫।২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা

পরিচালনা : সংগঠন ট্রাস্ট

নবম বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৫৫ [১১শ সংখ্যা

ছাত্র ও শিক্ষক

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ

আমরা শিক্ষকরা যে ছাত্রদের মনে রাখিতে পারি না এবং স্কুল ছাড়ার পর তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে পারি না, তাহার কারণ কি ?

আমি 'ছাত্রধারা' কবিতায় এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছি এবং তাহার কারণ-স্বরূপ বলিয়াছি—'ব্যক্তি ডুবে যায় দলে, মালিকা পরিলে গলে, প্রতিফুলে কেবা মনে রাখে ?' আজকাল আমরা ত ছাত্রবিশেষকে পড়াই না—আমরা পড়াই বহুছাত্রে গঠিত শ্রেণীকে। সেজন্য ছাত্র-বিশেষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক থাকে না—শ্রেণীর সঙ্গেই সম্পর্ক। কোন কোন ছাত্র নিজের গুণে, সুশীলতায়, ধীমত্তায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—সে আমাদের স্নেহ-ভালবাসাও পায়। তারপর পরবর্ত্তী জীবনে কর্ম্মক্ষেত্রে কৃতিত্বলাভ করিলে তাহার সহিত ব্যবধান ঘটিয়া যায়। আমরাও সম্মান-হানির ভয়ে তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে চাহি না—দূরে দূরে এড়াইয়া চলি।

'ছাত্রধারা' কবিতায় ছাত্রগণের প্রতি একটা দরদের আভাস আছে এবং বলিয়াছি, ছাত্রগণের সংসর্গেই জীবনটা শ্যামল ও সরস হইয়া আছে। অধিকাংশ শিক্ষকের কথা ইহা নয়। জীবনীশক্তির আতিশয্যে চঞ্চল ছাত্রগণ শিক্ষকদের এত বেশি জ্বালাতন করে, এত বেশি বিরক্তি উৎপাদন করে, প্রদত্ত শিক্ষাকে এত বেশি অবজ্ঞা করে, অমনযোগিতার দ্বারা এত বেশি শিক্ষকের মর্য্যাদাহানি করে, দুরন্তপনার দ্বারা শিক্ষক-জীবনকে এত বেশি দুর্ব্বিষহ করিয়া তুলে যে, ছাত্রদের প্রতি অধিকাংশ শিক্ষকের কোন দরদ থাকিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকই দরদের পাত্র—ছাত্রগণ দরদের পাত্র নয়। শিক্ষকগণ সাধারণতঃ দরিদ্র, সংসার-জ্বালায় ও অতিরিক্ত শ্রমে কাতর, তাহার উপর

ছাত্রগণের উপদ্রব তাহাদের জীবনকে করিয়া তুলে বিষাক্ত। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অশান্তি, রোগ, রক্তের চাপবৃদ্ধি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর কারণ ছাত্রদের উপদ্রব ও উচ্ছৃঙ্খলতা। বহু যত্নে অধ্যাপিত বিষয়ে যে ছাত্রগণ মনোযোগের সঙ্গে গ্রহণ করে না—ইহা শিক্ষকগণের পক্ষে অল্প ক্ষোভের কথা নয়। বলা বাহুল্য, সকল ছাত্রই উপদ্রব করে না। সুশীল শান্ত ছাত্রও অনেক থাকে। কিন্তু শিক্ষকদের প্রধান সম্পর্ক ছাত্র-বিশেষের সঙ্গে নয়—সমগ্র শ্রেণীর সঙ্গে। কয়েকজন দুঃশীল ছাত্র থাকিলেই সমগ্র শ্রেণীই অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। ছাত্র-বিশেষের কথা শিক্ষকদের মনে থাকে না—বৎসর বৎসর অনবহিত উচ্ছৃঙ্খল শ্রেণীগুলির স্মৃতিই শিক্ষকের মনকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। ফলে সমগ্র ছাত্র-সমাজের প্রতিই শিক্ষকদের একটা বিরূপ ভাব জন্মিয়া যায়।

একজন অভিজ্ঞ শিক্ষককে বলিতে শুনিয়াছি, "প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লেই, মনে হয় এই ছাত্র কত দুঃখই দিয়েছে। হয়ত সে সুশীল ছাত্রই ছিল, তার সম্বন্ধে কিছুই মনে নেই—কেবল মনে হয়, যারা জ্বালাতন করেছে—এ ছাত্রও হয়ত তাদেরই একজন।" এ যেন—

"ব্যক্তিরে গিয়াছি ভুলে কণ্টক-শয্যায় শুলে
প্রতি কাঁটা কেবা মনে রাখে?"

আর একজন প্রবীণ শিক্ষককে কোন প্রাক্তন ছাত্রের সহায়তা লইতে বলিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, "শিক্ষকতা গ্রহণ করে চির-দারিদ্র্যই বরণ করেছি। আমার দারিদ্র্যের মর্য্যাদা যারা রাখেনি—দরিদ্র ব'লে যারা অবজ্ঞা করেছে—তাদের একজনের কাছে সাহায্য চাইতে আমি ঘৃণা বোধ করি।"

ছাত্রদের প্রতি এই মনোভাব আমাদের দেশে আগে ছিল না। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক চিরস্থায়ী হইয়াই থাকিত। দেশে নানা আন্দোলনের সৃষ্টি হ'ল—প্রত্যেকটি আন্দোলনে ডাক পড়িল ছাত্রদের। কারণ, যে আন্দোলনই হোক, কোন্ সংসারী, উপার্জ্জনরত ব্যক্তি তাহাতে সাড়া দিবে? তাহাদের অবসরই বা কোথায়—সুযোগই বা কৈ? একমাত্র ছাত্রেরাই দলে দলে যোগ দিয়া আন্দোলনকে জাগাইয়া তুলিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে তাহাদের বিদ্রোহী হইতে বলা হইল। তাহারা বিদ্রোহী হইতে, উচ্ছৃঙ্খল হইতে, উদ্ধত হইতে শিখিল, লেখাপড়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে শিখিল—কিন্তু ন্যায় অন্যায়, সত্যাসত্য কিছুই বুঝিল না। কোথায় মহিষ হইতে হইবে, আর কোথায় মেষ হইতে হইবে, তাহারা বুঝিয়া দেখিল না। তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতার আঘাতটা সবচেয়ে বেশি পড়িল দরিদ্র শিক্ষকের উপর। তাহার ফলেই আজ শিক্ষক-ছাত্রের মধুর সম্বন্ধটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আমাদের যে সব ছাত্র গত্যন্তরহীন হইয়া শিক্ষকতা গ্রহণ করে-তাহাদের সঙ্গেই প্রীতির সম্বন্ধটা থাকিয়া যায়। কারণ, তাহারা শিক্ষকতা করিতে গিয়া আমাদের সমস্যাটা ভালো করিয়া উপলব্ধি করে। যাহারা অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণ করে, তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধটা বজায় থাকে না। তাহার কারণ তাহাদের অবলম্বিত বৃত্তি ও শিক্ষকতার মধ্যে ব্যবধানটা খুবই বেশি। এই ব্যবধান জয় করা উভয়ের পক্ষেই কঠিন।

শিক্ষক ও ছাত্র

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ, এম-এ, বি-টি

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা Teaching ভারতবর্ষের শিক্ষাবিষয়ক পত্রিকাগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। দেশের জীবন্ত শিক্ষা-সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও অভিমত উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গত ডিসেম্বর সংখ্যায় শিক্ষাব্রতীদিগের নিকট প্রশ্নস্বরূপ একটি সমস্যা ঐ পত্রে উত্থাপিত হইয়াছে : শিক্ষকের প্রতি ছাত্রদের ক্রমবর্ধমান অশ্রদ্ধা নিবারণের উপায় কি? শিক্ষক মাত্রেই মর্মে মর্মে অনুভব করেন গুরুশিষ্যের মধুর সম্বন্ধ এখন উপকথার কাহিনীর মতই মনে হয়। ছাত্রসমাজের মন বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল; শিক্ষায়তনে নিয়মানুবর্তিতা না মানিয়া চলাই যেন নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধার পরিবর্তে ছাত্রগণ অবজ্ঞা এবং অনুকম্পার ভাব পোষণ করে। ইহার প্রতিকার কি? ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে, বিদ্যাদানের এবং গ্রহণের অনুকূল পরিবেশ রচিত না হইলে শিক্ষাদান সার্থক হইতে পারে না। ছাত্র-শিক্ষকের বিরূপ সম্বন্ধও একপ্রকার শিক্ষাসংকট।

আশ্বিন সংখ্যা 'বাঙলার শিক্ষক'এ আমরা এই সমস্যার অবতারণা করিয়াছি। এ সমস্যা শুধু বাংলার নয়; Teaching পত্রিকায় ইহার উত্থাপনে বোঝা যাইতেছে সর্বভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রেও ইহা সংকটের আকারে দেখা দিয়াছে। এই সমস্যার মূল বহুদূর প্রসারিত। শুধু সদিচ্ছা দ্বারা ইহার প্রতিকার সম্ভব নয়। প্রথমে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে অশ্রদ্ধার ভাব বাড়িয়া উঠিল কেন তাহা সন্ধান করিতে হইবে এবং সেই কারণগুলি দূর করিতে পারিলে এই সংকটেরও অবসান হইবে। গুরু-শিষ্যের মধ্যে অবাঞ্ছিত অবস্থা সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত কারণগুলি উল্লেখ করা যায় :

১। শিক্ষকের অল্প বেতন, আর্থিক অনটন। অর্থই যে সমাজের পদমর্যাদার নির্ধারক

সেখানে দুঃস্থ, দরিদ্র শিক্ষক যদি জনসাধারণের শ্রদ্ধা না পায় তবে কাহাকে দোষ দেওয়া হইবে ?

২। শিক্ষকের স্বপ্নপনার অবমতি। দারুণ অর্থসংকটের দিনে জীবনযুদ্ধে কোন রকমে টিকিয়া থাকিবার জন্য শিক্ষককে বাধ্য হইয়া শিক্ষকতা ব্যতীতও অন্য কোন উপার্জনের পথ খুঁজিতে হয়। ইহার ফলে শিক্ষকতায় তিনি সবখানি সময় এবং একাগ্রতা নিয়োগ করিতে পারেন না। সমাজের উদাসীনতা তাঁহাকে ক্ষুব্ধ এবং বিরূপ করিয়া তোলে। তিনি মনে করেন যে সমাজ ও রাষ্ট্র তাঁহার নিম্নতম প্রয়োজন মিটাইয়া মানুষের মত বাঁচার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে পারে না, তাহার সেবায় সর্বশক্তি সে নিযুক্ত করিবে কেমন করিয়া ?

৩। শিক্ষক সম্প্রদায়ের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার অভাব। শিক্ষক শিক্ষকতা কার্যে একনিষ্ঠ অনুরাগের পরিচয় দিতে পারেন না এ জন্য অভিভাবক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন নন। অভিভাবক ভাবেন শিক্ষক বিদ্যালয়ের কাজ ছাড়াও অন্যত্র অর্থোপার্জনের উপায় করিয়া লইয়া ব্রতচ্যুত হইয়াছেন। অভিভাবক কর্তৃক শিক্ষকের প্রতি প্রকাশিত অশ্রদ্ধা ছাত্রদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়।

৪। ছাত্রদের মধ্যে নিয়ম লঙ্ঘন করিবার এবং কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করিবার মনোভাব। এই মনোভাব বৃটিশ সরকারের সঙ্গে, দেশে প্রতিষ্ঠিত শাসন বিভাগের সঙ্গে রাজনৈতিক অসহযোগিতার আন্দোলন হইতে প্রসূত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকগণ রাজনৈতিক আন্দোলনের আবর্ত হইতে দূরে ছিলেন, অন্ততঃ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই। কিছুদিনব্যাপী আন্দোলনের ফলে ছাত্রসমাজের মধ্যে কর্তৃপক্ষকে না মানিয়া চলার অভ্যাস একরকম বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে। দেশে স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে এ মনোভাবের পরিবর্তন হয় নাই ; হওয়া সম্ভবপরও নয়। অথচ শৃঙ্খলা মানিয়া চলা, নিয়মানুবর্তিতা, নাগরিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া স্বাধীন দেশের লোকের উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য। ছাত্রসমাজে কল্যাণ আদর্শের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত করিতে না পারিলে শিক্ষা কোনদিনই শিক্ষার পর্যায়ে আসিবে না।

কি কি উপায়ে উপরি উল্লিখিত কারণগুলির অবসান ঘটানো যায় তাহার আভাস দিতেছি :

১। শিক্ষকের যোগ্য বেতন দিবার ব্যবস্থা। অন্যান্য বিভাগের চাকুরিয়াদের সমানুপাতে শিক্ষকদিগের যোগ্যতানুসারে জীবিকার পক্ষে উপযুক্ত বেতন দিতে হইবে। সমাজে শিক্ষকের প্রতিষ্ঠা শিক্ষার উন্নতির জন্যই দরকার।

২। শিক্ষকের গুণগমার উৎকর্ষসাধন। উপযুক্ত বেতন দিলে শিক্ষকের নিকট হইতে প্রতিদানে একনিষ্ঠ সেবা দাবী করা চলিবে। শিক্ষক যদি আন্তরিকতার সহিত ছাত্রের হিতকামনায় সচেষ্ট হন এমন কোন ছাত্র বা অভিভাবক নাই যিনি তাঁহার বিরোধিতা করিতে পারেন। খাওয়া পরার অভাব দূর হইলে এবং শিক্ষাদান কার্য সম্মানজনক বিবেচিত হইলে শিক্ষকের অনুরাগ নিশ্চয়ই বর্ধিত হইবে।

৩। জনসাধারণের সহিত শিক্ষকের সহযোগিতা ও প্রীতির ভাব। শিশুর অন্তর্নিহিত গুণগুলির বিকাশ সাধন করা শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিশুর পূর্ণবিকাশে সকলের চেয়ে বেশী সাহায্য তাহার পিতামাতা, তারপর সমাজ ও রাষ্ট্র। কাজেই শিশুকে 'মানুষ' করার কাজে শিক্ষক যদি প্রকৃত সহায়ক হন, অভিভাবক তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হইয়াই পারে না। অভিভাবকদিগকেও মনে রাখিতে হইবে যে সন্তানকে মানুষ করার দায়িত্ব প্রধানতঃ তাঁহাদের নিজেদের। তাঁহাদের সাহায্যকারী হিসাবে শিক্ষককে সমাদর দেখানো এবং তাঁহার উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা তাঁহাদেরই কর্তব্য। গৃহ এবং শিক্ষায়তনের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা, অভিভাবক ও শিক্ষকের আন্তরিক এবং সমবেত চেষ্টা সুশিক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। অভিভাবক শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইলে তাঁহাদের সন্তানগণও সেই মনোভাবে ভাবিত হইয়া উঠিবে। ছাত্রগণ যখন বুঝিবে যে শিক্ষক তাহাদের প্রকৃত হিতৈষী তখন তাহারা নম্র, বিনয়ী এবং শ্রদ্ধাযুক্ত না হইয়া পারিবে না।

৪। শৃঙ্খলা মানিয়া চলা, নিয়মানুবর্তী হওয়া যে ছাত্রদের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ তাহা বুঝাইতে হইবে। স্বাধীন দেশের সম্মান গৌরব বৃদ্ধি করিতে হইলে, পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ হইতে হইলে ছাত্রদিগকে সুস্থ সবল দেহ, সুশৃঙ্খল অভ্যাস, উন্নত মন ও উদার বলিষ্ঠ স্বভাবের অধিকারী হইতে হইবে। বিভিন্ন দেশের ছাত্রসমাজের সুশৃঙ্খল জীবন, নীতিবোধ ও দেশপ্রীতির পরিচায়ক কাহিনী লেখায়, চলচ্চিত্রে ছাত্রদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে। তাহাদিগকে জানাইতে হইবে যে, সুশৃঙ্খল, পবিত্রহৃদয়, নম্রস্বভাব, উৎসর্গিতপ্রাণ যুবকবৃন্দই দেশের সম্পদ, উশৃঙ্খল উদ্ধত যুবকগণ নয়। নিজের দেশের প্রতি শ্রদ্ধা, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা নিজের গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতির প্রতি তরুণদের মনে বলিষ্ঠতারই পরিচায়ক।

তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, মনোভাবের এই পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ। এই অশ্রদ্ধার ভাব যেমন একদিনে গজাইয়া উঠে নাই, তেমনি রাতারাতি ইহা দূর করা যাইবে না। রাষ্ট্র ও জনসাধারণের সমবেত চেষ্টায় শিক্ষায়তনের শিক্ষার পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া প্রবর্তন করা সম্ভব এবং দেশের মঙ্গলের জন্য তাহা করিতেই হইবে।

শিক্ষা-সমালোচনা

[মননশীল অভিভাবকের শিক্ষা সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা]

শ্রীজ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত এম-এস্‌সি, বি-সি-এস

১। শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন

'শিক্ষা' বিষয়টি দুরূহ। শিক্ষা-ব্যবস্থা ত নহেই, শিক্ষা লইয়া আলোচনাও আমাদের দেশে যথেষ্ট হইয়াছে এরূপ বলা যায় না। আমাদের ঘরের বিধি-ব্যবস্থা এতদিন আমাদের হাতে ছিল না; আজ আসিয়াছে। আমাদের উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা আজ আমরাই করিয়া নিব। এখন সেই সন্ধিক্ষণ। সুতরাং এখন শিক্ষা-সমালোচনার স্বল্প-সংকোচ হইবার কারণ নাই। এতদিন বিচার-বিশ্লেষণে এ-কথাটা ধরা পড়িয়াছে যে, বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা নানা কারণে আমাদের প্রকৃত প্রয়োজন মিটাইতে অক্ষম। এমন কি আমাদের ক্ষয়-ক্ষতিপূর্ণ জীবনে বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা তাহা সম্পূরণ না করিয়া বরং নানাভাবে সেই ক্ষতির খতিয়ান বৃদ্ধি করিয়াই চলিয়াছে। এই ক্ষয় রোগ শিক্ষার আশ্রয়ে বাড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া ইহার ব্যাপকতা আমাদের জীবনের সর্ব্ব অঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া আমাদিগকে দুর্ব্বল ও অমানুষ করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং ইহাকে নির্মূল করিয়া শিক্ষা-ক্ষেত্রে নূতন রস-সিঞ্চন দ্বারা নব তরুণদলের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যাহার আশ্রয়ে আশ্রয়ে আমরা রৌদ্রতপ্ত দীর্ঘ জীবনপথ অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারিব।

২। শিক্ষা কি

সমালোচনার প্রারম্ভে বিষয়-বস্তুটি সম্বন্ধে ধারণা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা কি? যাহা আমরা শিখি। যাহা আমরা সহজাত বা প্রকৃতিদত্ত বলিয়া পাই না। কথা বলিতে বা হাঁটিতে আমাদের আলাদা করিয়া কোন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না কিন্তু সাঁতার না শিখিলে সাঁতরাইতে শেখা হইবে না। অবশ্য চুরি-ডাকাতিও শিক্ষা-সাপেক্ষ। আমেরিকায় নাকি বৈজ্ঞানিকভাবে চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি শিখিবার গুপ্ত প্রতিষ্ঠান আছে। ইহা কুশিক্ষা। ইহাদের প্রতিরোধ করা প্রয়োজন।

৩। শিক্ষার উদ্দেশ্য

চুরি-ডাকাতি দ্বারা আমাদের সমাজ-জীবনের, সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের (অবশ্য চোর ডাকাত ছাড়া) মঙ্গল ব্যাহত হয় বলিয়া এইসব কুশিক্ষা বন্ধ এবং সমাজ ও আপনার মঙ্গল-সাধন যাহাতে হয় তাহার প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য।

কাজেই শিক্ষার উদ্দেশ্য দ্বি-মুখী—অমঙ্গলের প্রতিকূলতা ও ধ্বংস সাধন এবং মঙ্গলের অনুকূলতা ও প্রতিষ্ঠা। ভগবান মঙ্গলময় হইলেও তাঁহার সৃষ্ট আমাদের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি এমন নহে যে, সেই বৃত্তিবলে আপনা হইতেই আমরা মঙ্গলের পথ বাছিয়া ও অমঙ্গলের পথ ত্যাগ করিয়া চলিতে পারি। এ-জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নির্দেশ ও চালনায় দীর্ঘকাল শিক্ষার মধ্য দিয়া যাইবার প্রয়োজন। সুতরাং শিক্ষার ভুল বা ফাঁকি থাকিলে সমস্ত জীবনটা ভুল ও ফাঁকিতে ভরিয়া ওঠাই স্বাভাবিক।

মঙ্গল ও অমঙ্গল এই দুইটি কথা দিয়া শিক্ষার সংজ্ঞানির্দেশ হইল বলিয়া কথাটা অত্যন্ত ব্যাপক ও কিছুটা অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। আমাদের মঙ্গল কিসে? এই কথাটা লইয়া তর্কও বড় কম হয় নাই। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারেই তর্ক নাই। স্বাস্থ্য অটুট রাখা একটি মঙ্গলজনক প্রচেষ্টা ইহাতে কেহ তর্ক তুলিলেও তাহাকে উড়াইয়া দিতে পারি কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস মনুষ্য জীবনে মঙ্গলকর কিনা এ-বিষয়ে তর্ক উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে একদল একভাবে ইহাকে মীমাংসার পথে নিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন, মানব জীবনের চরম বিকাশের জন্য ধর্ম বা ঈশ্বর-বোধ যতখানি সহায়ক ততটুকু নিতে হইবে বৈ কি। কিন্তু আরও দুইদল দুই প্রান্তে থাকিয়া সপ্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে, ও-রকম ধর্ম-প্রচেষ্টা অপচেষ্টারই নামান্তর। ইহারা হয় ভীষণ ধার্মিক নয় ভীষণ নাস্তিক হইয়া স্ব স্ব 'ধর্মে' নিষ্ঠা দেখাইতে চাহেন। একদল বলিতেছেন যে, ভগবদ্ভক্তি আমাদের মনকে অহেতুক ভারাক্রান্ত ও দুর্বল করিয়া জীবন যাত্রা অকারণ জটিল করিয়া তুলিয়াছে; উহাকে একেবারে ছাঁটিয়া বাদ না দিলে মঙ্গল নাই। অন্যদল বলিতেছেন, এই সংসারের দৃশ্যতঃ মধুর সুখ-শান্তিতে ভুলিও না; মানবের চরম বিকাশ ভগবদ্ভাবে মহাব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাওয়া। যতটুকু তোমার আপাততঃ কাজে লাগিবে ততটুকু প্রয়োজনের খাতিরে নিয়া ধর্মকে পণ্ডিতাবৃত্তিতে পরিণত করিও না।

আপাততঃ আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু করিতে হইলে তর্কস্থল ছাড়িয়া কর্মস্থলে নামিতে হইবে। সুতরাং পথ একটা বাছিয়া নিয়া অবিলম্বে কাজে লাগিয়া যাইতে হইবে। নতুবা লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়েকে ক্ষয়-রোগের হাতে ছাড়িয়া দিয়া অক্ষয় তর্কে মগ্ন থাকিতে হইবে। আমার মতে, সন্দেহস্থলে কর্মের পথ মীমাংসার পথ। অন্ততঃ আমাদের কর্মধারা যখন বহুলোককে প্রভাবিত করিবে তখন যত অধিক লোককে যত অধিক ভাল করিতে এবং যত অধিক মন্দের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারা যায় তাহাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই অধিক সংখ্যক লোককে একেবারে ধর্মহীন বা চূড়ান্তভাবে তুরীয়ানন্দে মগ্ন হইবার পথে লইয়া গেলে কি ফলাফল দাঁড়াইবে তাহা ভাবিলেই বোধ হয় মীমাংসার পথ সহজ হইবে। বিশেষতঃ আমাদের দেশে যে-সব অসংখ্য মঙ্গল-প্রচেষ্টা লইয়া কোন তর্ক নাই সেগুলি পর্যন্ত যখন এখনও ফলবতী শিক্ষার রূপে প্রবর্তিত হইবার অপেক্ষায়

রহিয়াছে তখন সূক্ষ্ম বিচার পরবর্তী কালের জন্য রাখিয়া দিলেও লোকসান হইবে না। বস্তুজাগতিক ও মানসিক উৎকর্ষের মূলে সমন্বয়ই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিতে হইবে।

৪। শিক্ষার প্রধান বিভাগ

বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ মানুষের দুই দিকেই যখন শিক্ষার প্রয়োজন তখন উহার ব্যবস্থাও উপযুক্তরূপে করিতে হইবে। বর্তমান শিক্ষায় মানসিক কোন শিক্ষার প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা নাই। মানসিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। খাদ্য তত্ত্ব, সুরক্ষন তত্ত্ব, আয় ও ব্যয়ের সুচিন্তিত সমন্বয়, শরীর চর্চা, যৌন বিজ্ঞান প্রভৃতি এক শ্রেণীর শিক্ষা আবার সহনশীলতা, সুখ-দুঃখে অবিচল ভাব, মধুর ব্যবহার, দৃঢ় চেতা ও দৃঢ় চরিত্র হওয়া মানসিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। যতদূর সম্ভব শিক্ষার বিষয়গুলিকে প্রধানতঃ এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন যাহাতে কোন ভাগই অবহেলিত না হয়।

৫। ব্যবহারিক ও বিশুদ্ধ শিক্ষা

শিক্ষাই শিক্ষার শেষ নয় বরং শিক্ষামাত্রেই প্রস্তুতি। আরও বহু জিনিষের ন্যায় শিক্ষার সার্থকতা শিক্ষার প্রয়োগে। জ্ঞানের জাহাজ হইয়া স্বীয় উদরস্থ বিদ্যা-যন্ত্রের হুঙ্কারে ও বাষ্প-গর্জ্জনে নিজের মহিমা প্রচার করিয়া ঘাটে ঘাটে মোটা ভাড়া খাটিয়া যাত্রী খালাস করিয়া জীবন কাটানো শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। যে জ্ঞানটুকু পাওয়া গেল তাহা জীবনে কার্য্যক্ষেত্রে কতটুকু খাটান গেল তাহাই শিক্ষার চূড়ান্ত সার্থকতা। 'বিদ্যার জাহাজ' বা 'বিদ্যা-বারিধি'র জাঁকাল নিশান উড়াইয়া বাস্তব জীবনে শিক্ষার মূর্ত্তিমান কালাপাহাড়ী রূপ নিয়া শিক্ষার গর্ব্বে শিক্ষিত বলিয়া ভাল করিতে দেওয়ার অবসান ঘটাইতে হইবে।

বিশুদ্ধ জ্ঞান বা বিশুদ্ধ জ্ঞান-আহরণের কথা এই সম্পর্কে উঠিতে পারে। অমুকে খুব জ্ঞানী ব্যক্তি—উনি খুব বিদ্বান লোক। কিন্তু জ্ঞানীর প্রাত্যহিক জীবন অজ্ঞানের দ্বারা মিয়মিত, বিদ্যাবান্ অবিদ্যার জালে জড়াইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন! প্রয়োজন হইলে জ্ঞানী তর্কজালে প্রামাণিক পুস্তক হইতে মুখে মুখে নজির আওড়াইয়া চমক লাগাইয়া দিতে পারেন বা বিদ্বান্ আপনার বিদ্যার মহিমায় অন্য সকলের প্রতি দয়ার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আপন ভাব-বিলাসের কোটরে পেচক-জীবন যাপন করিতে পারেন। এ-সব শিক্ষার বিকৃত রূপ। যে সম্মুখে গৃহস্থের গৃহদাহ দেখিয়াও "উর্ব্বশীর" কাব্য-সৌন্দর্য্যে বিহ্বল হইয়া থাকে এমন মানুষ সৃষ্টির নিশ্চয়ই বেশী প্রয়োজন নাই।

একদল অবশ্য থাকিবেন যাঁহারা জ্ঞান আহরণ করিয়া উহা শিক্ষার্থীকে বিতরণ করিবেন। ইহারাই শিক্ষক। কিন্তু শুধু জ্ঞান বা শিক্ষার ভারবাহী ব্যক্তি উহার বিনা প্রয়োগে প্রকৃত

শিক্ষক হইবার উপযুক্ত কিনা তাহা দেখিবার দিন আসিয়াছে। 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখায়।' আচরণহীন শিক্ষাদানের কুফল ফলিয়াছে, আবারও সে-ফসল বুনিলে চলিবে না।

বাৎসরিক পরীক্ষায় ছেলেটি প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। পরীক্ষার খাতা খুলিয়া দেখা গেল, স্বাস্থ্য-তত্ত্বে সে চমৎকার উত্তর লিখিয়াছে। পরীক্ষার খাতা রাখিয়া দিয়া তাহার জীবনের খাতা উল্টাইবার ঔৎসুক্য যদি থাকে, গিয়া বোধ হয় দেখিতে পাইবেন—সে প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করে না, তাহার হাত, মুখ, নখ, দাঁত উপযুক্তরূপে পরিষ্কার করিবার অভ্যাস হয় নাই, সমস্ত দিনে তাহার শারীরিক পরিশ্রমের ঘরে শূন্য বসানো। ক্লাসে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইবার সহিত তাহার জীবনের পরীক্ষায় প্রথম বা কোনোরূপ অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইবার ব্যবস্থার সাথে যে কোনো সম্পর্ক রহিল না ইহাই হইল আমাদের শিক্ষার ট্রাজেডি। ছেলেটির জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইলে প্রত্যহ সে কি কি স্বাস্থ্য-বিধি লঙ্ঘন করিল এবং কি কি পালন করিল সেই অনুসারে প্রকৃতি তাহার ডাইরীতে যে নির্ভুল নম্বর দিয়া যাইতেছে, আমাদেরও সেই পথ ধরিতে হইবে। জীবনের যে ক্ষেত্রেই সম্ভব হইবে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োগ, অপ্রয়োগ ও অপপ্রয়োগদ্বারা শিক্ষার যাচাই হইবে এবং বৎসরের শেষে এই নম্বরদ্বারা ছাত্রের পরীক্ষার স্থান নির্দিষ্ট হইবে। ইহাতে সে স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে ত শিখিবেই,—নিজেও সুস্থ হইয়া উঠিবে। কাজটি সহজ নহে কিন্তু জীবনে মানুষ হওয়া যখন সহজ নয় তখন তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থা সহজ করিলে সত্যের ভিন অবস্থা এড়ান যাইবে না। এইজন্য ছাত্র ও শিক্ষকের একস্থানে বাস প্রায় অপরিহার্য। ইহাদ্বারা শিক্ষকও ছাত্রমুখী হইবে। শিক্ষককে ছাত্রবিমুখী করিয়া শুধু বিদ্যা বা গ্রন্থমুখী করা বর্তমান শিক্ষার বিষ।

৬। কাহারা শিক্ষা দিবেন

সুতরাং কাহারা শিক্ষা দিবেন তাহা নিয়াও কম যত্নপ্রয়োগ করিলে চলিবে না। শিক্ষা-জীবনে আদর্শ প্রভূত কার্যকরী হয়। শিক্ষককে আগে তাহার কার্যের উপযোগী হইতে হইবে। কি শিক্ষা দিবেন তাহা ত শিক্ষককে জানিতে হইবেই কিন্তু শুধু মাত্র জ্ঞান যথেষ্ট নহে। ধর্মসাধনা যেমন কায়, মন ও বাক্যদ্বারা করিতে হয়, শিক্ষককেও সর্বতোভাবে শিক্ষাদান ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। সর্বপ্রথমে শিক্ষককে শিক্ষিত হইতে হইবে। এই শিক্ষা দ্বিবিধ। (১) শিক্ষক এমন ব্যক্তিই হইবেন যিনি নিজ ছাত্র-জীবনে উপযুক্ত ছাত্র বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন এবং (২) যিনি তৎপরে শিক্ষা-প্রদানের উপযোগী শিক্ষা নিয়া তাহার কৌশলাদি আয়ত্ত করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। যিনি শিক্ষাকে নিজ জীবনে সার্থক করিতে পারেন নাই তাঁহার শিক্ষাদান প্রচেষ্টা সিদ্ধ হইবে না। দ্বিতীয় শিক্ষাটি অবশ্য শিক্ষকের বিবেচিত শিক্ষা।

(ক্রমশঃ)

শিশু-বিচারালয়

লেখক : জন ওয়াট্‌সন্

পারিবারিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃখ-কষ্টের সহিত শিশুদের আচরণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতির শিশুদের আচার-ব্যবহারই এক-প্রকার। সুতরাং পরিবেশ অনুযায়ী তাহারা গড়িয়া উঠে।

দুষ্ট প্রকৃতির শিশুরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসুখী এবং ইংলণ্ড ও ওয়েলস-এর শিশু-আদালতগুলিতে যে সমস্ত শিশু অভিযুক্ত হইয়া উপস্থিত হইতে দেখা যায় অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে তাহাদের অধিকাংশই অসুখী অথবা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে লালিত-পালিত।

ইংলণ্ডের আইনানুযায়ী আট বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশু কোন অপরাধ করিতে পারে না। সতের বৎসরের অধিক বয়স্ক বালক কোন অপরাধ করিলে তাহাকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে সাধারণ মানুষের মত অভিযুক্ত করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই আট হইতে সতের বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকারা কোন অপরাধ করিলে শিশু-আদালতে তাহাদের অভিযুক্ত করা হয়।

প্রত্যেক শিশু-আদালতে তিন জন করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট থাকে। ইহাদের মধ্যে একজন মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্যই থাকিবেন। লণ্ডন এবং ওয়েলস-এ এই ধরণের এক হাজারের অধিক শিশু-বিচারালয় বিদ্যমান। শিশুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অপরাধের বিচারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছাড়াও পার্লামেন্টের এইরূপ নির্দেশ আছে যে, শিশুদের অপরাধ বিচারকালে তাহাদের "মঙ্গল" বিধানের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সুতরাং বিচারকগণ এই "শিশু-মঙ্গলের" দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

শিশু-বিচারালয়ের কার্যক্রমের তিনটি স্তর আছে। অভিযুক্ত বালক অথবা বালিকা বস্তুতপক্ষে অপরাধ করিয়াছে কিনা প্রথমতঃ আদালতকে সেই সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে করিতে হইবে এবং মামলার শুনানীর সময় অভিযুক্ত বালক অথবা বালিকাকে অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। অপরাধ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেটদের অভিযুক্ত বালক অথবা বালিকা সম্পর্কে কিছুই জানিতে দেওয়া হয় না।

আদালতের পক্ষে দ্বিতীয় ধাপ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিযুক্ত বালক

অথবা বালিকা একটা কিছু চুরি করিয়াছে ইহা সিদ্ধান্ত করিলেই বিচারকদের কর্তব্য শেষ হইবে না। তাহাকে চুরি-অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে কেন সে চুরি করিল? কেন চুরি করিল ইহা জানিতে না পারা গেলে বালক অথবা বালিকার 'চিকিৎসা'র ব্যবস্থা করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই অনুসন্ধানের জন্য মোকদ্দমা সপ্তাহ অথবা পক্ষকাল মুলতুবী রাখা হয়। এই সময় ম্যাজিস্ট্রেটের ইচ্ছানুযায়ী দোষী বালক অথবা বালিকাকে বাড়ীতে মাতাপিতার সহিত অথবা কোন সংশোধনাগারে থাকিবার নির্দেশ দিয়া থাকেন। মামলা মুলতুবী থাকার সময় প্রবেশন অফিসারের উপর তদন্তের ভার দেওয়া হইয়া থাকে।

প্রবেশন অফিসার আদালতের সংশ্লিষ্ট একজন কর্মচারী এবং তিনি একজন ট্রেনিং প্রাপ্ত সমাজ-সেবক। তিনি দোষী বালক অথবা বালিকার মাতাপিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং নানাবিধ তথ্যাদি অনুসন্ধান করার পর মামলার শুনানীর দিন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিয়া থাকেন।

একজন অভিজ্ঞ প্রবেশন অফিসারের স্থির চিত্তে সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হয়। প্রথমতঃ অপরাধকারী বালকের পারিবারিক অবস্থা কি, তাহার পিতা কোথায় কাজ করে এবং কি কাজ করে, পিতার আয় কত, মা কেমন লোক এবং সেও কাজ করে কিনা, ভাইবোন আছে কিনা এবং থাকিলে তাদের বয়স কত, ভাইবোনেরা কাজ করে না স্কুলে পড়ে, বাড়ী-ঘরের শ্রী কেমন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অথবা নোংরা, পিতামাতার স্বভাব কিরূপ এই সমস্ত তথ্য প্রবেশন অফিসারকে জানিতে হইবে। সন্তানের অপরাধের জন্য মাতাপিতা লজ্জিত কিনা অথবা মাঝে মাঝেই তাহাদের ছেলেপিলে এইরূপ ঘটনা ঘটাইতে অভ্যস্ত কিনা। তারপর অপরাধকারী বালক সম্পর্কে বহুবিধ সংবাদ তাঁহাকে লইতে হয়। বালকের স্বপক্ষে বলিবার যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রবেশন অফিসারকে বলিতে হইবে।

এক অথবা দুই সপ্তাহ পরে আদালতের দ্বিতীয় দিনের শুনানী আরম্ভ হইলে প্রবেশন অফিসার তাঁহার লিখিত রিপোর্ট পেশ করেন। তারপর ম্যাজিস্ট্রেট সেই রিপোর্ট অনুধাবন করিয়া বালক ও তাহার মাতাপিতাকে বলিবার সুযোগ দান করেন। বক্তব্য শেষ হইলে ম্যাজিস্ট্রেট বালকের "চিকিৎসার" ব্যবস্থা করেন। এখানে শাস্তিদানকেই চিকিৎসা বলা হইয়াছে।

সাধারণ অপরাধের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট কখন কখনও মামলা ডিসমিস্ করিয়া দিয়া থাকেন। হয়তো বালকটি কোন সম্ভ্রান্ত পরিবার হইতে আসিয়াছে। দলে ভিড়িয়া একটা অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে। মাতাপিতার শাস্তিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট এই সমস্ত অপরাধীকে মুক্তি দিয়া থাকেন।

প্রবেশন অফিসারের অনুসন্ধানের ফলে নানাবিধ তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, গৃহের আবহাওয়া বালকের পক্ষে অনুকূল নহে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট বালককে প্রবেশন অফিসারের নজরে রাখার নির্দেশ দিয়া থাকেন।

যে সমস্ত বালককে 'প্রবেশন' দেওয়া হয় সচরাচর তাহাদের প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে বাড়ীতেই থাকিতে হয়। 'প্রবেশন' উর্দ্ধ সংখ্যা ৩ বছরের জন্য হইতে পারে। এই সময় অপরাধী বালককে নিয়মিত ভাবে প্রবেশন অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। প্রবেশন অফিসার পুলিশের ন্যায় কাজ করেন না। বরং তিনি বালকের বন্ধু এবং সাহায্যকারী হিসাবে মাতাপিতার ন্যায় বালককে পরিচালনা করেন। বালক যদি আর কোন অপরাধ না করে এবং তাহার চারিত্রিক উন্নতি দেখা যায় তাহা হইলে সে আর কোন শাস্তি পায় না। কিন্তু যদি ভালভাবে চলাফেরা না করে তাহা হইলে আদালতে অভিযুক্ত করিয়া তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইয়া থাকে। তবে অধিক সংখ্যক বালককেই আর আদালত পর্যন্ত আসার প্রয়োজন হয় না।

যে সমস্ত ক্ষেত্রে অপরাধী বালককে প্রবেশনে রাখিয়া কোন ফল হয় না সেই সব ক্ষেত্রে আদালতকে অনুরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। ছোট শিশু যাদের নিজ গৃহে রাখার কোন ফললাভের সম্ভাবনা নাই তাহাদের পালিত মাতাপিতার হেপাজতে রাখা হইয়া থাকে। তবে নিতান্ত বেপরোয়া বালক হইলে স্থানীয় শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোন বিশেষ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে অথবা অন্য যে কোন প্রকার ব্যবস্থা করিয়া ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালকদের রাখিয়া থাকেন। ব্যক্তি বিশেষের তত্ত্বাবধানে রাখা সম্ভবপর না হইলে বয়স্ক শিশুদের প্রবেশন হোস্টেলে প্রেরণ করা হয়।

প্রবেশন হোস্টেলে বালক ও বালিকাদের একই প্রকার শিক্ষা ও নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং কাজ করিবার জন্য তাহাদের বাহিরে যাইতেও দেওয়া হয়। যে সব ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ট্রেণিং অথবা শিক্ষাদানের প্রয়োজন অনুভূত হয় সে সব ক্ষেত্রে অপরাধীকে বিশেষভাবে নির্বাচিত স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। অনুমোদিত স্কুলগুলি নানা রকমের। বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন ধরনের বালকবালিকা লওয়া হইয়া থাকে। সিনিয়ার স্কুলে নৌবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়।

যে সমস্ত বালক আইন ভঙ্গ করে কেবল তাহাদের জন্যই শিশু-বিচারালয়গুলি কাজ করে না। যে-সব ছেলেমেয়ে স্কুল হইতে পলায়ন করে এবং যাহাদের পিতামাতা অথবা সন্তানদের বশে রাখিতে পারে না এবং যাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও আদর যত্ন করিবার লোক নাই এই সমস্ত দায়িত্বও বিচারালয়গুলি গ্রহণ করিয়াছে। অনাথ শিশুদের ব্যবস্থাও অনুরূপ ভাবে করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ম্যাজিস্ট্রেটদের লক্ষ্য রাখিতে হয় বালকদের প্রয়োজন কি? বালক কি অন্যায় করিয়াছে ইহা লইয়া তাহাদের ততটা মাথা ঘামাইতে হয় না।

(ব্রিটিশ ইন্‌ফরমেশন সার্ভিসের সৌজন্যে)

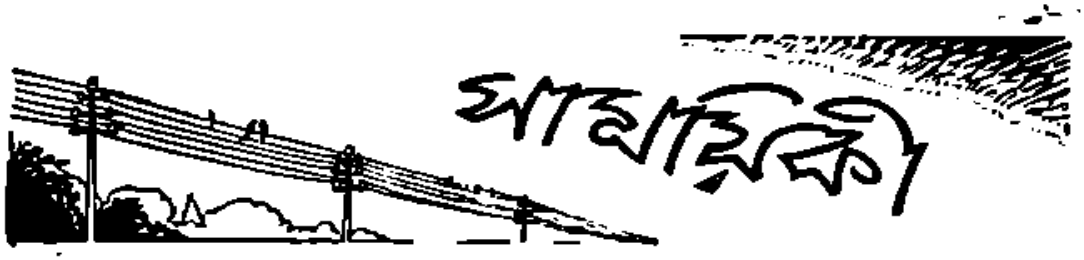

হিন্দির মাধ্যমে প্রবেশিকা পরীক্ষা

যুক্ত প্রদেশের হাই স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা বোর্ড আগামী ১৯৫৩ সাল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তর একমাত্র হিন্দি ভাষায় লিখিবার নির্দেশ দিয়াছেন। ইয়ুরোপীয় বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রদের জন্য শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি ইচ্ছা করিলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারিবেন।

কলিকাতা ইডেন গার্ডেন ও ছাত্রাবাস

নিখিল ভারত শিল্প প্রদর্শনী শেষ হইবার পর দোকানঘর ইত্যাদির জন্য যে অস্থায়ী ঘর তৈয়ারী হইয়াছিল, সেগুলি শরণাগত ছাত্রদের বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। কলিকাতার লোক সংখ্যা বহু গুণ বাড়িয়াছে। এই অগণিত নরনারীর উন্মুক্ত বায়ু সেবনের অন্যতম স্থান এখন জনসাধারণকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইতেছে না। যে সকল ছাত্র ইডেন গার্ডেন ছাত্রাবাসে আছে তাহাদেরও অসুবিধার অন্ত নাই। যে সকল অস্থায়ী ঘর প্রদর্শনীর জন্য নির্মিত হইয়াছিল সেগুলি ইতিমধ্যেই বসবাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। অনেক ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চৈত্র বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে ঐ সকল ঘরে বাস করা খুবই কষ্টসাধ্য হইবে।

তারপর কালবৈশাখীর ঝড় তো আছেই। তখন এই সকল ঘরের অবস্থা কি হইবে সহজেই অনুমান করা যায়।

শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ এখন হইতে এই দুর্গত আশ্রয়প্রার্থী ছাত্রদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

পূর্ব্ব পাকিস্তানে আরবী অক্ষরে বাংলা ভাষা শিক্ষা

পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাকে আরবী অক্ষরে চালাইতে উপদেশ দিয়াছেন। যদি আরবী হরফে বাংলা লেখা হয় তবে অচিরেই যে বাংলা ভাষা পূর্ব্ব পাকিস্তান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

এই বিষয়ে পাকিস্তানের ভাগ্য বিধাতাদের আমরা একটু ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

ডোয়ার্কিনের জগদ্বিখ্যাত হারমোনিয়ম

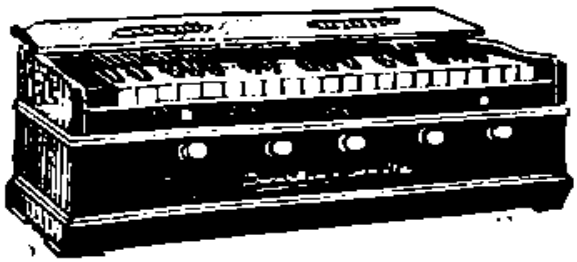

"উৎকৃষ্টতর উপাদান" ও "উন্নততর প্রস্তুত প্রণালী" এই দুয়ের দরুণ ডোয়ার্কিনের যন্ত্রের এত সুনাম ও প্রতিষ্ঠা, ও উহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

মূল্য তালিকার জন্য লিখুন

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ লিঃ

১১নং এস্‌প্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা

স্বামী জগদীশ্বরানন্দের

তিনখানি ছাত্রপাঠ্য পুস্তক

১। **দেশবিদেশের মহামানব** ৩৲

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ছাব্বিশজন মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বাণী। ২৭০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রীসের সক্রেটিস ও প্লেটো, আমেরিকার এমার্সন, চীনের কনফুসিয়াস, ফিলিপাইনের জোশ্ রিজাল, ইংলণ্ডের মোক্ষমূলার, ওয়েল্‌শ, উইলিয়াম জোন্স ও মনিয়ার উইলিয়ামস্ প্রভৃতির জীবনী আলোচিত।

২। **চৈনিক ঋষি লাউৎজে** (সচিত্র) ২৲

চীনের শ্রেষ্ঠ ঋষির অপূর্ব্ব জীবনী ও বাণী। চুয়াংজুর জীবনী, জেন ও চীনের সাধনা প্রভৃতি বিষয় বিবৃত। চৈনিক ও ভারতীয় ভাবধারার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য প্রদর্শিত। বাংলায় এই প্রথম পুস্তক।

৩। **সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম** ৩৲

বিশটী যৌগিক ব্যায়ামের বিস্তৃত বিবরণ ও সুন্দর চিত্র। পুস্তকের সাহায্যে সকলে ব্যায়াম শিখিতে পারিবেন। বাঙ্গালী যোগী মাধব দাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ছবি সম্বলিত। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীর পক্ষে মূল্য দুই টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—বিবেকানন্দ সংঘ, বজবজ পোঃ, চব্বিশ পরগণা জেলা।

এবং

কলিকাতার কয়েকটী পুস্তকালয়

খান বাহাদুর আবদুল হাকিম
এম, এ (ক্যান্টাব)
প্রণীত

আধুনিক শিক্ষক

(পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ)

—•—

এই গ্রন্থে বর্ত্তমান শিক্ষাবিষয়ক যাবতীয় সমস্যা—আমাদের শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য, বিভিন্ন ক্রম ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, শিক্ষকের কর্ত্তব্য ও সেই কর্ত্তব্যপালনের সুচিন্তিত নির্দ্দেশ, পঠন ও পাঠন প্রণালীর বিধি ও বিধান—অতিশয় বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচিত হইয়াছে।

—•—

সদ্য প্রকাশিত
মূল্য ৩।০ টাকা

—•—

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
কলিকাতা

কে. সি. লাল্বুয়াণী প্রণীত

মার্ক্সীয় অর্থশাস্ত্র

(ক্যাপিট্যাল গ্রন্থের অনুবাদ)

মার্ক্সের ক্যাপিট্যাল গ্রন্থ গত শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক চিন্তার পরিপক্ক ফল। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দিত ও প্রশংসিত। অর্থশাস্ত্রের নীরস বিষয়কে এই গ্রন্থে অতিশয় রসালো ও সর্ব্বজনবোধ্য করা হইয়াছে।

মূল্য ২৲

জেনারেল প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাঙলার শিক্ষকের

বিজ্ঞাপন

ব্যর্থ হবার নয়

পূর্ব্ববঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষার
প্রধান পরিদর্শক
খান বাহাদুর আবদুল হাকিম এম-এ, (ক্যান্টাব) প্রণীত

শিশুর মন ও শিক্ষা

মূল্য ১৷৷০ টাকা

আমাদের দেশে বুনিয়াদি শিক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে হইলে শিশুর মন ও নানা অবস্থা পরিবেশে তাহার আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই শিক্ষার নীতি ও রীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কি করিয়া শিশুর মনের রহস্য সন্ধান করিতে হয় এবং সেই আলোকে তাহার শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করা যায় এই পুস্তিকায় তাহার বৈজ্ঞানিক অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা রহিয়াছে।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক ও ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষারত শিক্ষকদের এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি প্রণীত

আমাদের ইংরেজী শেখা

প্রত্যেক শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে অপরিহার্য্য প্রয়োজন

মূল্য দেড় টাকা

প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিদ্যার বাহনরূপে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সে ভাষা এখনও দুরস্ত হয় নাই কেন? গলদ কোথায়? এবং দূরীকরণের উপায়ই বা কি? বিশদ আলোচনা এই পুস্তকে আছে।

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Edited, printed and published by Surat C. Das, M.A., from Abinas Press (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharmatala Street, Calcutta

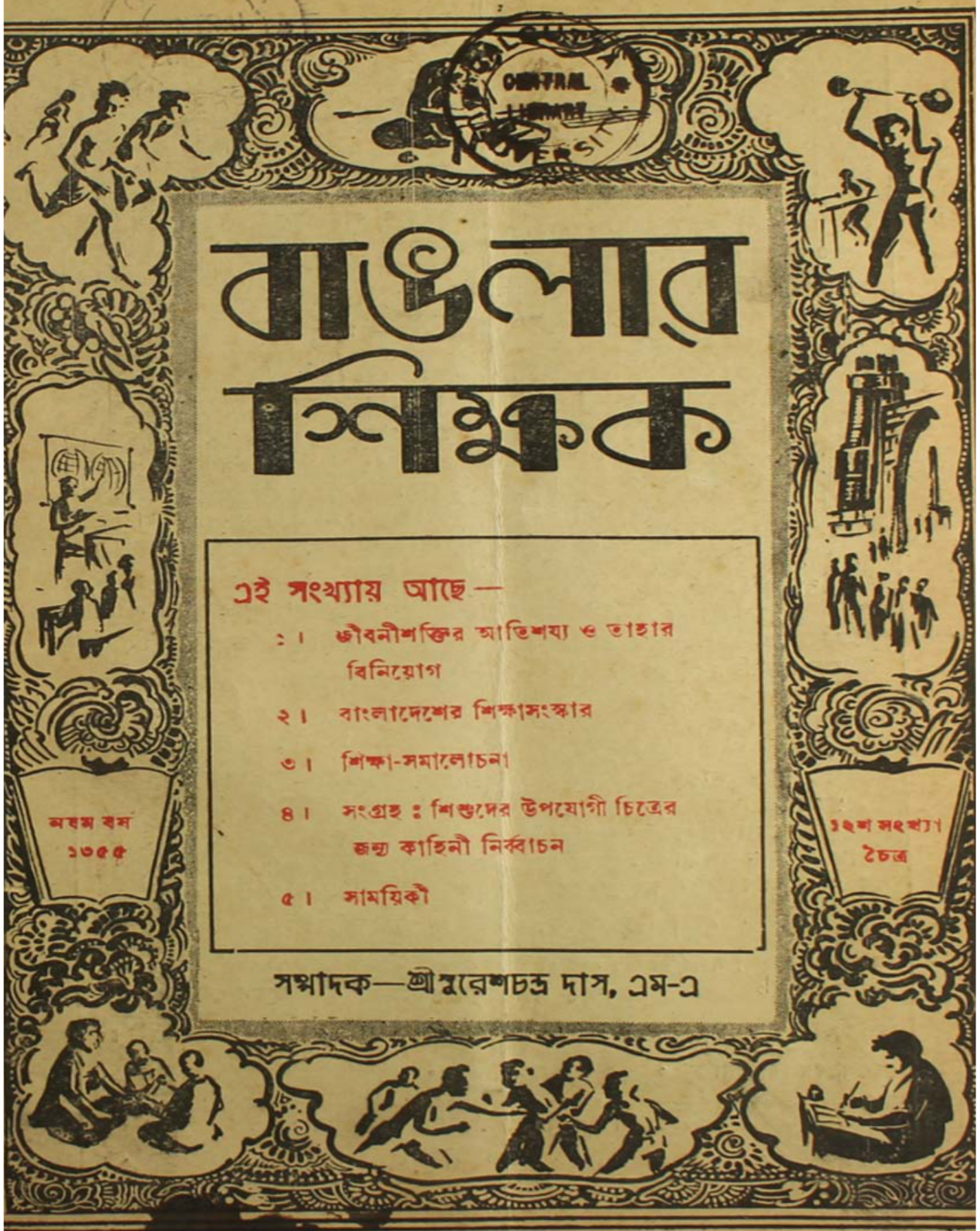

বাঙলার শিক্ষক

এই সংখ্যায় আছে—

১। জীবনীশক্তির আতিশয্য ও তাহার বিনিয়োগ

২। বাংলাদেশের শিক্ষাসংস্কার

৩। শিক্ষা-সমালোচনা

৪। সংগ্রহ : শিশুদের উপযোগী চিত্রের জন্য কাহিনী নির্ব্বাচন

৫। সাময়িকী

নবম বর্ষ
১৩৫৫

১২শ সংখ্যা
চৈত্র

সম্পাদক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ

চাঁদা—তিন টাকা (ডাকমাশুল সহ) ◦ প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

অমলেন্দু দাশগুপ্তের

ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ একদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার নির্বিচার কারারোধ। মূল্য ২৲

কমল দাশগুপ্তের

পরিচিতা

বহু পরিচিত এবং সর্ব্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ। কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

কা জী আ ব দু ল ও দু দে র

কবিগুরু গ্যেটে প্রথম খণ্ড ৫৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৬৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গাদপি গরীয়সী (প্রতি খণ্ড) ৪৲, হৈমন্তী ৩৲, লীলাচুরীয় (৪র্থ সং) ৩৲, বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, বসন্তে (২য়সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, বরযাত্রী (৩য় সং) ২॥০, চৈতালী ৩৲, আগামীপ্রভাত ৩৲, ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲, বাদর ২॥০ হৈমন্তিন ২॥০

প্রমথনাথ বিশী

গল্পের মতো ১॥০, গালি ও গল্প ১॥০ রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২সং) ৩৲

পরিমল গোস্বামী

মহাসমুদ্রের (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲, ভূমন্তের বিচার (২য় সং) ১॥০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২॥০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী (২য় সং) ১॥০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২॥০, ঘরের ঠিকানা (২য় সং) ২॥০, নতাঙ্গীর অভিশাপ (২য় সং) ২॥০, ক্ষুধা ২॥০ হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ বন্ধনী (২য় সং) ২৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪৲

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

অন্তর্যামী ১॥০, সমর্পণ ১॥০, সমী ও দীপ্তি ১৲, ভুলের ফসল ২৲

শ্রীমতী বাণী রায়

প্রেম ৩৲

স্নেহ মিত্র এম-এ

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲ প্রাথমিক শিক্ষা ২॥০

মো হি ত লা ল ম জু ম দা র

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বিস্মরণী (৩য় সং) ৪৲
ছন্দ-চতুর্দ্দশী ৩৲ বাংলার নবযুগ ৪৲ জয়তু সেতাজী ৩৲
রূপকথা (২য় সং) ১৲ — সুবীর শিশু গ্রন্থমালা — বসন্তের রাণী ॥০
ছেলেদের আরণ্যক ৩৲ লক্ষবীর ।৵০ শিবাজি মহারাজ ১৲

◆ ◆ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড ◆ ◆
◆ ◆ ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ◆ ◆

বহু

নূতন চিত্র ও সদ্যাবিষ্কৃত তথ্যের সমাবেশে
আদ্যন্ত পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে

বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত

বহুপ্রত্যাশিত

বাংলা দেশের ইতিহাস

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশিত হইল

এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য

- হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপের অবস্থান
- রাঢ় উপাধিধারী নূতন এক রাজবংশ
- ভবদেবভট্টের 'বালবলভীভুজঙ্গ' উপাধির অর্থ
- বল্লালসেনের প্রস্থালয় ও তদুচিত নূতন গ্রন্থ
- পাণ্ডাবের সেনরাজবংশ
- নূতন বাঙালী বৈদ্যক গ্রন্থকার
- কুমিল্লার নিকটবর্তী ময়নামতী পাহাড়ে নূতন আবিষ্কৃত ভাস্কর্য্য শিল্প এবং
- বহু নূতন চিত্র সম্বলিত শিল্প সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা প্রভৃতি বহু নূতন তথ্যের প্রকাশ—

রয়েল অকটেভো সাইজ—দুইখানি মানচিত্র ও বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্র-সম্বলিত—এই বিরাট গ্রন্থ প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে ঘরে যাহাতে স্থান পায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বহুলাংশে পরিবর্দ্ধিত এই নূতন সংস্করণের মূল্যও পূর্ব্ববৎ পাঁচ টাকাই রাখা হইয়াছে।

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষাবিভাগের স্কুল-পরিদর্শক
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ এম-এ, বি-টি মহোদয়ের
অক্লান্ত গবেষণা প্রসূত

বনিয়াদী শিক্ষা

বাহির হইল

শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তির পূর্ণতা বিধান করিয়া তাহাকে
জীবনের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলাই
এই শিক্ষার উদ্দেশ্য

—এই পুস্তকে আছে—

বনিয়াদী শিক্ষার

● উৎপত্তি-কাহিনী ● উদ্দেশ্য ● আদর্শ ● পাঠ্যতালিকা
সমালোচনা প্রভৃতি

অমৃতবাজার বলেন :—

With a mind free from bias, he offers a course of study which will be acceptable to our educationists.

বসুমতী বলেন :—বাংলা ভাষায় বনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে এই পুস্তক লিখিয়া (গ্রন্থকার) বহুদিনের অনুভূত একটি অভাব দূর করিয়াছেন।

যুগান্তর বলেন :—শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটানোই যে বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য লেখক তাহা এই গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন।

'বনিয়াদী শিক্ষা' সম্বন্ধে বর্ধমান বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্-এস্‌সি, বি-টি মহোদয় বলেন—

বিষয় বস্তুর সমাবেশ ও ভাষার প্রাঞ্জলতা···বনিয়াদী শিক্ষার প্রকৃত রূপ সহজ-ভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা বাংলা ভাষায় এই বোধ হয় প্রথম।

প্রত্যেক শিশু-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের পক্ষে এই গ্রন্থ
অপরিহার্য্য ও অমূল্য সম্পদ

মূল্য তিন টাকা মাত্র

'বাংলার শিক্ষক' কার্য্যালয়ে—১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—পাওয়া যাইবে

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সহজ ভাষায়

ছত্রপতি শিবাজীর জীবন-কথা

শিবাজী মহারাজ

পাতায় পাতায় ছবি

দাম এক টাকা মাত্র

'বাঙলার শিক্ষক' কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়

'বাঙলার শিক্ষকে'র নিয়মাবলী

১। 'বাঙলার শিক্ষক' প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করা হয়।

২। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন এবং ডাকঘরের মন্তব্যসহ আমাদের জানাইবেন।

৩। 'বাঙলার শিক্ষকে'র সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। সর্ব্বক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা কিংবা ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না। গ্রাহকগণ অগ্রগ্রহপূর্ব্বক মনিঅর্ডার-যোগে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইবেন।

৫। পত্রে এবং মনিঅর্ডার কুপনে নূতন গ্রাহক হইলে **নূতন গ্রাহক** এবং পুরাতন গ্রাহক হইলে **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না, অন্যথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬। সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার
'বাঙলার শিক্ষক'
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘের মুখপত্র

—স্বাস্থ্য-সমাচার—

(মাসিক পত্রিকা)

বিগত বৈশাখে ৩৭শ বৎসরে পড়িয়াছে
সম্পাদক—ডাঃ **শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু** এম্-বি

পত্রিকায় পাইবেন—

১। বাঙ্গালার মনীষীগণ লিখিত সুস্থ সবল জাতি গঠনে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী।

২। গভর্ণমেণ্টের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ; দেশবিদেশের জ্ঞানগর্ভ সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

৩। প্রশ্নোত্তর, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি।

বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা

কার্য্যালয়—৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

[নমুনা সংখ্যার জন্য পত্র লিখুন]

৺শচীন্দ্র নাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত

জাতি-গঠন-কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র

মাসিক

সং গ ঠ ন

নিয়মিত পাঠ করুন

নূতন দেশ ও মানুষ গড়ে তোলবার
দায়িত্ব আজ সকলের।
ভাবুন, জানুন, দেশ কি ভাবে গড়ে উঠছে,
কোথায় কি সমস্যা।

প্রতি সংখ্যা ।৷০

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৷৷০

সম্পাদিকা **শ্রীমতী অরুন্ধতী মিত্র**

কার্য্যালয়—৫।২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা

পরিচালনা : সংগঠন ট্রাস্ট

নবম বর্ষ] চৈত্র, ১৩৫৫ [১২শ সংখ্যা

জীবনীশক্তির আতিশয্য ও তাহার বিনিয়োগ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্রগণের পক্ষে সহজ হইয়াছে—স্কুল কলেজের পরীক্ষার জন্য ছাত্রদের বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না। ফলে ছাত্রগণের জীবনীশক্তি ও শ্রমশক্তির যথেষ্ট উদ্বৃত্তি ঘটিতেছে।

বর্ষাকালে খেলার মাঠে ভিড়, সিনেমা-থিয়েটারে ভিড়, একটা যে কোন রাজনীতিক হুজুগে অতিরিক্ত মাতামাতি, ধর্ম্মঘটের উত্তেজনা, সরস্বতীপূজা ও দোলে উচ্ছৃঙ্খলতা, কালীপূজায় বাজি পোড়ানোর উপদ্রব, সার্ব্বজনীন পূজার উৎসবে অতিরিক্ততা ইত্যাদি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, ছাত্রদের উদ্বৃত্ত জীবনীশক্তি প্রকাশের পথ চায়।

পার্ব্বত্য মদনদীর প্রখর স্রোতোধারাকে যেমন নিয়মিত করিয়া বিদ্যুৎ জনকল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করিতেছে, দেশের শিক্ষাবিভাগ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কি ছাত্রগণের এই জীবনীশক্তিকে সেইরূপ নিয়ন্ত্রিত ও সুফলপ্রসূ করিয়া তুলিতে পারেন না? এ সম্বন্ধে কেহ চিন্তা করিতেছেন কিনা জানি না।

যেভাবে ছাত্রগণের জীবনীশক্তির বিনিয়োগ হইতেছে, তাহাকে জাতীয় শক্তির অপচয়ই বলা যায়। এতকাল শিক্ষাবিভাগে কাজ করিয়া বুঝিয়াছি—ইচ্ছা করিলে, চেষ্টা করিলে, এই বিপুল শক্তিকে আমরা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারি না, কিন্তু শৃঙ্খলায় নিয়মিত করিতে পারি এবং কাজেও লাগাইতে পারি।

১। অধিকাংশ স্কুল-কলেজে সকল ছাত্রের খেলাধূলার সুযোগ নাই। ব্যায়াম ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করিয়া সকল ছাত্রকে তাহাতে যোগদানে আমন্ত্রণ করা যাইতে পারে, এমন কি বাধ্য করা যাইতে পারে। ইহা অবশ্য নূতন কথা নয়। এতদিন এই দিকে শিক্ষাবিভাগ মনোযোগ দেন নাই। নূতন বাংলায় এখন আমরা এই ব্যবস্থা প্রত্যাশা করিতে পারি। পল্লীগ্রামে খেলার মাঠের অভাব হয় না। অভাব হয় বিলাতী খেলার উপকরণের। সেখানে দেশী খেলাকে উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে।

২। প্রত্যেক স্কুল-কলেজে জনহিতকর কার্য্যের জন্য কতগুলি সম্প্রদায় গঠন করা যাইতে পারে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যসূচি নির্দ্দিশ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সকল সময়ই এই সকল সম্প্রদায়ের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। বিশেষ জরুরি প্রয়োজন হইলে যে কোন সময়ে, এবং তাহা না হইলে অবসরকালে, ছাত্রেরা স্থানীয় লোকদের হিতসাধনে নিজেদের জীবনীশক্তির নিয়োগ করিতে পারে।

৩। বৎসরে অন্ততঃ দশ-বার দিন বিদ্যালয়ে কোন না কোন উৎসবের আয়োজন করিতে হয়। যেমন—বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী, সরস্বতীপূজা, স্বর্গত শিক্ষকদের স্মৃতিদিবস, পারিতোষিক বিতরণ, প্রাক্তন ছাত্রগণের মিলন, নববর্ষের উৎসব, রবীন্দ্র স্মৃতিদিবস, বুদ্ধপূর্ণিমা, নেতাজী-স্মৃতিদিবস, গান্ধী-দিবস, স্বাধীনতার প্রবর্ত্তন দিবস ইত্যাদি।

৪। বৎসরের মধ্যে মাঝে মাঝে বনভোজন, ঈদারপার্টি, শহরের ছাত্রগণের পক্ষে পল্লীভ্রমণ, রেলযোগে প্রসিদ্ধস্থানে গমন, পল্লীর ছাত্রগণের পক্ষে নগরভ্রমণ, সভাসমিতি, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা ইত্যাদির ব্যবস্থা হইতে পারে।

৫। সবচেয়ে সুষ্ঠু ও মঙ্গলপ্রসূ উপায়—প্রত্যেক স্কুল-কলেজের সঙ্গে শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কারখানা, তাঁতখানা ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা। ইহা বহু ব্যয়-সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সকল কারখানা প্রতিষ্ঠান যে সকল শিল্পবস্তু গঠন করিবে—সে সকল হইতেই ব্যয়ের অনেকাংশ যাহাতে উঠিয়া আসে, তাহারই ব্যবস্থা করিতে হয়। সম্ভব হইলে ছোট ছোট নগরে বা পল্লীগ্রামে কয়েক বিঘা জমি রাখিতে হয় ফল মূল তরকারি ইত্যাদির বাগান রচনার জন্য। উৎপাদিত ফল-তরকারি ছাত্রাবাসে ও গ্রামের হাটে বিক্রীত হইতে পারে।

বিদ্যালয়ের এই সকল ব্যবস্থায় যোগদান করিয়া কেহ বা কাজ শিখিবে, ভবিষ্যতে জীবিকার্জ্জনের উপযোগিতা লাভ করিবে, কেহ বা কেবল নিজের জীবনীশক্তির বিনিয়োগ করিয়া লঘুতা, শ্রমশীলতা, ক্ষিপ্রতা ইত্যাদি গুণের অনুশীলন করিবে। দরিদ্র ছাত্রগণ কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ স্কুল-কলেজের ছাত্রের মধ্যেই একটি ছোট ছাপাখানাকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। এজন্য স্কুল-কলেজের কোন ব্যয় নাই। দরিদ্র ছাত্রগণ এখানে কম্পোজিটরের কাজ শিখিতে পারে, অথবা অবসরকালে কিছু কিছু কম্পোজ করিয়া অর্থার্জ্জনও করিতে পারে।

সে দিন আর নাই। এখন যে কোন মিস্ত্রী, যে কোন দপ্তরী, যে কোন কম্পোজিটার একজন কেরাণী বা শিক্ষকের চেয়ে বেশি উপার্জ্জন করে। কাজেই এই সব ব্যবস্থার দ্বারা ছাত্রগণের জীবিকার্জ্জনের পথ খুলিয়া দেওয়া হইবে, এবং আর কিছু না হয়, ছাত্রগণের জীবনীশক্তির একটা সুপ্রয়োগে ব্যবস্থা ত হইবেই।

বাংলাদেশের শিক্ষাসংস্কার

(প্রথম স্তর)

শ্রীবিষাণ গুপ্ত

বাগ্বাহুল্যে আর যাহাই হয়—শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতি হয় না। বাংলাদেশে অধুনা গালভরা কথাই শোনা যাইতেছে—কাজ মূলতঃ কিছুই দেখা যাইতেছে না।

সংস্কার-কার্যে প্রধান সহায়ক হয় বহুসমূহ। আজ বাংলাদেশের শিক্ষাসংস্কার কার্যেও তেমনি সরকারি যন্ত্রের অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের আমূল সংস্কার প্রয়োজন। সংস্কার-প্রয়াসী মন সর্বাগ্রে অনুসন্ধান করিবে দুষ্টক্ষত কোথায় কোথায় রহিয়াছে। চিত্তশুদ্ধি না হইলে যেমন সমস্ত পূজা নিষ্ফল হইয়া যায়, তেমনি দুষ্টক্ষতের শোধন সর্বাগ্রে না হইলে সমস্ত সংস্কার-প্রচেষ্টা বিফল হইয়া পড়ে।

আমাদের কর্তৃপক্ষ মূক প্রাথমিক শিক্ষকদের সংস্কার লইয়াই ব্যস্ত। তাহাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত অথচ বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ। যখনই প্রাথমিক শিক্ষার কোনও গলদ ধরা পড়ে, তখনই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নিম্নস্তরে আঘাত করেন। আর নিম্নস্তর তন্নিম্নস্তরে আঘাত করেন এবং সর্বশেষে আঘাত গিয়া পড়ে অথচ বিদ্যালয় পরিদর্শক অথবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের উপরে।

পরিদর্শক-বিভাগের সংস্কার সম্বন্ধেই আমি প্রথমে আলোচনা করিব।

বাংলাদেশের শিক্ষাবিভাগের পরিদর্শকদের সম্বন্ধে বলিতে গেলে প্রথমতঃ লালদীঘির এবং বর্তমানে চৌরঙ্গীর ভাগ্যবানদের এবং অন্যান্য শিক্ষাবিভাগের উচ্চকর্মচারীদের কথাই বলিতে হয়। কৌতূহলী মন প্রশ্ন করে শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমস্ত উচ্চতন কর্মচারীদের কাহার কতখানি অবদান আছে? মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সরকারের অর্থে পুষ্ট হইয়া—স্ব স্ব চাকুরি ছাড়া—বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার উন্নতিকল্পে এঁদের কি দান রহিয়াছে জানিতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

একখানা বা দুইখানা পাঠ্যপুস্তক রচনা ছাড়া, বা বড় বড় সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া, বা দুই-একটা বিলাতি ডিগ্রি ছাড়া, দেশের তরুণ কিশোর যুবকদের উন্নতির উদ্দেশ্যে কয়খানা গ্রন্থ কাহার নিকট অবদানস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে জানি না। যদি বাস্তবতঃ তাহাই না থাকে, তবে কিসের বলে এই সমস্ত পদোন্নতি হইল স্বাধীন রাষ্ট্রে তাহার গোপন অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন। যতদিন এই কার্য শেষ না হয় এবং তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়—শিক্ষা-সংস্কার সুদূরপরাহত বলিয়াই মনে হয়। হজরত মহম্মদ নিজে সন্দেশ না ছাড়িয়া শিষ্যকে সন্দেশ পরিত্যাগ

করিতে বলিতে পারেন নাই—কারণ তাহাতে ফল হইত না। শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা কি এই সমস্ত কর্মচারীদের উন্নতির মূল ইতিহাস জানেন? আমাদের বক্তব্য বিষয় এই নয় যে, বিনিয়োগ অবাঞ্ছনীয় হইয়াছে। কর্তৃপক্ষের দেখার বিষয় এই, ভারতে শিক্ষিত অত্যন্ত সাধারণ একজন উপাধিধারী যুবক (বি-এ, বি-টি) বিলাতি খেতাব লইয়া বা না লইয়াও কি সূত্রের বলে তাঁহার অধীনস্থ ভারতেই শিক্ষিত এম-এ, বি-টি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর পরিচয়-পত্র-ধারীদের ডিঙাইয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। কর্তৃপক্ষের দেখার বিষয় এই সমস্ত ডিঙান কর্মচারীরা কিসের বলে তাহাদের কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন? কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন যে, এদের দক্ষতার মূলে কর্মে দক্ষতা না ধাপ্পাবাজি ও চালবাজি। যিনি জেলার শিক্ষার কর্তা হইলেন, বা যিনি সরকারী আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইলেন, তিনি ব্যক্তিগত জীবনে পিচ্ছিল পথে স্বীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিলেন কিনা বা ছাত্রদিগকে অনুপ্রাণিত করা ও জ্ঞান বিতরণ করার মত জ্ঞান-ভাণ্ডার তাঁহার সঞ্চিত আছে কিনা, তাহাও পরীক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। পুনরুক্তি করিয়া বলি—শিক্ষাকে সর্ব্বপাপ-মুক্ত না করিলে ইহার উন্নতি সম্ভব হয় না। আধুনিক চিকিৎসকগণ যেমন রোগ-চিকিৎসার পূর্ব্বে, রোগীর রক্ত ইত্যাদি সর্ব্বাগ্রে উত্তমরূপে পরীক্ষা করাইয়া রোগের মূল নির্দ্ধারণ করেন, তেমনি শিক্ষা-সংস্কারের পূর্ব্বে ব্যাধি সমূহের তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। যদি এই অনুসন্ধান-কার্য্যে কর্তৃপক্ষ দেখিতে পান যে, অনুপযুক্ত লোক শিক্ষা-বিভাগের বিভিন্ন স্তর নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, অবিলম্বে তাহাদিগকে অন্য বিভাগে, যেমন জনসরবরাহ বিভাগ, বা স্বরাষ্ট্র বিভাগে, তাহাদের পরিবর্ত্তন করাইতে হইবে। যদি কর্তৃপক্ষ এই অনুসন্ধান কার্য্যে ব্রতী হইয়া দেখিতে পান যে, সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে এমন কোনও ব্যক্তি রহিয়াছেন, যিনি আধুনিক ইংরাজী বা বাংলা-সাহিত্য, বিজ্ঞান বা ভৌগোলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্ধানই রাখেন না, অবিলম্বে তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগ হইতে অপসারিত করিতে হইবে। স্বজন-প্রীতি না বিদূরিত হইলে শিক্ষা-সংস্কার হইবে না। এই প্রকার অনুসন্ধান-কার্য্যে বিভিন্ন নিম্নস্তরের কর্মচারীদের নিকটই তথ্য পাওয়া যায়। মামুলি কেতাদুরস্ত প্রণালী না ছাড়িলে জাতির অধঃপতন আসে। কর্তৃপক্ষের দেখার বিষয়, একদিন যাহারা ধাপ্পাবাজি করিয়া বড় হইল, তাহারা এখনও যদি গালভরা কথা দিয়াই স্বাধীন রাষ্ট্রের শিক্ষার ভার পরিচালনা করিতে চাহে, তাহাতে কি শিক্ষার উন্নতি হইতে পারে? কর্তৃপক্ষের গোপন অনুসন্ধানের বিষয়, এই শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে কেহ রেস্তরা ও সৌন্দর্য্যের বিনিময়ে স্ব স্ব উন্নতির পথ করিয়াছে কিনা; কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধানের বিষয়, এই শ্রেণীর কর্মচারী অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করে কিনা। কর্তৃপক্ষের জানার বিষয় যে, এই সমস্ত কর্মচারী কোনও কাজ না করিয়া কেবল স্ব স্ব ঢাক বাজায় কিনা। কর্তৃপক্ষের

একথা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্র আজ স্বাধীন বলিয়াই এ সমস্ত রহিত করিবার জন্য দৃঢ়হস্তে ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। সিঙ্গাড়া, কচুরি হইতে আরম্ভ করিয়া দৈনন্দিন লিপির বহি, খাসপাজি বা চেয়ার, স্যুট, হ্যাট, সোফা ইত্যাদির ইতিহাসও কর্তৃপক্ষের জানা প্রয়োজন। একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে কেন যে, নীচ যে হয় নীচ তার গতি হয়। নীচ উপায়ে যদি কেহ উন্নতির পথ করেন, তাঁহার মনোবৃত্তিই নীচ হইবে। শিক্ষার উন্নতি তথা বাংলার ভবিষ্য-সাধারণের মানসিক উন্নতি সাধন তাঁহার পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইবে? অযোগতিসম্পন্ন সর্ব্বদা অযোগতির আদর্শেই অজ্ঞাতসারে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। তাহার পরিচয় বাংলা সরকার ইতিমধ্যেই পাইয়াছেন বিশ্বাস করি।

এবার আমি শিক্ষাবিভাগের অধস্তন কর্মচারীদের প্রসঙ্গ অবতারণা করি। ইহাদের মধ্যে অনুপযুক্ততা দেখা দিবার কারণ প্রধানতঃ কর্মে অসন্তুষ্টি। বছরের পর বছর একজন সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রাণপণ কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করিয়া যখন দেখিতে পায় যে, তাঁহার চেয়ে অভিজ্ঞতা কম, জ্ঞান কম, কর্মকাল ন্যূন, শিক্ষা ও কৃষ্টিক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ একজন কেবল বচনসর্ব্বস্ব হইয়া, উপরের দরজায় ধর্ণা দিয়া এবং পঞ্চাশবার "স্যার" "স্যার" করিয়া, তাহার উপরওয়ালা হইয়া বসিল, তখন তাঁহার কর্মজীবনে ধিক্কার আসিয়া যায়, কর্মে দেখা দেয় শিথিলতা। ইহাতে শিক্ষাবিভাগ দুইদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়—প্রথমতঃ অনুপযুক্তের পদোন্নতিতে শিক্ষার উন্নতির পথ রুদ্ধ হয় এবং দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত ব্যক্তিকে হীন করিয়া রাখার ফলে তাঁহার নিষ্ঠাময় সেবা হইতে বঞ্চিত হয়। আমি অবশ্য একথা বলি না যে, অধস্তন কর্মচারীরা শুদ্ধ তুলসীপত্র মাত্র। নিযুক্তির পূর্ব্বেই তাহাদের ভাল করিয়া যাচাই করিয়া নিযুক্ত করা প্রয়োজন। এ কথাও ঠিক যে, উপরওয়ালা যদি নিষ্ঠাময় পথে না চলে, শত চেষ্টা করিয়াও অধস্তন কর্মচারী চলিতে পারে না। আমরা যে প্রকার আহার গ্রহণ করিব, তাহার উপরই তা সমগ্র পরিপুষ্টি নির্ভর করিবে। উচ্চস্তর যদি মেকটাই-সর্ব্বস্ব হন, যদি তিনি কার্যতঃ কিছু না করিয়া লম্বা-লম্বা বুলিই ছাড়েন, যদি তিনি নিজে জ্ঞানের কোনও সন্ধানই না রাখেন, যদি তিনি মনে করেন যে, কেবলমাত্র প্যান্ট-এর পকেটে হাত দিয়াই পদোন্নতি হইবে, তথা ছাত্রদেরও শিক্ষার উন্নতি হইল—তবে নিম্নস্তরও তাহাই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ নিম্নগামী হয়।

প্রবন্ধের আমি অবতারণা করিলাম মাত্র। স্পষ্ট কথা সকলে বলিতে সাহস পায় না। আর সত্য হইতেছেন শিব। আমি তাহারই অর্চনা করিলাম মাত্র।

শিক্ষা-সমালোচনা

[মননশীল অভিভাবকের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা]

শ্রীজ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, এম্-এস্‌সি, বি-সি-এস্

পূর্ব্বানুবৃত্তি

৭। কোথায় শিক্ষা দেওয়া হইবে

শিক্ষক ও ছাত্র যাহাতে একস্থানে বসবাস করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, তাহার প্রয়োজন কোন প্রকারে স্বীকৃত না হইলে, ছাত্র জ্ঞানী হইলেও শিক্ষিত হইবে না। আমাদের দেশবাসী জ্ঞানক চুনীতিপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ, তাহা সত্য; কিন্তু যে মানসিক শিক্ষার অভাবে তাহাদের মন সত্য করিয়া গড়িয়া উঠে নাই, প্রকৃত অভিযোগ সেই শিক্ষার বিরুদ্ধেই করা উচিত। বি, এ, এম্, এ পাশ করিয়াও যে রাশি রাশি মানুষের কথায়-বার্ত্তায়, কাজে-কর্ম্মে ও আচার-ব্যবহারে প্রতিনিয়ত অশিক্ষার চূড়ান্ত আত্ম-প্রকাশ দেখা যাইতেছে, তাহার কারণও এই যে, তাহাদের শিক্ষা কেহই প্রয়োগমুখী করিয়া দেয় নাই। অথচ—অদৃষ্টের পরিহাস,—তাহারা অনেকেই জ্ঞানবান্ হইয়াছে এ-কথাটাও মুখ উঁচু করিয়া বলিতে পারা যায় না। কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া কয়েকবছর পরেই পুস্তকের বিদ্যা পুনরায় পুস্তকস্থ হয়; জীবনের ক্ষেত্রে যাহা ঠেকিয়া না শিখা হয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষা হইতে তাহার অণুমাত্র সাহায্য হয় না। লেখা-পড়া শেখা লিখিতে জানা ও পড়িতে পারায় পর্য্যবসিত হয়। ইহার সঙ্গে গণিতের প্রাথমিক নিয়মাবলী যোগ দিয়া আমাদের পনের আনা লোকের কর্ম্মক্ষেত্রে শিক্ষার প্রয়োগ সমাপ্ত হয়। যাহারা এতৎসত্ত্বেও মানুষ হন, তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা ও প্রকৃত জীবনে এক সময়ে এমন একটা বিরোধ বাধে যে, প্রচণ্ড বিক্রমে অতি অল্প সময়ে নিজকে পরিবর্ত্তিত করিয়া নিতে হয়। কেহ কেহ এত দ্রুত পরিবর্ত্তন সহিতে না পারিয়া একটা বিকৃত দ্বিধাগ্রস্ত জীবন কাটাইয়া দেন। বাকী সকল স্রোত যেদিকে ভাসাইয়া নেয় সেইদিকেই চলিয়া যায়,—লোক-গণনার সময়ে তাহাদের সংখ্যা দেখিয়া চমক লাগে।

সুতরাং শিক্ষাপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গে উহাকে ফলবতী করিবার ব্যবস্থাও পাশাপাশি করিতে হইবে। এইভাবে জমি চাষ করিও, এই হিসাবে জল দিও এবং এইভাবে ফসলের যত্ন নিও—ফসল ফলিবে; এইসব হিতোপদেশ বর্ষণ করিয়া এক বৎসর পরে সেই হিসাবের তালিকা ছাত্রের মনে আছে কিনা ইহার অঙ্ক-বিস্তর পরীক্ষা লইয়া তাহাকে ছাপ-মারা ছাড়পত্র দিয়া জীবনের প্রবেশদ্বারে পৌঁছাইয়া দিলে, সারা জীবন তাহাকে গাহিয়া বেড়াইতে হইবে,—"এমন মানব-জমি রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা!"

সোমা আর ফলিবে না, জীবনের হা-হুতাশ আর থামিবে না, চারিদিকে অসন্তুষ্টির মাত্রা সংখ্যা বাড়িয়া যাইয়া "দেশ-মাতা যা হইয়াছেন" তাহাই থাকিবেন।

শিক্ষার পাশাপাশি বা সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ প্রয়োজন। এজন্য আবাসিক বিদ্যাগারের দরকার, যেখানে শিক্ষক ও ছাত্র একত্র মঙ্গল-সাধনা করিবে, একত্র ভোজ্য গ্রহণ করিবে একত্র বীর্য্য প্রকাশ করিবে। বর্ত্তমান প্রথম, মধ্যম ও উচ্চ-বিদ্যালয়গুলির প্রথায়ই কি শিক্ষা-ব্যবস্থা চলিবে, না নালন্দা ও তক্ষশীলার অনুবর্ত্তন করা হইবে, অথবা প্রাচীন গুরু-কুলের পুনরাবির্ভাবই বাঞ্ছনীয়? অথবা স্থানে স্থানে বড় বড় 'আবাসিক বিদ্যাগার' থাকিবে, তাহার মধ্য দিয়া উচ্চ-শিক্ষার্থীকে যাইতে হইবে? যে গাছের মূল রস আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না, তাহার সমূলে উৎপাটন দৃঢ়হস্তে করাই বাঞ্ছনীয়। বোলপুরে প্রতিষ্ঠিত কবিগুরুর প্রচেষ্টাই বা কতদূর এই সমস্যার সমাধান করিয়াছে, এ-সমস্তই বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখা দরকার।

ছাত্র নিজ নিজ গৃহ হইতে রোজ স্কুলে যাইয়া শিক্ষা-সমাধান করিবার বিরুদ্ধে কি যুক্তি আছে? প্রথম ও গুরুতর কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ছাত্র শিক্ষাকে কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিল কিনা আমাদের ঘরে উহা দেখিবার কোন ব্যবস্থা নাই। আরও কারণ আছে। আমরা শিক্ষাভিমানী হইলেও, আমাদের গৃহের পরিবেশ ও আবেষ্টনী শোচনীয়রূপে অশিক্ষিতের মত, বরং 'অশিক্ষিতে'র চেয়েও অনেকক্ষেত্রে অধম। স্কুলে একটা বিশেষ ভাবকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়া আসিয়া গৃহে তাহার অকুণ্ঠ অবহেলা দেখিলে শিক্ষা যোগে বিয়োগে শূন্যাকার হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক জীবন সুস্থ হইলেও তাহার সমগ্র মূর্ত্তি শৈশবে ও কৈশোরে ছাত্রদের মনকে অবাঞ্ছনীয়ভাবে বিক্ষিপ্ত ও বিপর্য্যস্ত করিতে পারে। যে-জ্ঞান এখনই পাইবার উপযুক্ত সময় আসে নাই, তাহার অকাল বিকাশ মনকে বিক্ষুব্ধ করিয়া দেহ ও মনের স্বাস্থ্যহানি ঘটাইবে।

বিদ্যাপ্রদানের স্থান উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে হইবে না গৃহের কক্ষে হইবে, ইহার বিচার শুধু এইদিক দিয়াই হইবে যে, শিক্ষার আবেষ্টনী এমন কিনা যাহা শিক্ষক বা ছাত্রদের মনে বিরক্তি সঞ্চার বা স্বাভাবিক ধৈর্য্য ও প্রফুল্লতার ব্যাঘাত করে। প্রকৃতির কোলে মানুষ হইবার অতিরিক্ত আগ্রহ এবং গৃহকক্ষমাত্রকেই কারাগার বলিয়া ভাবিবার মত গোঁড়ামির কোন কারণ নাই। প্রকৃতি সর্ব্বক্ষেত্রে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষিনী মহেন এবং গৃহতলও সব সময়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল নয়। আসল কথা, প্রকৃতিও নয়, গৃহও নয়—মানুষ। তাহার বিকাশে যাহার যতটুকু সহায়তা প্রয়োজন বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তাহার সমস্তই দিতে হইবে। গৃহকেও আকর্ষণীয় করা যায়। প্রকৃতির কোলের শিক্ষা যদি কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যজ্ঞান, অনায়াস জীবন, কাব্য ও কলা-প্রচেষ্টা জাগরিত করিয়াই শেষ হয়, তবে তাহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ও জীবনের পক্ষে অপর্য্যাপ্ত। আবার যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা অপরিসর কুশ্রী কক্ষে একাসনে বসিয়া শিক্ষাভাস করিতে হয়, তবে তাহার বিরুদ্ধে "ফ্যাক্টরী এ্যাক্টের" মত একটা কিছু আইন পাশ

করার উপযোগিতা মনে আসে। বর্তমান স্কুল-গৃহাদির সাধারণতঃ যে রূপ তাহার মধ্যে শিক্ষার প্রেতাত্মা ছাড়া আর কাহারও অধিষ্ঠান ও স্থিতি সম্ভবে না। আরও শান্ত' সুদৃশ্য, বৃহৎ ও সুশ্রী পরিবেশ সৃষ্টি একান্ত আবশ্যক। বিদেশের স্কুলগৃহ ও গ্রন্থাগার প্রভৃতির অভ্যন্তরের যে বর্ণনা ও ছবি দেখা যায়, তাহাতে গৃহাভ্যন্তরও আকর্ষণীয় হইতে পারে। অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়া শিক্ষাকে তাহার ন্যায্য মর্যাদা দেওয়া যায় কিনা দেখা দরকার।

শিক্ষাদানের সার্থকতাও নির্দিষ্ট হইবে শিক্ষিত কত আনা মানুষ হইল তাহা দ্বারা, কত আনা চাকুরী পাইল তাহা দ্বারা নয়। প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি হইলে বেকার সমস্যা তাহারাই সমাধানের পথে আনিয়া দিবে, শুধু লীডারদের দিকে চাহিয়া দিন গণিবে না। প্রকৃত মানুষ চাষাবাদ করিয়া জীবন কাটাইল কি বিজ্ঞানী হইয়া জ্ঞান চর্চা করিল, শিক্ষার দিক হইতে তাহাতে কিছু যায় আসে না। অমানুষের সংখ্যা লোপ করাই প্রধান উদ্দেশ্য, সে চাষাই হউক আর বিজ্ঞানীই হউক। সেদিন বুঝিব, শিক্ষক শিক্ষা দিতেছেন এবং দেশ শিক্ষিত হইতেছে।

৮। কি কি শিক্ষা দেওয়া হইবে

শিক্ষার বিষয়ের দফাওয়ারী আলোচনা না করিয়া এইস্থানে এই কথাটা বলার প্রয়োজন যে, ছাত্রের মনটি যথাযথরূপে প্রস্তুত করিবার জন্য বিষয়-বিভাগে একটা বিশেষ বরাদ্দ যেন থাকে। জ্ঞান আহরণ করা নিশ্চয়ই প্রয়োজন, কিন্তু চরিত্র গঠনের শিক্ষা অধিকতর প্রয়োজন। গ্রন্থবিদ্যার প্রয়োজনকে লঘু করিতেছি না। ষ্টিম-এঞ্জিনের গঠন কৌশল বই হইতে দেখিয়া নিলে অনেক সহজেই আয়ত্ত হয়। নিজের বুদ্ধিতে ষ্টিম-এঞ্জিন দেখিয়া দেখিয়া বুঝিতে হইলে পৃথিবীর সামান্যই বুঝিবার অবকাশ হইবে। গ্রন্থবিদ্যার উপযোগিতা অনেক। খালি বনে বনে তরুলতার সৌন্দর্য্য ও নীলাকাশের প্রসারতা দেখিয়া বা ফ্যাক্টরীতে ফ্যাক্টরীতে নানা যন্ত্রের প্ল্যান্ট্ দেখিয়া ফিরিয়া শিক্ষা-সমাধানের চেষ্টা বৃথা। যাহার যতটুকু প্রয়োজন না নিলে চলিবে না। তবে এতদিনকার রীতিকে উল্টাইয়া দিয়া, মানসিক শিক্ষার প্রয়োজনকে বহু গুণে মূল্যবান বিবেচনা করিয়া, ইহাকে শিক্ষার বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত বিকলাঙ্গ শিক্ষার কবন্ধ মূর্ত্তির সহিত বারে বারে সাক্ষাৎ হওয়া অনিবার্য্য।

মানসিক শিক্ষার অভাব দেশবাসীর মধ্যে এমন প্রকট হইয়া উঠিয়াছে যে, সুস্থ বলিষ্ঠ দেহ কিছু কিছু মিলিলেও সুস্থ ও বলিষ্ঠ মনের একান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে। চরিত্র সৃষ্টি হইতেছে না। মানুষের সহিত মানুষের কপট, রুক্ষ ব্যবহারে, ধর্ম্মোন্মত্ততায়, দুঃখ-কষ্টের নিকট মর্য্যাদার আত্ম-সমর্পণে, মনের স্থৈর্য্য ও শান্তির বিলোপে, আদর্শহীনতায়,

নিয়মানুবর্তিতার বিসর্জনে, অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণের সাহসের অভাবে, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য মৃত্যু-বরণের কুণ্ঠায়, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সহনশীলতার বিলোপে এই কথাটাই দ্ব্যর্থকরূপে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই চরিত্রের কথাই স্বামীজী বলিয়াছিলেন। অর্থ কতটুকু করিতে পারে? মান, যশ ও বিদ্যার মূল্যও সামান্য। শুধু চরিত্রই জীবনের বাধা-বিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া পথ করিয়া নিতে পারে। অথচ এই চরিত্র-সৃষ্টি যার তার উপর ছাড়িয়া দিয়া আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। আর আমরা যে যার মত প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকের উপর আমাদের চরিত্র-গঠন ছাড়িয়া দিয়া বা' হইয়াছি, তাহা অহরহ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

মনের শিক্ষা আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিবে না। পরন্তু বিদ্যা-শিক্ষার চেয়ে এই শিক্ষা বহুগুণে আয়াস ও যত্নসাধ্য। এ সম্বন্ধে শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে সুচিন্তিত পরিকল্পনার স্থান একেবারেই অপরিহার্য্য। বিদ্যা আহরণই হউক, স্বাস্থ্য আহরণই হউক বা মানসিক শিক্ষা আহরণই হউক, মানুষের মনটা তাহাদের জীবনের প্রথম দিকেই আহরণমুখী থাকে বলিয়া শিক্ষালয়ে ঐ সবক'টি ব্যবস্থাই রাখিতে হইবে। চরিত্রসৃষ্টি মাতাপিতার উপর ছাড়িয়া দিলে হইবে না। শিক্ষার প্রচেষ্টা সর্ব্বতোমুখী না হইলে মানুষ-সৃষ্টি অসম্ভব। মানুষের অভাবেই জাতির জীবন বিজাতীয় হইয়া গিয়াছে। মানসিক সমৃদ্ধি সৃষ্টি করিবার জন্য বরং শিক্ষা-ব্যবস্থায় সর্ব্বোচ্চ স্থান রাখিয়া দিতে হইবে। কারণ বিদ্বান না হইলেও চরিত্রবান হইলে আমাদের জীবন অনেক বেশী মনুষ্যোচিত হইয়া উঠিবে। উল্টা হইলে 'ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন' সৃষ্টি অবধারিত, যার প্রচুর শক্তি শুধু অমঙ্গলের জন্যই নিয়োজিত হইবে। ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে প্রতিহত করার শক্তি মানুষের মধ্যে না থাকিলে, ভগবান্ ছাড়া আর সহায় হইবার কেহ থাকিবে না। আনবিক বোমার সৃষ্টি ও ব্যবহার সমগ্র বিশ্বের চরিত্রহীনতার ঘনীভূত সংস্করণ। "শান্তি-সংহতি" ইহাকে সংযত করিতে পারিবে, এরূপ আশার কোন কারণ নাই। ব্যক্তিগত জীবনেও আমরা চরিত্রহীনতার এমনই অসংখ্য ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন সৃষ্টি করিয়া একটা দুর্ভাগা জীবন কাটাইয়া যাইতেছি। ইহাদের হাত হইতে মুক্তি পাইলে মানুষের জীবনে যে বিরাট সম্ভাবনা আছে, তাহা তুচ্ছ করিবার মত নয়। পূর্ণ, বলিষ্ঠ, ভয়হীন সেই জীবনের আস্বাদ পাইতে হইবে। সে-জীবন মানুষেরই অধিগম্য। তাহার পথে পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া সারা-জীবন ঘুরিয়া মরার নাম জীবন নয়। আবার জন্মিব কি মহাত্রাসে বিলীন হইয়া যাইব, তাহা আপাততঃ না ভাবিয়াও এ-জীবনটাকে তুচ্ছ করিবার মত মানসিক তামসিকতা বরদাস্ত করা উচিত নয়।

৯। কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে

শিক্ষা দিবার কৌশল বা পদ্ধতি সম্বন্ধেও কম ত্রুটি নাই। ভূগোল শিক্ষা শুধু স্থানের তালিকা মুখস্থ করা ও ইতিহাস শিক্ষা শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও তারিখের সমন্বয়

করা নয়। নিজের গ্রামটি বা সহরটিকে পৃথিবীর ক্ষুদ্র অংশ ধরিয়া এই গ্রাম বা সহরের আকার, আয়তন, সীমা, ভূমির শ্রেণী, উৎপন্ন শস্য, খাদ্য সরবরাহ, আমদানী-রপ্তানী, উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, প্রথম বসতি-পত্তনের ইতিহাস, তখনকার হইতে বর্ত্তমান সমৃদ্ধি বা অবনতির মূল কারণগুলি আবিষ্কার, শিল্প, বাণিজ্য, নদী নালা, পথ-ঘাট, জঙ্গলতা, পশুপক্ষীর বিবরণ সংগ্রহ, শ্রেণী বিভাগ ও বিশ্লেষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে ছাত্রের কৌতূহলের উদ্রেক করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে দিয়া হাতে-কলমে এগুলি করাইয়া নিতে হইবে। তৎপরে প্রতিবেশী গ্রামের সঙ্গে এই গ্রামের আর্থিক, প্রাকৃতিক প্রভৃতি কি কি সম্পর্ক ও বিভেদ আছে, তাহা দেখাইতে হইবে। ইতিহাসও এইভাবেই শিখিতে ও বুঝিতে হইবে। একটি গ্রামের উত্থান বা পতনের ইতিহাস শিক্ষার দিক দিয়া নগণ্য নয় বরং "ইংলণ্ডের ইতিহাস" হইতে অনেক দরকারী ও শিক্ষাপ্রদ। জ্ঞান আহরণের মূল কৌশল ও সূত্রগুলি আয়ত্তে আসিলে, ধীরে ধীরে ছাত্ররা উহা বৃহত্তর অঞ্চলে খাটাইতে পারিবে। তাহাতে লাভ হইবে এই যে, বিষয়টা জীর্ণ হইয়া বুদ্ধি ও বিদ্যা স্বাস্থ্য-সম্পন্ন হইয়া উঠিবে; অজীর্ণ রোগে ধুঁকিতে ধুঁকিতে পরীক্ষার খাতায় অম্লোদ্গারের স্ফীত ইতিহাস আর লিখিত হইবে না। আমাদের দেশের উপযোগী শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে এখনও বিস্তৃত গবেষণার প্রয়োজন; কাগজপত্রে নয়,—ছাত্রদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এবং ছাত্রদের মধ্যে কার্য্যক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ ও ফলাফল দ্বারা।

১০। দেশ, কাল ও পাত্রভেদ

দেশ-ভেদে শিক্ষার রূপ কিছুটা পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিবে ইহাই সমীচীন্। সকলদেশের ভাব-ধারা এক নহে এবং দেশ-ভেদে মানব-মনের প্রবণতার যথেষ্ট তারতম্যও স্বীকৃত। একই শিক্ষার ছাঁচে সকলদেশের মানুষকে ঢালাই করিতে গেলে স্থায়ী কিছু না হইবারই কথা। জাতির দেশগত ভাবধারার মূল সূত্রটি আবিষ্কার করিয়া তাহারই অনুকূলে শিক্ষার স্রোত প্রবাহিত করিতে হইবে। আমাদের দেশের নৈতিক ও ধর্ম্মমূলক ভাবধারা-বর্জ্জিত কাঠোর বস্তুজ্ঞান-শিক্ষা বার বার আমাদের মানসিক ভাবধারাকে আঘাত করিবে (ইহাতে সংস্কার অথম হইলেও নিহত হইবে বলিয়া মনে হয় না এবং নিহত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়াও মনে হয় না। ইহার মূল বহু গভীরে।) এবং শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সংযোগ ব্যাহত হইয়া সেই পরিমাণে শিক্ষাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে। শুধু তাহাই নয়, কর্ম্মে ও চিন্তায় বিরোধ সৃষ্টি করিয়া ইহা আমাদিগকে গোপনে গোপনে দুর্ব্বল করিয়া তুলিবে। ইহার দ্বারা আমি অন্ধ সংস্কারের নিশ্চয়ই পোষকতা করিতে চাই না। দুইটির মধ্যে পার্থক্য প্রচুর ও পরিস্ফুট। এমন কি ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তের শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে ভারতের পশ্চিম প্রান্তের শিক্ষা হইবে কিনা, তাহাও ভাবিবার স্থান আছে। ধর্ম্মের নামে বিজাতীয়তার উদ্রেক করিয়া যে

শান্তিমূলক সাস্কার জাগ্রত করিবার ব্যবস্থা বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল, তাহার স্থানে সুস্থ, বলিষ্ঠ ও হিতকর ধর্ম্মবোধের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে হইবে, যাহা সত্যই ধর্ম্ম, অর্থাৎ আমাদের ধারণ করিবে, ধরণীর পথে পথে যাহা অজ্ঞাতের ও অদৃষ্টের ভয় দেখাইয়া ও শাস্তির ফিরিস্তি লটকাইয়া ভয়ার্ত্ত ও পঙ্গু করিয়া আমাদিগকে প্রকৃত জীবন হইতে বিচ্যুত করিবে না।

তাই শিক্ষা কালধর্ম্মীও বটে। যদিও প্রকৃত মানুষ সৃষ্টিই শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত মানুষের গঠন শিল্পে সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে-পূজিত উপাদানের স্থান অত্যন্ত অধিক, তবুও কালের পরিবর্ত্তনে মানসিক শিক্ষারও অঙ্গ-বিশেষের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। মনের-গভীরতা সকল মানুষেরই প্রকৃত শিক্ষার বিষয়। বর্ত্তমানকালের জীবন নানা কারণে দ্রুত ও প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বেও গ্রাম্যজীবনের মন্দাক্রান্তা ছন্দ কাটিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানকালের দান চটপটে ভাব (smartness) ও প্রখরতা যদি গভীরতার সঙ্গে সুষ্ঠু সমন্বয়ে গ্রথিত হয়, তবে মানুষের সমৃদ্ধি বাড়ে বৈ কমে না। Smartness-কে চালবাজি, চালাকি প্রভৃতির পর্য্যায়ে ফেলিয়া উহার অবমাননা করিলে সে আলাদা কথা। সকল অবস্থায় সপ্রতিভ ব্যবহার, সদা-প্রস্তুতির উদ্যুক্ততা, খেলোয়াড়-সুলভ মনোবৃত্তি প্রভৃতি গুণ মানুষকে আরও উজ্জ্বলতা প্রদান করে এবং জীবন-যুদ্ধ সরল করিয়া তোলে, কাজেই তুচ্ছ করিবার মত নয়।

পাত্র বা অধিকারী-ভেদ সমস্ত কর্ম্ম ক্ষেত্রেই অনস্বীকার্য্য। সব ছাত্রই সমস্ত বিদ্যায় সমান পারদর্শিতা দেখায় না। কাহারও বিজ্ঞান-চর্চ্চা স্বভাবগত—কাহারও কাব্যচর্চ্চা। শিক্ষার অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরেই এই সব বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। একটা সাধারণ শিক্ষা সব ছাত্রকেই পাইতে হইবে, যদ্দ্বারা সে জীবনের অমঙ্গল ঠেকাইয়া মঙ্গলের পথযাত্রীরূপে যথেষ্ট পাথেয় সংগ্রহ করিয়া নিতে পারে। ভাষা ও ভাবপ্রকাশ শিক্ষা, গণিতের প্রাথমিক প্রকরণাদি শিক্ষা ইহার অন্তর্গত। কিন্তু পূর্ব্ব-আলোচিত মানসিক শিক্ষাই এই শিক্ষাংশের প্রধান বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য। শিক্ষার বিদ্যার অংশ এই সময়ে এমন হইলেই চলিবে, যেন সাধারণ জীবন-যাপনে কোন প্রকার অস্বাচ্ছন্দ্য না ঘটে অথচ উচ্চশিক্ষার মূলগত বা প্রাথমিক বিষয়গুলি অধিকারে আসে। কিন্তু তাহার চরিত্র-গঠন-কার্য্য সুসম্পন্ন না হইলে, বাস্তব জগতের আঘাতে যদি বনিয়াদ টলিয়া ওঠে, তবে সমস্ত জীবনই বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং উচ্চ শিক্ষাংশের পূর্ব্বেই মানসিক বা চারিত্রিক শিক্ষা সম্যক দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন। ছাত্রদলের বড় অংশটা উচ্চশিক্ষার দিকে না গিয়া কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করিবে বলিয়াই আশা করা যায়।

ছাত্রের মনের বিশেষ গঠন বা প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার বিশেষ শিক্ষার রাস্তাটি বাছিয়া দিতে হইবে। নতুবা Square peg ও round hole-এর প্রবাদটি বার বার সমর্থিত হইবে। "সাধারণ শিক্ষা" প্রদানের সময়ে দীর্ঘ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা প্রত্যেক

ছাত্রের প্রবণতা ও পারদর্শিতা অনুসারে তাহার শ্রেণী বিভাগ হইবে। ইহাতে শুধু প্রচুর ব্যয় ও আয়াসই প্রয়োজন নয়, উপযুক্তরূপে শিক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। রাশিয়ায় ছাত্র-বাছাই করার একটা বর্ণনা পড়িয়াছিলাম; আমাদের দেশোপযোগী অনুরূপ কোন পন্থা প্রবর্তিত করিতে হইবে। ছাত্রটি "বিশেষ-শিক্ষার" প্রবেশ দ্বারে "ক"-শ্রেণী, কি "খ"-শ্রেণী, কি "গ"-শ্রেণী প্রভৃতি দ্বারা তাহার পাঠ্য বিষয় নির্দ্ধারণ করিবে। ইহাতে যদিও "লা মিজারেবল্‌সে"র কয়েদীর মত নাম-দ্বারা না চিনিয়া মানুষকে নম্বর দ্বারা চিনিয়া নেওয়া হইবে, তবুও এইরূপ মানুষই তাহার বৈশিষ্ট্য বিকশিত করিয়া জীবনে নামের দ্বারা পরিচিত হইবার অধিকতর যোগ্য হইয়া উঠিবে।

১১। উপসংহার

শিক্ষার কতকগুলি গোড়ার কথা তুলিয়া আমার চিন্তাধারা প্রকাশ করিলাম। ইহার মধ্যে ত্রুটি থাকা খুবই সম্ভব, বিশেষ করিয়া আমি যখন শিক্ষাব্রতী নই। অথবা জওহরলালের মতানুসারে এও হইতে পারে যে, experts বিষয়টিকে এমন জটিল করিয়া দেখেন যে, সাধারণ লোকে অনেক সময়ে তাহার চেয়ে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে উহার মোটা কথাগুলি শক্ত করিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে।

শিশুদের উপযোগী চিত্রের জন্য কাহিনী নির্ব্বাচন

লেখক : কে. ক্লিফোর্ড কিং

> শিশুরা বাস্তবভাবাপন্ন ভাবপ্রবণতা তাহাদের নিকট বিরক্তিকর। বাস্তব জীবনের সহিত যে ঘটনার সম্পর্ক নাই তাহা শিশুদের মনে রেখাপাত করে না। নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে উপদেশাদি শিশুমনে রেখাপাত করে কিন্তু উপদেশামৃত শুনিবার ধৈর্য্য তাহাদের নাই। তাই শিশুদের জন্য ছিত্র নির্ম্মাণ করা একটা সুকঠিন ব্যাপার।

বৃটেনে শিশুদের সিনেমা ক্লাবগুলিতে প্রতি শনিবার সকালে ছবি দেখান হয়। 'চিল্ড্রেন্স এনটারটেনমেণ্ট ফিল্মস্' প্রতিষ্ঠান শিশুদের জন্য চিত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য্যালয় লণ্ডনে অবস্থিত। শিশু-চিত্রের জন্য প্রতিদিনই বিভিন্ন লেখকদের নিকট হইতে নানাবিধ চিত্র-কাহিনী প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয়ে পৌঁছে। কিন্তু অধিকাংশই শিশু চিত্রের পক্ষে অচল। শিশুদের জন্য চিত্র নির্ম্মাণে যে কি অসুবিধা তাহার সামান্য কিছুমাত্র লেখকেরা উপলব্ধি করিতে পারেন।

অনেকে আবার চিত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে নানাপ্রকার পরামর্শ লিখিত পাঠান। 'রবিনসন ক্রুসো''কে চিত্ররূপ দিবার জন্য শত শত লোক অনুরোধ জানাইয়াছেন কিন্তু কোন মতেই এই বিষয়বস্তুটিকে শিশুদিগের উপযোগী চিত্রের জন্য নির্ব্বাচন করা চলে না। জাহাজডুবি হইয়া ক্রুসো এক দ্বীপে আশ্রয় পাইল। সেখানে ৭ বৎসর বসিয়া একখানা গৃহ ও একখানা নৌকা নির্ম্মাণ করিল। নৌকাখানি এত বেশী ওজনের হইল যে, তাহা স্থানান্তরিত করা সম্ভব হইল না। সুতরাং সমুদ্রতীরে পুনরায় নৌকা নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইল। কিছুদিন পর ঐ দ্বীপে অন্য এক শ্রেণীর অধিবাসীদের সহিত ক্রুসোর সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের কথা ক্রুসো বুঝিতে পারিত না, তাহারাও ক্রুসোর কথা বুঝিত না। এই ধরণের কাহিনী শিশুদের চিত্রে অচল। শিশুদের চিত্র নির্ম্মাণে কেবল কাহিনীর অভিনবত্বের উপর দৃষ্টি রাখিলেই চলিবে না। কোমল শিশুমনে কাহিনীটি কিরূপ রেখাপাত করিবে তৎপ্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

চৈত্র, ১৩৫৫

শিশু আদালত হইতে কয়েকটি অপরাধের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যেখানে অপরাধী শিশু বিচারকের নিকট বলিয়াছে যে, সে চিত্রে যাহা দেখিয়াছে তাহারই অনুকরণ করিয়াছে। চিত্র দেখিয়া শিশুদের অন্যায় কার্য্য করিবার প্রেরণা আসিয়াছে এইরূপ উদাহরণ খুবই বিরল কারণ অধিকাংশ শিশুরই ন্যায় ও অন্যায় বুঝিবার একটা সহজাত ক্ষমতা আছে।

শিশুরা চিত্রের চরিত্রগুলির সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লয়। কোন শনিবার সকালে শিশুদের সিনেমা ক্লাবে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, চিত্রের বীরকে শিশুরা করতালি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছে এবং শয়তানকে দেখিয়া ঘৃণাসূচক ধ্বনি করিতেছে। চিত্র দেখিতে দেখিতে শিশুরা তন্ময় হইয়া যায়। ফলে অনেক সময় দুর্ঘটনাও যে না ঘটে তাহা নহে। একটি সার্কাস ফিল্ম দেখিয়া দড়ির উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া অনুকরণ করিতে যাইয়া অধুনা একটি বালক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

শিশুদের জন্য যাহারা চিত্র নির্ম্মাণ করিবেন তাঁহাদের এই সমস্ত জিনিস সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বই পড়া বা শিক্ষকদের বক্তৃতা শোনা অপেক্ষা শিশুরা চোখে যাহা দেখিতে পায় তাহাতে তাহাদের মনের উপর অধিকতর গভীর রেখাপাত করিয়া থাকে।

যুদ্ধের সময় বৃটেনে শিশুদের জন্য বিশেষ করিয়া একখানি চিত্র নির্ম্মাণ করা হয়। তখন সিনেমা গৃহে চিঁচকে চুরি খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কর্তৃপক্ষ তখন শিশুদের জন্য ছোট একখানা চিত্র নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। চিত্রখানার আখ্যানভাগ অতি সাধারণ।

টম নামে একটি বালক ছিল। একখানা সাইকেল কিনিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রবল হয়। তার বোনের একখানা সাইকেল ছিল। একদিন তাহারা দুইজনে সিনেমায় যাইবার পথে এক দোকানে একখানা সাইকেল দেখিতে পায়। সাইকেলখানার মূল্য লেখা ছিল ৬৬।০ আনা। টমের আকাঙ্ক্ষা হইল সাইকেলখানা ক্রয় করিবার কিন্তু তাহার বাবার তেমন আর্থিক স্বচ্ছলতা নাই যাহাতে ঐ সাইকেল টমকে কিনিয়া দিতে পারে। সিনেমা দেখিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে টম এক ব্যাগ কুড়াইয়া পায়। উহার মধ্যে ৫ পাউণ্ড ছিল। প্রথম সে ঐ টাকা রাখিয়া দিবার মনস্থ করিয়াছিল কিন্তু তাহার বোন উহা থানায় জমা দিতে বলায় উত্তরে থানার দিকে চলিল। থানায় যাইয়া জানিল যে, এক দরিদ্র বৃদ্ধা টাকা হারাইয়াছে এবং সে তাহার পীড়িত পুত্রকে হাসপাতালে দেখিবার জন্য ট্রেন ধরিবার জন্য স্টেশনের দিকে গিয়াছে। বোনের সাইকেল লইয়া ছুটিয়া গিয়া টম বৃদ্ধার হাতে সেই টাকা দিল।

এই ছবি প্রদর্শিত হইবার পর সিনেমা ম্যানেজারদের অফিসে প্রতিদিন হারানো জিনিষপত্র জমা হইতে লাগিল। প্রতি শনিবার শিশুরা একটা না একটা হারানো জিনিস অফিসে জমা দিত।

[ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের সৌজন্যে]

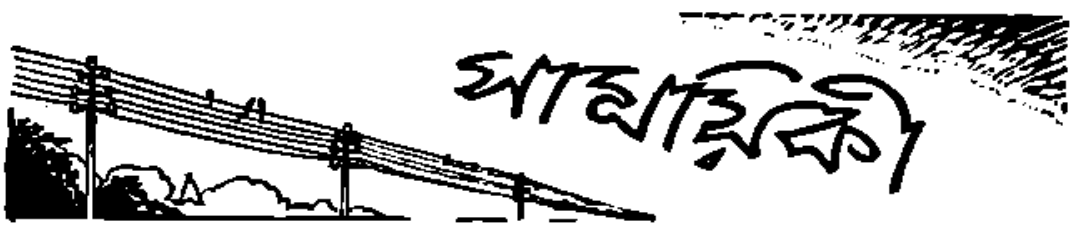

ছাত্রদের রাজনৈতিক মতবাদ ও ক্রিয়াকলাপ

গত কয়েক বৎসর যাবৎ বাঙ্গালা দেশের, বিশেষ করিয়া কলিকাতা নগরের, ছাত্রগণের মধ্যে রাজনৈতিক মতবাদ ও ক্রিয়া-কলাপের যে পরিচয় আমরা পাইতেছি, তাহাতে উল্লাস বোধ না করিয়া শঙ্কা বোধ করিতেছি। খবরের কাগজের পিঠে লাল নীল বা কালো কালিতে মোটা অক্ষরে লেখা নানাপ্রকার রাজনৈতিক-মতবাদ-সম্বলিত ইস্তাহার সকল কলেজের এবং খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীরে সর্ব্বদা আঁটা থাকে। মহা উৎসাহের সঙ্গে ছাত্রগণ প্রত্যহ কলেজের দেওয়ালে এই সকল ইস্তাহার ঝুলাইয়া দেয়। ইহাদের কার্য্যকলাপে মনে হয় যে, এই সকল ইস্তাহার টানাইতে এবং অন্যান্য ছাত্রদিগকে নানারূপে বিড়ম্বনা দিতে ইহারা কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে, লেখাপড়া শেখা ইহাদের উদ্দেশ্য নয়। ইহারাই কারণে অকারণে কলেজে ধর্ম্মঘটের প্রেরণা দেয় এবং সেই সময় যে কোন ছাত্র ক্লাস করিতে অগ্রসর হয়, তাহাকেই ইহারা নিরস্ত করে। ইহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের সাধ্যের বাহিরে।

'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ' কথাটা বর্ত্তমানের ছাত্রগণ ভুলিয়া গিয়াছে। উহা পুনরায় যেদিন তাহারা স্মরণ করিবে, সেদিন কেবলমাত্র নিজেদের নহে, তাহারা দেশেরও উপকার করিবে।

পরীক্ষা-কেন্দ্রে অসদুপায় অবলম্বন

এই বৎসরের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থিগণ কর্ত্তৃক অসদুপায় অবলম্বনের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা সকল ছাত্রহিতৈষীকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিবে। বর্দ্ধমানের পরীক্ষার হলের নিকটে কোন স্থান হইতে লাউড স্পীকারের দ্বারা প্রশ্নোত্তর বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা এই কাজ করিয়াছে, তাহারা লেখাপড়া-জানা বিদ্বান লোক নিশ্চয়। কিন্তু তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে, একথা নিঃসন্দেহ। নতুবা এমন অন্যায় কার্য্য তাহারা করিল কিরূপে? বহরমপুর কেন্দ্রে অধ্যাপক অমিত চক্রবর্ত্তী নকল করিবার অপরাধে একটি ছাত্রকে ধরিয়াছিলেন। সেই ছাত্রটি তাঁহাকে পথে লোহার ডাণ্ডা দিয়া প্রহার করিয়া পলায়ন করিয়াছে। ছাত্রটি স্থানীয় সকলের

পরিচিত। অথচ কেহ তাহাকে এখনও খুঁজিয়া পায় নাই। এজন্য স্বভাবতঃই মনে হয়, তাহার আত্মগোপনের সাহায্যকারী কেহ আছে। যে অন্যায় কার্য্য সে করিয়াছে, তাহাতে লজ্জিত না হইয়া সাহায্য করিতেছে যাহারা তাহারাও পুঁথিগত বিদ্যায় বিদ্বান মনে হয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছে কলিকাতায়। সন্তোষকুমার মিত্র নামে একজন সার্ভ ছাত্রদের দ্বারা প্রহৃত হইয়া মারা গিয়াছেন। অপর একটি ঘটনা এই যে, একটি ছাত্র নকল করিবার অপরাধে ধরা পড়ে এবং বহিষ্কৃত হয়। তাহার নিকট যে খাতা যাহা ছিল রাখিয়া দেওয়া হয়। পরীক্ষার শেষে বেলা পাঁচটার পরে কোন একটি কলেজের ছাত্রাবাসের অসংখ্য ছাত্র আসিয়া পরীক্ষা-কেন্দ্রে চড়াও হয় এবং সেখানকার অধ্যাপকগণের নিকট হইতে নকলকারী ছেলেটির বই প্রভৃতি দাবী করে। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির বশে অধ্যাপকগণ বই ফেরৎ দিতে বিলম্ব করিলেন না। কিন্তু ছাত্রগণ নকল করিবার স্বপক্ষে যে যুক্তি দেখায়, তাহাই ঘটনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়। তাহারা বলে, দেশ-বিখ্যাত নেতারা এবং মন্ত্রীরা, এমন কি পরীক্ষাগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন কর্ণধার যখন নানাপ্রকার অন্যায় কার্য্য করিয়া নিষ্কৃতি পান, তখন সামান্য একটু নকল করিবার অপরাধে কেন একটি ছাত্র শাস্তি পাইবে; সমাজ ও রাষ্ট্রের উচ্চতম স্থানে অধিষ্ঠিত জনমান্য নেতৃগণ অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হইলে, এই সকল ছোটখাট অনুচিত কার্য্য আপনা হইতে কমিয়া যাইবে।

এখন হইতে কি পুলিশ পাহারায় পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে?

মেয়েদের সার্টিফিকেটে বয়স

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার সার্টিফিকেটে মেয়েদের বয়স লিখিবার কোন রীতি ছিল না। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অনুরোধক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় আগামী বৎসর হইতে সার্টিফিকেটে বয়স লিখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। বর্ত্তমানে মেয়েরা ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় চাকুরীতে প্রবেশ করিতেছে। সেক্ষেত্রে তাহাদের বয়স নিরূপণ করা প্রয়োজন হইলে, মেয়েদের মৌখিক স্বীকৃতির উপর নির্ভর করা ব্যতীত অপর উপায় থাকে না।

বাঙালার মেয়েরা ঘরের কাজ অপেক্ষা বাহিরের কাজে অধিক মনোযোগী হইয়াছে ইহা শুভলক্ষণ কি?

বাঙলার শিক্ষক

নবম বর্ষ—১৩৫৫ সাল

সূচিপত্র

বৈশাখ—চৈত্র

কবিশেখর কালিদাস রায়, বি-এ

স্বাধীন বাংলায় শিক্ষার বাহন

আমাদের বিদ্যালয়ে হিন্দীভাষার স্থান

ভাষা-বিদ্বেষ ও শিক্ষা

শিক্ষকদের বেতন

হেডমাস্টারের সম্মান

শিক্ষক ও ছাত্র

বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানে সংসর্গের প্রভাব

ছাত্র ও শিক্ষক ...

জীবনী শক্তির অতিশয্য ও তাহার বিনিয়োগ

জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, এম-এস-সি, বি-সি-এস

শিক্ষা সমালোচনা

বিজেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী বি-এ, বি-টি

দেহ ও চরিত্র গঠন

মলিনী দাস

রোমাঞ্চকর কিশোর "সাহিত্য"

নারায়ণচন্দ্র চন্দ, এম-এ, বি-টি

বঙ্গিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা

শিক্ষক ও ছাত্র

নীলরতন দাশ, বি-এ

স্বাধীন যুগের শিক্ষক ২৮

গুর্নীতির যুগে নীতিধর্ম—শিক্ষা-সমস্যা ১০১

শিশুর শিক্ষায় গৃহ-পরিবারের প্রভাব ১২৮

শিক্ষকের সম্মান ১৪৯

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ
বইয়ের বোঝা
ইংরাজীর খাতির
বিষাণ গুপ্ত
বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কার
মতিলাল দাশ, এম-এ, ডি-এল
চিন্তার স্বাধীনতা ....
মানিক ভট্টাচার্য্য, বি-এ, বি-টি
পড়া ও পড়ানো
ক্ষিতীশচন্দ্র ধর, বি-এ, বি-টি
প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাদেশিক আইন
বাঙলা উচ্চারণ শিক্ষাদান
সুলিখন শিক্ষাদান
ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, এম-এ, বি-টি
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষাদান ...
আমাদের বিদ্যালয়ে রচনা-শিক্ষা ...
আমাদের বিদ্যালয়ে রচনা শিক্ষাদান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা
ক্ষিতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-টি
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষাদান　　১, ২৪, ৪৪
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষা　　৮২
পুস্তক পরিচয় ...　　১৮, ৪০, ১২২, ১৩৮, ১৬৬
সাময়িকী　　.... ১৬, ৩৮, ৫৬, ৭১, ৯৬, ১০৭, ১২১, ১৪০, ১৫৫, ১৬৫, ১৭৯, ১৯৫
সংগ্রহ　　.... ১৩, ৩৫, ৫৩, ৬৮, ৯০, ১০৪, ১১৮, ১৩৩, ১৫২, ১৬৩, ১৭৬, ১৯৩

যুদ্ধোত্তর শিক্ষাপরিকল্পনায় অবশ্যপাঠ্য
আধুনিক শিক্ষক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় সুগভীর চিন্তাপূর্ণ প্রামাণিক গ্রন্থ

আধুনিক শিক্ষক

(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ)

পূর্ব্ব বাঙলার প্রাথমিক শিক্ষার এসিস্ট্যাণ্ট ডাইরেক্টর
খানবাহাদুর আবদুল হাকিম এম-এ (ক্যান্টাব)

প্রণীত

নূতন ও পুরাতন, দেশী ও বিদেশী বহু তথ্য ও তত্ত্বের সুনিপুণ সমাবেশ ও সমন্বয়

—ইহাতে আছে—

প্রথম খণ্ডে—শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিদ্যালয়ের লক্ষ্য, শিক্ষকের মনোভাব গঠন; প্রাথমিক বিদ্যালয়, হার্ব্বার্টের পঞ্চবিধ সোপান, শ্রেণী শিক্ষা, পাঠ-টীকা, পাঠ-দান ও আদায় প্রণালী

দ্বিতীয় খণ্ডে—বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠ্য বিষয়ের শিক্ষাদান প্রণালী—ডল্‌টন্ প্ল্যান, উইনেটকা পদ্ধতি, প্রোজেক্ট মেথড্, ইত্যাদি

তৃতীয় খণ্ডে—দেশ-বিদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়—মোগার প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইংলণ্ড-আমেরিকা-চেকোশ্লোভাকিয়ার গ্রাম্য বিদ্যালয়, রুশিয়ার শিক্ষা ইত্যাদি

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড

১১৯ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের

জন্য

চমকপ্রদ কাহিনী

লক্ষ্মীবীর

হিল্‌ডা সেলিগ্‌ম্যান রচিত 'SKIPPO'-র

বাংলা অনুবাদ

◆

শান্তিনিকেতনের

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

ছোটদের উপযোগী ভাষায় এই বইয়ের অনুবাদ করিয়াছেন

◆

ঝক্‌ঝকে ছাপা, নানা রং-বেরঙের ছবি

মূল্য ছয় আনা মাত্র

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

খান বাহাদুর আবদুল হাকিম

এম, এ (ক্যান্টাব)

প্রণীত

আধুনিক শিক্ষক

(পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ)

—•—

এই গ্রন্থে বর্ত্তমান শিক্ষাবিষয়ক যাবতীয় সমস্যা—আমাদের শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য, বিভিন্ন ক্রম ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, শিক্ষকের কর্ত্তব্য ও সেই কর্ত্তব্যপালনের সুচিন্তিত নির্দ্দেশ, পঠন ও পাঠন প্রণালীর বিধি ও বিধান—অতিশয় বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচিত হইয়াছে।

—•—

সদ্য প্রকাশিত

মূল্য আ০ টাকা

—•—

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড

কলিকাতা

কে. লি. সালুজানী প্রণীত

মার্ক্সীয় অর্থশাস্ত্র

(ক্যাপিট্যাল গ্রন্থের অনুবাদ)

মার্ক্সের ক্যাপিট্যাল গ্রন্থ গত শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক চিন্তার পরিপক্ক ফল। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দিত ও প্রশংসিত। অর্থশাস্ত্রের নীরস বিষয়কে এই গ্রন্থে অতিশয় রসালো ও সর্ব্বজনবোধ্য করা হইয়াছে।

মূল্য ২৲

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাঙলার শিক্ষকের

বিজ্ঞাপন

ব্যর্থ হবার নয়

পূর্ব্ববঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষার
প্রধান পরিদর্শক
খান বাহাদুর আব্দুল হাকিম এম-এ, (ক্যান্টাব) প্রণীত

শিশুর মন ও শিক্ষা

মূল্য ১৷৷০ টাকা

আমাদের দেশে বুনিয়াদি শিক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে হইলে শিশুর মন ও নানা অবস্থা পরিবেশে তাহার আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই শিক্ষার নীতি ও রীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কি করিয়া শিশুর মনের রহস্য সন্ধান করিতে হয় এবং সেই আলোকে তাহার শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করা যায় এই পুস্তিকায় তাহার বৈজ্ঞানিক অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা রহিয়াছে।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক ও ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষারত শিক্ষকদের এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি প্রণীত

আমাদের ইংরেজী শেখা

প্রত্যেক শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে অপরিহার্য্য প্রয়োজন

মূল্য সেড় টাকা

প্রায় শতাব্দীকাল ব্যাপী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিদ্যার বাহনরূপে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু সে ভাষা এখনও হুরস্ত হয় নাই কেন? গলদ কোথায়? এবং দূরীকরণের উপায়ই বা কি? বিশদ আলোচনা এই পুস্তকে আছে।

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Edited, printed and published by Surat C. Das, M.A., from Abinas Prin (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharmatala Street, Calcutta